আচার্য্যের উপদেশ।

নববিধানাচার্য্য

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

দশম খণ্ড।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড

১৮৪১ শক—১৯২০ খৃষ্টাব্দ।

 [মূল্য ১॥০ দেড় টাকা ।

কলিকাতা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

মঙ্গলগঞ্জ-মিসন প্রেস।

কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

আচার্য্যের উপদেশ দশম খণ্ড ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইল। ইহাই শেষ খণ্ড। এইখণ্ডে তিরাশিটী উপদেশ। তন্মধ্যে সাতাত্তরটী নূতন। নূতন উপদেশে ষ্টার মার্ক দেওয়া হইয়াছে।

"আচার্য্যের উপদেশ" দশ খণ্ডে আচার্য্যদেবের প্রকাশিত অপ্রকাশিত সমস্ত উপদেশ বাহির হইল। পূর্ব্বে যে আট খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সমস্তও ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দশ খণ্ডে মোট উপদেশ ৫১৮টী, তন্মধ্যে ২৮৩টী নূতন। দশ খণ্ডে মোট পৃষ্ঠা ২৮৭৭।

আচার্য্যদেব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বা অন্যত্র যখন যেখানে উপদেশ দিতেন, অথবা বক্তৃতা করিতেন, শ্রদ্ধেয় ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী তাহা লিখিয়া রাখিতেন। (অধিকাংশই তাঁহার লিখিত) সেই সমুদয় উপদেশ ও বক্তৃতা ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চাশ বৎসরের সেই জীর্ণপ্রায় ধর্ম্মতত্ত্বের পুরাতন ফাইল হইতে এই সকল উপদেশ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। এখন প্রকাশ না করিলে সব নষ্ট হইয়া যাইত। ভগবানের কৃপায় লুপ্তোদ্ধার হইল। এই পাঁচ বৎসরে আচার্য্যের উপদেশ ছাড়া আরও কতকগুলি নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে।

যে গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে

তাহা সম্পন্ন করিয়া ধন্য হইলাম। এখন পাঠকগণ অনুরাগের সহিত আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন, ইহাই প্রার্থনা।

৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
কলিকাতা;
২৫শে জানুয়ারি, ১৯২০ খৃষ্টাব্দ।
১১ই মাঘ, ১৮৪১ শক।

গণেশ প্রসাদ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

আচার্য্যের উপদেশ

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

দশম ভাদ্রোৎসব।

ঈশ্বর কি আছেন? *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০১ শক,
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর কি আছেন? ধর্ম্মার্থীর প্রথম প্রশ্ন এই। ব্রহ্মার্থীর শেষ প্রশ্নও এই;—ঈশ্বর কি আছেন? যদি ব্রাহ্মসমাজ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন তবে আর কিছুর প্রয়োজন রহিল না। চারিদিক দেখিয়া মনে হয় যেন ঈশ্বর নাই, তাই লোকগুলি বুকে পাপ জড়াইয়া মরিতেছে। পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন কখনও হরি ছিলেন; কিন্তু এখন যেন তাঁর নাই এবং পরেও হরির জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা দেখিয়াও মনে হয় যেন প্রাণের হরির কার্য্য—জীবন্ত ব্রহ্মের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্মদিগের মধ্যে গোপনে গোপনে এই ভাব চলিতেছে। হায় হরি! হৃদয়ের হরি! তুমি কি নাই? তুমি নাই এই কথা

শুনিলে যে আমার হৃদয় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিবে। আর যদি বন্ধুরা সকলে বিশ্বাসের জয়ধ্বনি করিয়া বলেন আমার হরি আছেন, তাহা হইলে আমার হৃদয় শীতল হইবে; আমি আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া মরিব। এতদিন পরে যদি হরির জীবনের বিরুদ্ধে কোন কথা শুনি হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। দেশীয় লোক, তোমরা কি নাস্তিক? হরিকে কি তোমরা বিশ্বাস কর না? কল্পনার হরি, অনুমানের হরির কথা বলিতেছি না। আসল হরিকে কি তোমরা চেন না? হরিকে কি তোমরা দেখ নাই? হরির সঙ্গে কি তোমরা আলাপ কর নাই? হরির নিরাকার পাদপদ্ম কি তোমরা কখনও ছোঁও নাই? এতকাল ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও যদি হরিকে না দেখিয়া থাক, এতকাল পরেও যদি হরি দর্শনের কথা নিঃসন্দেহ না হইয়া থাকে, তবে সকলই পণ্ডশ্রম হইয়াছে। যদি হরিকেই না দেখিলে তবে সংসারে বাঁচিয়া থাকা বৃথা। এখনও অবিশ্বাসী, এখনও সংসারের কীট হইয়া থাকিবে? এখনও মায়াজাল কাটিলে না? হরি তোমাদের হৃদয়দ্বারে এবং মন্দিরে দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহাকে কি তোমরা দেখ্‌ছ না?

ভাই, তুই নাস্তিক। নাস্তিককে যে ভয় করে। নাস্তিকতার ভয়ানক প্রকাণ্ড দন্ত দেখিতে যে ভয় করে। কি ভয়ানক! হরি কি আছেন, এই কথাও জিজ্ঞাসা করিতে হইল? ব্রাহ্মগণ, হরি নাই—এই নিষ্ঠুর নিদারুণ কথা বলিয়া হয় কষ্ট দাও, নতুবা পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত বল হরি আছেন। কিন্তু হরি আছেন, অর্দ্ধেক বিশ্বাসের সহিত এই কথা বলিলে আর চলিবে না। মুখে বলিবে হরি আছেন, কাজে দেখাইবে হরি নাই; এইরূপে আর

কতদিন হরির অপমান করিবে? এ কি হরির সঙ্গে উপহাস! মুখে হরিকে স্বীকার করিলে; কিন্তু জীবনটা নাস্তিকের মত চালাইলে এই কি হরির প্রতি বিশ্বাস? সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে কার্য্য কর, কি পুস্তকালয়ে পুস্তক পড়, কি অন্যত্র অন্য কোন কার্য্য কর, সে সকল স্থানে কি হরি নাই? হরির কথা না শুনিয়া কেন কার্য্যালয়ে যাইবে? হরির আদেশ না হইলে কেন পুস্তক পড়িবে? ধিক্ ব্রাহ্মকে ধিক্! অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম জীবন্ত হরিকে দেখিল না। হে ব্রাহ্ম, তুমি যদি পূর্ণ বিশ্বাসী হও, ভারত কাঁপিবে। হরিকে দেখিলে ভারতবর্ষে বিশ্বাসের চৌদ্দ হাজার সূর্য্যোদয় হইবে। যাহার অন্তরে এই বিশ্বাসের আলো নাই সে কি ব্রাহ্ম? যাহার চোখে এক ফোঁটা জল নাই, যাহার মুখে এক বিন্দু প্রেমরস নাই, বেশ বুঝা যায়, সে হরিকে দেখ্‌ছে না। সে মুখে হাজার বলুক না কেন ঈশ্বর আছেন, তাহার সে কথা কপট হৃদয়ের উক্তি। যে হরিকে দেখে সে কি যাই উপাসনা হইল, অমনই আবার কপট ব্যবহার করিবার জন্য সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারে?

তোমাদের দেশের কেন দুঃখ দূর হইতেছে না? তাহার প্রধান কারণ এই;—তোমরা মুখে বল হরি আছেন; কিন্তু তোমাদের চরিত্র বলিতেছে হরি নাই। আর তোমাদের জীবন দেখিয়া তোমাদের দেশীয় লোকেরা মনে করে, যদিও ইহাদের ইষ্টদেবতা থাকেন—তিনি অতি শুষ্ক এবং নীরস। তাঁহার আরাধনা, ধ্যান, তাঁহার নিকট প্রার্থনা —এ সকলই নীরস এবং কষ্টের ব্যাপার। সেই নীরস দেবতার উপাসনা কেবলই কঠোর কষ্টের সাধন, সুতরাং সেই উপাসনার শেষ হইলেই আহ্লাদ। এই রকম ব্রাহ্মধর্ম্ম অধিক দিন চলিবে

না এবং ইহা অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব যদি স্বর্গের সজীব ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্থান দিতে চাও, তবে বর্ত্তমান মৃত ধর্ম্মভাবের জন্য অনুতপ্ত হও। শুষ্ক দেবতার উপাসক নাস্তিক। যে ব্যক্তি মুখে বলে ঈশ্বর আছেন, অথচ ঈশ্বরোপাসনায় সুখ পায় না, সে সত্যবাদী নহে, সে কপট এবং মিথ্যাবাদী নাস্তিক। ঈশ্বর আছেন বলার অর্থ কি? ঈশ্বর আছেন—সরল হৃদয়ে এই কথা বলিতে পারিলে আনন্দে মন নৃত্য করে, ভয় দুঃখ আর কিছুই থাকে না। মুখে বলিলাম ঈশ্বর আছেন, অথচ মনের মধ্যে দুঃখ, যন্ত্রণা এবং বিষয়সুখের লালসা জ্বলিতেছে—তাহা বিশ্বাসের নামে ভয়ানক নাস্তিকতা। এই ভয়ানক নাস্তিকতা ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে হয় ত দুই পাঁচটী লোক আস্তিক। সেই দুই পাঁচটী লোক নিরাকার হরির সত্তা স্পর্শ করেন। তাঁহারা যখন বলেন, হরি আছেন, তখন মেদিনী কম্পিত হয়।

পুরাতন যোগী ঋষিগণ, আমাদিগের আর্য্য মহাপুরুষেরা নিরাকার হরিকে কেমন জাজ্বল্যমান দেখিতেন! তাঁহারা হরিকে কত ভালবাসিতেন! এখনকার ব্রাহ্মেরা কি করিতেছেন? যাহারা ঈশ্বরকে শূন্য মনে করে, যাহাদের চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই, তাহারা কি ব্রহ্মসাধক, তাহারা কি আস্তিক? বাস্তবিক আমার তোমার মতে হরির উপাসনা করিলে চলিবে না। ব্রাহ্ম হইতে হইবে, ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইবে ব্রহ্মের মতে। সদানন্দের পুত্রের নাম ব্রাহ্ম। আনন্দময় রাজার প্রজা ব্রাহ্ম; সুতরাং যে উপাসনাতে শান্তি হয় না, নিরানন্দ যায় না, তাহা খাঁটি ঈশ্বরের উপাসনা নহে। সত্য ব্রহ্মোপাসনা করি, অথচ সুখের প্রত্যাশায়

সংসারের সেবা করি এরূপ হইতে পারে না। সেই উপাসনা কদাচ অকৃত্রিম নহে যাহাতে সংসার জয় করা যায় না। যে সকল কপট উপাসক নানা প্রকার ধর্ম্মাড়ম্বর করিয়াও মনের মধ্যে বিষয়বাসনা পোষণ করে, তাহারা হয় নাস্তিক নতুবা নাস্তিকতার পথে চলিতেছে। ঈশ্বর আছেন বলিলে যাহার মনে আনন্দ হয় না, সে নাস্তিক ব্যতীত আর কি ? ঈশ্বর আছেন বলিলে ব্রাহ্মের মন, আস্তিকের মন প্রফুল্ল হইবেই। আস্তিক বলেন ঈশ্বর আছেন তবে আর আমার ভয় কি ? কার্য্যালয়ে তাঁহার সঙ্গে কার্য্য করিব, পুস্তকালয়ে তাঁহার সঙ্গে পুস্তক পড়িব। শত্রুদল খড়্গহস্ত হউক, সমুদয় পৃথিবী প্রতিকূল হউক আমাদের ভয় নাই, কেন না ঈশ্বর আছেন, আমরা ঈশ্বরকে পাইয়াছি। তাঁহাকে দেখিয়া আমরা কোমর বাঁধিলাম। হরিকে পাইয়া যেমন আমরা নির্ভয় হইয়াছি, তেমনই আবার সুখীও হইয়াছি। আমাদের হরি অতি সুন্দর। এমন সুখের সুন্দর হরিকে পাইয়া কি কেহ দুঃখী থাকিতে পারে ? আমাদের প্রাণের হরিসহবাস অতি মিষ্ট ; এত মিষ্ট যে মিশ্রীর সরবতের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। আর আমাদের হরি এমনই জাগ্রত যে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ, অনুমান কি কল্পনা হইতে পারে না। তিনি নিরাকার সচ্চিদানন্দ।

ওরে ব্রাহ্ম ভাই, এ নিরাকার পূজা বড় শক্ত ঠাঁই। একেবারে প্রকৃত বস্তু, অর্থাৎ জীবন্ত জ্বলন্ত ঈশ্বরকে না দেখিলে খাঁটি ব্রহ্মপূজা হয় না। যদি তাঁহার জাগ্রত সত্তাসম্পর্কে কোন ভুল কি সন্দেহ থাকে, তবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ভাল। আবার নিরাকার পূজা সহজ পূজা। নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য

দূরে যাইতে হয় না, অথবা কোন বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বাস-চক্ষু খুলিলেই সর্ব্বত্র তাঁহাকে দেখা যায়। যদি বল কি ভিতরে কি বাহিরে কোথাও নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না, কেবল চারিদিক শূন্য আকাশ ধূ ধূ করিতেছে, তাহা হইলে তোমার হৃদয় নাস্তিক। ঈশ্বরকে না দেখিয়া যদি তুমি হাজার ব্রহ্মসঙ্গীত কর তথাপি তুমি অব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম যিনি তিনি আস্তিক। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব দেখিতে পান। কেবল কীর্ত্তন করিয়া কি কেহ ব্রহ্ম পাইতে পারে? অথবা তুমি কুড়ি বৎসর উপাসনা করিয়াছ বলিয়া কি ব্রাহ্ম? যদি হরিকে না দেখিয়া থাক তবে এত বৎসর তুমি কাহার উপাসনা করিলে? তুমি আপনার পূজা আপনি করিয়াছ। হে অনুমানের উপাসক ভ্রান্ত নর, যদি হরিকে না দেখিয়া থাক; তবে তোমার সাধন ভজন পণ্ডশ্রম। অধিক দিন আর তোমার এরূপ সাধন ভজন চলিবে না। পৃথিবী তোমার কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। পৃথিবীকে কিছু দেখান চাই। খুব সুন্দর বস্তু না দেখিলে পৃথিবী ভুলিবে কেন? ব্রাহ্মবন্ধুগণ, এমন খাঁটি বস্তু কি তোমাদের কাহারও কাছে আছে? যদি থাকে আমি বলি বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ তোমাদের। কেন না তোমরা জগতের মনো-রঞ্জন ভুবনমোহন মনোহর ঈশ্বরকে পাইয়াছ।

এই হরির তেজ কম নহে। হরির তেজের কাছে অন্যের তেজ? ঈশ্বর আছেন—এই সত্য জ্যোতির মধ্যে বিশ্বাসী সর্ব্বদা অবস্থান করেন। এক হরি নাই, এক হরি আছেন। এই দুয়ের মধ্যে দাঁড়াইও না। হয় নাস্তিকের মত বল হরি নাই, নতুবা দুর্জ্জয় বিশ্বাসের সহিত, হরি আছেন, এই কথা বলিয়া নাস্তিকতা চূর্ণ কর। অনুমান, সন্দেহ,

কল্পনা একেবারে ছাড়। যখন প্রকৃত আস্তিকেরা হরি হরি বলিয়া উঠিবেন, তখন সেই বীরপুরুষদিগের হুঙ্কারে নূতন নবদ্বীপ টল্‌মল্ করিবে। বন্ধুগণ, তোমরা কি দেখিতেছ না, এই নূতন ধর্ম্মবিধানে নিরাকার নিত্যানন্দ হরির অবতরণ হইয়াছে? নিরাকার সচ্চিদানন্দের এমন রূপের লাবণ্য, এই কথা আর কেহ কখনও বলে নাই। যে নিঃসংশয় ভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না সে মৃত্যুর পথে চলিতেছে। যে বলে, ঈশ্বর আছেন এরূপ অনুমান হয়, বিষাক্ত সর্প তাহার আত্মাকে দংশন করিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ছদ্মবেশে এ সকল গূঢ় নাস্তিকতা আসিয়াছে। আস্তিকতানুসারে বিচার করিতে গেলে ব্রাহ্মগণ অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। অনেক প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছে। এ সকল ছদ্মবেশধারী নাস্তিকদিগের দ্বারা ভয়ানক অকল্যাণ হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ছদ্মবেশে নাস্তিক প্রবেশ করিয়াছে। ঠাকুরঘরে চোর প্রবেশ করিয়াছে। প্রকাশ্য ভাবে নাস্তিক হওয়া ভয়ানক, এইজন্য নাস্তিকেরাও আজ কাল আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ইহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, ধ্যানের সময় চক্ষু বুজিয়া মনে করে ঈশ্বর আকাশ বা পাথরের মত।

বন্ধুগণ, সাবধান, এ সকল নাস্তিকদিগের হস্ত হইতে আপনাদিগকে সর্ব্বদা মুক্ত রাখিবে। আস্তিক ব্রাহ্ম হইয়া ঈশ্বরের সত্তারূপ মহাতেজের মধ্যে হাত রাখিয়া বল এই ঈশ্বর আছেন, ইহাতেই নিজের এবং জগতের পরিত্রাণ হইবে আর কিছু বলিতে হইবে না। সকলে আস্তিক হইয়া বল আমাদের হৃদয়বন্ধু আছেন, তিনি এবার বিশেষরূপে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, প্রত্যেকের বাড়ীতে আসিয়াছেন, প্রত্যেক

ব্রাহ্মের ভার লইয়াছেন। বঙ্গদেশকে, ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য হরি আসিয়াছেন, নিরাকার হরির রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। হরি প্রতিজনের কাছে বসিয়া আছেন। তিনি এই বেদীর কাছে বসিয়া আছেন। আরাতি'ন যাহা বলিতেছেন তাহাতে একটীও ভ্রান্তি নাই। হরি আছেন এবং হরি কথা বলেন, তোমরা কেবল এইরূপ ছোট ছোট গুটী দুই কথা বলিয়া বেড়াও, তাহা হইলে বঙ্গদেশ, এবং ভারতবর্ষ তোমাদেরই হইবে। হরি বলিতেছেন;—"ব্রাহ্মগণ, তোমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ আমাকে দেখিতেন, আমার বাণী শুনিতেন আমি এখন তোমাদের নিকট নূতন ধর্ম্মবিধান লইয়া আসিয়াছি, তোমরা মনের আনন্দে তোমাদের ভাই ভগ্নীদিগের নিকট আমার অবতরণবার্ত্তা ঘোষণা কর। তোমরা চারিদিকে আমার নিরাকার রূপের কথা বলিয়া বেড়াও।"

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিবার অর্থ কি? এই বর্ত্তমান বিধানের কর্ত্তা অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের অধিপতি জীবন্ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা। যদি বল ঈশ্বর আছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে দেখিতে পায় না, এবং কাহাকেও তিনি কোন আদেশ করেন না, তাহা হইলে তোমরা যথার্থ হরিকে মান না। যদি তোমরা হরিকে মান, পূর্ণভাবে তাঁহাকে মানিতে হইবে। সেই হরির মন্ত্র তন্ত্র বেদ আজ্ঞা সকলই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা হরি আছেন, ইহা মানিলে, কিন্তু হরির মুকুট ফেলিয়া দিলে, তাঁহার গলা কাটিলে, তাহাতে হরিকে মানা হইল না বরং তাঁহার অবমাননাই করা হইল। বন্ধুগণ, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হরির দুর্দ্দশা আর তোমরা করিও না। পূর্ণ হরিকে তোমরা গ্রহণ কর। হরিকে কোলে

করিয়া তোমরা দ্বারে দ্বারে যাও। তোমরা তোমাদের মনোহর দেবতাকে হাতে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে সকলের নিকটে যাও। হরির অরূপরূপ দেখিয়া সকলে মোহিত হইবে। হরির অবতরণ হইয়াছে। এবার কিছু বিশেষ ব্যাপার করিবার জন্য হরি আসিয়াছেন। এই বিধানে সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে হরি আপনি বসিয়াছেন, আর হরি তাঁহার সমুদয় প্রিয় সাধু পুত্রদিগকে মনোহর সাজে সাজাইয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সমুদয় সাধু সন্তানদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, আমরা যে কতকগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া কতকগুলিকে বাছিয়া লইব তাহা হইবে না। সমস্তগুলিকে লইতে হইবে। দেশীয় বিদেশীয় সমুদয় সাধুদিগের নিকটে হরির সত্য সকল গ্রহণ করিতে হইবে।

আমরা যত সত্য ভালবাসি, যত রঙ্গ ভালবাসি, যত শব্দ ভালবাসি, সে সমুদয়ই হরির বর্ত্তমান বিধানে আছে। হরির নিকটে যাহা চাই তাহা পাই। নাম তাঁহার কল্পতরু। এমন হরিকে তোমরা আর কত দিন স্বার্থপর হইয়া বন্ধ করিয়া রাখিবে? তোমাদিগের কঠোর প্রাণ, পাষাণ হৃদয় ছিঁড়িয়া ফেল, এবং দয়ার্দ্র হইয়া দেশ দেশান্তরে হরিকে বিতরণ কর। হরির একান্ত ইচ্ছা যে তোমরা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার দয়াল নাম প্রচার কর। তোমাদের মুখে সুধাময় হরিনাম শুনিয়া দেশের ভাই ভগিনীরা বলিবেন, আহা! দয়ালের নাম শুনিয়া গভীর আরাম লাভ করিলাম। আর যাঁহারা তোমাদের নিরাকার হরিকে দেখিবেন তাঁহারা বলিবেন, আহা! এমন সুন্দর রূপ ত আর দেখি নাই। নিরাকারের এত রূপ! লোকে বলে দয়াময় কি মধুর নাম, এ নাম কোথায় ছিল, কে

আনিল? আমি বলি এই কলিযুগে কেবল নামে কাহারও পরিত্রাণ হইবে না। খাঁটি বস্তু ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। নিরাকার হরির মনোহর রূপ না দেখিলে কেহই ভুলিবে না। হরির সৌন্দর্য্য না দেখিলে কেহই ভবপাশ ছেদন করিতে পারিবে না। আমি পাপী, পাপীতারণকে না দেখিলে আমার পাপ ক্ষয় হয় না। কলিযুগে নাস্তিক হইবার অধিক সম্ভাবনা, সুতরাং বস্তুবিহীন নাম লইয়া লোক কিরূপে বাঁচিবে? এই যুগে বৃহৎ বস্তু ধরিয়া না থাকিলে কেহ বাঁচিবে না। প্রত্যহ হরিকে দর্শন না করিলে হরির মূর্ত্তি তেমন উজ্জ্বল এবং জাজ্বল্যমান থাকিবে না। রোজ যদি আমরা হরিদর্শন লাভ করি আমরা বলিতে পারিব ভাগ্যে আমরা নিত্যোপাসনা করিতে অধিকার পাইয়াছিলাম, তাই আমরা হরিসহবাসের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। আর যে সকল ব্রাহ্মের মনে ভক্তির উদয় হয় না, যাহারা হরিকে দেখিতে পায় না, এবং যাহারা উপাসনা অধিক হইল বলিয়া বিরক্ত হইয়া পালায়, তাহারা ব্রাহ্মসমাজে তিষ্ঠিতে পারিবে না।

উপাসনার অভাবে কত ভাইয়ের মৃত্যু হইল। এইজন্য কলি-যুগে ব্রহ্মদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। হরিদর্শন বিনা যে কোন মতেই মনের দুঃখ অন্ধকার যায় না। আর কত দিন তোমরা হরি হরি বলিয়া কাঁদিবে? আমাদের জীবনে বুঝি ব্রহ্মদর্শন হইল না, এই বলিয়া আর কতদিন তোমরা দুঃখ করিবে? পাহাড়ে গিয়া হরিকে ডাকিলে, নানা স্থানে নানা মতে তাঁহাকে ডাকিলে, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে ভালরূপে দেখিতে পাইলে না, তবে কি ব্রাহ্ম-সমাজের কাছে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হইবে? তোমরা

মনে করিতেছ যেন তোমাদের মা নাই, বাপ নাই, বন্ধু নাই, আর কাহাকে ডাকিবে, কষ্ট পাইলে কাহার কাছে কাঁদিবে? হরির অদর্শন যন্ত্রণা কি সামান্য যন্ত্রণা? যে হরিকে দেখিতে পায় না, সে বই পড়ে, কার্য্যালয়ে যায়, স্ত্রী পুত্রাদি বন্ধু বান্ধবদিগের নিকটে বসে; কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের দুঃখ যায় না। যার কাছে হরি এলেন না, তার আর সব পেয়ে কি হবে? সে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলে;—ওরে পিতা, দেখা দে রে, ওরে হরি, তোর পায়ে পড়ি, একবার আয় রে, তোরে না দেখে বুঝি এ জীবনটা বিফলে যায় রে। হরির বিরহ-জ্বালায় যাহাদের প্রাণ পুড়িতেছে, তাহাদিগকে কি বাহিরের ধর্ম্মাড়ম্বর দিয়া সুখী করিতে পার? যদি তোমরা আপনারাই হরিকে না দেখিয়া থাক, তবে তাহারা তোমাদের কথা মানিবে কেন? তোমরা কি ঈশ্বরের সাক্ষী? তোমরা হরিকে দেখেছ? হরির দেশের খবর পেয়েছ? যদি হরিকে না দেখে থাক তবে তোমরা দুই হাজার মন্দির কর না কেন, তাহাতে কেবল হরির বিরুদ্ধে তোমাদের শত্রুতাই বাড়িবে।

হরি গুরু হইয়া উপদেশ দেন, প্রভু হইয়া সাক্ষাৎ ভাবে আদেশ করেন, ইহাই যদি না মানিলে তবে কার কথা শুনে তোমরা মন্দির করছ? কিন্তু ভয় নাই, বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে সুসমাচার আসিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের ব্রাহ্মসমাজ গল্প নহে। নিরাকার ব্রহ্ম মনুষ্যের অসত্য কল্পনা নহে। ও পাড়ার কাণা ব্রহ্মকে দেখেছে। আকাশ নয়, অন্ধকার নয়, জ্যোতি নয়, নিরাকার ঘন সচ্চিদা-নন্দ ব্রহ্ম। ছদ্মবেশী নাস্তিক ব্রাহ্মেরা শুষ্ক উপাসনার মন্ত্র পড়িয়া আফিসে চলিয়া যায়, তাহাদের মনে নিরানন্দ এবং মুখে দুঃখের

অন্ধকার; কিন্তু যিনি নিরাকার আনন্দময়ের পূজা করেন তাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল এবং মুখ হাস্যপূর্ণ। যদি ভক্তের মুখে হাসি না দেখ তবে নিশ্চয় জানিবে ঠিক ব্রহ্মদর্শন হয় নাই। ব্রহ্মদর্শন হইলেই ভক্তের মুখে সুখের হাসি প্রকাশিত হয়। যিনি নিত্য হাসিতেছেন তাঁহাকে দেখিলে কে, না হাসিয়া থাকিতে পারে? প্রসন্নবদন ঈশ্বরের হাসি ভক্তের মুখকে সহাস্য করে। সুখময় ঈশ্বর যখনই ভক্তদিগের পানে তাকাইয়া হাসিলেন তখনই ভক্তেরা গলিয়া গেলেন। ঈশ্বরের মধুর হাসি দর্শনে ভক্তদিগের প্রাণ মধুর ভাবে অভিষিক্ত হয়। এইরূপে ব্রহ্মদর্শনের আনন্দ ও মাধুর্য্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ঈশ্বরের হাস্য-ভাব ভক্তকে একেবারে মুগ্ধ করে। সেই হাস্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মন আনন্দের সঞ্চার হয়। ঠিক তোমরা যেমন পরস্পরকে দেখ আর পরস্পরের সঙ্গে কথা কহ, সেইরূপ নিরাকার ব্রহ্মকেও দেখা যায় আর তাঁহার সঙ্গে আলাপ করা যায়।

আর কি বলিতেছিলাম? আর কি? নিরাকার হরির সঙ্গে আলাপ করা যায়। হরি যাহা বলেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে শুনা যায়, বুঝ্‌তে পারা যায়। কি রকম? আমি খেতে যাচ্ছিলাম, হরি বলিলেন;—"দাঁড়াও, কর কি, এখন খেতে যেও না, খানিক আমার কাছে বস, শুন একটা কথা বলি। তোমাকে ব্রাহ্ম নাম দিলাম কেন জান? তুমি আমার বন্ধু। তোমার বাড়ীর কুশল ত? স্ত্রীকে যোগ শিক্ষা দিচ্ছ ত? ছেলেরা ধার্ম্মিক হচ্ছে ত?" ভক্তের সঙ্গে হরির এইরূপ কথা বার্ত্তা চলে। ভক্তকে হরি বলেন;—"এই চাবিটা ফেলে দিলাম, আমার ভাণ্ডারের যাহা কিছু সব তোমার হইল।" ধন্য ধন্য ধন্য ভক্ত! কেন না ভক্ত স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। স্বর্গের চাবি

হাতে পাইয়া ভক্ত স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। এই ভোগ আরম্ভ হইয়াছে, শেষ হয় নাই। বন্ধুগণ, তোমরাও এই রাজ্য ভোগ করিতে আরম্ভ কর। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, দেশীয় বন্ধুগণ, সাবধান, তোমরা বিপথগামী হইও না। যাহারা হরিকে দেখিতে পায় না, হরির কথা শুনে না, সেই ছদ্মবেশী নাস্তিকদিগের কথায় ভুলিয়া তোমরা বিনাশ প্রাপ্ত হইও না। যাহারা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করে, তাহাদের সেই কল্পনার দেবতা ভয়ঙ্কর দেবতা! তাহা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা। এই গূঢ় নাস্তিকতা এবং নানা প্রকার জঘন্য পাপ ব্যভিচার ব্রাহ্মসমাজ নাম ধরিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই সময় জাগ্রত হইয়া বন্ধুগণ, তোমরা আসল ঈশ্বরকে চিনিয়া লও।

এক দিকে নাস্তিকতা, সন্দিগ্ধতা, বিলাস, সংসারপরায়ণতা দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, অন্য দিকে দেখ হরি শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া বৈরাগ্যবস্ত্র পরাইয়া ভক্তদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন। এমন সুন্দর হরিকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া তোমরা নাস্তিক হইবে? আমি সাহস করিয়া বলিতেছি, হরিদর্শন নিতান্ত আবশ্যক। হরিকে দেখিতে হইবে, হরির কথা শুনিয়া চলিতে হইবে, যদি এই মত মান তবে আমার সঙ্গে যোগ দাও। আমি কি হরিকে একেবারে পূর্ণভাবে দেখিয়াছি? তাহা নহে। হিমালয় অপেক্ষা হরি উচ্চ, সাগর অপেক্ষা হরি বড়, আমি একেবারে তাঁহাকে কিরূপে দেখিব? কিন্তু হরি যতই বড় হউন না কেন, হরি আমার প্রাণের ভূষণ, হরি আমার কণ্ঠের হার, হরি আমার নয়নরঞ্জন, হরি আমার হস্তের ভূষণ। তাহা না হইলে আমি সাহস করিয়া হরির

কথা বলিতাম না। হরির সঙ্গে থাকিয়া ভবিষ্যতে আমার যে কত আনন্দ হইবে তাহার তুলনায় হরিদর্শনে, হরিকথা শ্রবণে আমার যে সুখ হইয়াছে তাহা কিছুই নহে। তখন হরিকে লইয়া যে কি করিব কিছুই জানি না। সকলে কেবল হরিদর্শনের কথা বল। হরি কেমন সুন্দর! হরি কেমন দয়াল! পরস্পরের নিকট হরির যশকীর্ত্তন কর। ভক্তমুখে হরিকথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াক্! হরি-কথা বলিলে পুণ্য হবে, আনন্দ হবে। হরি-প্রেম-মত্ততায় ডুবিলাম, মাথা ঘুরিতেছে। দূর হও সংসার, দূর হও মায়া মোহ। এই যে উৎসবের দিন হরিদর্শনের এবং হরিকথা শ্রবণের তত্ত্ব শুনিলাম, ইহা সকলের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হউক! কে জানে কখন হরি কাহাকে দেখা দিবেন। হরি দেখা দিয়া ভক্তকে বলিবেন ;—"ভক্ত, চল তোমার বাড়ী যাব, আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া তোমার স্ত্রী পুত্র এবং পুস্তকাদি সব দেখাইয়া দাও, আমি তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিব।" ব্রাহ্মবন্ধু, তুমি হরিপ্রেমে প্রেমিক হও। হরি তোমার সমস্ত ভার গ্রহণ করিবেন। গ্রামে হরি, নগরে হরি, সর্ব্বত্র হরি, হরিকে দেখিয়া সকলে নির্ভয় এবং সদা সুখী হও।

অল্পবিশ্বাসী অথবা অর্দ্ধেক বিশ্বাসী হইয়া থাকিলে চলিবে না। পূর্ণবিশ্বাসীর দল বাহির হইয়াছে, হরিধ্বনির হুঙ্কার করিয়া সেই দল পাপ অবিশ্বাস ছিন্ন করিতেছে। সেই দলের লোকেরা হরিসুধা খায়, আর হরিসুধা খাওয়ায়, আর যারে দেখে তারে বলে, কর হরি সঙ্কীর্ত্তন। আর সকলকে হরি পাদপদ্মের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাহারা বলে, খা, মধু খা। এইরূপে তাহারা যারে দেখে তারে ধরে। আমি তোমাদের বন্ধু, আমিও এই চাই যে, তোমরা সেই

দলভুক্ত হও। যদি তোমরা সংসারী কি নাস্তিক হইতে যাও, তোমাদের কোমর ধরিয়া এমনই টান দিব যে, তাহাতে তোমরা একেবারে হরিপ্রেমসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া যাইবে। খুব সাবধান করিয়া দিলাম, যাহারা ব্রাহ্মনাম ধরিয়া নাস্তিকতা পাপ ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয় তাহাদের কথায় ভুলিও না। আসল হরিকে দেখা যায়, তাঁহার কথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়, তাঁহার সঙ্গে তোমরা সাক্ষাৎ যোগ স্থাপন কর; নতুবা দস্যু নাস্তিকদিগের হস্তে পড়িয়া মরিবে। তখন বিপদে পড়িয়া আর বলিতে পারিবে না যে, আমাদের বন্ধু আমাদিগকে যথাকালে সাবধান করিয়া দেন নাই। হরিভক্তিবিহীন শুষ্ক পথে থেকো না, ডাকাতের দেশে থেকো না। যাহারা হরির হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া গিয়া ভাই ভগ্নীগুলিকে অবিশ্বাসের অন্ধকারে এবং পাপহ্রদে ডুবায় তাহারা ভয়ানক ডাকাত। সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না, সেই ডাকাতদের দেশে থেকো না; পাঁচবার নিষেধ করিলাম। যেখানে হরিকে দেখা যায়, শুনা যায় সেখানে এস। হরি সকলকে তাঁহার রাজ্যে নিতে এসেছেন। আজ উৎসবে সেই সমাচার দেওয়া হল, সেই দেশে গিয়া চল আমরা ধন্য হই।

অধ্যাপকদিগের প্রতি উপদেশ। *

(শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন, গৌরগোবিন্দ রায়—অধ্যাপকগণ)

মধ্যাহ্ন, রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০১ শক ;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ধর্ম্মাচার্য্য অধ্যাপকগণ, সত্য ধর্ম্মের অধ্যাপক তিনি যাঁহাকে ঈশ্বর মনোনীত করেন, আহ্বান করেন এবং দীক্ষিত করেন। সত্য ধর্ম্মের আচার্য্য তিনি ঈশ্বর যাঁহাকে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। যদি তোমরা আপনারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ মনে কর, তবে তোমাদের এই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। যদি মনে কর, জগদ্গুরু আচার্য্যের আচার্য্য তোমাদিগকে দশ জনের মধ্য হইতে মনোনীত করিয়া, স্বহস্তে করিয়া লইয়াছেন, তবে এই গম্ভীর কার্য্যে জীবন সমর্পণ কর। ঈশ্বরচিহ্নিত ভিন্ন অন্য কাহারও অধ্যাপকের কার্য্য করিবার অধিকার নাই। অন্তরের অন্তরে নিয়োগপত্র দেখিবে, এবং মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল হস্ত দেখিয়া মনে আশা ও উৎসাহ সঞ্চয় করিবে। বিভুপত্র, বিভুর হস্তাক্ষরিত নিয়োগপত্র দেখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ কর। প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর হইতে ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র উদ্ধার করিয়া লইবে। অবনত মস্তকে জ্ঞানবান্ সাধুদিগের নিকট সত্য সকল গ্রহণ করিবে। তাঁহাদিগের রচিত শাস্ত্র সকল যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিবে। পক্ষপাতী হইবে না, শাস্ত্রকে ঘৃণা করিবে না। মনের শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়াও

যোগী সাধুদিগের পদতলে পড়িয়া তাঁহাদিগের পরীক্ষিত সত্য সকল আদরের সহিত গ্রহণ করিবে। তোমরা যে গাত্রাবরণ পাইলে তাহা স্মরণার্থ। ঈশ্বরচিহ্নিত প্রচারক তোমরা। আপনারা মনকে উন্নত না করিলে লোকে তোমাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। তোমরা ঈশ্বর হইতে যে সকল সত্য লাভ করিবে অকুতোভয়ে সেই সকল সত্য প্রচার করিবে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার সত্যের নিদর্শন। যেমন ঈশ্বরের সত্য লাভ করিয়া তোমরা জ্ঞানী হইবে, তেমনই তাঁহার পবিত্র সহবাসে থাকিয়া তোমরা চরিত্রকে নির্ম্মল রাখিবে। বুদ্ধি জ্ঞান অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। পবিত্রতা জ্ঞানের আগে গমন করে। এই গৈরিক বস্ত্র পবিত্রতার নিদর্শন। এই দেশে বহুকাল হইতে ইহা শ্রদ্ধার বস্তু। এই বস্ত্রে যাহাতে কলঙ্ক না হয় তোমরা ইহা স্মরণ রাখিবে। ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা দেশ বিদেশে ধর্ম্ম প্রচার কর। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে তোমরা পড়িবে, পড়াইবে, শুনিবে, শুনাইবে, শিখিবে, শিখাইবে। ব্রহ্মকল্পতরুতলে বসিয়া সত্য গ্রহণ করিবে। চারি বেদ হিন্দুশাস্ত্র। তোমরা চারিজন চারি শাস্ত্র সম্মুখে লইয়া বসিয়াছ। ব্রহ্ম তোমাদিগের হৃদয়ে তাঁহার অমর অক্ষয় শাস্ত্র প্রকাশ করুন। ব্রাহ্মধর্ম্মের চারি অধ্যাপক, তোমরা চারিদিকে গমন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ণনা কর। তোমাদিগের পবিত্র চরিত্র দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা মহীয়ান্ হউক, তোমাদের বাক্য অগ্নিময় হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সপ্রমাণ করুক। সেই জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমরা তাঁহার ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত কর।

ধ্যান। *

অপরাহ্ণ, রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০১ শক;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

গম্ভীরপ্রকৃতি ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মধ্যানের জন্য তোমরা প্রস্তুত হও। হৃদয়কে যত গম্ভীর করিতে পার সাধ্যানুসারে চেষ্টা কর। লঘুভাব, অসার বাসনা পরিত্যাগ কর। গম্ভীর অটল ঈশ্বরের কাছে মনকেও গম্ভীর ও স্থির করা আবশ্যক। নিত্য বস্তুকে আয়ত্ত করিবার জন্য অনিত্য বস্তু ছাড়া আবশ্যক। যোগীদিগের প্রকৃতি ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকদিগকে অধিকার করুক। অতি গম্ভীর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। সশরীরে ব্রহ্মসাগরে ডুবিতে হইবে। ঘটের কথা শুনিয়াছ? ঘটে ঘটে ব্রহ্ম বিরাজমান। ঘটের ভিতরে ব্রহ্মধ্যানের এক অঙ্গ। ঘটের বাহিরে ব্রহ্মধ্যানের অপরাঙ্গ। এই রক্তের ভিতরে রক্তরূপে, প্রাণরূপে পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। যেমন রক্ত দৌড়িতেছে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মও শক্তি হইয়া দৌড়িতেছেন। শরীর-ঘট ব্রহ্মে পরিপূর্ণ। দেহের মধ্যে ব্রহ্ম। ব্রহ্মের গুরুত্ব অনুভব কর। ব্রহ্মের ভারে অসার শরীর গুরুতর হইল। ভিতরে ব্রহ্মকে পাইলাম। বাহিরেও ব্রহ্মকে লাভ করিব। ঘটকে জলে পূর্ণ করিয়া লইলাম, তার পর ঘটকে সাগরের মধ্যে নিক্ষেপ করিব। ভারী ঘট কোন কালে ভাসিল না, জলে ডুবিল। পূর্ণ ঘট কোন অবস্থায় ভাসে না। ব্রহ্ম-সাগরে ব্রহ্মপূর্ণ দেহ-ঘট ডুবিল। হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখি চারিদিকে ব্রহ্মজল। গলা পর্য্যন্ত—তার পর মস্তকের উপরেও ব্রহ্ম-জলের তরঙ্গ উঠিতেছে। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখি ভিতরে ব্রহ্ম, বাহিরেও

ব্রহ্ম। ভিতরের ব্রহ্মশক্তি, ভিতরের ব্রহ্মজল ক্রমাগত বাহিরের দিকে আসিতে চেষ্টা করিতেছে। ভিতর বাহির এক হইল। মধ্যে নাম-বিশিষ্ট এক একজন মানুষ রহিল। ভিতর বাহির ব্রহ্মময় মধ্যে মধ্যে নামধারী এক একটী জীবাত্মা। সংসার বিলুপ্ত হইল। অসার ব্রহ্মাণ্ড উড়িয়া গেল। এখন কেবল ব্রহ্মের ভিতরে মগ্ন হওয়া, আর কোন কার্য্য নাই। খুব ভাবিয়া দেখ। সঙ্গে কোন অসার চিন্তা আসে নাই ত? আসিয়া থাকিলে ভাসিয়া আবার সংসারে পলায়ন করিবে। ব্রহ্ম-সাগরে কত যোগী ডুবিল আর ফিরিল না। তাঁহাদিগের ইহকাল পরকালে পরিণত হইল। আমরাও ব্রহ্ম-সাগরে ডুবিলাম। যে জলে ডুবিলাম ইহার কি স্বাদ রস আছে? হাঁ! ইহা যে সুধা। নিরাকার ব্রহ্ম-সাগরের রূপ, রস, গন্ধ আছে; কিন্তু সমুদয় আধ্যাত্মিক। ব্রহ্ম-কান্তি-সাগর, ব্রহ্মসৌন্দর্য্য-সাগর। ক্রমে ক্রমে ডুবিলে ইহার মধ্যে আরও ডুবিতে ইচ্ছা হয়। ডুবিয়া যত গভীরতর স্থানে যাওয়া যায় ততই ঘনতর মিষ্টতা লাভ করা যায়। ব্রহ্ম-সাগর জড় নহে, বাস্তবিক এক অনন্ত পুরুষের রূপ-সাগর। এক সুন্দর চিরযুবার অরূপ কান্তি। তোমাদের পরমেশ্বর লাবণ্য-সাগর। তিনি এবং তাঁহার রূপ স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার স্বরূপ এবং তিনি একই। তাঁহার রূপ-সাগরে ডুবিয়া আমরা তাঁহার পুণ্যের সৌরভ এবং তাঁহার প্রেমরসাস্বাদন করিতেছি। ধ্যান মনোহর সুখপ্রদ হউক। ব্রহ্মের ধ্যান, নীরস শুষ্ক দ্রব্যের ধ্যান নহে। কলিযুগে ব্রাহ্মেরা নিরাকার রূপ-সাগরে ডুবিয়া সুধা খান।

ধ্যান করিতে করিতে যোগাবস্থা লাভ করিব। এবার ধ্যান দুই ভাগে বিভক্ত হইল। ধ্যানের সময় ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ

চক্ষের সমক্ষে অবধারণ করি। ধ্যান শেষ হইলে অমনই যিনি সমস্ত গুণের সমষ্টি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ সাধন করিতে আরম্ভ করি। ধ্যানেতে ব্রহ্মের এক একটি স্বরূপ দর্শন, যোগেতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবাত্মার সম্মিলন ও বন্ধন হয়। এই তুমি, এই তোমার লক্ষণ, এই গেল ধ্যান। ডুবিতে ডুবিতে এমন স্থানে আসিলাম যেখানে দেখিলাম সকল রূপ এক স্থানে একত্র হইয়াছে। ধ্যানান্তে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের সমস্ত স্বরূপগুলি একটী বিন্দুতে আসিয়া পড়ে। জ্যোতিম্ময় পুরুষের সমুদয় জ্যোতি এক স্থানে ঘনীভূত হইয়া ভয়ানক উত্তাপ সৃজন করে। এইরূপ সমস্ত ধ্যান ঘনীভূত হইয়া যোগেতে পরিণত হয়। যোগেতে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন হইয়া যায়। পূর্ণ ঘট ব্রহ্ম-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে ভাঙ্গিয়া গেল। ঘটের ভিতরের জল এবং বাহিরের জল একাকার হইয়া গেল। ছোটর সঙ্গে বড়র মিলন হইয়া গেল। দ্বিধা রহিল না। অহং রহিল না। অহঙ্কার একেবারে গেল। প্রথমে ধ্যান, তৎপরে যোগ। ব্রাহ্ম, তবে যোগাসনে বস, শরীরকে স্থির কর, গ্রীবা উন্নত কর। সমস্ত দৃষ্টিকে ভিতরের দিকে যাইতে দাও। পৃথিবী দূর হও। জয় চিদাকাশের জয়! ক্রমে ক্রমে সেই মহা তেজোময় যোগেশ্বর প্রকাশিত হইতে থাকুন। যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বরের ধ্যান করি। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখা দিন এবং তাঁহার পবিত্র সহবাস মধ্যে রাখিয়া আমাদিগের প্রতিজনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন!

সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্ম। *

সায়ংকাল, রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০১ শক;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রত্ন তাঁহাকে ব্রাহ্ম বলি। যাহার একাঙ্গে রত্ন তাহাকে ব্রাহ্ম বলি না। পৃথিবীতে চিরদিন এই রীতি আছে যে, এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী রত্ন গ্রহণ করে। কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে একের অধিক ভাব প্রায় দেখা যায় না। এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে একাধিক রত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এক জাতি, এক যুগ একই রত্ন লইল। ধর্ম্মরত্ন সকল এত বহুমূল্য ও বিচিত্র প্রকার যে, মনুষ্যহৃদয় একটী রত্ন গ্রহণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয়। ঈশ্বর এত রত্ন ছড়াইতেছেন যে মানুষ সে সকল একত্র গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু এ সমুদয় রত্ন সংগ্রহ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতরণ। ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বলিতেছেন, ধর্ম্মসম্প্রদায়গণ, তোমাদের কাহার কি কি রত্ন আছে আমাদিগকে দেখাও। ব্রাহ্মসমাজের এই নিবেদন শুনিয়া সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন রত্ন লইয়া উপস্থিত হইল। কেহ হীরা, কেহ স্বর্ণ, কেহ মুক্তা, কেহ রৌপ্য এইরূপে যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যে রত্ন আছে, সেই সম্প্রদায় সেই রত্ন আনিয়া উপস্থিত করিল। ব্রাহ্ম-সমাজ কাহারও নিকটে যোগধর্ম্ম, কাহারও নিকট ভক্তিশাস্ত্র, কাহারও নিকট বৈরাগ্য, কাহারও নিকট উৎসাহ, গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া অনেক লোকে আশ্চর্য্য হইয়া সাধুবাদ করিল। আকাশ হইতে যেমন বৃষ্টি পড়ে তেমনই স্বর্গ হইতে সত্য

সকল পড়ে। মনুষ্যের হস্ত ছোট, চক্ষু ছোট, কাণ ছোট, হৃদয় ছোট, সুতরাং মনুষ্য সমুদয় সত্য ধারণ করিতে পারে না। মানুষ অনুভব করে অল্প। যে স্থানে যখন যে জাতির মধ্যে যে ভাবের প্রয়োজন হয়, সে স্থানে তখন সেই জাতির মধ্যে সেই ভাবেরই প্রকাশ হয়। এইরূপে এক একটা ভাব এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করিয়াছে।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ এ সমুদয় ভাবের সমষ্টি করিয়া একটী নূতন উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এবং ঐ সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে অনেক প্রভেদ। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে যে সকল ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোন মহাত্মা একাধিক রত্ন প্রকাশ করেন নাই। এক একটী বিশেষ ভাব দেখিয়া এক একটী ধর্ম্মদল নির্দ্ধারণ করা যায়। অমুক জাতির মধ্যে অমুক মহাপুরুষ কি বলিয়াছেন আমরা জানিতে পারি। তাঁহার দশ সহস্র শিষ্য সেই বিশেষ ভাবের প্রচারক। বেদে এক ভাব, উপনিষদে এক ভাব, পুরাণে এক ভাব, যোগশাস্ত্রে এক ভাব, ভক্তিশাস্ত্রে এক ভাব, খৃষ্টধর্ম্মে এক ভাব, মহম্মদধর্ম্মে এক ভাব। এইরূপে এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক এক ভাব। প্রায় চিরকালই মানুষ বাছিয়া এক একটী বিশেষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন ব্রাহ্ম চক্ষু খুলিলেন তখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার চারিদিকে সহস্র সহস্র স্বর্গের রত্ন। একটীও তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না। একটী রত্নে তাঁহার সন্তোষ হয় না। সমুদয় গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার লোভ হইল। তাঁহার হৃদয় সার্ব্বভৌমিক সত্য সকলের প্রতি অনুরক্ত। সমুদয় অঙ্গ সত্য রত্নে ভূষিত করিবার

জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। ব্রাহ্ম-শিশুর ভয়ানক আব্দার। ঈশ্বর ব্রাহ্ম-শিশুর সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। শিশুর মনের ভিতরে উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উদয় হইল। তাহার বাহিরের ধর্ম্ম গঠনের প্রণালীও অদ্ভুত হইল। ব্রাহ্ম-শিশু বলিল, আমি কিছুই ছাড়িব না, চাঁদও লইব, সূর্য্যও লইব, বৃষ্টিও লইব, অগ্নিও লইব। সরল হৃদয় শিশু সম্ভব জানে না। শিশু জানে না তাহার হৃদয় ছোট না বড়। সে সোণা রূপা হীরক মুক্তা সকলই লইবে। শিশুর লোভ অসীম লোভ। শিশু ব্রাহ্ম কোন বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝে নাই, একেবারে সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই স্বর্গের শিশু কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুকরণ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। সে ধর্ম্মাকাশে কোটী কোটী তারা দেখিল। সমুদয়ের প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইল। সে জগৎপতির সন্নিধানে এই নিবেদন করিল, আমি ইহাও লইব, উহাও লইব, আমি সমস্ত লইব, একটীকে ছাড়িলেও আমার চলিবে না। এখন যাহা হইতেছে আমি তাহা ত লইবই, আবার চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাও আমি লইব। ঋষিদিগের কাছে বসিয়া আমি যোগ ধ্যান শিখিব, আবার ভক্তদলের ভিতরে থাকিয়া ভক্তি-সুরাপানে উন্মত্ত হইব। উৎসাহ বৈরাগ্য কিছুই ছাড়িব না। যেখানে যে কোন গভীর সত্য পাইব, অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম, যিনি জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর, কোন্ দিকে ব্রাহ্মকে পরিচালিত করেন? যে দিকে সমস্ত রত্ন, যে দিকে সমুদয় অঙ্গের ভূষণ পাওয়া যায়। কর্ণ যদি সত্য রত্নে ভূষিত হইল, কণ্ঠ কেন শূন্য থাকিবে? ঈশ্বরের রাজ্যে কণ্ঠমালাও আছে। আবার কণ্ঠ যদি

ভূষিত হইল হস্ত কেন শূন্য থাকিবে? হস্তেরও বালা চাই। হৃদয়ের যতগুলি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, সমুদয় বিচিত্র সত্য ভূষণে ভূষিত করিব। ধর্ম্মরাজ্য একটী বিচিত্র বাগান। ঋতু-ক্রমান্বয়ে বাগানের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হয়। বসন্ত এবং গ্রীষ্মাদি ঋতুতে যে সকল ফুল ফুটে শীতকালে সে সকল ফুল ফুটে না। এইজন্য চতুর মালী সকল প্রকার পুষ্প গ্রহণ করিয়া আপনার বাগানে স্থাপন করে। ব্রাহ্ম যিনি, ধীর যিনি, তিনি সকল দিক হইতে অমূল্য সত্য সকল গ্রহণ করেন। আমরা দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল সত্য জানিতাম, মনে করিতাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সে সকল সত্যের সমষ্টি। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনেক আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও নূতন নূতন স্পৃহা বলবতী হইতেছে। ভক্তির সহিত ভক্তবৎসলের পূজা করিয়াছি বটে, কিন্তু ভক্তবৎসলের সহিত এখনও ভক্তের তেমন মাখামাখি হয় নাই। অনেক বৎসর হইতে যোগ ধ্যান করিতেছি বটে, কিন্তু তেমন গভীর যোগে মগ্ন হইয়া যোগেশ্বরের যোগানন্দ রসাস্বাদন হয় নাই। ঈশ্বরের অনেক প্রিয়কার্য্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এখনও প্রভুর নিকট তেমন পরমানন্দ লাভ করিতে পারি নাই। যথার্থ যোগ, যথার্থ ভক্তি, যথার্থ সেবা, এখনও যেন অনেক দূরে রহিয়াছে মনে হয়। এইজন্য ক্ষোভ মিটিতেছে না।

ব্রাহ্মদিগের একটী পরামর্শ স্থির রাখা আবশ্যক; উৎসবক্ষেত্রে একটী বিষয় বিচার করা আবশ্যক। সেই বিষয়টী এই, যাহাতে যোগের সঙ্গে ভক্তি মিলিত হয়, এবং প্রেমের সহিত ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি, এমন উপায় শীঘ্র অবলম্বন করিতে

হইবে। জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বরকে বিশ্বাস এবং ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ দেখিয়া প্রেম ভক্তির সহিত তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করিতে হইবে। শূন্যের পাদপদ্মে প্রেমফুল অর্পণ করিব না। সকল প্রকার ভ্রম ভ্রান্তি দূর করিতে হইবে। আমাদিগের হৃদয়ের যোগ প্রশান্ত হইবে, জীবন উৎসাহী হইবে। আংশিক ভাব লইয়া কেহই প্রকৃত ব্রাহ্ম হইতে পারে না। ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে না যতদিন সমগ্র ভাব হইবে না। প্রতিজনকেই যোগ, ভক্তি, সেবা ইত্যাদি সমুদয় আভরণ পরিধান করিতে হইবে। প্রত্যেককে প্রত্যেক ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সত্য সকল গ্রহণ করিবার ক্ষমতা এবং উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে হইবে। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ভালবাসিতে হইবে। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের মধ্যে একটী নির্দ্দিষ্ট রেখা রাখিয়া দিতে হইবে। সকল প্রেরিত মহাজনের নিকট কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির সহিত অবনত মস্তকে সত্য সকল গ্রহণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায় আদৃত হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষণ এই যে ইহা সমুদয় ধর্ম্মদলের বন্ধু। পৃথিবীর এক একটী ধর্ম্মসম্প্রদায় এক একটী বিশেষ ভাবের উপাসক; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে সমুদয় ভাব আদৃত। অন্যান্য ধর্ম্মদলে এখানে একটু অগ্নি, ওখানে একটু অগ্নি, এখানে একটু জল, ওখানে একটু জল, এখানে একজন যোগী, ওখানে একজন অনাসক্ত জীবন্মুক্ত গৃহস্থ; কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্মরাজ্যে অগ্নি এবং জল, উৎসাহ এবং প্রেম, যোগ ও ভক্তি, পবিত্রতা ও শান্তি এক স্থানে। ব্রাহ্মরাজ্যে যিনি যোগী তিনিই ভক্ত, যিনি বৈরাগী তিনিই গৃহস্থ। এ সকল আপাতবিপরীত ভাবের সামঞ্জস্য করিবার জন্য, ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকে, ব্রাহ্ম

৪

করিয়াছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম এক একটী অমূল্য রত্ন। ব্রাহ্মধর্ম্ম একটী রত্ন নহে, কিন্তু ইহা সে সমুদয় রত্নের মালা। এত দিন বিস্তার, এখন সংগ্রহ। এত দিন স্বর্গ হইতে বৃষ্টি পড়িয়াছে, এখন একাধারে সে সমস্ত জল সঞ্চিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্রাহ্ম এই সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের এই উচ্চ অভিপ্রায় সাধন করুন, তাহা হইলে তিনি ইহলোক এবং পরলোকে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

ত্রৈলোক্যনাথ বাবুকে উপদেশ। *

রবিবার, ৩০শে ভাদ্র, ১৮০১ শক; ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

তোমার সমক্ষে ভূমা পরব্রহ্ম। ত্রৈলোক্যনাথ, তুমি তাঁহাকে বিশ্বাস কর। তুমি আহূত, তুমি চিহ্নিত। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক তুমি আহূত এবং চিহ্নিত। অতএব গম্ভীর ভাবে ঈশ্বরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তোমার ব্রত বুঝিয়া লও। ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে এই ব্রতে ব্রতী করিতেছেন, আমি করিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা তুমি তোমার জীবনের কার্য্যে অভিষিক্ত হইতেছ। ইহা অপেক্ষা গুরুতর সত্য এই, তোমার জীবন তোমাকে অভিষিক্ত করিতেছে, তোমার প্রকৃতি, তোমার মাতৃগর্ভ তোমার ব্রতের পক্ষে প্রমাণ। আমি প্রমাণ নহি, ঈশ্বর প্রমাণ, তোমার চরিত্র প্রমাণ। ঈশ্বরের আহ্বান পুস্তকে লিখিবার বস্তু নহে। অপর লোকের দ্বারা ঈশ্বরের বিশেষ আহ্বানের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বরের হস্তের পাণ্ডুলিপি অন্যত্র পাওয়া যায় না। তোমার সমস্ত জীবন তোমার এই কার্য্যের সাক্ষী।

ঈশ্বর স্বয়ং তোমাকে তোমার জীবনের এই বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। আমরা তোমার ভাই বন্ধুগণ চারিদিকে সাক্ষী হইয়া এই মনোহর দৃশ্য দেখিতেছি। তোমার জীবনের সমস্ত রক্তের ভিতরে ব্রহ্মের প্রেমবিন্দু। ব্রহ্ম তোমাকে তাঁহার কার্য্যে উত্তেজিত এবং তেজস্বী করিতেছেন। ঈশ্বর নাই ইহা যদি বলিতে পার, তবে বলিও ঈশ্বর তোমাকে আহ্বান করেন নাই। তুমি তোমার জীবনের ব্রত বিশ্বাস কর। ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ ব্রত। লোকে তোমার সঙ্গীতবিদ্যাতে দোষ দেখাইয়া দিক, তুমি কাহারও কথায় তোমার জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিবে না, সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, এই কার্য্যে তুমি ঈশ্বর দ্বারা মনোনীত। ঈশ্বর তোমার নেতা, তাঁহার সঙ্গে লোকের মন হরণ করিবার জন্য চলিয়া যাও। তুমি ব্রাহ্মসমাজের, তুমি আপনার নহ। তোমার রসনা, তোমার গাথা বন্ধুদিগের ও জগতের নর নারীদিগের সম্পত্তি। এই সমস্ত বাদ্যযন্ত্র যাহা তোমার সমক্ষে স্থাপিত রহিয়াছে, এ সকলের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক, তাঁহার সংস্পর্শে এ সকল জ্বলন্ত জীবন্ত হইয়া উঠুক। এ সকল যন্ত্রযোগে তোমার কণ্ঠ হইতে যে সঙ্গীত লহরী উঠিবে তদ্দ্বারা যেন ভ্রাতা ভগ্নীদিগের মন ঈশ্বরের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

গান করিয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মপ্রচার করা তোমার জীবনের বিশেষ কার্য্য। কিন্তু তুমি কি ভাবে গান করিবে? দরিদ্র ভাবে না ধনী ভাবে? বিনয়ী হইয়া তুমি সর্ব্বত্র হরিগুণ গান করিবে। সকল স্থান তোমার প্রচারক্ষেত্র, সর্ব্বত্র তোমার আসন। পর্ব্বত-

শিখরে তোমার আসন, বৃক্ষতলে তোমার আসন, সমুদ্রগর্ভে তোমার আসন। গৃহস্থ ঘরে তোমার আসন। তোমার স্থান সেখানে যেখানে আত্মা একাকী হয়, আবার তোমার স্থান সেখানে যেখানে নগর-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া তুমি নগর কাঁপাইয়া দিবে। শত্রুদিগের মধ্যে তোমার স্থান, বন্ধুদিগের মধ্যে তোমার স্থান। চিহ্নিত বলিয়া অভিমান করিবে না। দর্প করিলে দর্পহারী তাহা চূর্ণ করিবেন। তুমি চিহ্নিত হইলে বিনয়ী হইয়া সকলের সেবা করিবার জন্য। এই দেশ তোমার গান শুনিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। যদি ভক্তির সহিত গান করিতে না পার তোমার জীবন বৃথা। তুমি যদি অবিশ্বাসী কিম্বা কপট হইয়া গান কর, তাহা হইলে তোমার ব্রত ভঙ্গ হইবে। গানের অর্থ ভক্তি। গদ্যের অর্থ অভক্তি। সঙ্গীতের শব্দ কিম্বা স্বর ভাবিবে না। ভাবিবে কেবল ভক্তি। ভক্তি তোমার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, ভক্তি তোমার রসনার মধু। থাকে যদি তোমার ভক্তি যাহা রচনা করিবে তাহাই সঙ্গীত হইবে। ভক্তি নিত্যকালের সামবেদ। এই ভক্তিশাস্ত্র মস্তকে লইয়া প্রাণ মন ব্রাহ্মসমাজের সেবায় অর্পণ কর। আমরা দেখিব ভাই, গান করিতে করিতে তুমি ভাল হইতেছ। তুমি কেবল ভক্তির সহিত ঈশ্বরের নিকটে গান করিবে, ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে তোমার গান শুনাইবার জন্য নানা স্থান হইতে তোমার নিকট লইয়া আসিবেন। অদ্যকার মনোহর দৃশ্য ভাবিয়া ধন্য হও। ভ্রাতঃ, তোমার মস্তকের উপর ঈশ্বরের পবিত্র মঙ্গল হস্ত স্থাপিত হউক!

(সঙ্গীতাচার্য্যকে উপদেশ দেওয়ার পর)

সঙ্গীত-বিদ্যা ধর্ম্মের ভগ্নী। *

ধর্ম্ম এবং সঙ্গীত পরস্পর ভাই ভগ্নী। উভয়েরই জন্ম স্বর্গেতে। ধর্ম্ম তেজস্বী, সঙ্গীত মনোহর ভাবে সুশোভিত। সঙ্গীত ভ্রাতার সংসারে থাকিয়া যাহাতে ভ্রাতার সেবা হয়, যাহাতে চারিদিকে ভ্রাতার যশ বিস্তৃত হয় ইহার জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত। সঙ্গীত ব্রহ্মকন্যা-রূপে কার্য্য করেন। এই ব্রহ্মকন্যার রূপ লাবণ্যে, ইহাঁর গুণে জগৎ মোহিত হয়। সঙ্গীতের মহিমা চিরকালই কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। অনন্তকালের সামবেদ সঙ্গীতবেদ। আমরা ইহার মর্য্যাদার হানি করিতে পারি না। ঈশ্বর স্বয়ং এই অত্যাশ্চর্য্য জগন্মোহিনী সঙ্গীত-বিদ্যাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মের নিগূঢ় কঠোর সত্য সকল সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, এইজন্য ঈশ্বর কোমল প্রকৃতি দিয়া সকলের মনোহরণ করিয়া স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য সঙ্গীত-বিদ্যাকে পাঠাইলেন। সহস্র পুস্তকে যাহা না হয় এক সঙ্গীতে তাহা হয়। সঙ্গীতে কঠোর হৃদয় আর্দ্র হয়, পাষণ্ড ক্রমে ক্রমে ভক্ত হইয়া উঠে। ব্রহ্মসঙ্গীত যাহাদিগকে মোহিত করে, সে সকল লোককে সংসার ভুলাইতে পারে না। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাঁহারা এত ভাল হন, এত ভক্ত হন যে, লোকে আশ্চর্য্য হইয়া বলে কিসে ইহাঁরা এত ভাল হইলেন। তাঁহারা আপনারা পুস্তক পাঠ করেন না, অথবা অধ্যাপকের শাস্ত্রও শ্রবণ করেন না, তথাপি তাঁহারা কিরূপে এত ভাল হইলেন? কেবল গানেতেই তাঁহারা ব্রহ্মরূপ-সাগরে ডুবিলেন। গানে আপনারা ভাল হয়,

অন্যেরাও ভাল হয়। যাহারা গান করে তাহারা আপনারাই আপনাদিগের মুখবিনিঃসৃত সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়। আপনার রসনা-নিঃসৃত সঙ্গীতে ভক্ত আপনি মোহিত হন। ভক্ত নির্জনে বসিয়া ক্রমাগত দশ ঘণ্টা গান করেন। অতএব সঙ্গীতকে অবহেলা করিতে পারি না।

প্রাচীন য়িহুদী দায়ুদ নরপতি বীণাযন্ত্রে ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিতেন। দেবর্ষি নারদ এই দেশে সর্ব্বদা হরিগুণ গান করিতেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার বীণাযন্ত্র ছাড়িতে পারিতেন না। তিনি যাহাকে দেখিতেন তাহাকেই বলিতেন হরিনাম গান কর। হরিনামের এমনই গুণ যে যিনি এই নাম গান করেন, তিনি স্বভাবতঃ অন্যকেও এই নাম গান করিতে উত্তেজিত করেন। যাঁহারা নিজ রসনা দ্বারা গান করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচার করেন, তাঁহারা সেই গানেতে এমনই মত্ত হইয়া যান যে, শেষে আর কোন কার্য্য তাঁহাদের ভাল লাগে না। তাঁহারা সকলকে বলেন, ভাই গান কর। এইরূপে এক জন গান করিয়া দুই জনকে মাতান, দুই জনে গান করিয়া দশ জনকে মাতান, দশ জনে গান করিয়া শত সহস্র জনকে মাতান! এক গানে এক বংশ উদ্ধার হইয়া যায়। গানের মহিমা ব্রাহ্মেরা বুঝিতেছেন। এইজন্য এই মন্দিরে ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বর্গীয় মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কেবল এই মন্দিরে গান করিবার জন্য এখানে গানের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করা হইল না; কিন্তু ঈশ্বরের এই অভিপ্রায় যে, যাঁহারা ভক্তিপথাবলম্বী তাঁহারা দেশে দেশে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া অভক্তদিগকে ভক্তিসুধা পান করাইবেন। যিনি ব্রহ্মসঙ্গীত করেন তাঁহার প্রধান লক্ষ্য এই হইবে যে, তিনি যে সকল সঙ্গীত করিবেন তাহা দ্বারা যেন তাঁহার নিজের এবং শ্রোতাদিগের

মনে ভক্তিরসের সঞ্চার এবং দুষ্প্রবৃত্তি দূর হয়। যাঁহাদিগের এরূপ লক্ষ্য তাঁহারাই ঈশ্বরের প্রচারক বলিয়া মনোনীত। তাঁহারা সঙ্গীত দ্বারা ভক্তি প্রচার করিবার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা অনুরুদ্ধ। পবিত্র সঙ্গীত দ্বারা জগৎ উদ্ধার হইবে। এক এক ব্রহ্মসঙ্গীত দ্বারা জগৎ উদ্ধার হইবে। এক এক ব্রহ্মসঙ্গীতে শত সহস্র লোক উদ্ধার হইবে। ভক্তির সহিত হরিগুণ গান করিতে পারে যে রসনা, এমন রসনা অতি দুর্লভ সামগ্রী। যে রসনা দ্বারা কঠোর পাষণ্ড হৃদয় গলে এবং যাহা দ্বারা ঘোর সংসারাসক্ত স্ত্রীলোকদিগের মনও বিগলিত হয়, তাহা স্বর্গের বস্তু। এমন রসনাকে আমরা অবহেলা করিতে পারি না। যাঁহার ভাল গান করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাকে অন্য কার্য্য করিতে হয় করুন; কিন্তু তিনি জানিয়া রাখুন যে, তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য গান করা। গান করিয়া ভাই ভগ্নীদিগের মনে ভক্তিরস সঞ্চার করা তাঁহার প্রধান ব্রত। ভাল রসনা পাইবার উদ্দেশ্য এই।

সঙ্গীত দ্বারা নিজে ভক্তিসুধা পান করি এবং অন্যকেও সেই সুধা পান করাইব ইহাই ভক্তের লক্ষ্য। ইহাই অভিষেকের মূল মন্ত্র। যাঁহাদের এই ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগের সমক্ষে সুবিস্তীর্ণ ভক্তিরাজ্য। ভক্তের দল সঙ্গীত করিতে করিতে চলিতেছেন, কবে আমরা এই দেশে সেই সুদৃশ্য দেখিব? ব্রহ্মসঙ্গীত অতি উৎকৃষ্ট। যাহাতে ব্রহ্মের সুযশ, ব্রহ্মের চরিত্র কীর্ত্তিত হয় তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সঙ্গীত আর কি হইতে পারে? সঙ্গীতে অল্পকাল মধ্যে অনেকের প্রাণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হয়। অতএব আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীত করিতে পারেন তাঁহারা একটী দলবদ্ধ হইয়া

দেশ দেশান্তরে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গিয়া ব্রহ্মনাম গান করুন। একটী একটী ছোট দল অনিমন্ত্রিত হইয়া যেখানে সেখানে গিয়া হরিগুণ গান করুন। পাঁচ সাত জন বন্ধু একত্র হইয়া স্থানে স্থানে গিয়া সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদেবতাকে এবং পরে পুরাতন এবং বর্ত্তমান সাধুদিগের পবিত্র আত্মা সকলকে স্মরণ করিয়া, একটী প্রার্থনার গান করিয়া ব্রহ্মনাম সঙ্কীর্ত্তন কর। দীর্ঘ প্রার্থনা করিবে না, দীর্ঘ উপাসনা করিবে না। আপনার দেবতাকে আপনি গান করিয়া শুনাইবে। যখন আপনার গানে আপনি মোহিত হইবে, তখন পথিকেরা ও নগর এবং পল্লীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া তোমাদের গান শুনিয়া মোহিত হইবে। তোমরা ঈশ্বরের নিকট গান করিয়া কেবল আপনা আপনি মোহিত হইতে চেষ্টা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের গান দ্বারা তাঁহার অন্যান্য সন্তানদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবেন। তোমরা এমন কি কোন বস্তু পাও নাই, এমন কি একজনকে পাও নাই—যাঁহার মনোহর রূপ দেখিলে তোমাদের প্রেমাশ্রু পড়ে? আপনারা মাতিয়া জগৎকে মাতাও। আপনারা মোহিত হও, টলিয়া পড়। প্রাণেশ্বরের গুণ গান করিয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার কর। হরিগুণ:গান ভিন্ন অন্য কথা কহিও না। কিছুমাত্র বক্তৃতা করিও না। তোমরা ভক্তির সহিত কেবল ঈশ্বরকে ডাকিবে, ঈশ্বর ডাকিবেন তাঁহার সন্তানদিগকে। সুমধুর ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া তোমরা আপনারা আনন্দিত হও, ব্রহ্ম তাঁহার আপনার লোকদিগকে আনিয়া তাঁহার আনন্দের রাজ্য দিন দিন বিস্তার করিবেন।

অঙ্গীকৃত দেশ। *

রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০১ শক ; ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

প্রাচীনকালের ইতিহাসে কথিত আছে স্বয়ং ভগবান পরমেশ্বর য়িহুদী জাতির হস্ত ধারণ করিয়া অনেক অন্ধকার উত্তীর্ণ করিয়া, অবশেষে তাহাদিগকে তাঁহার অঙ্গীকৃত দেশে স্থান দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও আমরা দেখিতেছি ঈশ্বর চিহ্নিত আর্য্যজাতি স্বয়ং ভগবানের প্রসাদে নূতন ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে যাত্রা করিয়াছেন, সেই নূতন দেশে বাস করিয়া তাঁহারা মনের সকল প্রকার পাপ দুঃখ ভুলিয়া নিত্য নূতন পুণ্য শান্তি ভোগ করিবেন এই তাঁহাদের আশা। জগতের পরিত্রাতা ঈশ্বর যেমন যুগে যুগে অন্যান্য দেশকে উদ্ধার করিয়াছেন তেমনই তিনি আর্য্যজাতিকেও বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া আপনার বিধানভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীনকালের কত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাই। বর্ত্তমান বিধানে সকল প্রকার মধ্যবর্ত্তী চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু ঈশ্বর যে এক এক জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যান এখন আমরা তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ পাইতেছি। মুক্তিদাতা ঈশ্বর আমাদিগকে কুসংস্কার অন্ধকার এবং পাপ মৃত্যু হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এই ব্রাহ্মসমাজের নেতা হইয়া, ঈশ্বর আর্য্যজাতিকে তাঁহার অঙ্গীকৃত সত্যরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। স্থিরচিত্ত হইয়া দর্শন কর এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের মধ্যে নব বেদ নব বেদান্ত দেখিবে।

আর্য্যজাতি মহৎ। আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে

মনে মহত্ত্বের সঞ্চার হয়। সেই আর্য্যজাতি অনেক শতাব্দী অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আবার সেই আর্য্যজাতির মস্তকের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম চন্দ্রোদয় হইয়াছে। এখন বিশেষ সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রসাদে এখন আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত নূতন রাজ্যের দিকে যাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নূতন রাজ্যের প্রতি আমাদিগের তেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল না। পথিকেরা যতই গম্যস্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই সেই রাজ্য উজ্জ্বলতর দেখা যাইতেছে। দর্শন এবং শ্রবণ দ্বারা আমরা সেই রাজ্যের প্রমাণ পাইতেছি। দূর হইতে সেই দেশ দৃষ্ট হইতেছে এবং সেই দেশের শব্দগুলি ক্রমে ক্রমে কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। যতই সেখানকার সুমধুর প্রেমধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, ততই প্রতীত হইতেছে যে, আনন্দধামের নিকটে আসিতেছি। যাত্রীদিগের পক্ষে সেই সুখধাম, সেই প্রেমরাজ্য নিকট হইল। ব্রাহ্মসাধকদিগের পক্ষে মহাত্মাদিগের সহবাস মিষ্টতর হইতেছে, পরলোকের শোভা অধিকতর মনোহর হইতেছে এবং স্বর্গের প্রেমফুলের সৌরভ সাধকদিগকে আমোদিত করিতেছে। আগে কখনও কখনও দুই একজন সাধু আমাদিগের নয়নগোচর হইতেন, এখন কত যোগী ঋষিদিগের আশ্রমে কত প্রেমিক ভক্তদিগের কুটিরে আমরা প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে স্বর্গরাজ্যের শোভা অনুমান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে হইত, নয়ন সাক্ষ্য দান করিতে পারিত না, এখন প্রত্যক্ষরূপে স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতেছি। এখন স্পষ্টতররূপে ব্রহ্মদর্শন হইতেছে। ব্রহ্ম-সহবাস, সাধু-সহবাস, মিষ্টতর হইতেছে।

আমরা যে ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছি তাহার আর এক প্রমাণ শ্রবণ কর। যাঁহারা স্বর্গের নিকটবর্ত্তী তাঁহারা ঈশ্বরের কথা সকল শুনিতে পান। যাহারা স্বর্গ হইতে বহুদূর অর্থাৎ সংসার-কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া আছে, তাহারা সে সকল কথা শুনিতে পায় না। যতই দূর হইতে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখা যায়, এবং ব্রহ্মমুখবিনিঃসৃত পবিত্র মধুর কথা সকল ও কত কত সাধুর সদালাপ শুনা যায়, ততই মনে হয় বুঝি কোন নূতন দেশে আসিয়াছি, এবং ততই সেই নূতন দেশের সৌন্দর্য্যরাশি দেখিবার জন্য কৌতূহল বৃদ্ধি হয়। যে দেশে লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বর আর্য্যজাতির সহায় হইয়াছেন সেই দেশ তাঁহার স্বর্গরাজ্য। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ-বিধানে তিনি ব্রাহ্মদিগের নিকটে সেই রাজ্যের কত সৌন্দর্য্য দেখাইলেন, সেই রাজ্যের কত মধুর তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর সেই দেশে বসিয়া আছেন। কত সুমধুর বাক্য বলিয়া কত প্রলোভন দেখাইয়া তিনি আমাদিগকে সেই দেশে লইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন এক স্থানে আনিয়াছেন যেখান হইতে আমরা স্পষ্টতররূপে তাঁহার নূতন নূতন আজ্ঞা সকল শুনিতে পাইতেছি এবং যেখান হইতে উজ্জ্বলতররূপে তাঁহার স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতেছি; আমাদের ভিতরের চক্ষু যেন বলিতেছে একটা নূতন দেশ দেখা যাইতেছে। চিরকাল আমরা এই দেশ ভোগ করিব মনে মনে এইরূপ আশা হইতেছে। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমাদিগের এই আশা প্রবল হয়।

সুসময় আসিয়াছে এখন সম্পূর্ণরূপে শারীরিক জীবন বিনাশ

করিয়া আরও আধ্যাত্মিক হইতে হইবে। যেমন প্রাচীনকালে য়িহুদী জাতি প্রভৃতিকে ঈশ্বর স্বয়ং অসত্য হইতে সত্যেতে লইয়া গিয়াছেন এখনও তিনি আর্য্যজাতির নেতা ও পরিচালক হইয়া আমাদিগকে পরিচালন করিতেছেন। জগতের উদ্ধারকর্ত্তা, ভারতবর্ষের পরিত্রাতা সমুদয় হিন্দুস্থানের লোকদিগকে তাঁহার সত্যরাজ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন। যাহাদের চক্ষু আছে তাহারা দেখুক! যাহারা অবিশ্বাসী যাহাদের চক্ষু নাই তাহারা কিরূপে দেখিবে? দলে দলে লোক ব্রহ্মনাম করিতে করিতে সেই নূতন রাজ্যের দিকে চলিতেছে। প্রাচীনকালের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইতেছে। স্বয়ং ঈশ্বর সেনাপতি এবং সমস্ত ব্রাহ্ম সৈন্যদল হইয়া চলিতেছে। কোন কল্পিত অবতার আমাদিগের সহায় নহে; জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর ব্রাহ্মসমাজের নেতা। ঈশ্বরের সাহায্যে আমাদিগের সম্মুখস্থ কত পর্ব্বত সমান বিঘ্ন বাধা চূর্ণ হইয়া যাইবে, এবং কত নদ নদী ও সমুদ্র শুকাইবে। ব্রাহ্মগণ, তোমরাই সেই নূতন দেশে যাইবার নিমিত্ত চিহ্নিত এবং মনোনীত। ঈশ্বর তাঁহার বিধান পূর্ণ করিবার জন্য তোমাদিগকেই উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিরূপে নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, প্রেম ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিতে হয়, তোমাদিগের জীবন ও চরিত্র দ্বারা তাহা প্রদর্শন করিতে হইবে। তোমরা ধার্ম্মিক হইবে এবং ধর্ম্মপ্রচার করিবে। তোমাদের হস্তে ঈশ্বর গুরুভার প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বর লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর হইতে এই অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মদিগকে বাছিয়া লইয়াছেন। অতএব তোমরা বিশেষ সাবধান হইয়া ঈশ্বরের কথাগুলি স্পষ্টরূপে শুন। যাঁহারা এখনও ঈশ্বরের কথা শুনেন নাই

তাঁহারা সেই কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করুন। অন্ততঃ দশ পনর জন বিশেষরূপে তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বত্র ভক্তিরাজ্যের সমাচার প্রচার করুন।

আমরা যে রাজ্যে যাইতেছি ইহা হইতে নিশ্চয়ই কল্যাণ প্রসূত হইবে। স্থির নাই কে কবে দ্বিজাত্মা হইবে, স্থির নাই কাহার শরীরে কোন্ দিন ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করিবে। প্রতিজনেরই অদৃষ্ট ভাল, কেন না প্রতিজনের কপালে স্বর্গরাজ্য লেখা রহিয়াছে, তোমার অদৃষ্টে দুটী ভাল বস্তু আছে, আমার অদৃষ্টেও দুটী ভাল বস্তু আছে; অতএব সকলকেই আশা করিয়া প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যদি অন্তরের প্রকৃতি ভাল হয়, যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে ঈশ্বর বর্ত্তমান বিধানে যে সকল বিশেষ সমাচার প্রচার করিতেছেন, সে সকল শুনিতে পাইব। তোমাদিগের নিকট ঈশ্বর তাঁহার নূতন রাজ্যের যে সমস্ত সমাচার প্রকাশ করিতেছেন, তোমরা সে সকল তত্ত্ব তোমাদিগের বন্ধুদিগের নিকট প্রচার কর। এইরূপে দেখিবে অবিলম্বে এই দেশে ধর্ম্মের ভয়ানক দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ঘোর রজনীর মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই আর্য্যজাতির নিদ্রা ভঙ্গ হইবে। আর্য্যজাতি, তোমার সুখের দিন আসিয়াছে। তোমার জন্য ধ্রুবলোক সংস্থাপিত হইয়াছে। অসত্য, চলিয়া যাইতেছে, ধ্রুব সত্যরাজ্য আসিতেছে। আমরা তন্ত্র মন্ত্র মানি না, কল্পিত দেব দেবীর পূজা করি না। হরি স্বয়ং পুরোহিত হইয়া যদি কোন মন্ত্র তন্ত্র দেন তাহাই কেবল গ্রহণ করিব। এই সময় নিরাকার ব্রহ্মসাধনের সময়। ঘটে ঘটে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ। প্রত্যেক ব্রাহ্ম, প্রত্যেক আর্য্যসন্তান স্বীয় অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করুন, ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ

করুন। কেবল দুইটী প্রতিজ্ঞা চাই। যাহা দেখিব তাহাই মানিব, যাহা শুনিব তাহাই মানিব। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সেই রাজ্যের দিকে চলিয়াছেন! সেই রাজ্য ভক্তিরাজ্য, সেই রাজ্য আনন্দরাজ্য, শান্তিরাজ্য। সেখানে নিয়ত ঈশ্বরকে দেখিয়া, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ধন্য হইবে। ব্রাহ্মগণ, সকলে উৎসাহী হইয়া বল, আর্য্যসন্তানগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

সপ্তস্বরে ব্রহ্মসাধন। *

রবিবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৮০১ শক; ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সপ্তস্বর উন্নতির উদাহরণ। একখানি তার ভক্তের সহায়, সাধকের বিশেষ বন্ধু। সঙ্গীতশাস্ত্র মনুষ্যের পরম গুরু। এ সকল কথার মধ্যে নিগূঢ় সত্য আছে। সপ্তস্বর ধর্ম্মোন্নতির দৃষ্টান্ত। এক তার নিম্নদেশে বাজে এক প্রকার, উপরে বাজে আর এক প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অঙ্গুলি স্থাপনের বিচিত্রতাতে ভিন্ন ভিন্ন স্বর উৎপন্ন হয়। একই যন্ত্র, একই তার, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাজাইলে, ভিন্ন ভিন্ন স্বর হয় কেন? এক মন, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় বাজাইলে ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাজে কেন? ইহার রহস্য শ্রবণ কর। এক তার হইতে বিচিত্র স্বর, এক কণ্ঠ হইতে কত প্রকার স্বর বাহির হয়। সে সকল স্বর একত্র করিয়া বিবিধ শ্রেণীবদ্ধ করিলেই সঙ্গীতশাস্ত্র হয়। নূতন যন্ত্র কিম্বা নূতন অঙ্গুলির প্রয়োজন হয় না। একই যন্ত্রে একই অঙ্গুলি দ্বারা বিবিধ সুর উৎপাদিত হয়। কখনও সুর গম্ভীর, কখনও কোমল, কখনও মিষ্ট কখনও মিষ্টতর এবং কখনও

মিষ্টতম হয় কিসের জন্য? কেবল অঙ্গুলি স্থাপনের বিচিত্র কৌশলে। যন্ত্রস্থ তারের সুর শিথিল হইলে আবার তাহা উচ্চ সুরে বাঁধিয়া লইতে হয়। সঙ্গীতশাস্ত্র কেবলই ভিন্ন ভিন্ন সুরের খেলা। এক শব্দ, এখানে রাখিলে এক প্রকার সুর, ওখানে রাখিলে আর এক প্রকার সুর। সেইরূপ একই সত্য মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। সাধক একটী সত্য অথবা একটী কথা লইয়া ক্রমাগত সাধন করিতেছেন। যিনি সাধন করেন তিনি কেবল তার বাজান, তিনি সেই একই তার হইতে উচ্চ হইতে উচ্চতর অথবা ভিন্ন ভিন্ন সুর বাহির করেন। একই সত্যের ভিতরে সাধক নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করেন। সমুদয় পুরাতন উপকরণ হইতে সাধক নূতন সরস ভাব বাহির করেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ঈশ্বর আছেন" এই এক সত্য হইতেই কত সুর বাহির করা যায়। যেমন সুনিপুণ কোন ব্যক্তি সেতার লইয়া অনেক প্রকার নূতন নূতন সুর বাহির করিতে পারেন, এবং সেই সুর শুনিয়া আপনি আমোদিত হন, সেইরূপ একজন ব্রহ্মসাধক নিজনে বসিয়া, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই সত্য লইয়া নানা স্বর উৎপাদন করিয়া আপনি উচ্চ সুখে সুখী হন।

শব্দই ব্রহ্ম। যে বাজাইবে তাহার মনের অবস্থা নির্ব্বিশেষে সেই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সুর হইবে। ভাল মন্দ সুর বাদকের অঙ্গুলি সঞ্চালনের উপর নির্ভর করে। তুমি যদি বাজাইতে না জান যন্ত্রে বারম্বার অঙ্গুলি নিক্ষেপ করিলেও ভাল সুর উঠিবে না। আর যন্ত্রটী নিপুণ হস্তে রাখ, দেখিবে তিনি যখনই অঙ্গুলি সঞ্চালন করিলেন তখন নূতন নূতন স্বরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তুমি তোমার

জিহ্বাযন্ত্রে "সত্যং" এই শব্দ উচ্চারণ করিলে ; কিন্তু তাহা হইতে এক নির্জীব মৃত ব্রহ্ম উৎপন্ন হইল। আর প্রকৃত সাধক জ্বলন্ত বিশ্বাসের সহিত "সত্যং" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। উচ্চারণ মাত্র তাঁহার মন স্তম্ভিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এমনই এক সুর উৎপন্ন হইল যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাধক ভিতরে বাহিরে এক জ্বলন্ত জীবন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে লাগিলেন। দুই ঘণ্টা পরে সাধক আবার "সত্যং" এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও গভীরতর এবং মিষ্টতর সুর বাহির হইল। ইহার পর আবার সেই সাধক আরও উচ্চতর স্বরে সেই "সত্যং" বাজাইলেন তাহাতে ব্রহ্মরূপ-সুধারসে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লাবিত হইল। শব্দ একই ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সুরে সেই শব্দ সাধন করিতে হয়, নানা প্রকারে সুর আলাপ করিতে হয় ! সত্যং প্রভৃতি এক একটী শব্দ ক্রমাগত টানিতে টানিতে উচ্চতম স্থানে লইয়া যাইতে হইবে। তার একই, মন একই ; কিন্তু অবস্থা বিশেষে সুর ভিন্ন ভিন্ন হয়। সত্যং এই শব্দ ছাড়িলে। ক্রমশঃ প্রথম হইতে সপ্তসুরে পর্য্যন্ত সেই একই শব্দ সাধন কর। পরে দেখিবে প্রথম শব্দ আর শেষ শব্দে কত প্রভেদ। প্রথমেও সত্যং ব্রহ্ম, এই কথা বলিয়াছ, সর্ব্বশেষেও সত্যং ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছ ; প্রথম বারের ব্রহ্মও ব্রহ্ম ছিলেন, শেষ বারের উচ্চারিত ব্রহ্মও ব্রহ্ম ; কিন্তু এই দুইয়ে কত প্রভেদ। পূর্ব্বেকার উচ্চারিত "সত্যং ব্রহ্ম" এই শব্দ হইতে এক নির্জীব ব্রহ্ম বাহির হইয়াছিল, কিন্তু শেষ বারের উচ্চারিত সত্যং ব্রহ্ম হইতে এক জাগ্রত ব্রহ্ম প্রকাশিত হইলেন।

শব্দের মহিমাতে ব্রহ্মের মহিমা, সুরের মহিমাতে ব্রহ্মের মহিমা।

প্রকৃত বিশ্বাস-বিহীন, গাম্ভীর্য্য-বিহীন হইয়া সুর ছাড়িলে যেরূপ নির্জীব ভাবে ব্রহ্মের সত্তা অনুভূত হয় তাহাতে সাধকের চিত্ত হরণ হয় না। যন্ত্রের তার শিথিল হইলে যেমন তাহা হইতে ভাল সুর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিশ্বাস শিথিল হইলে সাধকের মনে হয় যেন ঈশ্বর তাঁহার সংসার পরিবার ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস সতেজ থাকিলে হৃদয়-তার হইতে খারাপ সুর বাহির হইতে পারে না। বিশ্বাসের অবস্থায় যথার্থ সরস্বতীর আবির্ভাব হয়, তখন স্বভাবতঃ মধুর সঙ্গীতলহরী উঠিতে থাকে। যখন মনে বিশ্বাস থাকে না, তখন আত্মার সুর ঠিক হয় না। সেই সময় প্রাণের সুরটী ভাল করিয়া চড়াইয়া দাও, দেখ টুং টুং করিয়া বাজিতেছে কি না। যখন সুর ঠিক হইবে তৎক্ষণাৎ সেই সুর নিতান্ত বিকৃতকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারে এবং রাজাকে ফকীর করিতে পারে। সুর যখন আপনার স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে তখন ইহা পাষাণকে জলের মত বিগলিত করিতে পারে, যে কখনও কাঁদে নাই তাহাকে কাঁদাইতে পারে। সেই সুর শূন্যের মধ্যে পূর্ণব্রহ্মকে প্রকাশ করে। ব্রাহ্ম, এই সুরের বৈচিত্র্য, এই সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে তুমি কি শিখিলে? যে সুরে তুমি আজ বলিতেছ, হে ঈশ্বর, তুমি আছ, যদি তোমার বিশ্বাস বর্দ্ধনশীল হয়, যদি তুমি প্রকৃত সাধক হও, কল্য তোমার সেই সুর উচ্চতর এবং গভীরতর হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সাধন দ্বারা এক মাস পরে তোমার বিশ্বাসের তার এমনই উচ্চ সুরে উঠিবে যে, সে সুর শুনিয়া তুমি নিজে ভক্তির মত্ততায় এবং প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া যাইবে। অতএব ব্রহ্মসাধকগণ, সুর সাধন কর। দেখিবে সুরের কত মহিমা। "হে ঈশ্বর, তুমি

আছ. হে ঈশ্বর, এই যে তুমি আমার সমক্ষে আছ, তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ, নিশ্চয়ই তুমি আছ, তুমি যে অন্তরে বাহিরে আছ ইহাতে আর সন্দেহ নাই” এইরূপে ক্রমশঃ “হে ঈশ্বর, তুমি আছ” এই কথাটী সুরে খেলাও।

সাতসুরে ব্রহ্মের সত্তা সাধন কর। যেমন সঙ্গীতশাস্ত্র সা ঋ গা মা পা ধা নি এই সপ্তসুরের খেলা, ব্রহ্মসাধক, তোমার সাধনও সাতসুরের সাধন হউক! ব্রহ্মের সত্তা, ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ, পরলোক, ধর্ম্মরাজ্য এই সমুদয় সাতসুরে সাধন কর। সাত দিনে সাতসুর, সাত মাসে সাতসুর, সাত বৎসরে সাতসুর, সাত যুগে সাতসুর। সাধকের জীবন এই সপ্তসুরে উঠিবে। অদ্য রবিবারের উপাসনা অপেক্ষা কল্য সোমবারের উপাসনা উচ্চতর এবং মিষ্টতর হইবে, এইরূপে ক্রমশঃ অদ্যকার উপাসনা অপেক্ষা আগামী শনিবারের উপাসনা সাত গুণ উচ্চতর এবং মিষ্টতর হইবে। আজ রবিবার ‘সা’ হইতে আরম্ভ করিলে আগামী শনিবার ‘নি’তে গিয়া পৌছিবে। আজ ব্রহ্মরস এক গুণ মিষ্ট, সাত দিন পর ইহা সাত গুণ মিষ্ট হইবে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরের রাজ্যে উচ্চ পুণ্য হইতে উচ্চতর পুণ্য, এবং মিষ্ট প্রেম হইতে মিষ্টতর প্রেম আছে। ঈশ্বর-কৃপায় সাধনের বলে তোমাদিগের জীবন উচ্চ হইতে উচ্চতর হউক! তোমরা ব্রহ্মকে লইয়া খেলা কর। ঈশ্বর আছেন, পরকাল আছে, ঈশ্বর শাসন করেন, সপ্তস্বরে এ সকল মূল সত্য সাধন কর। সাধন করিতে করিতে দিন দিন নির্ম্মলতর এবং গভীরতর আনন্দে তোমা-দিগের প্রাণ ডুবিয়া যাইবে। এই যে ব্রাহ্মসমাজে চারিদিকে সুরের সমভাব দেখা যাইতেছে, ইহা ব্রাহ্মসমাজের মৃত্যুর লক্ষণ। সে

পাপিষ্ঠ যাহার সুর বোধ নাই। সুর বোধ না থাকিলে নব নব ভাবে ব্রহ্মপূজা করা যায় না। সপ্তসুর সপ্তস্বর্গ। সুরের মাধুর্য্যে, সুরের বিচিত্রতাতে জীবের পরিত্রাণ হয়। নির্জীব ব্রাহ্মের সুরও নির্জীব, তাহার মৃতপ্রায় জীবনে নূতন সুরের উৎপত্তি হয় না। তাহার হৃদয়-যন্ত্রের তার ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সে সত্যং জ্ঞানমনন্তং এবং সচ্চিদানন্দ প্রভৃতি কত শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু দুঃখী ব্রাহ্ম সুরের খেলা জানে না, এইজন্য বারম্বার ভাল কথা সকল উচ্চারণ করিয়াও তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। নূতন সুরের সাহায্যে স্পষ্ট ব্রহ্ম হইতে স্পষ্টতর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। আমার হৃদয়-নারদ, তুমি সপ্তস্বরে হরি বল, প্রাণবীণা, তুমি সাতসুরে হরিকে ডাক। যখন এইরূপে নূতন নূতন নানা সুরে হরিকে ডাকিতে ডাকিতে সকল দুর্ব্বাসনা চলিয়া যাইবে এবং প্রাণ একেবারে প্রেম-সাগরে ডুবিয়া যাইবে, তখন জানিবে সুরের ফল ফলিল।

কমলকুটীর।

দীক্ষা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রামেশ্বর দাস এবং তাঁহার পত্নীর প্রতি উপদেশ। *

শুক্রবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০১ শক; ৩রা অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

দয়াময় পরমেশ্বর তোমাদিগের প্রতি সহায়তা করুন। তিনি তোমাদিগকে এই ব্রত পালন করিবার ক্ষমতা অর্পণ করুন।

রামেশ্বর দাস এবং কিরণশশী, তোমরা স্বামী স্ত্রী দুইজন একত্র হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধানে আজ একটী পবিত্র ব্রত পালনে দীক্ষিত হইতেছ, পরিষ্কাররূপে তোমাদিগের ব্রতের গুরুত্ব বুঝিয়া লও। সপরিবারে ধর্ম্মগ্রহণ করা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। যাঁহারা এই সৌভাগ্য পাইয়াছেন ঈশ্বরানুগ্রহে আদরের সহিত তাঁহারা তাহা রক্ষা করুন। যে গৃহে স্বামী স্ত্রী একত্র হইয়া ধর্ম্ম সাধন করেন সেই গৃহ অতি সুন্দর। সেই গৃহ পবিত্র ধর্ম্মের অতুল লাবণ্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। যে গৃহের পিতা মাতা ঈশ্বর-ভক্ত সেই গৃহের ছেলে মেয়েগুলিও অতি সুন্দর। যে গৃহে পিতা মাতার মনে ঈশ্বর-ভক্তি নাই, সেই গৃহের ছেলে মেয়েরাও কুৎসিত। যে গৃহ হরিভক্তির আলয়, সেই গৃহের মধ্যে কোন অকল্যাণ প্রবেশ করিতে পারে না এবং সেই গৃহের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আরও দশটী গৃহ ভাল হয়। এইরূপে স্বামী স্ত্রী ধর্ম্মের বন্ধনে, হরিভক্তির বন্ধনে বদ্ধ হইলে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করেন এবং তাঁহারা কেবল ইহলোকে নহে, কিন্তু পরলোকেও অনন্তকাল ঈশ্বরের সহবাস মধ্যে নিত্য পুণ্য শান্তি সম্ভোগ করিতে থাকেন। অতএব তোমাদের এই পবিত্র বন্ধন যাহাতে চিরস্থায়ী হয় তজ্জন্য তোমরা ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা কর।

দূরদেশে ঈশ্বরকে প্রভু জানিয়া তাঁহার শরণাগত থাকিবে এবং তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে। প্রার্থনারূপ অমূল্য ধন সর্ব্বদা যত্নের সহিত সঞ্চয় করিবে। ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে যেরূপ জীবন্ত উপাসনার সমীরণ বহিতেছে তাহা খুব ভালরূপে সেবন করিবে। যে বায়ুর মধ্যে বসিয়া এখানে আমরা কয়জন ব্রহ্মপূজা করিতেছি, এই পবিত্র

বায়ু তোমাদিগের হৃদয় মধ্যে বহিতে থাকুক। খুব ভাল করিয়া প্রেম ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। ঈশ্বরকে কেবল পিতা বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে। তাঁহাকে কেবল মনের শ্রদ্ধা দিয়া সন্তুষ্ট হইও না; কিন্তু সেই স্বর্গের জননীকে হৃদয়ের ভক্তি দিয়া নিত্য পূজা করিবে। ঈশ্বর তোমদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

দল বল। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২০ আশ্বিন, ১৮০১ শক;
৫ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যেমন সংসারে তেমনই ধর্ম্মরাজ্যে দলই বল। প্রচলিত কথায় শুনিয়াছি দল বল। বাস্তবিক দলে বল আছে। বল নিরাকার, দল সাকার। শক্তি ঘনীভূত হইলে দলের আকার ধারণ করে। দল বিস্তীর্ণ গ্রাম, ও বিস্তীর্ণ দেশ জয় করে। বুদ্ধিমানেরা দলবদ্ধ হইয়া আপনাদিগের বুদ্ধি বল প্রকাশ করিয়া নির্ব্বোধদিগের কুসংস্কার বিনাশ করে। ধর্ম্মাত্মারা দলবদ্ধ হইলে মেদিনী কম্পিত হয়। দশ জন ঈশ্বর-ভক্ত যে দেশে আছেন তাঁহারা আপনারাই স্বভাবতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া একটী দলবদ্ধ হন। ধর্ম্মের গতি এইরূপ। কেহ চেষ্টা করিয়া দল গঠন করে না, দল আপনা আপনি গঠিত হয়। যেমন অধার্ম্মিকেরা পরস্পরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়

তেমনই ধার্ম্মিকেরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সকল ব্যাপার অনিবার্য্য। কেহ বাধা দিয়া এ সকল কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারে না। অগ্নি দেখিলে যেমন তাহার মধ্যে চারিদিক হইতে পতঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনই কোথাও ধর্ম্মোৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত দেখিলে দশ দিক হইতে ধর্ম্মবিশ্বাসীরা আসিয়া একত্র হন। ঈশ্বরের এই লীলা, ঈশ্বর এরূপ করেন, আমরা ইহার কারণ জানি না। ঈশ্বর এই আশ্চর্য্য নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। আমরা চারিদিকে ইহার সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখিতেছি। দলবদ্ধ হওয়া স্বাভাবিক, আমরা যদি দলবদ্ধ না হই, বিপত্তি মোচন হইবে না। দলবদ্ধ হইলে দুর্ব্বল সবল হয়, অবিশ্বাসী দুর্জ্জয় বিশ্বাসী হয়, এবং ভয়ানক ভীরু লোক পলকে সাহসী বীর হইয়া উঠে। যদি বল, দল ছাড়িয়া অন্য স্থানে কি পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, ঈশ্বর জানেন; কিন্তু এই ধার্ম্মিক দল গঠন করিয়া ঈশ্বর অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধার্ম্মিক সৈন্যদিগকে একত্র করিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করেন এইরূপ এক একটী দলকে উপায় করিয়া জগৎকে উদ্ধার করিবেন।

যদি বস্তু অতি গুরু হয় তাহা চূর্ণ করিবার জন্য ঘনীভূত বলের প্রয়োজন। এইজন্য পৃথিবীর নাস্তিকতা এবং অধর্ম্ম নিতান্ত অধিক হইলে ঈশ্বর নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মবলকে এক স্থানে আনিয়া সম্বদ্ধ এবং ঘনীভূত করেন। সেই ঘনীভূত বলের নামই দল। সেই দলের ভিতরে রাশি রাশি ব্রহ্মতেজ ঘনীভূত হয়। যেন এক স্থানে একটী প্রকাণ্ড অগ্নি জ্বলিয়া উঠে; অথবা এক স্থানে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণজল ঘুরিতেছে। সেই প্রকাণ্ড অগ্নির

মধ্যে পড়িয়া পৃথিবীর সমস্ত পাপ অধর্ম্ম ভস্ম হইয়া যায়। সেই প্রকাণ্ড ঘূর্ণাজলে পড়িয়া সমুদয় জঞ্জাল চূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপে এক একটী প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা প্রকাণ্ড ঘূর্ণজলের ন্যায় এক এক স্থানে এক একটী ধর্ম্মদল গঠিত হয়। চারিদিকের মনুষ্য সকল সেই দলকে ভয় করে। ধর্ম্মবীরেরা একত্র হইলে অধার্ম্মিক পৃথিবী ভয়ে কম্পিত হয়। ভীরু বঙ্গদেশ যদি শুনিতে পায় দশ জন বিশ্বাসী একত্র হইয়াছেন, তাহার ভীরুতা আরও বৃদ্ধি হইবে। আর একটী কথা এই—যখন এ সকল ধার্ম্মিক লোক একত্র হন তখন যে কেবল তাঁহাদের বল ঘনীভূত হয় তাহা নহে; কিন্তু দল বলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আনন্দও ঘনীভূত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে আর অবসন্নতা, নিস্তেজ ভাব ও নিরুৎসাহ দেখা যায় না। পরস্পারের মুখ দেখিয়া তাঁহাদিগের সকল দুঃখ বিষাদ ঘুচিয়া যায়। দলের মধ্যে শোক মনস্তাপ স্থান পায় না। দলস্থ লোকেরা যে পল্লীতে যান সেই পল্লীর লোক জানিতে পারে আনন্দের দল আসিয়াছে। দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে ধার্ম্মিকেরা সুখের আস্বাদন, আহ্লাদের ব্যাপার, আনন্দের লীলা দেখাইতে পারেন না। দলের আনন্দ দেখিয়া লোকেরা মনে করে যখন এতগুলি লোক একেবারে হাসিতেছেন তখন অবশ্যই ইহাঁরা কোন সুখের বস্তু পাইয়াছেন। সেই আনন্দ-চন্দ্রোদয় দেখিয়া জগতের দুঃখী পাপীরা সেই দলের দিকে আকৃষ্ট হয়। দলের লোকেরা নানা প্রকার সুখে মত্ত। কেহ প্রেম ভক্তির সহিত ঈশ্বরের স্তব স্তুতি করিতেছে, কেহ গভীর ধ্যানে মগ্ন, কেহ সঙ্গীতে মগ্ন, কেহ সৎপ্রসঙ্গে মগ্ন। এ সকল সুখের ব্যাপার দেখিয়া জগতের লোক মোহিত হয়।

আকাশে এক দল কপোত ছাড়িয়া দাও, সেই কপোত দল উড়িতে উড়িতে উপরে উঠিল, ক্রমে ক্রমে আরও উপরে উঠিল, উপরে উঠিয়া ছোট কপোতের মত দেখাইতে লাগিল, আরও যত উপরে উঠিতে লাগিল ততই ক্ষুদ্রতর হইয়া গেল। কপোত দল উচ্চ আকাশে উঠিয়া আনন্দে নানা প্রকার ক্রীড়া করিয়া অবশেষে আবার পৃথিবীতে অবতরণ করিল। সেইরূপে যখন একটী প্রকাণ্ড বিস্তৃত ধার্ম্মিকের দল উচ্চ ধর্ম্মাকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন পৃথিবীর আশা হয়। ধার্ম্মিক দল যোগ ধ্যান বলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মাকাশে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম-বায়ুতে বিচরণ করেন। সেই উচ্চ আকাশে মনের সুখে বিহার করিয়া সেই ধর্ম্ম-কপোতগুলি এক একবার পৃথিবীতে অবতরণ করেন। দেখিতে কেমন আহ্লাদ! এক দল পাখী উড়িল, একেবারে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়িতেছে কেন? কপোতেশ্বর ঈশ্বর তাহাদিগকে ডাকিয়া লইলেন। ঊর্দ্ধে উড়িয়া যাওয়া কেমন আহ্লাদের ব্যাপার! সময়ে সময়ে এক এক দল পাখী উড়িতেছে দেখিলে পৃথিবীর আশা এবং আহ্লাদ বর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্ম-কপোতগুলি উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মাকাশে উঠিতেছে দেখিলে সকলের তাক লাগিয়া যায়; পৃথিবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়। দলস্থ হইয়া ধর্ম্ম সাধন, এবং ধর্ম্ম প্রচার করা অপেক্ষা উচ্চতর সুখের ব্যাপার আর কিছু নাই। ব্রাহ্ম, দল ছাড়া হইয়া থাকিও না। অহঙ্কারী যদি হও তাহা হইলে একাকী থাকিবে; কিন্তু তাহা হইলে তোমার আশা নিস্তেজ হইবে, এবং তোমার মুখ ম্লান হইবে। পক্ষান্তরে যাহার দক্ষিণে বামে ধর্ম্মবন্ধু, যে ব্যক্তি একটী প্রকাণ্ড ধর্ম্মদলের অধীন তাহার কত আশা, কত

উৎসাহ! দলস্থ সাধকদিগকে সর্ব্বদাই জমাট প্রেম, জমাট পুণ্য এবং জমাট বুদ্ধি উৎসাহী করে। যতক্ষণ দলের মধ্যে আছ ততক্ষণ দশ মত্ত হস্তীর বল তোমার বাহুর ভিতরে চলিতেছে। দল ছাড়িয়া দূরে বসিয়া থাক, কেবল তোমার নিজের রক্ত, দলের রক্ত আর তোমার ভিতরে নাই। যতক্ষণ দলের মধ্যে থাক ততক্ষণ তোমার বুদ্ধি সতেজ, উৎসাহ অগ্নিময়, প্রেম পুণ্য ঘনীভূত, তথায় একগুণ পুণ্য শান্তি শতগুণ হইতেছে।

ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের জীবন ও চরিত্রে এরূপ ভাব দেখাও যে, তাহা দেখিয়া সকলে এক বাক্য হইয়া বলিতে পারিবে হাঁ বঙ্গদেশে একটী প্রকাণ্ড ধার্ম্মিকের দল প্রস্তুত হইতেছে। সেই দলরূপ মধ্যবিন্দু হইতে চারিদিকে প্রখর ধর্ম্ম-কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে, এক ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এক ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে। বিশ্বাসীদল দেখিয়া ভীরু বঙ্গদেশের আশা উৎসাহ ও সাহস হইবে। ইহা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে বলা যায়—এই ধার্ম্মিক দলের টান কেহ অতিক্রম করিতে পারিবে না। সেই ঘূর্ণজলরাশির ভিতর, সেই মত্ততার ভিতরে সকলে পড়িবে। অতএব বন্ধুগণ, কেহই দলভ্রষ্ট হইও না। একাকী কিছুই করিতে পারিবে না। দলপতি ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন সকলে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া সেই দলভুক্ত হই। আমরা এমন কোন লক্ষণযুক্ত হইব যে, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমরা সেই দলভুক্ত। এক হৃদয়ের রক্ত যেমন হস্ত পদের অঙ্গুলি ও সমস্ত শরীরে চলিতেছে, সেইরূপ আমরা যদি দলভুক্ত হই, কি লাহোরে কি মান্দ্রাজে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, সেই দলের রক্ত আমাদিগের ভিতরে

চলিতে থাকিবে। যতদিন বাঁচিব ততদিন যেন সর্ব্বস্ব ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিয়া, ব্রহ্মপ্রদত্ত ব্রত পালন করিয়া, চারিদিকে মঙ্গলের রাজ্য স্থাপন করি, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন!

ঈশ্বরের মাতৃভাব। *

সায়ংকাল, রবিবার, ২০শে আশ্বিন, ১৮০১ শক;
৫ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

মনুষ্যজীবনের প্রথম এবং শেষ এক প্রকার। এক বাল্যকাল প্রথমে, আর এক বাল্যকাল পরিণামে। মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! ধর্ম্মজীবনের বাল্যাবস্থায় মানুষ উপাসনা করিতে জানে না, কেবল ঈশ্বরকে ডাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় প্রার্থনা করে। কোন্ প্রণালীতে প্রার্থনা পূজা করিতে হয় জানে না। ধর্ম্মশিশুর প্রার্থনাই একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মশিশু বড় হইতে লাগিল, কি কর্ম্মের উৎসাহ! কি ভক্তির উচ্ছ্বাস! কত আশা, কত উদ্যম! এই এক ভাব পরক্ষণে আর এক ভাব। এখন সংসারের মধ্যে ধর্ম্মসাধন, এখন সংসার ছাড়িয়া বৈরাগ্য। এখন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যপালন, কিছুকাল পর মনুষ্যজাতির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন। কত সম্বন্ধের বিচিত্রতা। ক্রমে ক্রমে কত নূতন নূতন কর্ত্তব্যশ্রেণী আবিষ্কৃত হইতে লাগিল! তেজস্বী আত্মা নিত্য নবীনতর উৎসাহের সহিত নানা প্রকার সাধন করিতে লাগিল; কিন্তু এত সাধনের আড়ম্বর শেষ হইল কোথায়? আবার বাল্যকাল আসিল। এক প্রার্থনা ভিন্ন, এক দয়াময়ের উপর নির্ভর ভিন্ন আর কিছুই নাই। এক ঈশ্বরই

সর্ব্বস্ব হইলেন। বালকের খেলার ঘরই মোক্ষধাম। ভাষার প্রথম পরিচয় 'মা' বলিয়া ডাকা। পূর্ণ যোগী, পূর্ণ ভক্তও মার চরণে নমস্কার করেন। মা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ নাই। সর্ব্বাগ্রে শিশু মার মুখ দেখে, মার স্তনের দুগ্ধ পান করে। শিশু জানিল মা আছেন। সম্পর্ক কেবল মার সঙ্গে। শিশুর পরম ধন একমাত্র মা। তার পর শিশু বড় হইল, অনেক দেশ বেড়াইল। শেষে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৃদ্ধ এই সার বুঝিল, সেই শিশুবেলা যাঁহাকে ডাকিয়াছি তিনিই সত্য। এই বলিয়া মার নাম সাধন করিতে লাগিল।

দয়াময় নাম অপেক্ষা মা নাম মিষ্টতর। যে স্তনের সুধা পান করিয়া সকলে বাঁচিয়া আছে, সেই সুধা পরম পিতার নামে নহে, মার নামে। এই মাসে বঙ্গবাসী বঙ্গবাসিনীরা কিরূপে মার চরণ দর্শন করিবে, কিরূপে মার পূজা করিবে এইজন্য ব্যস্ত। মা কোথায় বলিয়া ভাবুক বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে। বঙ্গদেশ দেবপূজায় তুষ্ট না হইয়া দেবীকে অন্বেষণ করিতেছে। বঙ্গদেশ কে? মনুষ্য। মনুষ্য স্বভাব মাকে স্মরণ করে, মাকে প্রার্থনা করে। মানুষ তৃষ্ণার সময় যদি অমৃত না পায় ভ্রম মিশ্রিত জলে প্রাণ শীতল করে। দুর্গাপূজার অন্য অর্থ নাই। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মা-রূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন, ইহা যদি বঙ্গদেশ বুঝিত তাহা হইলে আজ সমস্ত দেশ যথার্থ জীবন্ত মার চরণে লুটাইয়া পড়িত। যথার্থ মাকে ত সকলে দেখে না। কিন্তু মাকে ডাকা এত স্বাভাবিক যে বঙ্গদেশ পৌত্তলিক হইয়াও মাকে ডাকিতেছে। কবে যথার্থ মার নামে বঙ্গদেশ প্রেমার্দ্র হইবে। মাতৃহীন বঙ্গদেশ, তুমি কি তোমার

মাকে চিনিবে না? তোমার মা তোমাকে সৌভাগ্য মোক্ষ দিবার জন্য ব্যস্ত। ব্রাহ্মগণ, কবে তোমরা মার ভক্ত হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানীর কঠোর সাধন হৃদয়কে নির্যাতন করে, মনকে চাবুক মারে। অতএব তোমরা কোমল হৃদয় হইয়া মা বলিয়া জগদীশ্বরীকে ডাক। তোমাদের দেব যিনি দেবীও তিনি. তোমাদের পিতা যিনি তোমাদের মাতাও তিনি। তোমরা হিন্দুসন্তান, তোমাদের কোমল হৃদয় মাকে দেখিবার জন্য কাঁদিতেছে। মার অন্তঃপুরে গমন কর। মার অনন্ত স্তন হইতে অনন্ত প্রেমসুধা বাহির কর। আমাদের প্রচারের মূল মন্ত্র মা। বঙ্গদেশের জননী, ভারতের জননী, বিশ্বের জননী, আমাদের জননী। সেই জননীর প্রেমে আমরা উন্মত্ত হইব। বসিব, জননীর ক্রোড়ে, গাইব জননীর গুণ, মাথা রাখিব জননীর চরণতলে। জননী ভিন্ন এই বৃদ্ধ বালকদিগের আর কেহ নাই। মার মত আর কেহ নাই, বৃথা কেন যাও ভাই অন্য ঠাই? সকলে বলে পুরুষের অপেক্ষা নারীর রূপ অধিক। সেইরূপ ঈশ্বরের পিতার ভাব অপেক্ষা তাঁহার মাতার ভাব.অধিক সুন্দর। অতএব মার প্রেমে বশীভূত হইয়া, দয়াময় ঈশ্বরকে দয়াময়ী ঈশ্বরী জানিয়া, যেন আমরা তাঁহার শ্রীচরণতলে চিরদিন বাস করি।

স্বর্গস্থ মাতার দুঃখ। *

রবিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৮০১ শক; ১২ই অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের এক নাম রাজা, ধর্ম্মরাজ। বিধানের এক নাম যুদ্ধ-সংগ্রাম। পৃথিবীতে বিধানের অবতরণ কিসের জন্য হয়? এক এক

বিধানে ভক্তগণ অসত্য পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ দেখ কত কোটী কোটী লোক পৃথিবীর অসার সুখনিদ্রায় অচেতন হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। পাপরাক্ষসী সকলকে বধ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ঐ শুন রণভেরী বাজিতেছে, সুসজ্জিত সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া সেনাপতি অগ্রে অগ্রে চলিতেছেন। তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, ঐ শত্রুদল পরাস্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে তোমরা প্রচারতত্ত্ব শুনিয়াছ। প্রচার করা অহঙ্কারের ব্যাপার হইতে পারে, ইহা পৃথিবীতে বারবার অহঙ্কারের ব্যাপার হইয়াছে; কিন্তু যথার্থ প্রচার অধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করা। নিজের মার্জ্জিত বুদ্ধি প্রদর্শন করা, অথবা ধর্ম্মকে উপলক্ষ করিয়া আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করা যথার্থ ধর্ম্মপ্রচার নহে। সর্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মের শক্তিপ্রভাবে বিপথগামী অধার্ম্মিকদিগকে ধর্ম্মরাজ্যের অধীন করাই যথার্থ প্রচার। সমুদয় মনুষ্যমণ্ডলী ঈশ্বরের প্রজা, ঈশ্বর সমুদয় প্রজাদিগকে লইয়া আপনার রাজ্য শাসন ও পালন করিতেছেন, জগজ্জননী আপনার শিশু সন্তান-দিগকে লইয়া সুখে ঘর করিতেছেন। এমন সময় পাপ আসিয়া কতকগুলি লোককে লইয়া গেল। পাপ তাহাদিগকে বলিল, আমি তোমাদিগকে এখনই সুখ দিব, ঈশ্বর পরে সুখ দিবেন। পাপের মোহিনী মায়ায় ভুলিয়া তাহারা জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যখন অবশিষ্ট সন্তানেরা চৈতন্য হওয়াতে বুঝিতে পারিলেন মাতার ঘরে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তখন তাঁহারা হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, কেবল আমরা আপনারা মার কাছে বসিয়া সুখ ভোগ করিলে হইবে না, যে পাপরাক্ষস আমাদের প্রাণের ভাই ভগিনীদিগকে পদে দলন

করিতেছে, সেই রাক্ষসকে বধ করিতে হইবে। ঐ রাক্ষস তাঁহাদিগকে চর্ব্বণ করিতেছে ইহা আর সহ্য হয় না।

কাহার পুত্র কন্যা ঐ সকল লোক? কাহাদের মস্তকের উপরে ঐ প্রকাণ্ড দানব আস্ফালন করিতেছে? তাঁহারা সেই জগজ্জননীর সন্তান, যিনি আমাদের মাতা। তবে লাগ, এস সকলে মিলিয়া ঐ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করি। এস যাহারা অনেক দিন পিতা মাতাকে ডাকে নাই, সেই পিতার ধন, সেই মায়ের প্রাণের ধন, তাঁহার বিপথগামী সন্তানদিগকে পাপরাক্ষসীর আক্রমণ হইতে লইয়া আসি। পাপে জর্জ্জরিত লোকদিগের হাহাকার শুনিয়া ভক্তদলের অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। আর্ত্তনাদ করিয়া লোকগুলি বলিতেছে বাপ্‌রে প্রাণ গেল, মা, গেলাম। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই আমরা আর কতদিন এরূপ কথা শুনিব? পাপরাক্ষসীর দৌরাত্ম্যে কত গৃহ অনাথ হইল, কত স্ত্রী বিধবা হইল। কত সন্তান পিতৃহীন হইল, পৃথিবীতে কত দুঃখ যন্ত্রণা বৃদ্ধি হইল। আমাদিগের ঘরের পার্শ্বে এ সকল ব্যাপার হইতেছে, আমরা কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিব? এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দুঃখেতে দয়াতে আর্দ্র হইয়া, স্বর্গীয় সাহসে উৎসাহী হইয়া ব্রহ্মপুত্র কয়েকজন জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের বিধানপত্রের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া খড়্গ ধরিয়া যুদ্ধে চলিলেন। অধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ভাই ভগিনীদিগকে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া আসাই যথার্থ প্রচার। নিজের অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্য বাষ্পীয় শকট আরোহণ করিয়া স্থানে স্থানে গিয়া কতকগুলি বক্তৃতা করা যথার্থ ধর্ম্মপ্রচার নহে। যথার্থ ধর্ম্ম প্রচারকেরা ব্রহ্মসন্তানদিগকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইয়া আসেন।

তাঁহারা অনাথ অনাথিনীদিগকে জননীর অভয় চরণতলে লইয়া আসেন। তাঁহাদিগের বক্তৃতা কেবল ক্রন্দন। তাঁহারা এই বলিয়া কাঁদেন, পাপরাক্ষসী বুঝি এই সময় আমাদের প্রাণের ভাই ভগিনী-দের হাড় মড় মড় করিয়া ভাঙ্গিতেছে। আহা, ভাই ভগিনীগুলি কতকাল মার মুখ দেখিতে পায় নাই। এ সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা ক্রন্দন করেন। এই ক্রন্দন ব্রহ্মসঙ্গীত, ইহাই উপদেশ। অতএব প্রচারক সামান্য কার্য্যের জন্য দেশান্তর গমন করেন না। বক্তৃতা করিয়া নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করা প্রকৃত প্রচারকের উদ্দেশ্য নহে। পাপরাক্ষসের হস্ত হইতে দুঃখী ভাই দুঃখিনী ভগিনীদিগকে মায়ের ঘরে লইয়া আসা প্রচারকের প্রধান কর্ম্ম।

প্রচারকগণ, যদি প্রচার করিতে চাও, তবে সেই অসুরের হস্ত হইতে বন্ধন মুক্ত করিয়া, ভাই ভগিনীদিগকে ঘরে লইয়া আসিতে হইবে। যদি এই কার্য্য করিতে না পার, যদি মানুষ আনিতে না পার, তবে তোমরা প্রচারক নহ। লেখা পড়া, অথবা বক্তৃতা করা এখানকার প্রচার কার্য্য নহে। সে এক যুগ ছিল, এখন যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রচারের সেই শিশুর অবস্থা অতীত হইয়াছে। এখন যিনি শত্রুর রাজ্য হইতে গুটী চার পাঁচ ভাই ভগ্নীকে আনিতে পারেন তিনিই প্রচারক। মার ক্রোড় খালি রহিয়াছে। মা কাঁদিয়া বলিতেছেন, দুষ্ট রাক্ষস আমার অনেকগুলি সন্তানকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ নর নারী মার হৃদয়ে আঘাত দিয়া পাপরাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। ইহারা যখন ফিরিয়া আসিয়া মাতৃক্রোড়ে বসিবে আনন্দময়ীর কত আহ্লাদ হইবে। অধর্ম্মরাক্ষস মার সন্তানগুলিকে

খাইতেছে। পাপ মানুষ খায়। পাপকে সংহার করিয়া ভাই ভগিনী-দিগকে পুণ্যালয়ে লইয়া আসিলে স্বর্গের শোভা বৃদ্ধি হইবে। মাতৃ-ক্রোড়ে সন্তানগণকে উপবিষ্ট দেখিলে স্বর্গের সৌন্দর্য্য অনুভূত হয়। পাপ মোহিনী শক্তি দেখাইয়া মাতার সন্তানগুলিকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, মাতার মনে কত দুঃখ! জননীর দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়া ভক্তেরাও ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন এই থাকিল আমাদের বিষয় লালসা, আমাদের মান মর্য্যাদায় কাজ নাই। মার দুঃখ যতদিনমোচন না করিতে পারিব, ততদিন আর কিছুতেই সুস্থির হইব না।

আর ভক্তের বিশ্রাম নাই। ভক্ত বলিলেন, যে দিন মার দুঃখ মোচন করিব সেই দিন সার্থক হইবে আমার রক্ত। অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভক্ত খড়্গ ধরিলেন। রণক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রচারক্ষেত্রে গিয়া দেখিলেন দুরন্ত দানবেরা মনুষ্যের রক্ত পান করিতেছে। পাপদস্যুকে দেখিয়া ভক্ত বলিলেন, কে রে? ভয়ানক অধর্ম্ম পাপ, তুই মার রাজ্য ছারখার করিস্, এই দক্ষিণ বাহুর খড়্গ দ্বারা তোর মুণ্ড ছেদন করিব। এই কথা বলিবা মাত্র ভক্তের চক্ষু হইতে বিদ্যুৎ-বজ্র নির্গত হইল। সেই বিদ্যুৎ-অগ্নি প্রভাবে কতকগুলি ভাই ভগিনী বাঁচিল। সেই কয়টা লোক মার কাছে ফিরিয়া আসিল। ভক্ত স্বর্গের মাকে বলিলেন, মা, তোমার এই বিদেশী কয়জন সন্তানকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। তখনই মার প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া ভক্তের প্রাণে আনন্দরস উথলিয়া উঠিল। বন্ধুগণ, তোমরা এই প্রচারব্রত গ্রহণ কর। ভক্তদল উৎসাহিত হউন! তোমরা কতকগুলি ভ্রাতা প্রেমে মত্ত হইয়া দেশে দেশে গমন কর। ঈশ্বর স্বর্গ হইতে দেখিতেছেন

তাঁহার কোন্ কোন্ সন্তান তাঁহার এই প্রচার কার্য্যে যোগ দিলেন। ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা বিদেশী ভাইদের কাছে যাও। অধিক কথা বলিও না, কেবল এই কথা বল, হে প্রাণের ভাই ভগিনী, স্বদেশ ছাড়িলে কেন? আর এই কথা বল যে, মা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মার নাম শুনিয়া তাঁহারা আসিবেনই আসিবেন। আমরা শুনিয়াছি জননীর স্নেহবিধান আসিয়াছে। কেবল শুষ্ক পতিতপাবন দয়াময় নামে তোমরা জগৎকে মাতাইতে পারিবে না; কিন্তু পূর্ণ স্নেহময়ী জননীর প্রেমবাক্যের কথা শুনিয়া সকলে প্রেমোন্মত্ত হইবে। মার পা ধোয়ার জল পান করিয়া পুত্র কন্যারা বাঁচিবে। জননীর পাদপদ্ম হইতে এবার নির্ম্মল নির্ঝরবারি আসিতেছে। মাতৃস্নেহের দুই চারিটী কথা এবারকার প্রচারের কথা। বন্ধুগণ, যতদূর পার ততদূর যাইয়া তোমরা মাতার স্নেহের কথা বল। একবার দয়াময়ীর নামে সকল বঙ্গদেশ পূর্ণ হউক! তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। বঙ্গদেশ শোভিত হউক! ভারত কৃতার্থ হউক।

শারদীয় উৎসব।

অন্নে ব্রহ্ম। *

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক;
২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

এক সময় এই দেশে অন্নব্রহ্ম মত প্রচলিত ছিল। অন্নকে ব্রহ্ম বলা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত। আমরা ব্রাহ্ম, আমরা অন্নকে ব্রহ্ম বলি না; কিন্তু অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম আছেন। যে অন্ন ব্রহ্মের আজ্ঞাতে, ব্রহ্মের শক্তিতে ব্রহ্ম নাম লইয়া উদ্ভিজ্জরাজ্য হইতে উৎপন্ন হয়, সেই অন্ন ব্রহ্মময়। প্রাচীনকালের হিন্দু ভক্ত অন্নকে বলিলেন ;—"অন্ন, তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই আমার সৃষ্টিকর্ত্তা।" জ্ঞান সভ্যতা সহকারে ক্রমে ক্রমে এই মতের বিলোপ হইল। ঘোর কলি আসিল। কলির মত কি দাঁড়াইল ? অন্নেতে ব্রহ্ম নাই, অন্নেতে ধর্ম্ম নাই। অন্ন সাংসারিক, অন্ন বিষয়, অন্ন বৈষয়িক। কলির জ্ঞানীরা অন্নের মস্তক হইতে ধর্ম্মের মুকুট কাড়িয়া লইল। কলির মতে অন্ন ব্রহ্মবিহীন হইয়া অন্যান্য উদ্ভিজ্জের সঙ্গে এক হইয়া গেল। এই ঘৃণিত মতে অন্ন ভোজনের বস্তু, ভজনের বস্তু নহে। এই আধুনিক মত এবং প্রাচীন মত উভয়েই ভ্রম আছে। প্রাচীনকালের ভক্ত সকল অন্নকে ব্রহ্ম জানিয়া অন্ন পূজা করিতেন, পৌরাণিক সময়ের সাধকেরা তত উচ্চ অদ্বৈতবাদের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, লক্ষ্মীর হস্তে অন্নকে রাখিয়া, লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূজা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন ঘোর কলি আপনার অযথার্থ সভ্যতা লইয়া আসিল অন্নকে একেবারে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিল। কোথায় অন্ন খাইয়া প্রচীনেরা ধার্ম্মিক হইতেন, আর কোথায় সেই অন্ন খাইয়া আধুনিকেরা অসুরের ন্যায় অসৎকর্ম্ম করিতে লাগিল। যথার্থ ভক্তেরা অন্নের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া এই মতের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা অন্নকে ব্রহ্ম বলিলেন না; কিন্তু অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম আছেন ইহা স্বীকার করিলেন। কোন সৃষ্ট বস্তু সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না, অন্ন লক্ষ্মী নহে, কিন্তু অন্ন স্বর্গীয় বস্তু। অন্ন যোগীর হৃদয়ের রক্ত, অন্ন আত্মার ভক্তি বৃদ্ধি করে, অন্নের ভিতরে ব্রহ্মের সিংহাসন। প্রত্যেক অন্নখণ্ডের মধ্যে স্বয়ং প্রভু ভগবান বাস করেন, অন্ন দেখিয়া ভক্ত কাঁদেন। ভক্ত বলেন হে অন্ন, তুমি যদি না আসিতে তবে কি মনুষ্য বাঁচিত? তোমার ভিতরে রক্ত বিরাজ করিতেছে, তুমি শক্তিদাতা, বল বিধাতা, তেজের কারণ। অন্নভোজী বঙ্গদেশে, হে শুদ্ধ অন্ন, তোমার আদর হইবেই হইবে। আস্তিকের মুখে অন্ন প্রবেশ করিয়া এইরূপে অন্ন হরিধ্বনি করিতে থাকে।

হরি আপনার ধান্যক্ষেত্রে আপনার জল বায়ু প্রভৃতি দ্বারা ধান্য রচনা করেন। সেই ধান্য হরিনাম করিতে করিতে কৃষকের ঘরে যায়। কৃষক অর্থের বিনিময়ে বণিকের নিকট সেই ধান্য অর্পণ করে, বণিক ঘরে ঘরে সেই ধান্য আনিয়া উপস্থিত করে। ক্ষেত্রের লক্ষ্মী ঘরের লক্ষ্মী, ঘরের লক্ষ্মী দেহের লক্ষ্মী, দেহের লক্ষ্মী রক্তের লক্ষ্মী। এক এক গ্রাস অন্নে কত রক্ত হয়। ব্রহ্মের শক্তি অন্নের আকারে শরীর মধ্যে আসে। ভূমির ভিতরে ছিল সার, ব্রহ্মের হুকুমে সেই সার ধানের ভিতরে আসিল। ধান হইতে চাউল বাহির হইল, চাউল

রন্ধন করিবার পর অন্ন হইল। সেই অন্ন উদর ধারণ করিল, সেই উদরস্থ অন্ন হইতে রক্ত হইতে লাগিল। ব্রহ্মভক্ত এ সকল দেখিয়া বলিলেন ধান্যক্ষেত্রে যেমন ঈশ্বরকে জীবন্তভাবে দেখা যায় বেদ বেদান্তের মধ্যেও ঈশ্বরকে তেমন প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। অন্নের মধ্যে দেববল। প্রত্যেক অন্নখণ্ডের মধ্যে যোগীর রক্ত ভক্তের রক্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড ধান্যক্ষেত্র প্রকাণ্ড রক্ত-সাগর। যে রক্তের বলে ভক্ত হরিসেবা করেন সেই বল হরি প্রথমতঃ ধান্যক্ষেত্রে উৎপাদন করেন। হরি ধান্যরূপ এক একটী ছোট ছোট সিন্ধুকের মধ্যে তাঁহার শক্তি, তাঁহার প্রেমসুধা লুকাইয়া রাখেন। ধান নষ্ট হইল ত মনুষ্যের বল বীর্য্যের আকর নষ্ট হইল। এত বড় বল ধানের ভিতরে রাখিতে পারেন কেবল হরি। হরি জীবের জন্য কেমন আশ্চর্য্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। হরি যে ধান্যক্ষেত্র ভালবাসেন। শারদীয় উৎসবে ধান্যক্ষেত্রে গিয়া ধান্যক্ষেত্রের ঈশ্বরকে দেখ। বর্ষাকালে হরি বারি বর্ষণ করিয়া ভূমিকে উর্ব্বরা করিয়াছেন। বর্ষা না হইলে পৃথিবী উৎপাদিকা শক্তি পাইত না। এই শরৎকালে কত লোকে চাউল লইয়া যায়। দেখ এক বৎসরের আমাদিগের জন্য কত শস্য প্রস্তুত করিলেন। এই শস্য ব্রহ্মভক্তের রক্ত হইবে। হরির চাউল, মার অন্নকে তাচ্ছিল্য করিও না। জগজ্জননীর স্নেহ-লক্ষ্মী ধান্যরূপে চাউলরূপে প্রতি ঘরে যাইতেছে। লক্ষ্মীর লক্ষ্মী অন্নদাতা যিনি, এস এই শারদীয় উৎসবে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই। ঈশ্বর খেলা করিতে করিতে প্রতিজনের বাড়ীতে লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ হইয়া অন্নের ভিতর দিয়া আমাদিগের বল বীর্য্য এবং ভক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন ধন ধান্যের

মধ্যে তাঁহাকে মা জগজ্জননী, জগতের লক্ষ্মীরূপে দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হই।

দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে উপদেশ

চন্দ্র ও গঙ্গা। *

সায়ংকাল, বুধবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক;
২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ভক্তগণ, ভক্তির সহিত আজ একবার পূর্ণচন্দ্র দেখ। দেখ, এই পূর্ণিমার চন্দ্র কাহার চন্দ্র? আমাদের হরির চন্দ্র। আমাদের প্রাণের হরি আকাশে চাঁদ ধরিয়া বসিয়া আছেন। ভুবনমোহন হরি চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ভিতরে থাকিয়া ভক্তের মন মজাইতেছেন। হে চন্দ্র, আজ তুমি পূর্ণমাত্রায় জ্যোৎস্না বিতরণ করিতেছ, তোমাকে দেখিয়া আজ জীবের কত আহ্লাদ হইতেছে। আজ তুমি জাহ্নবীর শোভা দশগুণ বৃদ্ধি করিলে। আমার প্রাণের হরির চন্দ্র, সুধার আধার, তুমি আমার কাল হৃদয়কে সুন্দর করিলে। চন্দ্র, তুমি যাঁহার চন্দ্র তাঁহাকে দেখাইয়া দাও। তুমি ভক্তির চন্দ্র, প্রেমচন্দ্র হও। যাঁহার প্রেমমুখ দেখিলে ভক্তের প্রাণ চক্ষের জলে ভাসে, যাঁহাকে স্মরণ করিয়া পরম ভাগবত চৈতন্যের প্রেম উথলিত হইত, সেই মা জগজ্জননীকে তুমি দেখাইয়া দাও। আজ ঈশ্বর কোথায়? যথার্থই জগজ্জননী আমাদের কাছে বসিয়া আছেন। ভক্তগণ,

তোমরা সেই মার ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছ। ভুবনমোহিনী মার রূপের সঙ্গে এই পূর্ণিমার চন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার পায়ের তলায় এমন কোটী কোটী চন্দ্র গড়াইতেছে। সেই মা, বন্ধুগণ, তোমাদিগকে ভালবাসেন। পৃথিবীর মা অপেক্ষাও তিনি আমাদিগকে সহস্রগুণ ভালবাসেন। হে চন্দ্র, হে ভাগীরথি, তোমরা বল না আমাদের সেই চিদানন্দময়ী মা কোথায়? মা তাঁহার অমৃত-নিকেতনে আমাদিগের জন্য কত সুখে রত্ন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। জীব তরাইবার জন্য মা তাঁহার স্নেহের ভাণ্ডার খোলা রাখিয়াছেন।

ভক্তগণ, এখন একবার গঙ্গার প্রতি তাকাইয়া দেখ। গঙ্গা কেমন আনন্দের সহিত হরির শ্রীচরণ ধুইয়া দিতেছে। হিমালয় হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা কত শত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এখানে আসিতেছে। গঙ্গা নিঃস্বার্থ ভাবে জমীদার কাঙ্গাল সকলেরই সেবা করে, সকলকে ধৌত করে, সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করে, সকলকেই জল দেয়। লক্ষ লক্ষ কলস জল উঠিতেছে তবুও গঙ্গার জল ফুরায় না। ভক্ত, তুমিও এই নদীর ন্যায় হও। গম্ভীর প্রশস্ত জল ফুরায় না। পৃথিবীর সামান্য জ্ঞানের জল ফুরাইয়া যায়; কিন্তু হরিভক্তের প্রেমজল শুকায় না। ভক্ত, তোমার প্রাণের ভিতরে এক দিকে যেমন সর্ব্বদা প্রেমচন্দ্র উদিত থাকিবে, অপর দিকে যেন সর্ব্বদা ভক্তিজাহ্নবী বহিতে থাকে। ভক্ত যে তাঁহার নিজের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় সুধারস আস্বাদন করেন তাহা কেবল ভক্তই জানেন। দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি যিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে কি আর সুখের সীমা থাকে? চারিদিকে কেমন সুন্দর দৃশ্য! আকাশে

শরতের পূর্ণচন্দ্র নীচে একটানা গঙ্গা, গঙ্গার দুই দিকে নানা প্রকার বৃক্ষ লতা ও ধান্যক্ষেত্র। এ সমস্ত শারদীয় উৎসবের অনুকূল।

মা জগজ্জননী, এস কাছে এস, আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার প্রেমনদীতে আমাদিগকে ডুবাইয়া দাও। মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব আর হাসিব কাঁদিব গাইব নাচিব আর মনে আনন্দ ধরিবে না। মা, তোমার ছেলেদের সকল পাপের বন্ধন কাটিয়া দাও। আর সংসারে ডুবিব না। জননীর কাছে বসে সকলে মিলে খুব আনন্দের সহিত জননীর পূজা করিব, মা, তুমি ত সুন্দর আছই; কিন্তু তোমার ভক্তেরা যখন তোমার পূজা করেন, তখন বিশেষরূপে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। মা, তোমার মনের বড় সাধ যে তুমি জীব তরাইবে, তোমার সাধ তুমি মিটাও। এসেছ জননী আমাদের নিকটে বস, আমাদের মস্তকের উপর তোমার মঙ্গল হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল, হে করুণাময়ী ঈশ্বরী, আমরা তোমারই থাকি।

চন্দননগর লালদীঘির নিকটস্থ মাঠ

দর্শন তত্ত্ব। *

শনিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ১লা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে দীন দয়াল, তোমার দাসের প্রতি তুমি কৃপা কর। তোমার দর্শনতত্ত্ব প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি; তুমি সেই অভিলাষ

পূর্ণ কর। তোমার নামের প্রতি জীবের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি কর। তোমার প্রতি সকলের অনুরাগ উদ্দীপন কর। তোমার সত্যের নিশান ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হউক তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

দেশস্থ বন্ধুগণ, যাঁহার সঙ্গে আমি কথা কহিলাম তিনি হৃদয়ের হরি, বঙ্গদেশের দেবতা, জগতের ঈশ্বর। তিনি জাগ্রত জীবন্তদেব। যদিও তোমরা বাহিরের চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে পাও না; কিন্তু তিনি তোমাদিগকে দেখিতেছেন। তাঁহার কাণ নাই; কিন্তু তিনি আমাদের সকল কথা শুনিতে পান। যেখানে এখন আমরা দাঁড়াইয়া আছি ঈশ্বরের আবির্ভাবে এই স্থান শুদ্ধ হইল, এখানকার গাছ, তৃণ, বায়ু সমস্ত শুদ্ধ। যে স্থানে হরিনাম উচ্চারিত হয় সে স্থান পবিত্র হয়। ঈশ্বরের পবিত্র নাম যে দীন হীন ব্যক্তির কর্ণকুহরে প্রবেশ করে তাহার পাপ দুঃখ দূর হয়। সেই ঈশ্বর যিনি জগতের পিতা মাতা, তিনি এখানে আছেন। তোমরা ভ্রমে পড়িয়া মনে করিতেছ দূরে ঈশ্বর, যথার্থ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের শরীর মনের ভিতরে আছেন। বন্ধুগণ, তোমরা ঈশ্বরকে কেন দূরস্থ মনে করিবে? তোমাদের এই প্রাচীন আর্য্যদেশ হইতে ধর্ম্ম নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়াছে। সূর্য্য যেমন পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া সমস্ত পশ্চিম দেশ আলোকিত করে, সেইরূপ আমাদের এই দেশে ধর্ম্ম-সূর্য্য উদিত হইয়া পশ্চিম দেশ আলোকিত করিয়া আবার এই দেশে উদিত হইয়াছে। যত ধর্ম্ম এই পূর্ব্ব দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আমাদের প্রাচীন কালের ধর্ম্ম সকল পশ্চিম দেশ উজ্জ্বল করিয়া আবার নূতন আকারে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইতেছে।

এখন যে নবীন ধর্ম্মবিধান প্রকাশ হইয়াছে তাহার নূতন কথা

এই ; ঈশ্বরকে নিজের প্রাণের ভিতরে দেখিতে হইবে। ঈশ্বরকে এখানে ওখানে খুঁজিও না। তোমার নিজের শরীর রূপ সিন্ধুকের মধ্যে সেই অমূল্য রত্নকে দেখিতে পাইবে। যদি জ্ঞান ভক্তি থাকে তোমার নিজের শরীরের রক্তের ভিতরে সেই পরম পদার্থ দেখিবে। প্রতি-জন বুকের ভিতরে হাত দিয়ে দেখ রক্ত ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। রক্তকে জিজ্ঞাসা কর ;—রক্ত, কে তোমাকে সৃজন করিলেন ? কে তোমাকে এমন রং দিলেন ? তোমার আলস্য নাই, তোমার প্রবাহ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত চলিতেছে। কেমন দ্রুতবেগে তুমি দৌড়িতেছ ! কে তোমায় এই ক্ষমতা দিলেন ? প্রাণের হেতু রক্ত-প্রবাহ অবশ্যই একজন চালাইতেছেন। যিনি এই রক্তের কল চালাইতেছেন তিনিই আমাদিগের প্রাণের হরি। তিনি এই রক্তের কল না চালাইলে রক্তের কল বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার ইচ্ছা হইল মনুষ্যের শরীরে রক্তনদী সঞ্চালিত হউক, আর তৎক্ষণাৎ রক্ত প্রবল-বেগে বুকের ভিতরে ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া চলিতে লাগিল। সেই রক্তের ভিতরে ব্রহ্মতেজ। রক্তের ভিতর হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে। যেমন হিমালয় হইতে কল কল ধ্বনি করিয়া গঙ্গা আসিতেছে তেমনই হরিপাদপদ্ম হইতে হরিগুণ গান করিতে করিতে রক্তনদী আসিতেছে। গঙ্গার বেগকে কে থামাইতে পারে ? সসাগরা ধরার অধিপতি রাজাও যদি বলেন, গঙ্গা, তুমি থাম, আর তুমি প্রবাহিত হইও না। গঙ্গা তাঁহার কথা শুনিয়া থামিবে না। সেইরূপ হরিপাদ-পদ্ম হিমালয় হইতে যে রক্তনদীরূপ ছোট গঙ্গা আসিতেছে তাহাও হরির কথা ভিন্ন আর কাহারও কথা শুনে না। গঙ্গা যেমন হিমালয় হইতে বাহির হইয়া সাগরের দিকে

যাইতেছে রক্ত-প্রবাহও সেইরূপ ঈশ্বরের চরণ-সাগরের দিকে ধাবিত হইতেছে।

মনুষ্যের কথায় রক্তস্রোত থামে না। নিতান্ত দুঃখের সময় যখন মানুষ আত্মহত্যা করিতে চায় তখন যদি বলে, রক্ত, তুমি থাম, আর আমি বিষম যাতনা সহ্য করিতে পারি না, তখনও মানুষের আপনার রক্ত তাহার কথা শুনে না। রক্ত ঈশ্বরের অনুগত। নিঃশ্বাসও ঈশ্বরের অনুগত। কই আমার নিঃশ্বাস ত আমার কথা শুনে না। যখন কোন কারণবশতঃ কিছুকালের জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ হয়, তখন প্রাণকর বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য আপনা আপনি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে। যিনি শরীরের ভিতরে থাকিয়া এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে আমাদিগের জীবন রক্ষা করিতেছেন তিনিই জগতের ঈশ্বর। জগদীশ্বর প্রতিজনের শরীর-কলের ভিতর বসিয়া প্রতিজনের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। শরীরের ভিতরে বৃন্দাবন, কাশীধাম। রক্তনদীর মূলে ঈশ্বর বসিয়া আছেন। রক্ত আস্তিক। তুমি যদি নিজে পাষণ্ড হও তথাপি রক্তকে নাস্তিক করিতে পার না। রক্তের ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের কান্তি। রক্তের ভিতরে নাস্তিকতা নাই। তোমার সমস্ত শরীরে নাস্তিক, নাস্তিক, নাস্তিক লিখিয়া দাও; কিন্তু তোমার শরীরের ভিতরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু আস্তিক। নব্য সম্প্রদায় যৌবন-মদে মত্ত হইয়া বলিতে পারে, ঈশ্বরকে ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সেবা করা তাহাদের ধর্ম্ম; কিন্তু এমন যুবা কে আছে, যে এক ফোঁটা রক্ত সৃজন করিতে পারে অথবা রক্তকে নাস্তিক বলিতে পারে? প্রত্যেক রক্তবিন্দুর ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি জীবন্ত ঈশ্বর বর্ত্তমান। তাঁহার সতেজ আজ্ঞাতে রক্ত ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া চলিতেছে।

প্রত্যেক রক্তবিন্দু হরিনাম ব্রহ্মনাম বলিতে বলিতে দিন রাত্রি চলিতেছে এবং পৃথিবীর নাস্তিকতা খণ্ডন করিতেছে। রক্ত বলিতেছে জীবন্ত জাগ্রত ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর স্বয়ং প্রতি রক্তবিন্দুর ভিতরে থাকিয়া বলিতেছেন "আমি আছি।"

সংসারের ভয়ানক কোলাহলে ঈশ্বরের উক্তি শুনা যায় না। টাকায় মজিয়া পৃথিবীর লোক জগজ্জননীর কথা শুনিতে পায় না। প্রাচীনকালের যোগী ঋষিরা দেববাণী শুনিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কথা শুনিয়া সংসারকে অসার জানিয়া অরণ্যে গিয়া যোগ তপস্যা এবং ধ্যান করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগের প্রাণের মধ্যে সেই প্রাণেশ্বরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। উপনিষদ পাঠে তাঁহাদিগের আশ্চর্য্য জ্ঞান জানা যায়। যে রক্ত আমাদিগের শরীরের মধ্যে চলিতেছে এই রক্ত প্রাচীন ঋষির নিকট স্বর্গের ব্যাপার প্রকাশ করিত। যোগী ঋষিরা আপন আপন জীবনের মূলে জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন। যখন ধ্রুবের প্রতি তাঁহার দেবতার উক্তি হইল আমাকে বাহিরে দেখ, ধ্রুব বলিলেন, আমি তোমাকে ভিতরে পাইয়াছি, যদি বাহিরে দেখিতে গিয়া তোমাকে হারাইয়া ফেলি। দেহ-গৃহের অন্তঃপুরে যে আপনার প্রাণসখাকে দেখিয়াছে সে আর ঈশ্বরকে ভুলিতে পারে না। সে যেরূপ দেখিয়াছে সে রূপের কাছে আর রূপ নাই। ঘোর পাষণ্ডের ভিতরেও জাগ্রত ভগবান্ বসিয়া আছেন। যদি তাহার মন ফিরে তবে সে কাহার কাছে যাবে, এইজন্য দয়াল প্রভু সেই অসুর তুল্য মনুষ্যের প্রাণের ভিতরে বসিয়া আছেন। মা বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন সন্তান মা, মা, বলিয়া দৌড়িয়া আসিবে। মার প্রাণ কেবল মায়েই

জানে। জগজ্জননী যিনি তাঁহার প্রাণ কে জানিবে? লোকের যত বিদ্যা তত ধর্ম্ম হয় না কেন? জ্ঞান লাভে বিলম্ব হয়, ভক্তি পেতে বিলম্ব হয় না। কাঁদিলেই ভক্তি হয়। মাকে ভক্তি করিতে কে শিখায়? পৃথিবীর মার প্রতি যদি সহজেই ভক্তি হয় স্বর্গের মার প্রতি কেন তেমন ভক্তি হয় না? বোধ হয় এই দেশের ভিতরে কুটিল অভিসন্ধি আছে, বোধ হয় ভারতবর্ষ ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়িতে চাহে না। এইজন্য এই দেশের লোকেরা মার রাজ্যে আসিতে চাহে না। মার বাড়ীতে, তাঁহার বিস্তীর্ণ ধর্ম্মরাজ্যে লক্ষ লক্ষ সাধু ভোজন হইতেছে, রাশি রাশি পুণ্য শান্তি বিতরিত হইতেছে। বন্ধুগণ, তোমরা সকলে সেখানে এস।

চন্দননগর পালপাড়ার রাস্তা

শ্রীচৈতন্য। *

রবিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক ; ২রা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আমি অন্তরের সহিত হরিসভাকে ধন্যবাদ করিতেছি যে, আজ সেই সভার যত্নে এই সমারোহ হইল।

আমার পিতা পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, আমি ব্রহ্মোপাসক হইয়াছি ; কিন্তু আমার হৃদয় চৈতন্যের প্রতি অনুরক্ত। আমি যে চৈতন্যের প্রেমপাশে বদ্ধ তাহার গূঢ় কারণ কি? ব্রহ্মভক্ত চৈতন্য কেন আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন? শ্রীচৈতন্যকে আমি আমার

পরম বন্ধু জ্ঞান করি। আজ কাল নব্য সম্প্রদায় ইংরাজী শিখিয়া চৈতন্যের ভাবে মত্ত হওয়া অনুচিত মনে করে; কিন্তু চৈতন্যের ভাব এই দেশে পুনরুদ্দীপিত না হইলে এই দেশের কল্যাণ নাই। তৈল আর জল যেমন মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ চৈতন্য আর বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতা। চৈতন্যের সময়ে এই বঙ্গদেশ কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মশ্রী ধারণ করিয়াছিল। তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে আবার ভক্তিবিহীন হইয়া এই দেশ কেমন শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। শচী মাতার নাম চৈতন্যের নাম অবশ্যই তোমরা শুনিয়াছ। তাঁহাদিগের নামে ভক্তের চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়ে, আমরা কোন্ প্রাণে পাষণ্ডের ন্যায় তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া দিব। যতদিন আমি বাঁচিয়া আছি ততদিন চৈতন্যের প্রতি অনাদর আমি সহ্য করিতে পারিব না। ইংরাজী সভ্যতার নামে এই দেশে ভয়ানক ব্যভিচার এবং পান দোষ প্রবেশ করিয়াছে। আহা! চৈতন্য কেমন স্বর্গীয় বলে ভয়ানক পাষণ্ডদিগকে ধর্ম্মের পথে আনিয়াছিলেন। কোন্ রাজা রাজবলে অথবা বাহুবলে দেশকে অধর্ম্ম হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ? চৈতন্য দীন গরিব হইয়াও কেবল এক ভক্তিবলে দুরাত্মাদিগকেও এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মের আবর্ত্ত মধ্যে ফেলিয়া দিতেন। তাঁহার রাজবল কি বাহুবল কিছুই ছিল না। একবার দুই বাহু তুলিয়া হরি হরি বলিতেন, আর তাঁহার মত্ততা দেখিয়া পাপীদিগের মন ফিরিয়া যাইত। তিনি বলিতেন না যে, বেদ বেদান্ত শিক্ষা কর, কর্ম্মকাণ্ড কর, তবে মুক্তি পাইবে—কিন্তু তিনি বলিতেন, একবার ভক্তির সহিত হরিনাম করিলে দীন হীন চণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই স্বর্গে যাইবে।

ঈশ্বরের কি দয়া নাই? পণ্ডিতের জন্য মুক্তি, মূর্খের জন্য কি মুক্তি

নাই? চৈতন্য সর্ব্বজীবে ঈশ্বরের সমান দয়া দেখিয়া উদারভাবে সকলকেই প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রেমে কেবল দুই ভাই জগাই মাধাই নহে, কিন্তু শত শত জগাই মাধাই পরিত্রাণ লাভ করিল। তাঁহার ভক্তির মত্ততার নিকটে সমস্ত পাষণ্ডকুল পরাস্ত হইল। তিনি বন্দুক কি খড়্গ ধরিলেন না; কিন্তু তাঁহার ভক্তির অস্ত্র দেখিয়া অসুরেরা কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রেমের তরঙ্গে কেবল নবদ্বীপ নহে—কিন্তু সমস্ত দেশ টলমল্ করিতে লাগিল। তিনি যে সকল স্বর্গীয় ব্যাপার দেখাইয়াছেন, এই দেশ আর কখনও তেমন দৃশ্য দেখে নাই। তাঁহার ধর্ম্ম কঠোর নহে, তাঁহার ধর্ম্ম মত্ততার ধর্ম্ম, সরস ভক্তির ধর্ম্ম। তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন কেমন মিষ্টতর সুখ ব্রহ্মসহবাসে। চৈতন্য নিজে নূতন প্রকার মদ পান করিতেন। যে মদ পাপের পথে লইয়া যায় আধুনিক সভ্যেরা সেই সুরাপানে প্রমত্ত; কিন্তু চৈতন্য স্বর্গের ভক্তি-সুরা পান করিতেন। চৈতন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া ঈশ্বরের নামে মুগ্ধ হইতেন। যাহারা তাঁহার সঙ্গে হরিনাম-রসে মত্ত হইত, তাহারা নরলোকে থাকিয়া দেবলোকের সুখভোগ করিত। তিনি আচণ্ডাল সকলের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন। তিনি তৃণের মধ্যে হরি, জলের মধ্যে হরি, হরিময় জগৎ দেখিতেন। লোকে বলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। কিন্তু চৈতন্য এই সংসারে থাকিয়াই বৈকুণ্ঠ ভোগ করিতেন। যেখানে হরির পাদপদ্ম সেইখানেই স্বর্গ। রিপু জয় করিয়া এখনই যদি আকুল প্রাণে হরিকে ডাক স্বর্গ এখনই দেখিবে। কে বলে বৈকুণ্ঠধাম দূরে? লোকে জিজ্ঞাসা করে ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? আমি বলিতেছি ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরকে দেখা যায়, ঈশ্বরকে দেখা

যায়। যেমন বাঁশ, বাড়ী এবং তোমাকে আমাকে দেখা যায়, সেইরূপ প্রত্যক্ষভাবে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায়। হরি দেশকে তরাতে আসিয়াছেন তাঁহাকে দেখিব না? চাউল দাল দেখা যায়, হরিকে দেখিব না? কেহই নিরাশ হইও না। আকাশে দৈববাণী হইয়াছে—হরি চণ্ডালকেও দেখা দিবেন। তোমরা কার ভাত খাও? প্রত্যেক অন্নখণ্ডের ভিতরে হরিপাদপদ্ম। জলে হরি, অন্নে হরি। এই যে আমার অঙ্গুলির জলবিন্দু, ইহার মধ্যে হরি বাস করিতেছেন। কেবল হরিই জলকে জল করিতে পারেন। চৈতন্যদেব সর্ব্বত্র হরিকে দেখিয়া মাতিয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন চারিদিকে শুষ্কতা, নির্জীবতা এবং কঠোর জ্ঞান, কোথাও সরস ধর্ম্মজীবন নাই। এমন সময় তিনি প্রেমের উৎস হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে শত শত স্বর্গের ফোয়ারা উঠিয়া সহস্র সহস্র ভক্তের প্রাণ শীতল করিল। তাঁহার প্রেমরসে ডুবিয়া মুসলমান চণ্ডাল সকলে এক হয়ে গেল।

যখন প্রেমের উদয় হয় তখন কে তুমি কে আমি? যিনি আমার পিতা তিনি আমার গাড়ীর কোচমানের পিতা। তাঁহার নিকট কোন প্রভেদ নাই। যেখানে প্রেমময়ের আবির্ভাব, যেখানে প্রেমের মত্ততা সেখানে অপ্রেম হিংসা তিষ্ঠিতে পারে না। হরি-প্রেমোদয়ে যেমন সুখ হয় তেমনই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের সঞ্চার হয়। অনেকে মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে; কিন্তু তাহাদিগের চরিত্র অশুদ্ধ, তাহাদের মনে যথার্থ হরিভক্তি হয় নাই। যিনি হরিভক্ত, যিনি কেবল হরিকে প্রার্থনা করেন, হরি তাঁহার সমস্ত সাধুদিগকে লইয়া সেই ভক্তের হৃদয়ে বৈকুণ্ঠ রচনা করেন। আমি ব্রাহ্ম আমি কেবল ব্রহ্মকে চাহিয়াছিলাম।

ব্রহ্ম বলিলেন, তুমি চাহিয়াছ আমাকে ; কিন্তু আমি তোমার হৃদয়ে আমার সমস্ত ভক্তগণকে লইয়া বাস করিব। চৈতন্য আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। ঈশ্বরের তেজ চৈতন্যের বলের ভিতরে প্রকাশ পাইয়াছিল। চৈতন্যের এত বৎসর পর জন্মিয়াছি ; কিন্তু এখনও দেখিতেছি জীবন্ত চৈতন্যের আত্মা ক্রমে ক্রমে নগরে নগরে বেড়াইতেছে। সত্যের মৃত্যু হয় না। যে সত্য একবার অন্তরের আকাশে উদিত হয়, সে সত্যের আর বিলোপ হয় না। বরং চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মানবজাতির হৃদয়াকাশ হইতে চৈতন্য-চন্দ্র কখনও খসিয়া পড়িবেন না। চৈতন্যের ভক্তিরক্ত আমাদিগের শিরার মধ্যে চলিতেছে বঙ্গদেশের লোকেরা চৈতন্যের সন্তান। তোমরা মুখে বলিতে পার আমরা ইংরাজী পড়িয়াছি, আমরা চৈতন্যকে মানি না। কিন্তু তোমাদের রক্তের ভিতরে চৈতন্যের তেজ।

সূর্য্যের কিরণ যেমন সাধু অসাধু সকলের উপর পড়ে, কেহই সেই কিরণ থামাইতে পারে না, সেইরূপ বীর ভক্তের তেজ সকলেরই ভিতর আসিতেছে। স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা কর, সামান্য লোককে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই এক বাক্যে বলিবে তাহাদিগের হাড়ের ভিতরে চৈতন্য বসিয়া আছেন। চৈতন্য বঙ্গবাসীর বুকরূপ কেল্লার ভিতরে বসিয়া আছেন। যদি ইহলোকে চৈতন্যকে না মান পরলোকে তাঁহাকে মানিতে হইবে। যেখানে যাওনা কেন, সেখানে গিয়া ঈশ্বরের সত্য, ঈশ্বরের দূত তোমাদিগকে ধরিবে। সেখানে ইংরেজরাজা আর ফরাসডাঙ্গা নাই। সেখানে ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিবে না। ঈশ্বরের প্রেমজাল সর্ব্বব্যাপী। যমালয়েও সেই প্রেম তোমাদিগকে ধরিবে। আস্তিক নাস্তিক প্রত্যেকের প্রাণের ভিতরে ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বর তাঁহার সমস্ত যোগী ঋষি সাধু ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ভক্তহৃদয়ে বাস করেন। আমরা কোন সাধককে অবহেলা করিতে পারি না। এম, এ, উপাধি পাইয়াছ বলিয়া কি অহঙ্কার করিয়া সাধুদিগের অপমান করিবে? বিদ্যাবলে কি কাম ক্রোধ ভস্ম করিতে পার? হরি সহায় না হইলে কে লালাবাবুর ন্যায় সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া সন্ন্যাসী হইতে পারে? বল হরি ভিন্ন আর কেহ নাই, একমাত্র ভবকর্ণধার তিনি। তিনি না তরাইলে কি কেহ নিজবলে ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে? হরির শরণাগত হও, তিনি নিজ হাতে তাঁহার বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবেন। হরিনাম বড় মিষ্ট, হরিনাম সাধন করিলে বড় আনন্দ হয়। মিশ্রী না খেয়ে, বল না মিশ্রী তিক্ত। এক সুন্দর মনোহর হরি সমস্ত জগৎকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। দয়াতে প্রেমেতে পুণ্যেতে হরি সুন্দর। হরি ভুবনমোহিনী জননীরূপে এই দেশ উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। জগজ্জননী বলিতেছেন;—ওরে ছেলেগুলি, ওরে মেয়েগুলি, তোমরা কি আমার ঘরে আস্‌বে না? তাঁহার প্রধান ভক্ত চৈতন্য ভক্তির মত্ততা দেখাইয়া গিয়াছেন। কবে এই দেশের ভাই ভগ্নীরা সেই মত্ততার তরঙ্গে ভাসিবে? ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন এই দেশ আবার হরিভক্তিতে উন্মত্ত হউক!

চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ।

নামৌষধ। *

রবিবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ২রা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আমরা তোমাদিগের নিকট হরিপ্রেমের কথা বলিতে আসিয়াছি। আমাদের আর কোন অভিপ্রায় নাই। তোমরা যদি শুন আমাদের প্রাণে কত আহ্লাদ হইবে। তোমাদের ন্যায় আমরাও দুঃখী। আমরা অনেক পাপের জ্বালা সহ্য করিয়া এখন রোগের ঔষধ পাইয়াছি। দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী আমাদিগের দুর্গতি হরণ করিবার জন্য ব্যস্ত, তোমাদিগকে এই বলিতে আসিয়াছি। আজ এই সহরে কেমন উৎসাহ, কেমন মত্ততা হইল দেখিলে ত। দেখ ঈশ্বরের প্রেমের একটী কথা বলিলে সহর টলিতে থাকে। এমন প্রেমময় হরিকে ভুলিয়া কত নর নারী অধর্ম্মপথে গিয়া নরকে ডুবিতেছে। কবে হে হরি, তোমার সুখের সংবাদ এই দেশ শুনিবে? এত ডাকিতেছেন মা, তবু বঙ্গদেশ ঘুমাইতেছে। বন্ধুগণ, তোমরা মার কথা শুন, হরিনাম তত্ত্ব সাধন কর। এই নামৌষধ সেবনের অনেক গুণ। ইহাতে সমস্ত পাপবিকার চলিয়া যাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ হইবে। আবার যৌবনকালের পূর্ণ হাস্য দেখা দিবে, আনন্দের চন্দ্র উদিত হইবে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাক। মাকে ভক্তি করিলে, মাকে দেখিলে মনের ভিতরে পুলক এবং আনন্দ হইবে। সুখের

খবর দিলাম, ইহা শুনিয়াও কি তোমরা দুঃখের অন্ধকারে থাকিবে? ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিধানের অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা পবিত্র এবং অত্যন্ত সুখী হইবেন। সকলে হরির আমোদে মত্ত হও। মা যেমন তাঁহার ছোট ছোট সন্তানগুলিকে হাতে ধরিয়া লইয়া বেড়ান, তেমনই ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইবেন। প্রসন্নবদন হরি সকলকে আপনার পবিত্র আনন্দ দিয়া পবিত্র ও সুখী করুন।

জগদ্দল।

সংসারে ধর্ম্মসাধন। *

সোমবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ৩রা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বন্ধুগণ, কত লোক কত অভিপ্রায়ে গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে, আমরাও এক অভিপ্রায়ে তোমাদের গ্রামে আসিলাম। চারিদিকে লোক সকল মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে। এই সময় এমন কি কেহ নাই, যাহারা দীন দুঃখী এবং অনুতপ্ত ও পরদুঃখে দুঃখী হইয়া কেবল ঈশ্বরের নাম শুনাইবে। এই সময় কেবল ভদ্রলোকের মত বক্তৃতা করিলে চলিবে না। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের আকাশ হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইত। হরিভক্ত চৈতন্যদেব উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় প্রমত্ত দল সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে

হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ন্যায় জীবের প্রতি দয়া করিবে কে? এমন সকল ভক্তির ব্যাপার যে দেশে হইয়াছে, সেই দেশ কি এমন নীচ হইয়া থাকিবে? বড় ঘরের ছেলে হইয়া তোমরা কি বাপ পিতামহের নাম ডুবাইবে? সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় কত লোক এই গঙ্গার দুই ধারে দাঁড়াইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন; হরিনামে পড়াইতেন। হরি হরি বলিতে বলিতে তাঁহাদের দুচক্ষে ধারা বহিত; বঙ্গদেশের শুভদিন আবার আসিতেছে, ভক্তির শাস্ত্র আবার কাণে আসিতেছে। পঞ্চাশ কোটী হরিদাস জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমের পরিচয় দিবে। যখন পৃথিবী হাহাকার করিল, তখন চৈতন্যের চক্ষে জল পড়িল। তাঁহার হৃদয় দয়ার মহাসমুদ্র ছিল। তিনি আপনার স্ত্রী পুত্র সংসার ছাড়িয়া জীবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। দেশীয় বন্ধুগণ, তোমাদিগকে আমি সংসার ছাড়িতে বলিতেছি না, কিন্তু সংসারের সকলকে হরিভক্ত করিয়া সংসারের ভিতরে বৈকুণ্ঠধাম রচনা কর। অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহ পরিজনে হরি, হরি সর্ব্বত্র। হরিকে ভুলিয়া যদি আমি কোন বস্তু ব্যবহার করি, চোর আমি। হরিকে না বলিয়া আমি হরির জিনিষ চুরি করিব? হরি আশীর্ব্বাদ করুন যেন হরিকে সংসারে এবং সর্ব্বত্র দেখিয়া, আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই।

মোকামা।

বেদ পুরাণের মিলন। *

মঙ্গলবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ৪ঠা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বেদ বেদান্তের সময়ে এই দেশে ব্রহ্মপূজা হইত। গম্ভীর প্রকৃতি ঋষি সকল সংসার-মায়া ছেদন করিয়া কেহ পর্ব্বত উপরে, কেহ নিবিড় বনে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইতেন। কালক্রমে নানাপ্রকার দেব দেবীপূজা আরম্ভ হইল। এখন ঘোর কলিযুগে মানুষ সংসারক্ষেত্র হইতে ঈশ্বরকে নির্ব্বাসিত করিয়া, আপনি কর্ত্তা হইয়াছে। পৌরাণিক সময়ে সংসারের সমুদয় অনুষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুগণ দেবার্চ্চনা করিতেন। এখন আর সংসারে সাধু ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ দেখা যায় না। যত সভ্যতার বিস্তার হইতেছে তত বিলাস বাড়িতেছে। এই নরকের মধ্যে স্বর্গ আনিতে হইবে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। প্রত্যেক অন্নখণ্ডে সেই পিতা মাতা বসিয়া আছেন। সংসারের প্রত্যেক পবিত্র সুখ সেই বিধাতা প্রদত্ত। সেই বিশ্বস্রষ্টাকে বিশ্বেশ্বরী, জগদীশ্বরী বলিয়া ভালবাসিতে হইবে। জলে স্থলে সর্ব্বত্র সেই মাকে দেখিতে হইবে। নিরাকার ব্রহ্মকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিব। যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদ পুরাণের মিলন। সেই আর্য্যদিগের আদি পিতা পূর্ণব্রহ্ম সনাতন আমাদিগের মাতা হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহাকে ভালবাসাই একমাত্র সুখের আকর। যিনি ব্রহ্মকে মা বলিয়া ভালবাসেন তাঁহার আর দুঃখ থাকে না। সেই

জগজ্জননীর অঞ্চল ধরিয়া আমরা আনন্দে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব, এবং এই সংসারেই স্বর্গভোগ আয়ত্ত করিব।

মোজাফরপুর।

ধর্ম্মসাধন স্বাভাবিক। *

রবিবার, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক, ৯ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যেমন আহার করা স্বাভাবিক, তেমনই ধর্ম্মসাধন করা স্বাভাবিক। অনেকেরই মনে এই সংস্কার যে ধর্ম্ম বড় শক্ত; কিন্তু এই ভ্রম শীঘ্র দূর করা উচিত। ধর্ম্ম তেমন স্বাভাবিক যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ধর্ম্ম নহে। যেমন বৃক্ষ স্বভাবতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তেমনই ধর্ম্মজীবন উন্নত হয়। যথার্থ উন্নতি সমস্ত প্রকৃতির উন্নতি। একাঙ্গ বৃদ্ধি যথার্থ উন্নতি নহে। মনে কর মানুষের একটী চক্ষু পুষ্করিণীর ন্যায় বৃহৎ, আর একটী চক্ষু শর্ষপকণার ন্যায় ছোট। তাহাকে দেখিতে যেমন দানব রাক্ষসের ন্যায়, সেইরূপ ধর্ম্মহীন সংসারী লোকও অস্বাভাবিক দানব তুল্য। সংসারী লোক যে চক্ষে সংসার দর্শন করে, সেই চক্ষু ভয়ানক বৃহৎ; কিন্তু যে চক্ষে ঈশ্বর এবং পরলোক দেখা যায় তাহার সেই চক্ষু অতি সঙ্কীর্ণ। অথবা মনে কর সংসারীর হাজার হাজার টাকা আছে; কিন্তু তাহার কিছু-মাত্র ধর্ম্ম নাই। ইহা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা নহে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের ধর্ম্মভাব সকল বিশেষরূপে প্রস্ফুটিত এবং বর্দ্ধিত

হয়। যেমন বালকের কেবল একটী অঙ্গুলি বাড়ে না, পাঁচটী অঙ্গুলিই এক সঙ্গে বাড়ে, অথবা আমাদের মাথায় কেবল একটী চুল পাঁচ হাত লম্বা হয় না, কিন্তু সমুদয় চুলই সমান ভাবে বাড়ে, সেইরূপ স্বাভাবিক অবস্থায় আত্মার কেবল কোন একটী বিশেষ ভাব বাড়ে না; কিন্তু সমুদয় ভাবগুলি এক সঙ্গে বিকাশিত হয়। শরীরের যেমন চক্ষু, নাসিকা, হস্ত, পদ, মস্তিষ্ক প্রভৃতি সমুদয়ই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, আত্মার পক্ষেও ঠিক সেই নিয়ম। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি কেবল স্বভাবে হয়। মানুষের হাতে যদি ভার দেওয়া হইত, তবে কি শরীর কি আত্মার কোনটীরই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উন্নতি হইত না। তাহা হইলে হয় ত একটী চক্ষু অত্যন্ত বৃহৎ, আর একটী অতি ক্ষুদ্র, একটী হস্ত নিতান্ত লম্বা, আর একটী অতি সঙ্কীর্ণ, এরূপ হইত। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বৃদ্ধি করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে রহিয়াছে।

জীব, তুমি কি জান কিরূপে দেহ বৃদ্ধি হয়? আমরা কেবল আহার করি, আহারান্তে সেই অন্ন কে উদরে লইয়া যান? সেই উদরস্থ অন্ন হইতে রক্ত জন্মে, সেই রক্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া শরীরকে বর্দ্ধিত করে। আমরা খাই আর নিদ্রা যাই। পাকযন্ত্রের ভিতরে অন্ন গিয়া যে কি হয়, আমরা কিছুই জানি না। পঁচিশ বৎসর তোমার বয়স। এই পঁচিশ বৎসর ক্রমাগত ঠিক পরিমাণে তোমার শরীর বাড়িয়াছে, কিরূপে তোমার সর্ব্বাঙ্গ বাড়িল তুমি কিছুই জান না। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে বাড়িবে ইহা ঈশ্বরের নিয়ম, আর যদি দেখ নাসিকা বড় হইতেছে, কিন্তু কাণ বাড়ে না, তাহা অস্বাভাবিক। দুঃখের বিষয় এই যে, এখন মানুষের এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা

ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতি এখন ঐহিক সুখের জন্য ব্যস্ত! অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বর এবং পরলোক ভুলিয়া রহিয়াছে। যেমন এক হাত যদি পাথর দিয়া চাপিয়া রাখ সেই হাত বাড়ে না, সেইরূপ যদি বুকের উপর, বিশ্বাস ভক্তির উপরে প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়া রাখ, তাহা হইলে কিরূপে ধর্ম্মজীবন বর্দ্ধিত হইবে? যদি ক্রমাগত ভক্তিচক্ষে ধূলি নিক্ষেপ কর এবং উৎসাহাগ্নিতে জল ঢালিতে থাক, তাহা হইলে কিরূপে ঈশ্বরকে পাইবে? বালককালে চক্ষু কেমন পরিষ্কার থাকে, প্রাতঃকালে সকলেই আগে চক্ষু পরিষ্কার করে, কিন্তু যে চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যায়, সেই চক্ষে বালি, পাথর, কাঠ পড়িলে কয়জন লোক তাহা পরিষ্কার করে। ভক্তিচক্ষু অন্ধ এবং মলিন হইলে কয়জন লোক দুঃখে কাতর হয়? বিষয়ীদিগের এক চক্ষু পরিষ্কার, আর এক চক্ষু কাণা। যে চক্ষে সচ্চিদানন্দের গৃহ দেখা যায় তাহাদিগের সেই চক্ষু কাণা, কিন্তু যে চক্ষে বিষয়-সুখ দেখা যায়, তাহাদিগের সেই চক্ষু খুব উজ্জ্বল। যে হস্তে ঈশ্বর এবং পরলোক ধরা যায়, তাহাদিগের সেই হস্ত পক্ষাঘাতরোগে অসাড়। আবার যে কর্ণে বিবেকের কথা, ব্রহ্মবাণী শুনা যায়, তাহাদিগের সেই কর্ণ বধির। যখন পাপী দুষ্কর্ম্ম করিতে যায় তখন যে ঈশ্বর বলেন, নরাধম, তুই কি করিতেছিস, সেই গম্ভীর ধ্বনি, তখন তাহারা শুনিতে পায় না। পাপাত্মা পাপ করিবার সময় কেবল চারিদিকে তাকাইয়া দেখে পুলিসের লোক আছে কি না, কিন্তু তাহাদিগের প্রাণের ভিতরে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর যে গম্ভীরস্বরে তাহাদিগের দুষ্ট অভিসন্ধির প্রতিবাদ করিতেছেন, তাহা তাহারা শুনে না। তাহাদের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইল, তথাপি একবারও তাহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পাইল না।

সামান্য শিশু যাহা করিল, হে বিষয়ী, তুমিও ভবে আসিয়া তাহাই করিলে। কতকগুলি অসার ধূলি, টাকা সংগ্রহ করিয়া তুমি কি না বলিলে পশু অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক কিসে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ তাহা তুমি দেখাইলে না। ধর্ম্ম কঠিন নহে, তুমি কাণা হইয়াছ, তাই তোমার নিকটে ধর্ম্ম কঠিন বোধ হইতেছে। দশ হাজার বৎসর কঠোর তপস্যা এবং চিন্তা করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, ইহা সত্য কথা নহে। ধর্ম্ম সহজ। যেমন আমি আছি, এই সত্যে বিশ্বাস করা সহজ, তেমনই ঈশ্বর আছেন এই পরম সত্যে বিশ্বাস করা সহজ। আমি আছি ইহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি না। কোন গুরুকে জিজ্ঞাসা করি না—আমি যে আছি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দাও। সেইরূপ যিনি আমাকে প্রাণ দিয়াছেন এবং আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে আছেন, মন ভাল থাকিলে ইহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না। যাঁহার শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছি, প্রত্যেক রক্তবিন্দু এবং প্রত্যেক পয়সা যাঁহার দেওয়া, তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইবে? আমি আছি ইহা কি প্রমাণ করিতে হয়? তবে যিনি আছেন বলিয়া আমি আছি, তাঁহার অস্তিত্ব কেন প্রমাণ করিতে হইবে? মা নিকটে আছেন। যে ছেলের চক্ষু আছে, সে তাঁহাকে দেখিতে পায়, আর যে ছেলে কাণা, সে মাকে দেখিতে পায় না। মাকে দেখিলেই শিশু সন্তান মাকে ভালবাসে। মাকে ভালবাসিতে কি কেহ শিক্ষা দেয়? শিশু কেমন করিয়া জানে যে, মাতার স্তনের মধ্যে দুগ্ধ আছে।

মা শিশুর একমাত্র অবলম্বন। শিশু আর কাহাকেও চেনে না। ধনী শিশুকে ধনের লোভ দেখাইল, গুরু শিষ্যকে ভুলাইতে

চেষ্টা করিল, শিশু কাহারও কাছে গেল না, সে তাহার দুঃখিনী মার কোলে গেল। মা যদি নিতান্ত হতভাগিনীও হয়, তথাপি শিশু সন্তান পৃথিবীর সমস্ত প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া, সেই মার পদাশ্রয়ই গ্রহণ করে। অন্যান্য কত ধনী স্ত্রীলোক নানাপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া তাহার নিকট আসিল, তাহার মার চেয়েও তারা সুন্দরী, তথাপি শিশু তাহাদের কাছে গেল না। যেমন শিশু অন্য কোন গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়াও স্বভাবতঃ আপনার মাকেই ভালবাসে, সেইরূপ সরল সাধক ঈশ্বরকে সহজে ভালবাসেন। যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র কাঁদিয়া মাকে ডাকে, সেইরূপ সাধক স্বভাবতঃ যে জগজ্জননী তাহাকে সৃজন করিয়াছেন এবং যিনি গর্ভধারিণী, তাঁহাকে ডাকে। শিশু যেমন মার নিকট দুগ্ধ দাও বলিয়া ক্রন্দন করে, সাধকও জগজ্জননীর নিকট অমৃত দাও বলিয়া ক্রন্দন করেন। সাধক সেই বস্তু চাহেন, যাহাতে হৃদয় পুষ্ট হয়। উপাসনার সময়, প্রার্থনার সময় তৃষ্ণা নিবারণ হয়। যেমন শিশু মার দুগ্ধ খায় এবং এক একবার মার মুখের পানে তাকাইয়া একটু একটু হাসে, সেইরূপ ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মানন্দরস পান করিতে করিতে, ব্রহ্মের মুখের পানে তাকাইয়া হাসেন। ভক্তের নয়ন হইতে প্রেমধারা পড়িতে থাকে। যেমন মার স্তন্যপান করা স্বাভাবিক, সেইরূপ ধার্ম্মিক হওয়া অর্থাৎ ব্রহ্মপূজা এবং ব্রহ্মসেবা করা স্বাভাবিক। ভাই বন্ধুগণ, ধর্ম্মকে কঠিন মনে করিয়া তোমরা ধর্ম্মের প্রতি আর উদাসীন থাকিও না। সেই জগদ্ধাত্রী জগজ্জননীর পূজা করিয়া তোমরা ধন্য হও।

মোজাফ্ফরপুর স্কুলের সমক্ষে।

বক্তৃতা। *

মঙ্গলবার, ২৬শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ১১ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ভাইয়োঁ, আপলোগোঁকো ধর্‌মকী সহজ আওর ছোটী ছোটী দো চার বাতেঁ বোল্‌নেকে ওয়াস্তে মেরা এরাদা হায়। ঈশ্বর এক হায়। ঈশ্বর কাঁহা? ভিতর ইয়া বাহর? ঈশ্বর সব জগৎমে হায়, পরন্তু ইন্‌সান্‌কে দিলমে উন্‌কী রৌশনী অচ্ছিতরহ্‌ মালুম হোতী হায়। অগ্নিময় বিশ্বাসকে সাথ বোল্‌না চাহিয়ে কি পরমেশ্বর ইহাঁ মৌজুদ হায়। বিশ্বাস এক স্বতন্ত্র পদার্থ হায়। অনুমান, চিন্তা, ভিন্ন পদার্থ হায়। জায়সা ইয়ে টেবল্‌ আওর ইহ পেড় প্রত্যক্ষ দেখতেহৈঁ, বিশ্বাসকী আঁখসে পরমেশ্বরকো ওয়সা প্রত্যক্ষ দেখ সকতেহৈঁ। ক্রোড় ক্রোড় আদ্‌মী বোল্‌তেহৈঁ কি এক ঈশ্বর বর্ত্তমান হায়, পরন্তু দুনিয়ামে পূরা বিশ্বাসী দো চার হায়। অয়সা আদ্‌মী কাঁহা জো কহ্‌ সকতা হায় কি ময়নে ভগবান্‌কো দেখা আওর ভগবান্‌কী বাৎ শুনী। হরেক ইন্‌সানকে ভীতর ঈশ্বর হায়। অগর ঈশ্বর অপনী শক্তি খৈঁচলে, ইয়া প্রত্যাহার করে, তো কোই জীতা ন রহে। ভগবান্‌ 'প্রাণস্য প্রাণং চক্ষুষশ্চক্ষু শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্‌' হায়। পরমেশ্বর নিরাকার, পরন্তু এক তেজোময় দীপ্যমান পুরুষ হায়। এক আদি পুরুষ হরেক ইন্‌সান্‌কে ভিতর বৈঠা হায়। জ্ঞান আওর বিশ্বাস উজলা হোনেসে ভিতর এক অপূর্ব্বকান্তিবিশিষ্ট পুরুষ মালুম হোগা। ভিতর জব

পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা আ জাগী, জব ভক্তি একাগ্রতা আওর চিত্তকী স্থিরতা হোগী তব দুনিয়াকা বন্ধন ছুট্ জাগা। ব্রহ্ম অপনে হাতসে হরেক ইনসান্‌কে ভিতর অপনা মন্দির বানায়া। ভক্তিকি আঁখসে বহ মন্দির মালুম হোতা হায়। পরমাত্মাকী রৌশনীসে পরমাত্মাকো দর্শন করনে হোতা হায়। বিশ্বাসকী জ্যোতি আওর প্রেমনয়নসে ঈশ্বরকা প্রত্যক্ষ দর্শন হোতা হায়। ব্রহ্মসাধক কহ সকতে—ব্রহ্ম ইহাঁ আওর দশ দিক মৌজুদ হায়। প্রস্ফুটিত ফুলকা মওয়াফিক পরম লাবণ্যযুক্ত হরি সব জগহ মৌজুদ হায়। দিল পাক করো। দুনিয়াকে ভিতর রহ্‌কর হরিকো ধ্যান করো। পাপ ভিতর হায়, হাতমে পাপ নহি, রুপেয়ামে পাপ নহি। পাপ হৃদয়মে হায়। হৃদয়মে পাপ আচরণ রহনেসে পুণ্যময় ঈশ্বরকা দর্শন নহি মিলেগা। আবরণ রহেনেসে দর্শন অসম্ভব হায়। মোহ আবরণ, স্বার্থপরতা, আওর অহঙ্কার ইহ সব ছোড়না চাহিয়ে। জব ভিতর খাঁটী হোজায়গা তব ভিতর ভগবান্ আওর সব সাধু আওর ভক্ত লোগ মালুম হোঁগে। সব সাধুয়োঁকা মনোহর চরিত্র ভিতর মালুম হোগা। তমাম ভক্ত হামারে হাঁয়। শঙ্করাচার্য্য নারদ গুরুনানক কবীর আওর সব সাধু সন্ত দিলকে ভিতর মৌজুদ হাঁয়। কিত্নী শতাব্দী বীত গই। পরন্তু সব ভক্ত ব্রহ্মকে ভিতর মৌজুদ হাঁয়। সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যময় অপনে ভক্ত লোগোঁকো লেকর আত্মস্বরূপ প্রকাশ করতেহৈঁ। হরিসে লাগি রহ রে ভাই, হরিসে লাগি রহ রে ভাই, হরিসে লাগি রহনেসে ঝগড়ি মিট জাগী। দো রুপেয়াকে ওয়াস্তে কিত্না তক্‌লিফ লেতেহো, আওর ধরমকে ওয়াস্তে কুছ নহি করোগে। সরল হৃদয় হোকর প্রার্থনা করো, তমাম জীবনকা পাপ ছুট জায়গা। বিনা

প্রার্থনা হাজারবার গঙ্গা আসনান করো, লাখোঁবার কাশীধাম জাও কুছ নহি হোগা। বৈরাগ গৈরিক বসন পহন্‌কে হরিগুণ কীর্ত্তন করো। কপট, চতুরাইমে কুছ ফায়দা নহি। কপটকে ওয়াস্তে স্বরগধামকা দরওয়াজা বন্দ হায়। ক্ষুদ্র বালককে মওয়াফিক সরল হোকে ব্রহ্মসাধন করো। ব্রহ্মসহবাস খাঁটী বৈকুণ্ঠ হায়। বহ বৈকুণ্ঠমে বৈঠনেসে ত্রিহুত কৃতার্থ হোগা। ধন্য ব্রহ্ম!

গয়া স্কুলের সম্মুখে।

বক্তৃতা। *

শুক্রবার, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ১৪ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ভাইয়োঁ, পরমেশ্বর পরমেশ্বর সব কহতেহেঁ, পরন্তু মুহ সে ইহ বাৎ কহনেসে ভগবান্ নহি মিলতা হায়। হৃদয়সে বোলনা চাহিয়ে কি পরমেশ্বর মৌজুদ হায়। ভগবান্ তো সব জগহমে মৌজুদ হায়। ভক্তিসে পরমেশ্বরকে সাথ মুলাকাত করনা চাহিয়ে। পরন্তু ইন্‌সান্‌কে দিলকে ভিতর অবিশ্বাস আওর অভক্তি হোগয়া। পাষণ্ড নাস্তিক হোকে আদমী বিলকুল আরাম নহি পাতেহেঁ। ভক্তিকা রাস্তা পাকড়নেসে ইহ সব মুস্‌কিল চলা যাগা। ভক্তি [illegible] ঈশ্বরকে মন্দিরমে পৌছা দেতী হায়। পরন্তু আজ কল সব ইন্‌সান্ ইহ ভক্তিকা রাস্তা ছোড়কে অন্ধা হোগয়া। আব কোই নহি বোল্ সকতা হায় কি ভগবান্ ইহাঁ মৌজুদ হায়। সব লোগ মিথ্যা অসার দুনিয়াদারীমে

দিলকো লাগায়া। ভগবান্‌কে ওয়াস্তে কোই গরিব কাঙ্গাল ফকীর নহি হোতা হায়। যো কোই ভগবান্‌কে ওয়াস্তে নিরাশ্রয় হোতা হায়, ভগবান্ প্রসন্ন হোকে উসকো দর্শন দেতেহৈঁ। ভগবান্‌কো দেখ্‌নেসে দিলমে আরাম হোতা হায়। ভারত ভূমিকী জগৎ জননী, পরম ব্রহ্ম, এক সচ্চিদানন্দ তেজোময় পুরুষ মৌজুদ হায়। মা যব হায় তব লড়কেকা ভয় ক্যা। লড়কা নির্ভয় হায়। বহ মা জগজ্জননী জ্ঞান পদার্থ হায়। জ্ঞানসে জ্ঞানকো পকড়না চাহিয়ে। পদার্থ যেয়সা হায় আঁখভী ওয়সা চাহিয়ে। ভীতর যব উজলা হোগা চারো তরফ এক রৌশনী মালুম হোগী। তমাম আসমান্ আওর সারে দুনিয়া ব্রহ্মসে পূরণ হো গয়া। যব ভীতরকে আঁখসে ইহ রৌশনী মালুম হোতী হায়, আওর দিলমে আরাম আওর সুখ হোতা হায়, তব দুনিয়াদারী অসার মালুম হোতা হায়। ভাইয়োঁ, আপলোগ জানতেহৈঁ কি দুনিয়াদারীমে শান্তি নহি। অতএব ভক্তিকা রাস্তা পকড় লিজিয়ে। হরিকো পেয়ার করো। হরি "পুত্রাৎ প্রিয়তরো।" পানি পি লেনেসে জয়সা দেহ শীতল হোজাতা হায়, মাকে পাস লড়কা বৈঠনেসেহি বৈসা লড়কেকে দিল্‌মে আরাম হোতা হায়, কুছ পঢ়নে ইয়া প্রার্থনাকা প্রয়োজন নহি। সচ্চিদানন্দ ভগবান্‌কে পাস বৈঠনেসে ভক্তকে দিলমে এয়সী শান্তি হোতী হায়। ভগবান্‌কে সাথ মুলাকাত হোনেসে সব বন্ধন ছুট্‌ যাতাহৈ, আওর পাপরজ্জু ছিন্ন হোতাহৈ। জহাঁ ভগবান্ হায় বহাঁহি বৈকুণ্ঠ হায়, বৈকুণ্ঠ ইহাঁ নহি, বৈকুণ্ঠ বহাঁ নহি। বৈকুণ্ঠ দিলকে ভিতর হায়। যব সব ইন্‌সান্ অপনে অপনে দিলকে ভিতর ভগবান্‌কা ধ্যান ধারণা আওর দর্শন করেংগে তব ভারতবর্ষ ধন্য হোগা। ধন্য ব্রহ্ম, ধন্য সচ্চিদানন্দ!

বুদ্ধগয়া।

শাক্যমুনি। *

শনিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ১৫ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

বন্ধুগণ, এই স্থানে মহাত্মা শাক্যমুনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তোমরা এই মহাত্মার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বৈরাগ্য, এই মহাত্মা সেই ধনে মহাধনী হইয়াছিলেন। এই মহাত্মার নিকটে তোমরা বৈরাগ্য এবং জীবে দয়া শিক্ষা করিবে। দুঃখী গরিবের মত হইয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্ম সাধন করিবে। ঈশ্বরের পাদপদ্ম বুকে রাখিয়া চির-বৈরাগী হইয়া, তোমরা অন্তরের অন্তরে চিরসুখ শান্তি সম্ভোগ কর। এই মহাপুরুষের দৃষ্টান্ত তোমাদিগের সহায় হউক।

হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় পঁচিশ শত বৎসর অতীত হইল, এই বৃক্ষতলে তুমি মহাত্মা শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য যোগ এবং জীবে দয়া শিক্ষা দিয়াছিলে। তাঁহার জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোটী কোটী লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার অনাসক্ত বৈরাগী আত্মা আজ আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছে;—"তোমরাও বৈরাগী হও।" তাঁহার জীবন্ত গম্ভীর বাক্যে আমাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধান চলিয়া গেল। এখন আমরা বুদ্ধদেবের আত্মাকে নিকটে দেখিতেছি। বৈরাগীর বন্ধু, সন্ন্যাসীদিগের মাতা সেই জগজ্জননী তাঁহার পুত্র শাক্যমুনিকে

ক্রোড়ে করিয়া এখানে বসিয়া আছেন। হে জননী, আজ তোমার নিকট বিশেষরূপে বৈরাগ্য ভিক্ষা করিতেছি। যে তুমি শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের এই হীন মলিন নীচাসক্ত মনগুলিকে জিতেন্দ্রিয় এবং প্রমত্ত বৈরাগী করিয়া লও। আর যেন আমরা সংসারের মায়ায় ভুলিয়া, হে বৈরাগীদিগের জননী, তোমাকে ভুলিয়া না যাই।

গয়া—ব্রহ্মযোনি গিরি।

পর্ব্বতের প্রতি আচার্য্যের উক্তি। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক;
১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে নিকটস্থ এবং দূরস্থ পর্ব্বত সকল, তোমরা ব্রহ্মের বাসস্থান। হে গিরিমালা, যতদূর নয়ন যায় তোমাদিগকে দেখিতেছি। তোমাদের প্রত্যেকের মস্তক উন্নত, তোমরা সামান্য নহ। ঈশ্বর যে তোমাদিগকে এরূপ উন্নত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার গূঢ় অর্থ আছে। আমাদিগকে দৃঢ়তা এবং উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, ঈশ্বর তোমাদিগকে অটল এবং উন্নত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমরা অকারণে পৃথিবীর মধ্যে বসিয়া আছ ইহা সত্য কথা নহে। তোমাদিগকে যে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অবশ্য কোন কারণ আছে। তোমরা অচল এবং অটল। তোমরা কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায় দাঁড়াইয়া

আছ। তোমরা দেখাইতেছ আমাদের বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় এবং অটল হওয়া উচিত। তোমরা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত। তোমরা নড়িবে না, তোমাদিগকে কেহ স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না। তোমরা ব্রহ্মের সর্ব্বশক্তিমান্ হস্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কোন্ সম্রাট এমন প্রতাপশালী যে তোমাদিগকে আক্রমণ করে? তোমরা যে জন্য ভূতলে আছ তাহা আমাদিগকে শিখাও। তোমরা গুরু হইয়া আমাদিগকে দৃঢ়তা শিক্ষা দাও। তোমরা যেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত তেমনই আবার তোমরা ভূমি হইতে উন্নত হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছ। ভূমির জীব সকল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে উচ্চতা শিক্ষা দাও। তোমাদের মস্তকের উপরে কেবল নীল আকাশ তোমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আকাশের সঙ্গে তোমরা আলাপ করিতেছ। তোমাদের উন্নত মস্তক নীচ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে। তোমাদিগের অনাসক্ত স্বভাব পৃথিবীর সমস্ত হীন বস্তু পদাঘাত করিয়া উচ্চ দিকে চলিয়াছে। এক দিকে তোমরা ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং অটল হইয়া বসিয়া আছ, কোন দিন বিচলিত হইবে না; অন্য দিকে তোমাদিগের স্বর্গগামী স্বভাব উপরের আকাশে উঠিয়াছে। মেঘের ভিতর দিয়া, ঈশ্বরের প্রেমবারি আগে তোমাদিগের মস্তকের উপরে পড়ে, তোমাদের মস্তক শীতল করিয়া, পরে সেই ব্রহ্মপ্রেরিত বারিধারা পৃথিবীকে আর্দ্র করে। হে পর্ব্বত সকল, হে গিরিমালা, হে আমাদের হৃদয়ের বন্ধু সকল, তোমরা কথা কহ। জড় বলিয়া মনুষ্য তোমাদিগকে ঘৃণা করে; কিন্তু তোমরা ব্রহ্ম পদাশ্রিত হইয়া গম্ভীর অটল ভাবে ধ্যান করিতেছ, তোমরা শ্রেষ্ঠ যোগী। তোমরা দয়া করিয়া আমাদিগকে যোগ শিক্ষা দাও। হে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি

সকল, তোমরা বাক্যহীন থাকিও না। তোমরা তোমাদের স্বাভাবিক ভাষায় কথা কহ। বল হে পর্ব্বত ভাই সকল, তোমরা এমন অটল হইলে, আর আমরা কেন চঞ্চল; তোমরা এমন উন্নত, আমরা কেন নীচ? তোমরা অচেতন হইয়াও আসল যোগী হইলে, আর যাহারা চেতন তাহারা কেন যোগী হইল না? মানুষ জানে না তোমরা কে। তোমরা ব্রহ্মভক্তের বন্ধু। তোমাদিগকে আমি ভুলিব কিরূপে? তোমাদের সঙ্গে আমার গাঢ় প্রণয়। তোমরা আমাকে কত শিখাইলে। এতকাল ধর্ম্মসাধন করিয়াও তোমাদের মত অটল হইতে পারিলাম না। তোমরা যে চিরকালের বেদ বেদান্ত খুলিয়া বসিয়া আছ। তোমাদিগের প্রতি তাকাইলে কত লাভ হয়। ভাই পর্ব্বত সকল, তোমরা কথা কহিবে না, তোমরা কথা কহ। তোমরা যাঁহার, আমরাও তাঁহার। যাঁহার হস্ত তোমাদিগকে স্থাপন করিয়াছে, তিনিই আমাদিগকে তোমাদের নিকট ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা এক পিতার হস্তের রচিত। পর্ব্বত ভাই সকল, তোমরা সরল প্রকৃতি, তোমরা আমার বুকের ভিতর এস। তোমরা আমার বন্ধু, এস, খুব হস্ত প্রসারণ করিয়া তোমাদিগকে আলিঙ্গন করি। আমার প্রাণের হরি, পর্ব্বতবিহারী ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে বাস করিতেছেন। সেই প্রেমময় বন্ধু তোমাদিগকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার প্রেমবৃষ্টির জল তোমাদের মস্তক শীতল করে। তোমরা আমাকে এই উপদেশ দাও, যেন আমি হৃদয়ের ভিতরে বিশ্বাস-পর্ব্বতের উপরে বসিয়া, যাঁহার কান্তি মেঘে এবং যিনি সাগরে পর্ব্বতে সর্ব্বত্র বিরাজমান, তাঁহাকে দেখিতে পাই।

গয়া ব্রহ্মমন্দির।

সত্যগয়া। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক;
১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হিন্দুসমাজের সংস্কার অনুসারে ইহলোক পরলোকের সন্ধিস্থান গয়া। যাঁহারা এই গয়াতে বহুকাল বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগের হয় ত এই সত্যটী তত মনে লাগে না। কিন্তু যাঁহারা এখানে নূতন আসেন, সেই নূতন যাত্রীদিগের এই মনে হয় যে, গয়া হিন্দুধর্ম্মানুসারে ঐহিক এবং পারত্রিক ব্যাপারের সম্মিলন স্থান। এই গয়াধাম পরলোক উদ্বোধন করিয়া দেয়। এখানে আসিলে পারলৌকিক ব্যাপার স্মরণ হয়। গয়া ঐহিক সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবার জন্য নহে। এখান হইতে নৌকা করিয়া পরলোক চলিয়া যাইতে হয়। গয়া হইতে আত্মা সকল প্রকার ভববন্ধন মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। মৃতদিগের সদ্গতির স্থান গয়া। যাহাতে আত্মীয়দিগের সদ্গতি হয়, গয়াতে এমন সকল অনুষ্ঠান হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে ভ্রান্তি কুসংস্কার আছে সত্য, কিন্তু ব্যাপার অতি গম্ভীর। প্রাচীন হিন্দুজাতির পক্ষে গয়া অতি আশ্চর্য্য ভূমিখণ্ড। এখানে পিণ্ড দান করিলে পিতা পিতামহ প্রভৃতি স্বর্গ আরোহণ করেন। গয়া তীর্থের গূঢ় তত্ত্ব অতি মনোহর। যথার্থ গয়াধাম [illegible] [illegible]। গয়া ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যস্থান। সকলেরই জন্য এমন একটী

স্থান আছে, যেখানে যাওয়া মাত্র বৈকুণ্ঠধামের পথ পাওয়া যায়। তোমরা কেহই এমন ভ্রান্ত নহ যে, এই ভৌতিক গয়াকে তোমরা সেই স্থান মনে করিবে। তবে সেই স্থান কোথায়? সেই গয়া কোথায়? সেই স্থান অন্তরে। সেই গয়া আভ্যন্তরিক। আত্মার মধ্যে এমন একটা স্থান আছে, যে স্থান দিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বর্গধাম পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। সেই স্থানে যোগ সাধন করিতে করিতে, পরলোকবাসী মহাত্মাদিগের সঙ্গে আমাদিগের মিলন হয়। সেই স্থান হইতে সুবিস্তৃত পরলোক দেখা যায়।

ব্রাহ্মগণ, এই গয়াতে তোমরা অনেক দিন বাস করিতেছ, কিন্তু এখান হইতে কি তোমরা সেই সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মধাম পরলোক দেখিয়াছ? হৃদয়ের ভিতরে সেই যথার্থ গয়াধাম আছে। আমরা আর্য্যবংশোদ্ভব। প্রাচীন আর্য্যগণ যোগাসনে বসিয়া পরলোক প্রত্যক্ষ করিতেন। সেই যোগভূমি প্রত্যেকের হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে। উচ্চ বিশ্বাসভূমির উপরে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেখানে যুধিষ্ঠির, শুক, নারদ প্রভৃতি বাস করিতেছেন, সেই জ্যোতিস্ময় দিব্যধাম দেখিতে হইবে। বিশ্বাসী আপনার অন্তরের অন্তরে ভক্তগণকে দেখিতে পান। মনে করিও না পরলোক অনেক দূরে। পরলোক অতি নিকটে, তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমরা ভক্তি প্রেম-হস্ত প্রসারণ করিলেই পরলোক ধারণ করিতে পাইবে। যে চক্ষে ব্রহ্মকে দেখি সেই চক্ষে পরলোকবাসী সাধুদিগকে দেখিতে পাই। আমাদিগের পিতা পিতামহ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন যাঁহারা ইহলোক ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা কি মনে করিব তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন? তাঁহাদিগের কি জীবন নাই? আমরা কি মনে করিব চৈতন্যদেব প্রভৃতি যত

মহাত্মা এই দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগের জীবন-প্রদীপ একেবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে ? গয়াতে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিতে হইবে। যিনি গয়াবাসী তিনি যেন নিশ্চয়ই পরলোক মানেন। এই স্থানে বসিলে মনের উপরে পরলোকের জ্যোতি পড়ে। এখানে চারিদিকে পরলোকের মন্ত্র পাঠ হইতেছে, এখানে বসিয়া পরলোকে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া লইতে হইবে। যথার্থ গয়া ভূমিতে দাঁড়াইলে স্বর্গীয় মহাত্মাদিগকে দেখা যায়। তাঁহারা সকলেই যোগভূমিতে বর্ত্তমান। এই গয়া যোগ শিক্ষার অনুকূল।

বাল্যকালে মনে করিতাম পরলোক বহু দূরে; কিন্তু এখন দেখিতেছি, বিশ্বাসীর এক হস্তে নিরাকার সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম এবং আর এক হস্তে পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাগণ। এক হস্তে ব্রহ্ম, অন্য হস্তে পরলোক। গয়াধাম হইয়া যদি ব্রহ্মধামে যাইতে চাহ, তবে হৃদয়ের ভিতরে যে যোগভূমি সেই ভূমিতে আরোহণ কর। এই হৃদয়ের ভিতরে ঈশ্বর বৈকুণ্ঠ স্থাপন করিয়াছেন। ধ্রুবকে যে ভগবান্ ধ্রুবলোক দিলেন, তাহা বাহিরে নহে; কিন্তু ধ্রুবের আত্মার মধ্যে। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে বাহিরের গয়া কাশীতে লইয়া যান না; কিন্তু ভক্তের নিজের হৃদয়ের মধ্যেই সমস্ত তীর্থ এবং অমৃত-নিকেতন দেখাইয়া দেন। জননী যেমন শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া স্তন্য দেন, সেইরূপ বিশ্বজননী আপনার ভক্তকে নিজের প্রাণের মধ্যে বসাইয়া পুণ্য-দুগ্ধ পান করান। স্বর্গ বাহিরে নহে, আকাশে, পর্ব্বতে কিম্বা সমুদ্রে স্বর্গ নহে। যথার্থ স্বর্গ আমাদিগের চিত্তের ভিতরে। আমাদিগের মন খাঁটি হইলে, মনের মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সকল তীর্থ দেখিতে পাই। যথার্থ গয়াধাম যোগভূমি। সেই ভূমিতে বসিয়া যোগী ঋষি মুনিবা যোগ ধ্যান

করিতেছেন। সেই ভূমির উপর আরোহণ করিলে, তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিমালয়ের উপরে যাঁহারা যোগাভ্যাস করিয়াছেন, এবং চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে যে মহাত্মা ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই দেখিতে পাইবে। যদি যথার্থ গয়াবাসী হইতে চাহ তবে, যোগের আসন পাত। যোগাসনে বসিয়া যখন তুমি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলিয়া ব্রহ্মের নাম উচ্চারণ করিবে, তখন তুমি গয়া কাশীধাম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ এক স্থানে দেখিবে। দেখ এক যোগের ভিতরে সমস্ত যোগীদিগকে এবং এক ভক্তির ভিতরে সমুদয় ভক্তদিগকে পাইলে। ব্রাহ্মধর্ম্মমতে অন্য কাশী নাই, এক হৃদয়-কাশী ; অন্য গয়া নাই, এক হৃদয়-গয়া। সেই হৃদয়-গয়ার মধ্যে পরলোকের সম্বল। হৃদয়ের মধ্যে চৈতন্য প্রভৃতি আসিয়া বসিয়াছেন। অতএব এই বাহিরের গয়া, গয়া নহে, ইহা ভ্রান্তি ; যথার্থ গয়া হৃদয়ে। যেমন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, তেমনই পরলোক প্রত্যক্ষ। পরলোক আমাদিগের আসল বাড়ী, পরলোক জীবের শান্তি-নিকেতন। সেই নিকেতন নিত্যকালের আবাসস্থান। ঈশ্বর এবং যথার্থ গয়া প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনে শুদ্ধতা এবং শান্তি লাভ করি, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন! হে ব্রাহ্মগণ, ঐহিক সুখ সম্পদ তুচ্ছ করিয়া, পরলোক দেখিতে দেখিতে শুদ্ধতা এবং যথার্থ বৈরাগ্য সাধন করিয়া জীবন সার্থক কর।

গয়া রমণার মাঠ।

বক্তৃতা। *

মঙ্গলবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক; ১৮ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতিৰ্ম্ময় তেজস্বী পুরুষ, হে সত্য সনাতন পরব্রহ্ম, হে আদি দেবতা, হে হিন্দুস্থানের দেবতা, তোমার অনুগত বিনীত দাস, তোমার ক্রীত ভৃত্য, ভগবল্লীলারস-কথা কহিবার জন্য, তোমার মঙ্গল সমাচার বিস্তার করিবার জন্য এখানে দণ্ডায়মান। তুমি তোমার দাসের জিহ্বায় আসিয়া অবতীর্ণ হও। হে তেজোময় পরম পদার্থ, তুমি কৃপা করিয়া এই দাসের শরীর মনকে সবল কর, যেন তোমার অমৃতময় কথা বলিয়া তাহার নিজের এবং দেশের কল্যাণ হয়। হে দেব, তোমার নাম গৌরবান্বিত হউক! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য! জয় ঈশ্বরের জয়!

হে বাঙ্গালী বন্ধুগণ, সর্ব্বপ্রথমে তোমাদিগকে কয়েকটা কথা বলিয়া তৎপর হিন্দীতে এই দেশীয় ভ্রাতাদিগকে কিছু বলিব। কে তোমাদিগকে এই বিহার অঞ্চলে আনিয়াছেন? স্বয়ং ভগবান্ দয়া করিয়া উন্নত সংস্কৃত বাঙ্গালীদিগকে দেশ দেশান্তরে চারিদিকে প্রেরণ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার নিজের গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তোমাদিগকে চারিদিকে নিক্ষেপ করিতেছেন। যখন বিহার, বঙ্গে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন বাঙ্গালীরা ইংলণ্ড এবং পশ্চিম দেশের সভ্যতা এবং জ্ঞানালোক লাভ করেন। যখন

বাঙ্গালীরা উন্নত, পবিত্র এবং সচ্চরিত্র হইতে লাগিলেন, অমনই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা আপনার গূঢ় অভিপ্রায় সকল সাধন করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালীরা টাকা উপার্জ্জন করিতে আসিলেন, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদিগের দ্বারা তাঁহার জ্ঞান এবং সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এক একজন সাধু বাঙ্গালী এক এক স্থানে এক একটী প্রদীপ স্বরূপ বাস করিতেছেন।

হে বাঙ্গালী, তুমি আপনার নামের কলঙ্ক করিও না, তুমি স্বার্থ সাধন করিবার জন্য এস নাই। এক সাধু দশ জনকে সাধু করিবে, একজন বিদ্বান্ দশ জনকে বিদ্বান্ করিবে, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। বাঙ্গালী, যদি তোমার চরিত্র মন্দ হয়, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে, কি লজ্জা, কি লজ্জা, বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কুলাঙ্গার আছে? বাঙ্গালী, তুমি এই প্রতিজ্ঞা কর, আমি মিথ্যা কথা বলিব না, ঘুষ লইব না, পরের মন্দ করিব না। যদি তোমার চরিত্র ভাল হয়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের লোকেরা বলিবে, আহা, বাঙ্গালীর কেমন নির্ম্মল চরিত্র! বাঙ্গালীকে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। আমরাও কবে বাঙ্গালীর ন্যায় সত্যপরায়ণ, ঈশ্বরপরায়ণ এবং দয়ালু হইব। বঙ্গদেশ কেমন অপ্রতিহত যত্নের সহিত সভ্যতার পথে দৌড়িতেছে, কবে বম্বে, পঞ্জাব এবং সমস্ত হিন্দুস্থান এইরূপে দৌড়িবে? বন্ধুগণ, তোমাদিগকে বিনীত ভাবে হাত যোড় করিয়া বলিতেছি, যাহাতে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হয়, তোমরা প্রাণপণে এরূপ যত্ন কর। তোমরা এমন সত্য-জ্যোতি

দেখাও যে, চারিদিকের দুঃখীরা সুখী হইবে। তোমরা যদি স্বার্থপর হইয়া কেবল খাও আর আমোদ কর, আর দুশ্চরিত্র হও, তাহা হইলে হিন্দুস্থান বাঙ্গালী নামে ধিক্কার দিবে। কবে বাঙ্গালীর সাধু জীবন গোলাপ ফুলের ন্যায় সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ বিস্তার করিবে? তোমরা সাধু সচ্চরিত্র হইয়া যেখানে যাও, সেখানেই ঈশ্বরের নাম শুনাইবে এবং গৃহস্থের কি কি করা উচিত তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইবে। ঈশ্বর তোমাদিগের নেতা এবং সেনাপতি। সমস্ত সৈন্যদল সেই সেনাপতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া, সত্যের জয় এবং প্রেমের জয় লাভ কর।

(হিন্দী)

ভাইয়ো, আপলোগোনে সুনা হয় কে, কলকত্তাসে দোস্ত সাথ্ লে কর এক জ্ঞানবান্ আওর ধনবান্ পুরুষ আয়া হয়। পরন্তু ময় কহতা হু কে, বহ পুরুষ মূরখ হয়, আওর নির্ধন আওর দুঃখী হয়। ময় নেহায়েত গরীব হু, আওর মূরখ্ হু। আওর ময় গুণাসে ভরা হুয়া হুঁ। ময় হিন্দী নহি জান্‌তা হু, আওর ধর্মভী নহি জান্‌তা হুঁ। বয়সা নৌকর, ওয়সাহী আপলোগোকী খিদমতমে হাজীর হু। মেরী পহেলী আরজ ইহ হয় কে, পরমেশ্বর যো মেরা পিতা আওর মেরী মাতা হয়, উন্‌নে মুঝে হুকুম দিয়া কে তু যা আদমীয়োঁকো, ইন্‌সান্‌কো, মেরী মহিমা সুনা, আওর বৈরাগ্য বিশ্বাস প্রেম আওর ভক্তিকী বাৎ সমঝা দে। ইহ আজ্ঞা পালন কর্‌না মেরা এরাদা হয়। পরমেশ্বর সৎ হয়, আউর দুনিয়াকা ধন মান সব মিথ্যা অসার হয়। ময় আপলোগোকা নৌকর হু,

দাস হুঁ। প্রভু পরমেশ্বরকা হুকুম সুন্‌কে আপলোগোঁকী খিদ্‌মত করনেকে ওয়াস্তে ময় কলকত্তা ছোড়কে গয়ামে হাজীর হুয়া হুঁ। পরমেশ্বর বাৎ কহতেহৈঁ। আওর ইন্‌সান্ পরমেশ্বরকী বাৎ সুন সক্‌তেহৈঁ। পরমেশ্বর সব জগহমে আওর সব সময় মৌজুদ হয়। পরমেশ্বর জলমে থলমে, ইহ্ আস্‌মান পর, চন্দ্রমে সূরযমে সর্ব্বত্র হয়। পরমেশ্বর আগে থে আওর আভী ইন্‌সান্‌কো ছোড়কে চলে গয়ে অয়সা নহি। পরমেশ্বর মর নহি গয়ে। হিন্দুস্থানকা যথার্থ ঈশ্বর হিন্দুস্থানমে মৌজুদ হয়। পরমেশ্বর নিষ্ক্রিয় নহি। পরমেশ্বর শক্তিস্বরূপ হোকে জলমে থলমে সব জগহমে হয়। পরমেশ্বর পরম বস্তু আওর ইহ সব অবস্তু। সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর পরমাত্মা জীতা রহ কর, সব প্রাণীকে ভিতর বিরাজ করতেহৈঁ।

পরমেশ্বর সব ইন্‌সান্‌কা রাজা হয়, বহ হরেক প্রজাকো মহব্বত করতেহৈঁ, আওর সব ইন্‌সান্‌কে হৃদয়মে বৈঠকে হুকুম করতেহৈঁ। পরমেশ্বর দিল্‌কে ভিতর বৈঠকে হরেক ইন্‌সান্‌কো কহতেহৈঁ, জীব, জ্ঞান আওর ধরমকা রাস্তা ধরো। মেরা মজ্‌হব ব্রহ্মপন্থী হয়। ইহ ব্রহ্ম ভক্তকা মজ্‌হব হয়। পরমেশ্বর খোদ্ নিত্যকালকা শাস্ত্র খোলকে ইহ পন্থা শিখ্‌লা দেতেহৈঁ। পরমেশ্বর কহতেহৈঁ কে হরেক হৃদয়কে ভিতর তিন তীরথ হয়। মেরী বাৎ সুননেকে ওয়াস্তে ময় নহি কহতা হুঁ, আপলোগ ঈশ্বরকে নজদিক্ যাকে, ঈশ্বরকে পাস প্রার্থনা কিজিয়ে, হে প্রভু, শুদ্ধ জ্ঞান দিজিয়ে। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ইহ তিন তীরথ ভিতর হয়। গয়া হোকে ভগবান্‌কী তরফ, বৈকুণ্ঠকী তরফ যানে হোতা হয়। বৈকুণ্ঠমে সব সাধু সন্তন আওর ভক্ত হয়। উহাঁ ঈশা মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক কবীর সব হৈঁ।

যব হৃদয়কে ভিতরকে গয়ামে যাইয়েগা, তব উহাঁ বিশ্বাস আঁখ্‌সে সব সন্‌তন্‌কা দর্শন হোগা। সব ইন্‌সান্‌কে ভিতর গয়া মৌজুদ হয়। যব ময় বিনয়ী হোকে, সব সন্‌তন্‌কে তাবেদারীমে রহুঙ্গা, তব ময় গয়া ধামবাসী হোউঙ্গা। গয়া প্রদেশ বৈরাগভূমি হয়। গয়ামে শাক্যমুনি হয়। পরলোক সাধন করনেকে ওয়াস্তে গয়া হয়। তমাম গয়া পরলোক চিন্তাকা অনুকূল হয়। পরলোক গয়াকে নজদিক হয়। আগর পরলোক সাধন করনেকা এরাদা হয়, তব ভিতর যো গয়া হয় উহাঁ যাকে, অপনেকো আওর বন্দুলোগোঁকো উদ্ধার করনেকে ওয়াস্তে পিণ্ড দান করো। দিলকে ভিতর সব অসল তীরথ হয়। দিল পাক্ ন হোনেসে পরমেশ্বর আওর পরলোক মালুম নহি হোতা হয়। যথার্থ ফকীরী দিলমে হয়। হমারে মজহবমে ইহ লিখা হয় কে মনকো ফকীর করনা হোগা। কোশিশ করনেসে কোই ফকীর নহি হোতা হয়। ভগবান্‌কী কৃপাসে ইন্‌সান্ ফকীর হো যাতা হয়। দুনিয়ামে রহ কর আদমী ফকীর হো সকতা হয়। যয়সা মহাদেব গৌরীকো আপনে নজদিক বৈঠাকে ধ্যান লগায়া, ওয়সাহী নির্লিপ্ত হোকে উদাসীন হোকে, ভগবান্‌কা পূজা আওর সেবা করনা হোগা। যিসকা দিল পাক নহি হুয়া, বহ ফকীর নহি হো সকতা হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সব ইন্দ্রিয়োঁকো দবাকে জিতেন্দ্রিয় হোকর সংসারকে ভিতর মা বাপকো আওর লড়কোঁকো পেয়ার করনা চাহিয়ে। যিস্‌কা দিল পাক হুয়া, বহ এয়সা শান্ত চিত্ত হয়, কে উস্‌কো রাগ নহি হয়। বহ ভগবান্‌পর মহব্বৎ রখতেহৈ। আওর সব ইন্‌সান্‌কোভী পেয়ার করতেহৈঁ। কোই দুশমন্ উনকো মার ডালে

তওভী বহ শান্ত রহতেহেঁ। যথার্থ সন্ন্যাসী কিসী পর রাগ নহি করতেহৈঁ। "অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্।" যিস্‌নে জিতেন্দ্রিয় হোকে তমাম্ বুরাইকো দবা দিয়া, উস্‌কা দিল অয়সা পাক্কা হয় কে, বহ বিপদ আওর প্রলোভনসে নহি হিলেগা। যিস্‌কা আত্মা ফকীর হয় সংসারকে ভিতর বহ নির্লিপ্ত আওর নিশ্চিন্ত রহতা হয়। উস্‌কা সংসার বৈরাগকা আশ্রম হয়। বহ আপনা দিল্‌কে ভিতর ফকীর হোকে পরলোক সাধন করতা হয়! বৈরাগ্য আওর পরলোক সাধনকে ওয়াস্তে গয়াধাম হয়।

কাশীধাম আওর এক আশ্চর্য্য তীরথ হয়। যহাঁ বেদ বেদান্ত আওর জ্ঞানকী আলোচনা হোতী হয়। যহাঁ সব শিষ্য গুরুসে পুছতেহৈঁ, বেদ বেদান্ত ক্যা পদারথ হয়। গুরু কহতেহৈঁ "অপরা ঋক্‌বেদোযজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্ববেদঃ—অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" ইহ যো চারি বেদ হয় ইহ অপরা বিদ্যা হয়। বেদ কহতা হয় হম অপরা বিদ্যা। যিস্ বিদ্যাসে ব্রহ্মাণ্ডপতি পরব্রহ্মকা জ্ঞান লাভ হোতা হয়, বহ বিদ্যা পরাবিদ্যা হয়। অপনে হৃদয়কে ভিতর উসনে পরাবিদ্যা পঢ় লিয়া। চার বেদকে উপর ইহ ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা পরাবিদ্যা হয়। কিতাব পঢ়নেসে ইহ বিদ্যা নহি মিলতী হয়। কিতাবমে জীবন নহি হয়, কিতাবমে মৃত্যু হয়। বেদ বেদান্তকা শ্রবণ আওর পাঠ হোতা হয়। লেকিন বেদমে ব্রহ্মদর্শন নহি হয়। আসল কাশীধাম যাঁহা পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা মিলতী হয় বহ হৃদয়কে ভিতর হয়।

বৃন্দাবনভী এক বড়া তীরথ হয়। বৃন্দাবনমে ভক্তি সাধন হোতী হয়। হরিকো পেয়ার করনা চাহিয়ে। হরি ভক্তিমে রস

হয়। যয়সা চন্দ্রমাকা কিরণ সবকো শীতল আওর তৃপ্ত করতা হয়, হরিপ্রেম ওয়সা ভক্তকো শীতল করতা হয়। 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' ব্রহ্ম কৃপাসে ব্রহ্মভক্তি সঞ্চার হোতী হয়। হৃদয়-বৃন্দাবনমে হরি বিরাজ করতেহেঁ। হরিকো পেয়ার করনেসে আনন্দ আওর হর্ষ হোতা হয়। ভক্তি সাধন চাহিয়ে।

গয়ামে পহলে বৈরাগ সাধন, কাশীধামমে পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করকে, শ্রীবৃন্দাবনমে ভক্তি সাধন করনা চাহিয়ে। দিলকে ভিতর ইহ তিন তীরথ হয়। উপদেশ শুনকে আওর কিতাব পঢ়কে ইহ সব তীরথ মালুম নহি হোগা। হৃদয়-বৃন্দাবনমে হরি-পাদপদ্ম হয়। হরি ভক্তাধীন হয়। ভক্তিসে হরিকো পুকারো পল ভরমে হরি প্রসন্ন হোকে দর্শন দেঙ্গে। হরি কহতেহেঁ মোকো কাঁহা ঢুঁড়ো বন্দে, ময়তো তেরে পাসমে, ময়তো তেরা অধীন হুঁ। ভক্তিসে পরমেশ্বর প্রসন্ন হোতেহেঁ। পরমেশ্বর সারা দুনিয়া আওর ব্রহ্মাণ্ডকা রাজা হয়। ভগবান্ লাট সাহেবসে বড়া হয়। লাট সাহেবকে দরওয়াজেমে দরওয়ান বৈঠা হয়। বহ দরোওয়ান দীন হীন গরীব লোগোকো লাট সাহেবকে পাস নহি যানে দেতা হয়। পরন্তু হরিদরবারমে কোই দরওয়ান নহি হয়। উহাঁ ধনী নিরধন, জমীদার গরীব, জ্ঞানী আওর মুরখ সাধু অসাধু সব যানে সকতেহেঁ। ভক্তিসে চণ্ডালভী হরিকো দেখ সকতা হয়। হরি সবকো দর্শন দেনেকে ওয়াস্তে হরেক দিলমে মৌজুদ হয়। হরি ভক্তকো কহতে হৈঁ, ময়তো ভিতর মৌজুদ হৈঁ। যো ভিতর মৌজুদ হয়, ক্যা ঢুঁঢ়তেহো? উনকো ঢুঁঢ়নেকা এরাদা হয় তো দিলকে ভিতর যাও। পরমেশ্বরকী শ্রেষ্ঠ কৃপা হয়। বহ অপনী কৃপাসে

ভক্তকো দর্শন দেতেহৈঁ। অপনী বুদ্ধিসে কোই উন্‌কা দর্শন নহি পাতা হয়। পরমেশ্বর নিরাকার হয় পরমেশ্বরকী মূরত নহি হয়। পরমেশ্বর হসতেহৈঁ। পরমেশ্বরকা দুঃখ নহি। পরমেশ্বর খোদ আনন্দময় হয়। উন্‌কা দর্শন পাকে সব ভক্ত আনন্দ করতেহৈঁ। যেয়সা লড়কা অপনী মাকো দেখ্‌কে আনন্দ করতেহৈঁ ওয়সা ভক্তলোগ ভগবান্‌কো দেখ্‌কে আনন্দ করতেহৈঁ। যিস্‌কে হাতসে সারা বিশ্ব নিকলা, যো বড়া ভূমা মহান্ হয়, বহ ব্রহ্মাণ্ডকা অধিপতি, সূঁইকে মু যয়সা সূক্ষ্ম, উস্‌সে জো সূক্ষ্ম দিল হয়, উস্ দিলকে ভিতর আনন্দময়ী মা হোকে বৈঠা হয়। মা হররোজ দুধ দেতী হয়, পিয়াসকে ওয়াস্তে পানী দেতী হয়, মাকো বহুত পেয়ার করনা চাহিয়ে। কিসকী তাকত হয় মাকো ছোড়ে? যো মাকো পেয়ার করতা হয়, বহ মতওয়ালা হো যাতা হয়। উস্‌কে ভিতর আনন্দকা উদ্বেল, উচ্ছ্বাস, প্লাবন হো যাতা হয়। বহ হাফেজকে মওয়াফিক্ দেওয়ানা আওর মশগুল হো যাতা হয়। যো মেরা দোস্ত হয়, যো মেরী মা হয়, উন্‌কী মূরত এয়সী সুন্দর হয় কে, আওর কিসীকা এয়সা সৌন্দর্য্য নহি হয়। উন্‌কো দেখ্‌নেসে আওর দুনিয়াদারী ভলা নহি লগতা হয়। "হরিসে লাগি রহোরে ভাই।" ভাইয়োঁ, ময় আপলোগোঁকা তাবেদার আওর দাস হুঁ! ইস মূরখনে আপলোগোঁকো যো বাৎ কহী, আপলোগ ভগবান্‌সে পুছ কর জান লিজিয়ে কি ইহ বাৎ ঠিক হয় ইয়া নহি। সত্য রাজ্য আতা হয়। "সত্যমেব জয়তে" জয় ব্রহ্মকা জয়। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।"

বাঁকিপুর, শ্রীযুক্ত বাবু গুরু প্রসাদ সেনের বাসা।

ভক্তের গুরু সংসারী। *

শনিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ; ২২শে নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আপাততঃ শুনিতে নূতন কথা ; কিন্তু ইহা সত্য কথা, "ভক্তের গুরু সংসারী" লোকে বলে সংসারীর গুরু ব্রহ্মভক্ত, কিন্তু ভক্তের গুরু সংসারী। যে ঘোর সংসারী, যে বিষয়ে মগ্ন, যাহার দিন যায়, রাত্রি যায় বিষয়ের মধ্যে, সেই ব্যক্তি ভক্তের আদর্শ এবং অনুকরণের বস্তু। ভক্ত সংসার হইতে উৎপন্ন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম জন্মিয়াছেন সংসারে, বাড়িতেছেন সংসারে। সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেককে সংসারীর কাছে থাকিতে হয়, কোন দুঃখ বিপদ আসিলে সংসারীর মুখের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে হয়। সংসারী কিরূপে ভক্তের পক্ষে গুরু হইবেন? সংসারী ধর্ম্মকে অবহেলা করেন। ধর্ম্ম ভক্তের প্রাণ। দুইয়ের মধ্যে মতভেদ অনেক। ভক্ত সংসারীর পদতলে পড়িয়া ব্রহ্মানুরাগ শিক্ষা করেন। সংসারী ধনলোভে লোভী, ভক্ত বলেন আমি পরম ধনলোভে লোভী হইব। ভক্ত দেখেন, সংসারী দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করেন ; তিনি বলেন আমিও সংসারীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া পুণ্যধন উপার্জ্জন করিব। সংসারী গাঢ় অনুরাগের সহিত কিসে বিষয় বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য ব্যস্ত। হে ব্রাহ্ম, যদি ঈশ্বরেতে সুখী হইতে চাও তবে ঠিক বিষয়ীর মত হইতে হইবে। বিষয়ীর যেমন কেবল এক বিষয়ের প্রতিই মন রহিয়াছে, ভক্তের মনও

সেইরূপ কেবল এক হরিপদ চিন্তা করে। তাঁহার মন দুই দিকে যায় না। বিষয়ী স্তুতি নিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া বিষয় বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। ভক্তও সেইরূপ স্তুতি নিন্দাতে অবিচলিত থাকিয়া, দশ সহস্র ভক্তি টাকাকে দশ লক্ষ ভক্তি টাকাতে, সামান্য পুণ্য কুটীরকে পুণ্য অট্টালিকাতে পরিণত করেন। ভক্তের ব্যবহারে লোকে বিরক্ত হইয়া বলে, এ ব্যক্তি পাগলের ন্যায় কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, পরিবার স্বজনের জন্য ভাবে না। সংসারী এক সহস্র টাকা বেতন পাইলে দুই সহস্র টাকা পাইতে লোভ করে। লোভ চরিতার্থ করিলে লোভ বৃদ্ধি হয়। সেইরূপ ব্রহ্মভক্তের লোভও মিটে না। তিনি এই লোভের স্বভাব পোষণ করেন। দশ মিনিটের উপাসনায় সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি দশ ঘন্টা উপাসনা করেন। ভক্ত কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতে যান সেখানেও এক একবার কলম রাখিয়া ঈশ্বরের মুখ দর্শন করেন। বারবার ব্রহ্মকে না দেখিলে তাঁহার প্রাণ আকুল হয়। মানুষ ভক্তের স্বভাব জানে না এইজন্য ভক্তকে বলে, এই যে তুমি ঠাকুর ঘর হইতে আসিলে, আবার কেন ঠাকুর ঘরে যাইতেছ? সংসারী ভক্তকে জিজ্ঞাসা করে তুমি প্রতিদিন পূজা কর কেন? ভক্ত সংসারীকে বলেন তুমি প্রতিদিন আহার কর কেন? তোমার যেমন আহার না করিলে শরীর পুষ্ট হয় না, আমারও সেইরূপ হরির আরাধনা না করিলে আত্মা পুষ্ট হয় না। অন্তরালে থাকিয়া ভক্ত বিষয়ীর সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া বলেন, আমিও প্রতিদিন আত্মার আহার করিব, কতকগুলি মুদ্গর ব্যবহার করিয়া আত্মার ব্যায়াম করিব, সৎসঙ্গরূপ উদ্যানে গিয়া ভাল বায়ু সেবন করিব। সংসারী দিন দিন ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জন আহার না করিলে তেমন তৃপ্তি সম্ভোগ

করিতে পারে না, ভক্ত বলেন আমিও দিন দিন নূতন নূতন প্রার্থনা করিব। হে ভাই, সংসার হইতে আমরা সমুদয় শিখিলাম, সংসারও ঈশ্বরের, ধর্ম্মও ঈশ্বরের। সংসার সাধন করা পাপ নহে। যিনি ব্রহ্মভক্ত তিনি সংসারেই বৈকুণ্ঠ ভোগ করেন, কিন্তু ব্রহ্মভক্তি-বিহীন সংসারী অতি হতভাগ্য, কেন না সে গুরু হইয়াও শিষ্যের নিকট হারিল। সে শিষ্যকে হরিভক্তি শিখাইল; কিন্তু আপনি স্বর্গে যাইতে পারিল না এবং সংসারেও সুখী হইতে পারিল না। যথার্থ সংসার হরির সংসার। স্ত্রী পুত্র সকলকে লইয়া হরি-সেবা কর। ব্রহ্মপাদপদ্ম ভক্তের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। হরি কল্পতরু ভক্তের সংসারের ভিতরে। অত্যন্ত প্রসন্ন হরি, ইহকাল এবং পরকালের ধন, হরির নিকটে থাকিলে কোন অভাব থাকে না। খুব সংসারী হও ক্ষতি নাই; কিন্তু হরি-সংসারে সংসারী হও।

বাঁকিপুর রোজিবাওয়ার হল।

হরি সর্ব্বমূলাধার। *

রবিবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক; ২৩শে নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হরি পূর্ণ ঈশ্বর; কিন্তু হরির ভিতর যিনি প্রবেশ করেন, তিনি অল্পে অল্পে অগ্রসর হন। হরির ভিতর অনেক সহর, গ্রাম, নদ, নদী, উদ্যান প্রভৃতি আছে। হরির ভিতরে কত পুস্তকালয়, কত গ্রন্থ, কত আনন্দের ফুল। এক হরির ভিতরে সহস্র লোক, সহস্র

পন্থা। হরির কাছে বসিয়া কেহ জ্ঞান চর্চ্চা করিতেছে, কেহ ভক্তি চরিতার্থ করিতেছে, কেহ যোগ করিতেছে। হরির গৃহে হরির লোকেরা নানা প্রকার সুখ ভোগ করিতেছে। হরি এক দিকে দণ্ডদাতা, ন্যায়বান্ ধর্ম্মরাজ হইয়া সূক্ষ্ম বিচার করিয়া, পাপাত্মাদিগকে দণ্ড দিতেছেন, আর এক দিকে জননী হইয়া, সাধু অসাধু সকলকে স্নেহের সহিত প্রতিপালন করিতেছেন। হরির ভিতরে বৈষ্ণব শাক্ত সকলেই বসিয়া আছেন। হরির ভিতরে কত মন্ত্র, তন্ত্র, কত শাস্ত্র। যুগে যুগে হরির ভিতর হইতে কত বিধান বাহির হইল। এক হরি প্রকাণ্ড রত্নাকর। যে কেহ সেই রত্নাকরে ডুবে নূতন নূতন রত্ন তুলিয়া আনে। যিনি হরির মধ্যে বসিয়া আছেন, তিনি কত লীলা দেখিতেছেন। এক এক ধর্ম্মসম্প্রদায় হরির এক এক ভাব দেখিতেছেন, কিন্তু যিনি ব্রহ্মপন্থী তিনি সমুদয় দেখিতেছেন। যথার্থ ব্রহ্মপন্থী হরির প্রাণের ভিতরে বসিয়া আছেন, তিনি হরির সঙ্গে একত্র হইয়া মধ্যবিন্দুতে এক হইয়া থাকেন। অন্য সকল লোক কেহ জ্ঞান, কেহ ভক্তি, কেহ যোগ ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া মোহিত হইল; কিন্তু ব্রহ্মপন্থী বলিলেন, আমি ব্রহ্মের গুণ চাহি না, আমি ব্রহ্মকেই চাহি, আমি ব্রহ্ম-বস্তু নেব।

যখন ব্রহ্মপন্থী এই কথা বলিলেন, তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রহ্মপন্থী স্বর্গ লইলেন না, তিনি ব্রহ্মকে লইলেন। যখন ভক্ত ভক্তবৎসলকে প্রাণের ভিতরে রাখিলেন, তখন তিনি সকল তীর্থ এবং সকল পুস্তকালয়ের চাবি পাইলেন। ব্রহ্মপন্থী অন্য পন্থীর ন্যায় এক একটী বিশেষ গুণ গ্রহণ করিলেন না, তিনি একেবারে সর্ব্বগুণাধার হরিকে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সঙ্কীর্ণ বক্ষঃস্থল, ক্ষুদ্র

মন; কিন্তু সেই ক্ষুদ্র স্থানে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি সন্নিবেশিত হইলেন। আবার হরির সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় সাধু ভক্তেরাও ভক্তের হৃদয়-আলমারীতে বসিয়া আছেন। যথার্থ ব্রহ্মপন্থীর হৃদয় অতি আশ্চর্য্য বস্তু। এমন পূর্ণ ধর্ম্ম ছাড়িয়া, বন্ধুগণ, তোমরা অন্য পথ ধরিতেছ কেন? ব্রহ্মপন্থী কে? যিনি সকল পন্থীকে এক পন্থী করেন। যিনি সকল পন্থার আকর, ব্রহ্মপন্থী তাঁহাকে লইয়াছেন। ব্রহ্মপন্থী ব্রহ্মকে বলেন না যে, আমাকে জ্ঞান দাও, পুণ্য দাও, প্রেম দাও, তিনি বলেন, হরি, আমি তোমাকেই চাহি। হরিকে চাহিলে হরি আর কিছু হইতে ভক্তকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। হরি-ভক্তের ঘরে যখন হরি আসিলেন, তখন হরির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্বর্গ-রাজ্য আসিল। এই যে আমরা ব্রহ্মপন্থী হইয়াছি, ইহাতে আমরা আদি তীর্থে গিয়া বসিয়াছি। এখানে সকল সত্যের মিলন, সকল সাধুতার মিলন, সকল প্রেরিত মহাপুরুষদিগের মিলন। হরি তাঁহার বীর ভক্তদিগকে বলিতেছেন, তোমরা যে সুধা পান করিতেছ, যাও সমস্ত ভারতবর্ষকে সেই সুধা পান করাও। যাহারা সেই সুধা খাইবে তাহারা বাঁচিবে, এবং যাঁহারা খাওয়াইবেন, তাঁহারাও বাঁচিবেন।

ডুমরাঁও।

ডুমরাঁও বনের প্রতি আচার্য্যের উক্তি। *

বুধবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ; ২৬শে নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

হে তরুরাজি! তোমরা এই বনের মধ্যে বসিয়া, জনকোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, বনদেবতার পূজা করিতেছ। তরুশ্রেণী, তোমরাই জান কিরূপে বনদেবতার পূজা করিতে হয়। তোমরা মনুষ্যের দুর্গন্ধ হইতে দূরে থাকিয়া, নীরবে তোমাদিগের মহাপ্রভুর সেবা করিতেছ। তোমরা প্রভুর সেবা ভিন্ন আর কিছুই জান না; কিন্তু আমরা তোমাদের দেবতা এবং আমাদিগের প্রভুকে ভুলিয়া যাই। হে বন্ধু তরু! তুমি আমার পরম বন্ধুর পরিচয় দিবার জন্য এখানে দাঁড়াইয়া আছ, তোমার শাখার উপরে জগজ্জননী বসিয়া আছেন। সমস্ত বন উপবন তাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে। হে বন্ধু তরু! তুমি প্রকৃতির সরলতা দেখাইতেছ। তুমি নির্জন স্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ ভাবে বিভুর অর্চ্চনা করিতেছ, তোমার গভীর পূজা দেখিয়া যোগীর মন স্তব্ধ হয়। সহরের লোক তোমাকে চিনে আর না চিনে, তুমি আপনার দেবতার মহিমা প্রকাশ করিতেছ। শত শত শাখা বিস্তার করিয়া তুমি আনন্দ সম্ভোগ করিতেছ। তোমার ছায়ায় বসিয়া প্রাচীন কালের ঋষিরা যোগ তপস্যা করিতেন। তরু-শ্রেণী, তোমাদিগের মস্তকের উপর ঈশ্বরের চরণ ছায়া বিস্তার করিতেছে, এইজন্য তোমাদের তলায় বসিয়া যোগী ঋষিরা সাধন

ভজন করিতেন। তোমাদের মত নম্র ও সহিষ্ণু আর কেহ নাই। ভাই তরু, বলিয়া দাও, কেমন করিয়া তোমার মত নিঃস্বার্থ ভাবে বনদেবতার মঙ্গলাভিপ্রায় সাধন করিব। ভাই তরু, তোমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়, তুমি সেই বনদেবতা মাতাকে দেখাইয়া দাও। এই গহন বনে কেবলই প্রকৃতির শোভা, এখানে লোকালয়ের ন্যায় জনকোলাহল নাই। এই প্রকৃতির নিস্তব্ধতা এবং সৌন্দর্য্যের মধ্যে সহজেই মন বসিয়া থাকিতে চাহে। অতএব তরু বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের সহায় হও। সহরে নর নারীদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা সাধন করিয়াছি, আজ তোমাদের সভায় বসিয়া, তোমাদিগকে ভাই বলিয়া, তোমাদের সমাজের সভাপতি বনদেবতাকে নূতন ভাবে ডাকিতেছি। তোমরা আমার সঙ্গে যোগ দাও।

হে বনদেবতা! গভীর বনের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন স্তম্ভিত হইতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। করুণাসিন্ধু হরি! তুমি বনে বাস করিতে বড় ভালবাস। হে চিরকালের স্নেহময়ী মা! এখানেও তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছ। মা, এখানে যে তোমাকে পাইব আমাদের এমন কি আশা ছিল। এস মা, তোমাকে বুকের ভিতরে বসাইয়া রাখি। বাড়ীতে মাকে দেখিয়াছি, নিজের প্রাণের ভিতরে মাকে দেখিয়াছি, জঙ্গলেও মাকে দেখিলাম। হে মা জগজ্জননী, হে বন উপবনের দেবতা, পূর্ব্বকালের যোগী তপস্বীরা যেমন বনের মধ্যে বসিয়া পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেন, আমাদিগকে সেইরূপ নির্জ্জনে বিরলে প্রেম-ভক্তির সহিত তোমার পাদপদ্ম পূজা করিতে সামর্থ্য দাও। গোপনে গভীর প্রেমভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিয়া, যাহাতে আমরা

শুদ্ধ এবং সুখী হই, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

গাজীপুর ব্রহ্মমন্দির।

ভক্তাধীন ভগবান।*

শুক্রবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক; ২৮শে নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, সাধ্বী স্ত্রী যেমন সতীত্ব এবং একান্ত ভক্তি দ্বারা আপনার সৎপতিকে বশীভূত করেন, আমার ভক্তও আমাকে সেইরূপ বশীভূত করেন। যথার্থ ভক্ত সতী স্ত্রীর ন্যায়। পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি করা সতীর পক্ষে পাপ, সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুতে আসক্ত হওয়া, ভক্তের পক্ষে মহাপাপ। সতী বলেন, আমি স্বামী চাই, পতি চাই। যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেওয়া যায়, তথাপি সতী বলেন, আমি দীনা হইয়া স্বামীকে লইয়া থাকিব, স্বামী ছাড়া আমি ব্রহ্মাণ্ড লইয়া কি করিব? ভক্ত বলেন, আমিও ঈশ্বর ভিন্ন, আমার হৃদয়নাথ ভিন্ন আর কিছুই চাহি না। হরি ছাড়া অন্যকে ভালবাসা, ভক্ত ব্যভিচার মনে করেন। ভক্ত বলেন, হরি আমার নয়নের তারা, হরি আমার কর্ণের ভূষণ, হরি আমার প্রাণ কাড়িয়া লইয়াছেন। আমি যখন পথে শ্রান্ত হই, হরি আমাকে নির্ম্মল জল দেন। এমন প্রাণের হরিকে আমি ভুলিতে পারি না। হরিকে ছাড়িয়া অন্য বস্তুতে আমি প্রেম রাখিতে পারি না। দুঃখিনী সতী

স্বামীকে পাইয়া বড় বড় রাণী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ভক্ত দুঃখী সামান্য গেরুয়া পরিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি মনের আনন্দে এই বলেন,—আমার হৃদয়ের ধন হরি, আমার হৃদয়ের স্বামী আমার হৃদয়ে আছেন। হরিও ভক্তকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তবে কি ভগবান্‌ও ভক্তিতে বশীভূত হন? ভগবান্ বলেন, সাধু পতি যেমন সাধ্বী স্ত্রীর দ্বারা বশীভূত হন, আমিও তদ্রূপ আমার ভক্ত দ্বারা বশীভূত হই। আমিই সাধুদিগের হৃদয়, তাঁহারা আমা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না, আমিও তাঁহাদের ভিন্ন আর কিছুই জানি না। শিশু কেবল মাকে জানে, সতী কেবল স্বামীকে জানে, ভক্ত কেবল ভক্তবৎসল হরিকে জানে। হরি ভক্তের হৃদয়দ্বারে ভক্তিরজ্জুতে বদ্ধ। হরি বলেন, আমার ভক্ত আমার জন্য স্ত্রী পুত্র সংসার সকলই ছাড়িল, আমার জন্য সে দুঃখী হইল, আমি ভিন্ন তাহার আর অন্য গতি নাই, তার এক আমি আছি। যুগে যুগে ভক্তগণ আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। ভক্ত আমাকে ভক্তিরজ্জুতে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, আমার আর নাড়িবার সামর্থ্য নাই। ভক্তগণ, তোমরা আমাকে একেবারে বশীভূত করিয়া ফেলিলে। তোমরা যত সংসারের কামনা ছাড়িবে, তোমাদের এক গুণ ক্ষতি সহস্র গুণে পূর্ণ হইবে।

আমরা প্রায় বিশ বৎসর পর্য্যন্ত হরির এরূপ লীলা খেলা দেখিতেছি, হরি আমাদিগকে এমন কাবু করিয়াছেন যে, হরি ছাড়া আর আমাদের কিছুই ভাল লাগে না। এখন ইচ্ছা হয়, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া হরির চরণতলে পড়িয়া থাকি। আমাদের ধন বিদ্যা ছিল; কিন্তু উপাসনাতে হরি এত সুখ, এত আহ্লাদ দেন যে, অন্য সুখ সম্পদ আর ভাল লাগে না। তোমরা মনে কর, বুঝি, গাজীপুরের পথে পথে কীর্ত্তন

করিতেছি বলিয়া আমরা দুঃখী ; কিন্তু আমাদের প্রাণ দুঃখী নহে। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার জন্য আমরা আনন্দ মনে সকলের দ্বারে দ্বারে যাইতেছি। যাঁর আজ্ঞা পালন করিলে কি অপমান অথবা দুঃখ হয় ? আমাদের হরি জলে স্থলে সর্ব্বত্র আছেন। তিনি সকলের বন্ধু। যেমন তিনি মনে বনে কোণে যোগী বৈরাগীদিগের বন্ধু, তেমনই তিনি হাটে মাঠে ঘাটে চাষাদের বন্ধু। তিনি নগর-সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে থাকিয়া আমাদিগকে যে সুখ দেন, সংসার তাহা দিতে পারে না। এই গাজীপুর আমাদের বর্ত্তমান প্রচার যাত্রার শেষ সীমা। আশ্চর্য্য হরির কীর্ত্তি! এই প্রচার যাত্রায় আনিয়া তিনি আমাদের হৃদয়কে কত সুখী করিলেন, কত সহস্র লোকের দুঃখ বিমোচন করিলেন। তোমাদিগকে এই কথা বলিয়া যাইতে চাই, তোমরা বিষয় কর্ম্ম কর ক্ষতি নাই ; কিন্তু তোমরা হরিকে তোমাদের হৃদয় প্রাণ সমর্পণ কর। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, তোমরা আরও সুখী হও, কিন্তু হরিকে দিনান্তে একবার বলো, হরি আমরা তোমারই। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, ভারতবর্ষে তাঁহার ভক্তদল, প্রেমিক-দল বৃদ্ধি হউক! তাঁহার অনুগ্রহে আমরা এই সংসারে থাকিয়াই বৈকুণ্ঠের সুখ সম্ভোগ করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বগ্রাসী। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক;
৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

যিনি সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শীঘ্রই সেই কৃত্রিম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যদি কোন হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম হইয়া থাকেন, তবে পরিণামে তাঁহাকে প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ-সমুদ্রে বিলীন হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আজ সজীব থাকিতে পারে; কিন্তু কাল নির্জীব হইবে। বড় বস্তু ছোট বস্তুকে টানিয়া লইবে। হে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম, তুমি অহঙ্কারে আস্ফালন করিও না; কেন না তোমার সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রাস করিবে। এই সংসার-সমুদ্রে কত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুদ্বুদের ন্যায় উঠিল এবং আবার তাহারা বিলীন হইয়া গেল। প্রত্যেক শাখা সমাজ হিন্দুসমাজের খাদ্য। হে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম, তোমার গৌরব থাকিবে না। অতএব সাবধান হও, এখন যে প্রকাণ্ড বীরের ন্যায় আস্ফালন করিতেছ, একদিন তোমাকে ভূমি-শয্যায় শয়ান হইতে হইবে এবং তোমার অসার বীরত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যথার্থ ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িক নহেন। তিনি হিন্দু অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহা অনন্তকালের ধর্ম্ম; পূর্ব্বে ছিল, পরেও

থাকিবে। তাহাকে হিন্দুসমাজ গ্রাস করিতে পারে না। পিপীলিকা কি হস্তীকে গ্রাস করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বড়, এক ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কোটী কোটী হিন্দুসমাজ কিম্বা খৃষ্টসমাজ বাস করিতে পারে। অতএব সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজকে গৌরব দিও না, অনন্তকাল-ব্যাপী এবং সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তদেশের এবং অনন্তকালের ধর্ম্ম। পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-সমুদ্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। যেমন যত নদ নদী এদিক ওদিক হইতে আসিয়া বঙ্গসাগরে পড়িতেছে, তেমনই পৃথিবীর নানা দেশে যুগে যুগে যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে, সমুদয় আসিয়া এই ব্রাহ্মসমাজরূপ প্রকাণ্ড সমুদ্রে পড়িতেছে। এইজন্য যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি সুচতুর হইয়া সকল ধর্ম্ম হইতেই সার মধু গ্রহণ করেন। হিন্দু বলিলেন, "আমার দ্বারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে বসাইয়া রাখিব।" ব্রাহ্ম দেখিলেন, তাঁহার গৃহে অনন্ত-কালের গণেশ স্বয়ং ভগবান্ বসিয়া আছেন। হিন্দু গঙ্গা পূজা করেন। ব্রাহ্ম বলেন, "প্রত্যেক নদীতে আমার ব্রহ্ম ভাসিতেছেন।" যেমন প্রকাণ্ড সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকলকে গ্রাস করে, সেইরূপ অনন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গণেশপূজক, কি অন্যান্য দেবতার উপাসক, সকলের ভিতর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ সত্য গ্রহণ করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড ব্রহ্মের ভগ্নাংশ দেখিতে পান। তিনি দেখিতে পান, বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তেত্রিশ কোটী বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ব্রহ্মের এক এক ভিন্ন অংশ হইতে তেত্রিশ কোটী ধর্ম্মসম্প্রদায় উৎপন্ন হইল। যখন ব্রাহ্ম

এই সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, হিন্দুসমাজ অনন্তকালের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের একটী অঙ্গ। অতি সামান্য উপহাসজনক হিন্দু-দেবতার মধ্যেও গভীর অর্থ আছে। যাঁহারা যথার্থ অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার মধ্যে তেত্রিশ কোটী দেব দেবীকে দেখিয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম ঘরে বসিয়া দেখিতে পান, সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিতেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অনন্ত বৃক্ষের ছায়া লাভ করিয়াছে, সে উপধর্ম্মরূপ ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু চাহিবে কেন? যোগী ঋষিদিগের বেদ-বেদান্ত-জ্ঞান, যোগতত্ত্ব শিখিতে চাও, যোগেশ্বরের নিকট শিখিতে পাইবে; বৈষ্ণবদিগের প্রেমভক্তির ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও, ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবে। আর যদি অনুষ্ঠান দেখিতে চাও, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে সমস্ত সৎকার্য্যের বিধি দেখিতে পাইবে। সমস্ত যোগী ঋষি, সন্ন্যাসী বৈরাগী ঈশ্বরের ভিতরে আছেন। যদি হিন্দুসমাজের ভিতর হইতে সার সত্য আকর্ষণ করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে গূঢ় যোগ স্থাপন কর। আদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, আর আর সমস্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সমস্ত ঋষি ভক্তদিগের সঙ্গে, তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর সঙ্গে, ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পর্ক রহিয়াছে। কেহই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম নাম লইয়া কলঙ্কিত হইও না। অনুদার সাম্প্রদায়িক ভাব ক্ষণস্থায়ী ও সময়ের ব্যাপার। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্তকালের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মকে গ্রাস করে, সেই উদার প্রশস্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মগণ, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর। হিন্দুর সঙ্গে ব্রাহ্মের চিরবিরোধ, এই অনৃত বাক্য বলিয়া কলঙ্কিত

হইও না। যত শাখা ধর্ম্ম ছিল, সে সমস্ত হিন্দুসমাজ গ্রাস করিল; কিন্তু যদি তোমরা যথার্থ উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধু ভক্তগণ সকলেই তোমাদের। যোগ ভক্তি তোমাদেরই, তোমরা প্রকাণ্ড ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছ। অন্য সমুদয় ধর্ম্ম এই প্রকাণ্ড ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা। ব্রাহ্মধর্ম্মে ঘৃণার অংশ শেষ হইল। সমস্ত লোকের প্রতি বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া, সকল ধর্ম্মের সাধক-দিগের প্রতি শ্রদ্ধা কর এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের উদার অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, স্বর্গের শোভা ধারণ করুক।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা। *

সায়ংকাল, রবিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক;
৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

আত্মার ভিতরে আত্মা; আমার ভিতরে আমি; ইহার অর্থ কি? আত্মা শব্দের অর্থ আমি। পরম আত্মা কি তবে পরম আমি? ঈশ্বরকে উপাসনার সময় আমরা তুমি বলি। ঈশ্বর কি পরম আমি? 'হে আত্মন্!' ইহার অর্থ, হে আমি। হে পরম আত্মন্! ইহার অর্থ কি পরম আমি? আমি কয়টা? আমি কয় জন? এক ছোট আমি, জীব আমি, আর কি বড় আমি, পরম আমি? দুই কি ভিন্ন প্রকাশ মাত্র? আমি বস্তুর কি প্রকারান্তর? বস্তু কি একই? হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে রক্ষা কর, ইহার অর্থ কি, হে আমি! আমাকে রক্ষা কর? হে অনন্ত আত্মা! তুমি আমার কাছে

আসিয়া বস, ইহার অর্থ কি, হে অনন্ত আমি, আমার কাছে বস? হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে পাপের হস্ত হইতে মুক্ত কর, ইহার অর্থ কি, হে বড় আমি, যে ছোট আমি আমার ভিতর, তাহাকে পাপ-বন্ধন হইতে মুক্ত কর? কে বলিতেছে কাহাকে? বলে কে? শোনে কে? আত্মা শব্দ জটিল। আত্মা শব্দ দুর্বোধ। আত্মাকে কে বুঝিতে পারে? পরমাত্মাকেই বা কে বুঝিতে সক্ষম? পরম আত্মা কেন হইল? এক আমি স্বর্গেতে, আর এক আমি কি নরকেতে? এই যে আমি বসিয়া আছি, আমার আত্মার মধ্যে সর্ব্বগত পরমাত্মাও আছেন, ইহা ত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উপাসনার সময় সর্ব্বদাই আমরা এই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। তাঁর অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্র শক্তি এই আমি; তাঁর অপার আনন্দের ক্ষুদ্র আনন্দ আমার; তাঁর প্রেমসিন্ধুর এক প্রেমবিন্দু আমাতে।

চলিত ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায়, বড় আমি, আর ছোট আমি। এক পাকা আমি, আর এক কাঁচা আমি; এক স্রষ্টা আমি, আর এক সৃষ্ট আমি। অসত্য সে বলিল, যে বলিল, "আমি তিনি এক, আমিই ব্রহ্ম।" অগ্নি সমান মিথ্যা বাহির হইল তাহার মুখ হইতে, যে বলিল "তিনি ছাড়া আমি।" আমরা যখন উপাসনা করি, তখন যে বলি, "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে"—অন্তরের ভিতরে অন্তরতম আছেন। এক আত্মার ভিতরে খুঁজিতে খুঁজিতে বড় আত্মা পাওয়া যায়। আমি স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারি, এই আমার আত্মার শেষ ও এই আত্মার আরম্ভ। এই চিদাকাশ অসীম, তাহাতে উড়িতেছে এই আমার আত্মা-পক্ষী। অনন্ত জ্ঞান-

সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র জলবিন্দু। অনন্তের সহিত পরিমিতের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত আমারও সেই সম্বন্ধ। এই যে পরমাত্মা আমার ভিতরে রহিয়াছেন, ছুরি দিয়া ইঁহাকে কাটিয়া ফেলা যায় না ; দড়ি দিয়া ইঁহাকে টানিয়া বাহির করা যায় না। যদি কেহ তাঁহাকে পৃথক করিতে চায়, কোন ক্রমেই করিতে পারে না। স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বামীকেও স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন ; পিতা পুত্রকে দূর করিয়া দিতে পারেন, পুত্রও প্রবলতর হইয়া পিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে। বন্ধুও বন্ধুকে বিচ্ছেদ কালে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ। কিন্তু কে পারিয়াছে শরীর মনকে ঈশ্বরশূন্য করিতে? এমন জীব-শরীর নাই, যাহার মধ্যে ঈশ্বর নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাস্তিককে জিজ্ঞাসা কর। তাহাদের কলম ঈশ্বরের নাম না লিখিতে পারে, রসনা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারে ; কিন্তু অন্দর মহলে, হাড়ের ভিতর ঈশ্বর বিরাজিত। নাস্তিক কি আপনা হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিতে পারে? কখনই না। যেখানে ছোট আত্মা, সেইখানেই বড় আত্মা। একজন আর একজনের দ্বারা কখনই তাড়িত হন না। নৈকট্য আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। এই যে এক প্রকাণ্ড বস্তু আমার ভিতরে, ইনি কে? তুমি সৃষ্টি করিয়া তফাৎ হইয়া গিয়াছ, আমি স্বষ্ট স্বাধীন ভাবে রহিয়াছি, এ কথা আমরা কখনই পরমাত্মাকে বলিতে পারি না। যত পরিমাণে স্বষ্ট, তত পরিমাণে ব্রহ্ম-সাগরে মগ্ন। কখনই অহঙ্কারী হইয়া ব্রহ্ম ছাড়া স্বাধীন ভাবিতে পারি না।

পরমাত্মা কখনই স্বতন্ত্র নহেন। ঠিক যেন ছোট জীবাত্মা আমি গলা জলে ডুবিয়া রহিয়াছি। তদপেক্ষাও অধিক। উপরে, নীচে,

দক্ষিণে, বামে অনন্ত ঈশ্বর। মাঝখানে এই ছোট আমি। এই ভাবে যদি দেখ, বুঝিতে পারিবে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই কেন আত্মা হইল। অর্থাৎ তুমি তোমার তুমি নও। আমি যে আমি, আমার আমি নই। আত্মা বটে, আমি বটে, কিন্তু কার আমি? একজন পরমাধিকারী রহিয়াছেন, আমি যে তাঁহার। একজন পরম অধিকারী থাকিলে, অধিকৃত ছোট বস্তু কার হয়? আমরা কেবল অধিকারী নই। আত্মার পরমাধিকারী আছেন। তোমার তবে তুমি নও; আমার তবে আমি নই। পরমাত্মার শক্তি ও নিঃশ্বাস হইতে উৎপন্ন; তাঁহার তেজে আলোকিত। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তাহা অবিচ্ছেদ্য। আমি ঘুরিতেছি, আমি লিখিতেছি সত্য, অথচ এ সকল কার্য্য আমার নয়। পরমাত্মার সকলই। দৌড়িতেছি আমি, পরমাত্মা নিজ শক্তিতে দৌড় করাইতেছেন। শস্ত্র এরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না, যে ঈশ্বরের শক্তিকে কাটিয়া ফেলে। কুতর্ক এমন হইতে পারে না, যাহা তাঁহাকে ছিন্ন করিতে পারে। সহস্রবার ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাও, জিনিস ঠিক থাকিবে। আমার বাড়ী বল, আমার ঘর বল, মূলাধিকারী যে আছে। মূলাধিকারী ভিতরে থাকিয়া সব শুনিতেছেন। আমার আমি কি? এই হাত, এই মাংস? আসল আমি তাঁর শক্তিতে। তিনি প্রকাণ্ড সৎস্বরূপ। তাঁহার এক বিন্দু মঙ্গল-সলিলে মীনস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি। প্রত্যেকের স্বত্বাধিকারী, মূলাধিকারী পরমাত্মা। আমার সমস্ত জীবন তাঁহাতে নিবিষ্ট। তাঁহার জ্ঞানেতে আমার জ্ঞান এমনই প্রবিষ্ট যে, আমার জ্ঞান তাঁরই। চল্লিশ বৎসর দেখিতেছি, এক পাও দৌড়িতে পারিলাম না। হস্ত সঞ্চারিত করিতে গেলাম,

পারিলাম না। মস্তককে বলিলাম, নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা কর দেখি, নিজের শক্তিতে কোন বিষয় লেখ দেখি, মস্তক পারিল না। শিল্প-নৈপুণ্যের অভিমান আমার ছিল; হস্তকে বলিলাম, কোনরূপ নূতন রং নিজে ফলাও দেখি। হস্ত নিজে কিছুই করিতে পারে না। যাহা আগে ঈশ্বরেতে ছিল, তাহাই হইল।

সকল স্থানেই কালীপূজা; এক মহাশক্তিতে সমুদয় আচ্ছন্ন। প্রত্যেক শক্তিতে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে সেই মহা-শক্তির সঞ্চার। জগৎ তুমি কি বলিতেছ? ও শরীর তোমার নয়, তুমিও তাঁর বাড়ীতে। ও তোমার ঘর নয়, পরের ঘরে ভাড়া দিয়া রহিয়াছ। শক্তি-সমুদ্রে জলবুদ্বুদ দেখা যাইতেছে। তোমার আমার ভিতর তিনি; কিন্তু অদ্বৈতবাদী হই নাই। জ্ঞান-চক্ষে দেখিতেছি, প্রকাণ্ড পরমাত্মা, তিনিই আমার যথার্থ আমি। ভাড়াটে আমি কেবল নবাবী করে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে। ভাড়াটে আমি বলে, আমি বই ছাপাই, আমি বক্তৃতা করি, আমি লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, আমি পরোপকার করি। এই যে সামান্য কীট, বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, ইহার এত অহঙ্কার! অন্দরে গিয়া দেখি বাড়ীর যথার্থ মালিক। বাড়ীর বাহিরে যে পড়িয়া থাকে, তাহাকে কে মানে? গাঁয়ে কেউ তাহাকে মানে না, আপনি আপনাকে মোড়ল মনে করে, নবাব মনে করে। পৃথিবী শুদ্ধ জানে, একজন বড় অধিকারী আছেন। তিনি ভিতর হইতে কল চালাইতেছেন, ছোট ছোট পুতুলগুলি বাহিরে নৃত্য করিতেছে। এত বড় যে ইতিহাস, ইহার লেখক তিনি; ফ্রান্সের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল

নাচের বৃত্তান্ত। তুমি কে? আত্মা যখন আর একজনের, তখন তুমি কে? তুমি একটু বল ধার করিয়া, তবে ত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর, একটী ঘাট বাঁধাইয়া দাও। তোমার অন্ন তোমাকে ঠাট্টা করিয়া বলে, তুই আমাকে পারিস না তুলিতে। যতক্ষণ না সেই পরম আমির বল আসে, ততক্ষণ তুমি মুখে অন্ন তুলিতে পার না। এইরূপে শরীর জব্দ করে। সমস্ত পৃথিবীটা পরিহাস করে, বিদ্রূপ করে। পৃথিবী আমাকে বলে, "কেমন কাজ কর দেখি, লেখা পড়া কর।" সকলই হয় মহাজনের পয়সাতে। নিজের কিছুই নাই। তুমি শালের দোকান কর, তুমি চালের দোকান কর, তুমি তেলের ব্যবসা কর, তুমি গাড়ী ঘোড়ার কারবার কর, তুমি তিসির কারবার কর, সব তাঁর পয়সাতে। মহাজন যিনি, তিনিই জন। এই ছোটদের দয়া করিয়া জন বলি, বস্তুতঃ এরা দুর্জ্জন। এই শরীর লইয়া আমরা এক একটা কীর্ত্তি করি, কিন্তু সকলই তাঁর টাকায় করি। তাঁরই মহিমা। পুতুল হইয়া যদি নাচি, সেও তিনি নাচান বলিয়া। তুমি যদি সত্য প্রচার কর, আমি যদি সত্য প্রচার করি, তিনিই তাহার মূল। তিনিই সত্য। তাঁরই জিনিস। আমরা বাহির করিলাম না। প্রশংসা যদি করিবে, হে মনুষ্য! সর্ব্বকর্ত্তা জগৎকর্ত্তাকে প্রশংসা কর। আমাকে মহিমা দিও না, আমিও তোমাকে প্রশংসা দিব না। আমরা সকলে পরমাত্মাকেই যেন বলি, মহিমা, গৌরব, বিক্রম সমুদয় তোমারই, হে রাজা! গিরি, নদী, সাগর তোমারই। আমরা তোমারই; নর নারী জীব জন্তু সকলই তোমারই। এই বলিয়া সকলে জগৎকর্ত্তাকে মহিমান্বিত কর। জীবাত্মাকে ছোট কর।

হে দয়াসিন্ধু! হে প্রেমস্বরূপ! কৃপা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমার আমি কে? প্রশংসা কার? জীবাত্মা আমি; আমাকে সকলে প্রশংসা করে; আমি সমস্ত গৌরব গ্রহণ করি। ভিতরে থাকিয়া তুমি বলিতেছ 'ওরে চোর! আমার সমস্ত গৌরব হরণ করিতেছিস্, আমি ভিতরে আছি বলিয়া।' বাস্তবিক আমি চুরি করিয়াছি। তুমি যে ভিতরে আছ, আমি যেন তাহা ভাবি না। এই দেহখানি আমার, জমীদারী আমার, ক্রিয়াকর্ম্ম আমার, কেবল এইরূপ বলিতেছে। পাঁচ জনে জানে, আমি বই লিখি আমার জ্ঞানে, বক্তৃতা করি আমার জ্ঞানে। তোমার নিকটে যেন আমি অঋণী, তোমার ধার যেন কিছুই ধারি না, এইরূপ দেখাই। আমার কল চলে আমার তেলেতে, আমার রথ চলে নিজের ঘোড়াতে। কারও কাছে ধার করিয়া আমি কিছুই করি না, সব হৃদয় থেকে আবিষ্কার করে করি। জগতের সকল লোক বলে, তুমিই বাস্তবিক তোমার সবের কর্ত্তা, এই আমি চাই। কিন্তু হে পরমাত্মন্! এত বই লিখিলাম, প্রশংসা লইতে পারিলাম না, আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। সমুদয় উপহার, প্রজারা যাহা কিছু আনিল, সকলই রাজার প্রাপ্য। গ্রাম উপগ্রামে সমস্ত আসিয়া তোমারই শ্রীচরণে পড়িল। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে আসিয়া বলিল, "সকলই তোমার শক্তিতে হে প্রভো!" লেখক, পুস্তক রচয়িতা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আনিয়া বলিল, এ সব তোমারই। লেখকের সুখ্যাতি যেন আজ হইতে লুপ্ত হয়। মহাজনের উপর নির্ভর আমার; আমি সামান্য দোকানদার! আমি কি করিব? এখন এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর! এই জীবাত্মা পরমাত্মার কি সম্বন্ধ আরও খুলিয়া বল।

আমি মোহিত হই। আমার পরমাত্মা তুমি, আর তুমি পরমাত্মা, তোমার আত্মা আমি। তোমা ছাড়া আমি চলিতে পারি না। যেখানে যাই, পরম আমি না গেলে ছোট আমি যাইতে পারি না পরম আমি না শেখালে আমি কিছুই শিখিতে পারি না। মানুষের মানুষ, আসল মানুষ, মনের মানুষ, তুমি। অথচ মানুষ নও। কেমন করে সোণার ভিতরে লোহা, আলোর ভিতর অন্ধকার, বলের ভিতর দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া হে পরমাত্মন্! ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা যেন তোমাকেই পরম আমি বলিয়া বুঝিতে পারি। হে প্রেমময় হরি! তুমি আমাদিগকে আশী-র্ব্বাদ কর, আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

আর্য্যনারী সমাজ।

মাতৃভাব। *

শনিবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক;
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

সম্প্রতি যে প্রচার যাত্রারূপ বৃহৎ ঘটনা হইল তাহার গূঢ় অর্থ তোমাদিগের জানা উচিত। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বজ্রধ্বনি অপেক্ষা দৃঢ়রূপে তাঁহার সত্য সকল ঘোষণা করিতেছেন। তিনি নর নারী-দিগকে পাপ অসত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন্তভাবে কার্য্য করিতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তি শুনিয়া তোমাদিগের পুলকিত ও

উৎসাহিত হওয়া উচিত। যে শ্রীমদ্ভাগবৎ তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে সেই শ্রীমদ্ভাগবৎ এখনও লেখা হইতেছে। উল্লিখিত ঘটনায় সেই গ্রন্থের এক পরিচ্ছেদ লেখা হইল। যাঁহারা এই প্রচার যাত্রীদলে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরকে জননী বলিয়া সম্বোধন করেন। ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার করা আমাদিগের মধ্যে নূতন ব্যাপার নহে। "জননী সমান করেন পালন সবে বাঁধি আপন স্নেহ গুণে" আমাদিগের অতি প্রাচীন সঙ্গীতে এই কথা আছে। কিন্তু এখন যে ভাবে আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি, সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে নূতন। আমাদিগের বিশেষ বিশেষ অভাব অনুসারে ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে এক একটী নূতন ভাব প্রেরণ করেন। এক এক সময় তাঁহার এক একটী নাম বিশেষ ভাবের সহিত আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর দেখিলেন এখন ব্রাহ্মদিগের যেরূপ অবস্থা ইহাতে তাহারা কেবল তাঁহাকে দয়াময় গুণনিধি বলিলে তাহাদিগের পরিত্রাণ হইবে না, এইজন্য তিনি আমাদিগের নিকট তাঁহার মিষ্টতর 'মা' নাম প্রেরণ করিলেন। কত লোক তাঁহাকে হে পিতা, হে দয়াময়, বলিয়াও চলিয়া গেল, এইজন্য তাঁহার যে নামের মোহিনী শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনি নিজ স্নেহগুণে সন্তানদিগের কল্যাণের জন্য, আমাদিগের নিকট সেই নাম প্রেরণ করিলেন। শিশু সন্তানের কাছে মা যেমন আমাদিগের সম্পর্কে তিনি সেইরূপ। এই সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে মিষ্ট বচনে ডাকিতেছেন। মার স্বভাব অতি কোমল, মার ভাব অতি মধুর। মা কখনও সন্তানকে কোল ছাড়া হইতে দেন না। মা নামের সঙ্গে অনেকগুলি মধুর ভাব সংযুক্ত

রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাতৃক্রোড় এবং মাতৃস্তন এই দুইটী প্রধান ভাব।

মাতৃক্রোড় সন্তানের থাকিবার স্থান। মাতৃক্রোড় ভিন্ন শিশু সন্তানের অন্য আশ্রয় স্থান, অন্য বাড়ী নাই। নিরাশ্রয় শিশু মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। মাতার ক্রোড় সন্তানের এক মাত্র নির্ভর এবং আরামের স্থল। মাতৃক্রোড় ভিন্ন আর কোথাও তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই।

দ্বিতীয়তঃ মাতৃস্তন। মাতার স্তনের দুগ্ধ শিশু সন্তানের দেহ মনের বল শক্তি এবং জীবনরক্ষার এক মাত্র উপায়। শিশু সন্তান, যাহার অন্য কিছু আহার করিবার অধিকার নাই, কেবল মার স্তনের সঙ্গে মুখ যোগ করিয়া রাখে। শিশু নিদ্রাবস্থায়ও স্তনের দুগ্ধ টানিয়া লয়। স্তনের দুগ্ধ স্বভাবতঃ আস্তে আস্তে শিশুর শরীর পুষ্ট এবং সবল করে। শিশু যদি মাতার স্তন হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পৃথিবীর অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় অন্নও গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার শরীর পুষ্ট হইবে দূরে থাকুক বরং তাহার মৃত্যু হয়। স্বভাব শিশুকে কেবল মাতার দুগ্ধ পান করিতে শিখাইয়া দেয়। শিশু মাতাকে দেখিলেই হস্ত বিস্তার করিয়া স্তনটী খুঁজিয়া বাহির করে। শিশু অন্ধকারেও হাত দিয়া মাতারস্তন খোঁজে, মাতার দুগ্ধ শিশুর উদরে গিয়া রক্ত হয়।

মাতার ক্রোড় শিশুর থাকিবার আলয়, মাতার স্তন্য শিশুর আহার। এক মাতার মধ্যে শিশুর আলয় এবং আহার দুইই রহিয়াছে। মাতাকে পাইয়া শিশু নির্ভয় এবং নিরাপদ, নিশ্চিন্ত এবং সদা সুখী। ঈশ্বর দেখিতেছেন পৃথিবীর লোক সকল তাঁহাকে

ভুলিয়া আপনারা আপনাদিগের থাকিবার স্থান নির্ম্মাণ করিতেছে, আপনারা আপনাদিগের মনের মত জ্ঞানী ধার্ম্মিক হইয়া অহঙ্কারী হইতেছে। এ সকল অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতা দেখিয়া, তিনি আমাদিগের নিকট বিশ্বাসের ধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বরকে মা বলিয়া বিশ্বাস করিলে আর নিজের ভাবনা চিন্তা থাকে না। কোথায় থাকিব? কি আহার করিব? কি পরিব? এ সকল চিন্তায় আর কাহাকেও কষ্ট পাইতে হয় না। মাকে একবার মা বলিয়া ডাকিলেই শিশুর সকল দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিয়া যায়। মার কাছে শিশু সন্তানের আর কিছুই করিতে হয় না। মা, মা বলিয়া ক্রন্দন করা শিশুর একমাত্র সম্বল।

ঈশ্বর তাঁহার ভক্তকে তাহার মাথা রাখিবার জন্য তাঁহার অমৃত ক্রোড় এবং তাহার প্রাণ ধারণ করিবার জন্য তাঁহার স্নেহস্তন দান করেন। থাকিবার স্থান এবং আহার করিবার উপায় এই দুটী পাইলে সকল দুঃখ যায় এবং সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। স্বর্গের জননীকে পাইয়া আমাদের সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকটে আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। মা আমাদের জন্য সকলই করিবেন। আমাদের আর কিছুই ভাবিতে হইবে না। আমরা কেবল মাকে ডাকিব, মাকে দেখিব, মার কথা শুনিয়া চলিব, মাকে ছাড়িয়া এক পা চলিব না। মাকে ভুলিয়া থাকিব না। প্রতিদিন সকালে নিদ্রা থেকে উঠে আগেই মাকে ডাকিব, মাকে দেখিব। যাঁহার মুখ না দেখিলে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে হয়, তাঁহাকে না দেখিয়া কিরূপে আমরা প্রাণ ধারণ করিব? মার মুখ পানে তাকাইয়া থাকাই যথার্থ উপাসনা। মাকে না দেখিলে মনের পাপ

দুঃখ যায় না। আমাদিগের নিকটে আমাদিগের চারিদিকে কি মা নাই? জগজ্জননী কি আমাদিগকে কোলে করিয়া বসেন নাই? আমরা কি আগুনের ভিতরে অথবা কাঁটা বনের ভিতরে আছি? আমাদিগের কি মা নাই? চিরপরিচিত মাকে কিরূপে অস্বীকার করিব? যথার্থ ভক্ত মাকে ভুলিয়া কিছুই করেন না। ভক্তের অহঙ্কার নাই, তিনি কখনও আপনার জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার করেন না। সকল বিষয়ের জন্যই তিনি মার উপরে নির্ভর করেন। যথার্থ ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরের স্তনে আপনার মুখ সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি সেই স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন আর কিছুই পান করেন না। তিনি উপাসনা করিবার ছলে কেবল সেই স্বর্গের জননীর দুগ্ধ পান করেন। বাহিরের লোকে বলে ভক্ত ধ্যান করিতেছেন; কিন্তু ভক্ত কেবল দুগ্ধ পান করিতেছেন। দুগ্ধ ভিন্ন ভক্তের প্রাণ বাচে না। মার দুগ্ধ ভক্তের আত্মার মধ্যে না আসিলে ভক্তের জীবন থাকে না। মার দুগ্ধে ভক্তের বল হয়, পুষ্টি হয়, কান্তি হয়। লক্ষ লক্ষ টাকা পা দিয়ে ছুড়ে ফেলে শিশু মার দুগ্ধ খায়। এমন যে মা, এবার বিশেষ-রূপে জগতে সেই নাম প্রচার হইতেছে; সেই মার রাজ্য বিস্তার হইতেছে। তোমরা সকলে এই মাতৃ-রাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। কিন্তু ঈশ্বরকে কেবল মুখে মা, মা বলে ডাকিলে হইবে না। তাঁহার ক্রোড়ে বসিতে হইবে এবং তাঁহার স্তনের দুগ্ধ পান করিতে হইবে।

শিশুর আশ্রয় এবং আহার এই দুইই আবশ্যক। এইজন্য দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার এমন একটী নাম প্রেরণ করিলেন, যাহার ভিতর বাড়ী এবং দুগ্ধ উভয়ই আছে। মা বলিলেই এই দুটী ভাব মনে হয়। জননীকে লাভ করিলেই বাড়ী আর দুগ্ধ পাইব, এই আশায় কত আহ্লাদ হয়।

মার প্রেম-দুগ্ধ পান করিলেই মন খুব সুস্থ, সবল এবং পবিত্র হয়। কেবল মিছামিছি উপাসনার ভাণ করিয়া চাকর চাকরাণীদিগকে ফাঁকি দিলে মনে ধর্ম্মবল হয় না। মার কোলে বসিয়া মার দুগ্ধ পান করিতে না পারিলে উপাসনা কেবল কপটতা। প্রত্যেক আর্য্য-নারী এই বিশ্বাস করিবে যতক্ষণ মাকে না দেখিবে, ততক্ষণ উপাসনা হইল না, ততক্ষণ জীবন বৃথা। বেশ বুঝ্‌তে হবে যে নিরাকার জননী তোমার কাছে আছেন। ঈশ্বরের যে প্রকাণ্ড একটী স্তন কিম্বা ক্রোড় আছে তাহা নহে। তাঁহার শরীর নাই, তিনি চিৎ-স্বরূপ। মনে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলে তাঁহার আবির্ভাব অনুভব করিতে পারিবে। যেমন মার স্তন হইতে চুলের মত সরু সরু ছিদ্র দিয়া শিশুর মুখে আসিয়া দুগ্ধ পড়ে, সেইরূপ উপাসনার সময় স্বর্গের জননীর প্রাণ হইতে স্নেহরস আসিয়া, খুব ঠাণ্ডা জিনিস শান্তি আসিয়া ভক্তের প্রাণকে ঠাণ্ডা করে। উপাসনার সময় সেই সরস জিনিসটী আদায় করিতে হইবে। আর্য্যনারীগণ, তোমাদের মধ্যে অনেকে এখন বৃদ্ধা, প্রাচীনা হইতে চলিলে, তোমরা যদি এখনও মাকে না চিনিতে পার, তবে তোমাদের নিতান্ত দুঃখের অবস্থা। হয় মার কাছে বসিয়া পুণ্য শান্তি সম্ভোগ কর, নতুবা এ সকল ছেড়ে দিয়ে খুব ভাল করে সংসার কর। অনেক ধর্ম্মাড়ম্বর করিয়াও যদি দুগ্ধ খেতে না পাও, অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। পাপীরাও সরল হৃদয়ে অনুতাপ করিলে, মার দুগ্ধ পান করিতে অধিকার পায়, কেবল অহঙ্কারী অবিশ্বাসীরাই মাকে মানে না। ঈশ্বরের স্নেহই তাঁহার স্তন, যতই সেই স্তনে মুখ দেওয়া যায় অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম ভাবা যায়, ততই ভক্তির বেগ বৃদ্ধি হয়। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা মা

হইয়াছেন, তাঁহাদের শিশু সন্তানেরাই তাঁহাদিগের পক্ষে মাতৃভাব শিক্ষা করিবার উপায়। শিশুরা যেমন নিরাশ্রয় হইয়া কেবল মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লয়, এবং মাতার স্তন্যপান করে তোমরাও সেইরূপ ঈশ্বরকে জননী বলিয়া স্বীকার কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

উৎসবের নিমন্ত্রণ। *

রবিবার, ২১শে পৌষ, ১৮০১ শক; ৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

একটী কোন শুভ অনুষ্ঠান করিতে হইলে, বন্ধু বান্ধব সকলকে লইয়া করিতে হয়। পৃথিবীতে মনুষ্যসমাজে শুভ অনুষ্ঠান করিতে হইলে, এইজন্য নিমন্ত্রণের সূত্রপাত হয়। সর্ব্বপ্রথমে নিমন্ত্রণ, তার পর বন্ধুর সমাগম, তার পর শুভানুষ্ঠান। নিমন্ত্রণের কথা সর্ব্ব দেশে আছে। নিমন্ত্রণ না করিলে সামাজিক নীতির বিলোপ হয়। সর্ব্বাগ্রে বন্ধুগণকে সমাদর করিতে হইবে, প্রীতির সহিত নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, তাঁহারা আসিলে তবে শুভ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইবে। নিমন্ত্রণের রীতি যেখানে আছে, সেইখানেই নিয়ম এই। যাঁহারা বড় মহৎ তাঁহাদিগকে প্রথমে আদর করিতে হয়, বহু মান সম্ভ্রমের সহিত তাঁহাদিগকে সম্ভাষণা করিতে হয়, তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর করিলে তবে নিমন্ত্রণ সিদ্ধ হয়। মানীকে মান দিলে তার পর অন্যান্যের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। হিন্দুগণের মধ্যে নিয়ম এই—

অগ্রে ব্রাহ্মণকে সমাদর, তৎপরে শূদ্রকে। সংসারিগণ আগে ধনী-দিগকে তার পরে ইতর লোককে আহ্বান করে। আমরা সর্ব্ব-প্রথমে কাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব? যাঁহারা আমাদিগের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিমন্ত্রণ করিব।

আমাদিগের উৎসব একটী শুভানুষ্ঠান। ইহাতে নিমন্ত্রণ বাহির হওয়া আবশ্যক। চিরকাল যাহা প্রচলিত আছে, আমরা কিরূপে তাহার বিলোপ করিব? উৎসবে চারিদিক হইতে সাধু সজ্জনকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে। আমরাও মানীকে মান দিব, ধনীর ধনের সমাদর করিব। যাঁহারা ব্রহ্মধনে ধনী ও মানী তাঁহাদিগকে বহু সমাদর করিব। সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগকে, পরে অন্যান্য সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিব। সর্ব্বপ্রথমে সজ্জনদিগকে, মহোচ্চ সাধু-গণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে, এই রীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা আমাদিগের পূজ্যপাদ তাঁহারা পৃথিবী ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং প্রথম নিমন্ত্রণ পত্র বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিতে হইবে। অগ্রে পৃথিবীকে ডাকিয়া স্বর্গকে নীচ করিতে পারি না। যাঁহাদিগের প্রভা, মান মর্য্যাদা অধিক, তাঁহারা সকলেই যখন আজ কাল বৈকুণ্ঠে, তখন সেখানেই পত্র প্রেরণ কর্ত্তব্য। যাঁহারা আমাদিগের যথার্থ শ্রদ্ধাভাজন তাঁহারা না আসিলে আমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ হইবে। উৎসবে এরূপ ত্রুটি থাকিলে সুখের অভাব কেন হইবে না? যাঁহারা শ্রদ্ধেয়, যাঁহারা হৃদয়ের ভালবাসার পাত্র, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা না করিলে, তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গেলে, আমরা অপরাধী হইলাম। যাঁহারা সকলের মান্য তাঁহাদিগের মর্য্যাদা রক্ষা না করিলে, শুদ্ধ আমরা মনুষ্যসমাজের

নিকটে দোষী হইলাম তাহা নহে, ইহার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকেও অপমান করিলাম। যাঁহারা জ্যেষ্ঠ পুত্র, স্বর্গে যাঁহারা গৌরবান্বিত তাঁহাদিগের অপমান হইল না, অপমান হইল ঈশ্বরের। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করিতে হইতেছে।

যদি তাঁহারা আইসেন, আমাদিগের কত আনন্দ। শূদ্রের সভায় দেবলোকের দেবতাগণ আসিয়া বসিবেন, সে সভা উজ্জ্বলতর সভা হইবে, কেমন তাহার চিত্তহারিণী শোভা হইবে। স্বর্গের মহাত্মারা আসিয়া বসিয়াছেন দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইবেন। যখন তাঁহারা পৃথিবীতে নাই, তখন তাঁহারা আমাদের সভায় আসিয়া বসিলে, সমস্ত মেদিনী উজ্জ্বল হইবে, আহ্লাদে পূর্ণ হইবে। সামান্য লোকদিগকে লইয়া কখনও পূর্ণ সুখ হয় না। অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র যাঁহারা যদি তাঁহারা উপস্থিত না হন, সাধারণ ব্যক্তি দ্বারা সে ক্ষোভ কিছুতেই মিটিবে না। অতএব সকলে মিলিয়া চেষ্টা করা উচিত, যাহাতে সেই সকল সাধুর নিমন্ত্রণ হয়।

সাধু কে? ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষগণ সাধু। সাম্প্রদায়িক নীচ শৃঙ্খল ছেদন করিয়া, প্রমুক্ত ভক্তিতে উদার ভাবে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করা চাই। তোমাদিগের নিমন্ত্রণে তাঁহারা পৃথিবীতে আসিবেন কেন, এরূপ ভয় করিও না। যত দেশের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধু সজ্জন আছেন নিমন্ত্রণ কর, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন। যাঁহাদিগের বহু মান, বহু মর্য্যাদা, আমরা যদি তাঁহাদিগের পক্ষপাতী হই, আমাদিগের ক্ষোভ মিটিবে। উদার ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। সেই দেবলোকে সর্ব্বপ্রথমে নিমন্ত্রণ প্রেরণ কর, পরিশেষে ক্ষুদ্র মহৎ যাঁহারা

আছেন তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর। এই কার্য্যের পরিচারিকার নাম ভক্তি। তাহাকে প্রেরণ কর, তাঁহারা আসিবেন।

পূর্ব্বকালে পুরাণে উল্লিখিত আছে, একজন মুনি ছিলেন, যিনি সকলকে আহ্বান করিবার জন্য, দেশ গ্রাম নগর স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেন। বীণাতে হরিগুণ গান তুলিয়া বৈকুণ্ঠে উপনীত হইতেন। দেবর্ষি নারদের হস্তে চারিদিকে নিমন্ত্রণ করিবার ভার ন্যস্ত হইত। হরিভক্তি বিনা কে আর নিমন্ত্রণ করিবে? হরিগুণ গান করিয়া ভক্তি-নারদ দেবলোকে গমন করিবেন। সেখানে যত দেব-ঋষি, যোগী, মুনি সকলের কাছে যাইবেন। কেবল কি পুরুষ-ভক্তগণের নিমন্ত্রণ হইবে? তাঁহারা আসিলে মনে আনন্দ হইবে সত্য, কিন্তু উৎসবে স্ত্রীজাতি না আসিলে নারীগণ ক্ষুণ্ণমনা হইবেন। অতএব যাঁহারা নারীচরিত্রের আদর্শ-স্বরূপা, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। ঈশ্বর যাঁহাদিগকে উচ্চ আসন দিয়াছেন, সেই সকল নারীকে তিনি প্রেরণ করিবেন। হিন্দুস্থান যে সকল নারীর নাম করিতে প্রফুল্ল হয়, যাঁহাদিগের নামের সুগন্ধ আজও চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত বহুমূল্য ধন বলিয়া আদৃত। তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণে বঞ্চিত করিও না। তাঁহারাও যেন নিমন্ত্রণ-পত্র পান। ভক্তি-নারদ দেবলোকে চারিদিকে যত স্ত্রী পুরুষ সৎকীর্ত্তি, গৌরব লাভ করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করুন। সেই সকল দেব দেবী আমাদিগের হৃদয়ের আদর শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগের সভা-স্থলে চারিদিকে আলোক বিস্তার করুন। প্রতিজনের নামে আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখি, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করুন। আইস আমরা

তাঁহাদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট করিতে উদ্যোগী হই। এমন করিয়া আসন নির্দ্দিষ্ট রাখি, যেন দেব দেবীগণ অবাধে আসিয়া তাহাতে বসিতে পারেন।

সাধুগণ এক এক ভাবের প্রতিনিধি হইয়া সেই ভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারা বহুমূল্য সত্য বক্ষে করিয়া পৃথিবীতে আইসেন। সত্যকে স্মরণে প্রতিনিধির স্মরণ। স্মরণেই তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ, স্মরণেই তাঁহাদিগের আগমন, স্মরণেই তাঁহাদিগকে লাভ করা যায়। হরিভক্তিতে আর্দ্র হইয়া, বীণা-যন্ত্র বাজাইয়া, হৃদয়ের ভিতরের আকাশে উড্ডীন হও। চিত্তাকাশে যতই উড়িবে, দেখিবে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যিনি যোগ শিক্ষা দিয়াছেন, কোথায় আছেন জানি না, তাঁহাকেও ভক্তিতে ঈশ্বরগ্রামে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর সন্তানগণকে ঈশ্বরের ক্রোড়ে দর্শন করিবে। ব্রহ্মেতে তাঁহাদিগের সকলের অধিবাস। যত ব্রহ্মের নিকটে যাইবে, যত তাঁহার বক্ষ অন্বেষণ করিবে, দেখিবে অমুক ব্রহ্মসহবাসে অবস্থিতি করিতেছেন, এক স্থানে যোগী ঋষি জ্ঞানী সমস্ত উজ্জ্বল শোভা বিস্তার করিয়া আছেন। তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ-পত্র ঈশ্বরের চরণতলে অর্পণ করিলে তাঁহারা পাইবেন। মাতা আসিলে তাঁহার সঙ্গে অনুচর ভক্ত সন্তানগণ, প্রেরিত মহাজনগণ অবশ্য নিমন্ত্রণে আসিবেন। নিমন্ত্রণ স্থলে ব্রহ্ম যেমন প্রবেশ করেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতে পশ্চাতে সাধু সকল এক একটী করিয়া প্রবেশ করেন। যথার্থ জননীর আবির্ভাব হইলে, তাঁহার ক্রোড়ে স্বর্গের দেব দেবীগণকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি একাকী থাকেন না, সাধুগণের সঙ্গে থাকেন। যেখানে ভক্তগণ সেখানেই ভক্তবৎসল। নিমন্ত্রণ পাঠাইতে বিলম্ব হইবে কেন?

ভক্তি-বীণা বাজাও, ভক্তি প্রেম ঘনীভূত কর, ঈশ্বর সাধুগণকে লইয়া প্রকাশিত হইবেন।

ভক্তিতে প্রস্তুত না হইলে, সাধুগণকে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে না। এমন সৌভাগ্য কি হইবে যে সাধুগণকে বন্দনা করিব? অনেকে সাধু মানে না, সাধুগণ আসেন ইচ্ছা করে না। তাহারা সাধু-বন্দনা নিন্দা করে। আমরা সে পথ ধরিব না, সে পথ বিষবৎ পরিত্যাগ করিব। সাধুকে ভক্তি কর, ব্রহ্মভক্তকে সমাদর কর। ক্রমান্বয়ে সাধুগণকে ডাকিবে। যাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি আছে, যাঁহাদিগের বিষয় জান তাঁহাদিগের চরিত্র চিন্তা করিবে, পাঠ করিবে। ভালবাসা ও ভক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে ডাকিবে, তাঁহাদিগকে মানিবে। সাধুভক্তি সামান্য নয়। শূন্য পরমেশ্বরে হৃদয় কি প্রকারে পূর্ণ হইবে? তিনি জননী হইয়া সাধুসভা মধ্যে নিয়ত বিদ্যমান। মার ক্রোড়ে সমুদয় সাধু বিরাজমান। আমাদিগের উৎসব-সমাজে সেই শোভা দেখিতে হইবে। বিশ্বজননী কৃপা করুন; তাঁহার সাধু সন্তানদিগকে লইয়া উৎসবসভা শোভিত করুন। সাধুর সাধুভাবে আমাদিগের উৎসব পূর্ণ হইবে। ধর্ম্মে উপধর্ম্মে সমস্ত সম্প্রদায়ে যেখানে যত সাধু আছেন, সকলে আসুন, আসিয়া আমাদিগের উৎসব পূর্ণ করুন।

সাধুভক্তি আমরা প্রিয় মত বলিয়া বিশ্বাস করিব। সাধুগণকে প্রাণের বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিব। যখন অন্ধকারে পড়িব, তখন তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত, মধুর উক্তিতে, পথ দেখিব, অশান্ত প্রাণ শীতল হইবে, ভক্তিতে মত্ত হইব। অতএব প্রাণের বন্ধুগণকে বিদায় করিয়া দিতে পারি না, তাঁহাদিগের নিন্দা প্রাণে সহ্য হয় না। সাধুগণকে

অনাদর করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া, উৎসবক্ষেত্রে সুখ সম্ভোগ করিব, এ আশা দুরাশা। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া কে সুখী হইবে? সমস্ত বৎসরের পর উৎসব করিতে গিয়া, প্রত্যেক সাধুর সাধুতা চাই। যে সময়ে দেশ বিদেশ হইতে অনেকে আসিবেন, সে সময়ে কেন স্বর্গস্থ সাধুগণকে ডাকিব না? সত্যের জন্য, ব্রহ্মের প্রতি ভক্তির জন্য, আমাদিগের তাঁহাদিগকে ডাকিতে হইবে। আমাদিগের দয়াময় ঈশ্বরের পরিবারগণকে আর কোন্ সময়ে ডাকিব? তাঁহারা আসুন, আসুন।

ঈশ্বরের নিকটে প্রথমে প্রার্থনা, তার পরক্ষণে হৃদয়ে সাধু-সমাগমের প্রয়োজন। আমরা এ সম্বন্ধে কুসংস্কার-পাশ ছেদন করিব। সাধুগণকে কখনও সর্ব্বব্যাপী বলিব না, কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত যোগ হয়, ইহা মানি। যে সকল সাধু সজ্জন লোকের ভক্তি পাইয়াছেন, পৃথিবীতে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বরের ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর কখনও সাধুজন-বিরহিত নন। আমাদিগের ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের সন্তানগণ একত্র বাস করেন। পিতা যেখানে যান, সেখানে সাধুগণ নিমন্ত্রিত হন। ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া সাধুগণকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। হরিভক্তগণ হরিচরণে চারিদিকে অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা ব্রহ্মনাম ধারণ করিয়া সাধুনিন্দা করিতে পারি না। ঈশ্বর সাধুগণকে বক্ষে লইয়া আইসেন; তাঁহা-দিগকে সঙ্গে লইয়া আবির্ভূত হন। নিশ্চয় ঈশ্বর ঘরে আসিলে সঙ্গে তাঁহার পরিবারবর্গ থাকিবেন। তুমি ঈশ্বরকে পাইলে তোমার পার্শ্বে যোগী ঋষি সকলকে পাইবে।" জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা কি নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, জানিতে পাইবে। ঈশ্বর তাঁহার পুণ্য পবিত্রতা লইয়া

আসিলেন, কিন্তু সাধুর দৃষ্টান্ত, ভক্তের দৃষ্টান্ত ঈশ্বরে নহে, সাধুতে। অতএব মাকে দেখ, তাঁহার সেবা কর, তাঁহার উজ্জ্বল প্রেমমুখ অনুভব কর, এবং তাঁহার চরণতলে বসিয়া, তাঁহাকে পূজা করিয়া প্রেমধারা কেমন বিগলিত হয়, তাহা সাধুতে দর্শন কর। মাকে তাঁহার সন্তানগণসহ দর্শন করিয়া, তাঁহার চরণপূজা করিব, যদি এই ছবি দেখিতে অভিলাষ হয়, তবে নিমন্ত্রণ প্রেরণ করি। তাঁহাদিগকে চিন্তা কর, স্মরণ কর, অনুরাগভরে তাঁহাদিগের যে দৃষ্টান্ত আছে ভক্তিচক্ষে সমক্ষে ধারণ কর, ভক্তের সঙ্গে তোমাদিগের মিলন হইবে। ভক্তবৎসলের সঙ্গে, ভক্তের সঙ্গে যোগ হইলে, তোমাদিগের উৎসব পূর্ণ হইবে, তোমাদের দেশে উৎসব অবতীর্ণ হইবে।

স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উৎসব। *

রবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০১ শক; ১১ই জানুয়ারি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

লোকাভাব মনুষ্যকে বিষণ্ণ করে। মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ দশ জনের সহবাস পাইবার জন্য ব্যাকুল। যদি দশ জন আসিয়া প্রশংসা করে মানুষের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, আর যদি সে কাহাকেও না দেখিতে পায়, তাহার মন নিরাশ এবং অসুখী হয়, তাহার বক্ষঃস্থল হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠে এবং চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া, সে ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দেয়। দশ জনের সহবাসের উপর যাহাদের সুখ নির্ভর করে, লোকাভাবে যে তাহাদের এরূপ দুর্গতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! মৎস্যের পক্ষে যেমন জল, সামাজিক মনুষ্যের পক্ষে সেইরূপ দশ জনের সহবাস। মৎস্য যেমন জলভ্রষ্ট

হইলে অবসন্ন ও নির্জীব হইয়া পড়ে, সেইরূপ মনুষ্যও লোকাভাবে নিরুৎসাহ এবং নিরুদ্যম হয়। মীন যেমন জলের মধ্যে থাকিলে জীবন এবং উদ্যমের লক্ষণ সকল প্রকাশ করে, মনুষ্যও জনতার মধ্যে থাকিলে উৎসাহী এবং সুখী হয়। ঈশ্বর মানুষের মনে লোক-সহবাসের জন্য এইরূপ স্বাভাবিক ক্ষুধা রাখিয়াছেন এবং সেই ক্ষুধা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি বাহিরে আয়োজন করিয়াও রাখিয়াছেন। কিন্তু আজ কাল মনুষ্যসমাজে যেরূপ দুর্দ্দশা, এখানে যত ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হয়, যত যোগ বৈরাগ্যের তেজ, ধ্যানের গভীরতা এবং ভক্তির প্রমত্ততা বৃদ্ধি হয়, ততই সঙ্গীর সংখ্যা হ্রাস হয়। এখানে যে পরিমাণে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইবে, সেই পরিমাণে লোকের অনুরাগ হারাইবে। যত ধর্ম্মভাব কমাইবে, তত অধিক লোকের সঙ্গ পাইবে। দুই মিনিট ধ্যান কর, সহস্র লোক পাইবে। দুই ঘণ্টা ধ্যান কর, দুই শত লোক পাইবে, পাঁচ ঘণ্টা ধ্যান কর, হয় ত কাহাকেও সঙ্গী পাইবে না। যত ঈশ্বরের কৃপা ভোগ করিবে, তত লোকের সহানুভূতি কমিবে। আর যত ধর্ম্মের মত্ততাকে শাসন করিবে, যত ভিতরের ধর্ম্মভাব নির্ম্মূল করিবে, ততই ধর্ম্মের হ্রাস দেখিয়া পৃথিবীর অপর্য্যাপ্ত আনন্দ হইবে এবং বিষয়াসক্ত ব্রাহ্মদল বৃদ্ধি হইবে। যোগ কমাও, ধ্যান কমাও, বৈরাগ্য ছেদন কর, দেখিবে এক শত ব্রাহ্মের স্থানে দশ সহস্র ব্রাহ্ম পাইবে। কিন্তু যখন ব্রহ্ম-প্রেমে প্রমত্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া ব্রহ্মনাম বিতরণ করিতে লাগিলে, এবং গভীর ধ্যান যোগে ব্রহ্মানন্দ-রস-পানে মগ্ন হইলে, তখন আর পৃথিবী তোমাদিগের নিকট আসিবে না। ব্রাহ্মসমাজের যখন খুব উন্নতি হইবে, তখন হয় ত কেবল দুই তিন জন লোক থাকিবে। পৃথিবী সেই উন্নত

ব্রাহ্মসমাজকে শত্রু বলিয়া কাটিবার জন্য উদ্যোগী হইবে। কোন্ ব্রাহ্ম না ইচ্ছা করেন যে, ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হউক? কিন্তু কতকগুলি উপাসনা-বিহীন, সাধন-বিহীন, বৈরাগ্য-বিহীন, যেমন-তেমন লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কি প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ প্রবল হইবে? যাহারা সংসারে ডুবিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা কিরূপে ব্রাহ্মসমাজে আসিবে? অনেকে ব্রাহ্ম নাম ধারণ করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা কি গভীর উপাসনা চায়? বস্তুতঃ সংসারী লোকদিগের প্রতি তাকাইলে আর আশা ভরসা থাকে না।

কিন্তু জড়জগতে যেমন ক্ষতি-পূরণের নিয়ম আছে, ধর্ম্মজগতেও সেইরূপ ক্ষতি-পূরণ হয়। যোগী ভক্ত সাধক পৃথিবীতে বন্ধু পাইলেন না; কিন্তু অন্য এক দিক হইতে তাঁহার বন্ধু-সহবাস-স্পৃহা চরিতার্থ হইতে লাগিল। পৃথিবীর এক এক দেশ সাধকের প্রতিকূল হইল; কিন্তু স্বর্গ হইতে তিনি আহ্বান নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে স্বর্গের সাধু সকল আসিয়া বসিতে লাগিলেন। স্বর্গবাসী যোগী ঋষিদিগের সহাস্য বদন তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিল। পৃথিবীতে লোকাভাব দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গের দিকে পড়িল। সেখানে তিনি সাধু মহাত্মাদিগের মহা ভিড় এবং ব্যস্ততা দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সেখানে কোটী কোটী যোগী গভীর সমাধি-যোগে মগ্ন, এবং সহস্র সহস্র মৃদঙ্গ লইয়া ভক্তগণ মহানন্দে মত্ত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। সেখানে কত ভক্তমণ্ডলী, কত নূতন নূতন বিধান, কত রাশি রাশি গ্রন্থ। এ সকল দেখিয়া বিশ্বাসী সাধক পৃথিবীতে লোকাভাব প্রযুক্ত আর খেদ করিলেন না। তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর তাঁহার অসংখ্য ভক্ত সন্তান-

দিগকে সঙ্গে লইয়া নিত্যোৎসব করিতেছেন, এবং তাঁহার আর কোন অভাব রহিল না। তিনি এক ঈশ্বরকে লাভ করিয়া সকলই লাভ করিলেন। ঈশ্বরের মধ্যে কত নূতন সত্য, কত সাধু দৃষ্টান্ত! ব্রহ্মসাধক এই বিস্তীর্ণ পরিবার দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আর কোন দুঃখ রহিল না। স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের সঙ্গ পাইয়া তিনি সুখী হইলেন। স্বর্গের এক এক সাধু এক শত। অতএব ব্রাহ্মগণ, যদি পৃথিবীতে তোমাদিগের বন্ধু-সংখ্যা কমিবে মনে করিয়া থাক, তাহার সঙ্গে এই আশার কথা বিশ্বাস কর যে, স্বর্গের মহাত্মারা প্রেমানন্দ লইয়া তোমাদের নিকট আসিতেছেন।

একটীবার ভক্তির সহিত হৃদয় খুলিয়া স্বর্গের ঈশ্বরকে নিমন্ত্রণ কর; দেখিবে, তোমাদের নিমন্ত্রণ পাইবা মাত্র ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া তোমাদের বাড়ীতে আসিবেন। তোমরা উৎসব করিবে মনে করিয়াছ, তোমাদের আয়োজন কই? প্রেম পুণ্য কই? ধন ধান্য কই? ধন ধান্যের প্রয়োজন হইলেই পৃথিবীতে যাইতে হয়; কিন্তু পৃথিবীতে যাইবে বলিয়া কি পৃথিবীর পায়ে পড়িয়া ধর্ম্মকে ছোট করিবে? পৃথিবীর মনের মত যদি আংশিক ধর্ম্ম দিতে পার, যদি যোগ, বৈরাগ্য, ধ্যান কমাইয়া দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর নিকটে রাশি রাশি টাকা পাইবে; কিন্তু সেই অসার মিথ্যা ধন লইয়া কি করিবে? তুচ্ছ কর সেই মিথ্যা অপবিত্র ধন, যাহা মনুষ্য দেয়। তোমরা যদি পৃথিবীর সামান্য ধন না চাহ, তোমাদের জন্য স্বর্গ হইতে ধন জন আসিবে। কেবল বিশ্বাস চাই। উৎসাহের মূল বিশ্বাস। বিশ্বাস থাকিলেই তোমরা দেবলোকের আশীর্ব্বাদ পাইবে। তাঁহারা তাঁহাদিগের

জলন্ত বিশ্বাস উৎসাহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি লইয়া তোমাদের ঘরে আসিবেন। যতই তোমরা সাধন-গিরি আরোহণ করিয়া স্বর্গের দিকে উঠিবে, ততই পৃথিবীর লোক নিম্নে পড়িয়া থাকিবে। পৃথিবীর জনতা আর দেখিতে পাইবে না; কিন্তু স্বর্গের ভিড় দেখিবে। স্বর্গের নিত্যোৎসবে সাধুদিগের মহা ভিড়। সেখানে শুকদেব, নারদ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সকলে বসিয়া রহিয়াছেন। সেখানে যোগ ভক্তির ভয়ানক ব্যস্ততা। সেই স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসবই যথার্থ ব্রহ্মোৎসব। পৃথিবীর লোক প্রকৃত ব্রহ্মোৎসব চাহে না, গভীর যোগ ধ্যান, গভীর প্রেম ভক্তি পৃথিবী ঘৃণা করে: কিন্তু স্বর্গের লোকেরা এ সকলকে আদর করেন।

বন্ধুগণ, সেই বৈকুণ্ঠধামের উৎসব প্রার্থনা কর। পৃথিবীর অনিত্য উৎসব আমরা চাহি না। কিন্তু সজীব বিশ্বাস ভিন্ন কেহই ইহলোক পরলোকের ব্যবধান বিনাশ করিয়া সেই স্বর্গীয় মহাত্মাদের উৎসব ভোগ করিতে পারে না। অতএব এই সজীব বিশ্বাস চাই। আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি বলিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস প্রবল হইয়াছে। অথচ তিনি স্বর্গ হইতে কোন নিমন্ত্রণ-পত্র পান নাই। তোমরা যে পরিমাণে বিশ্বাসী হইবে, সেই পরিমাণে পৃথিবী তোমাদের প্রতিকূল হইয়া তোমাদিগকে ভবসাগরের পর পারে বিদায় করিয়া দিবে; কিন্তু তোমরা দিব্যচক্ষে পর পারে শান্তি-নিকেতন দেখিতে পাইবে। সেখানে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন যোগী ঋষিরা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। তোমাদিগকে দেখিবা মাত্র তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া তোমাদিগকে শান্তিধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহারা বলিবেন;—তোমরা আমাদের প্রিয়তম প্রাণেশ্বরের জন্ত

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক ছাড়িয়াছ। ভাই, এস, এখানে তোমাদের কোটী কোটী ভাই ভগ্নী আছেন, ইহাঁদের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোৎসব ভোগ কর। ভাই, এস, আমাদের যত ধন আছে, আমাদের পিতার যত ধন আছে, সমুদয় তোমাদিগকে দিব। বাস্তবিক উৎসবের সময় মানুষ পৃথিবীতে থাকে না। উৎসবের সময় ভক্তেরা স্বর্গের মহাত্মাদিগের সঙ্গে বাস করেন। সেই স্বর্গের পথে পথে, সেই স্বর্গের ছাদের উপরে সাধুদিগের ভয়ানক ভিড় এবং ব্যস্ততা। স্বর্গের লোক-সংখ্যার তুলনায় পৃথিবীর ভয়ানক জনতাও নিস্তব্ধ শ্মশান। স্বর্গে নিত্য ১১ই মাঘোৎসব হইতেছে। সেই উৎসবে ভক্তদিগের ভয়ানক ভিড় এবং ব্যস্ততা। সেই স্বর্গের ব্যস্ততা অনুভব কর। সেই যোগরাজ্য, সেই ভক্তিসিন্ধুর মধ্যে গিয়া পড়। সেখানকার ভয়ানক জ্বলন্ত উৎসাহের ভিতর গিয়া পড়। সেই সুরের জমাটের ভিতর, সেই স্তব স্তুতির ভিড়ের ভিতর গিয়া পড়। ভাই ভগ্নীগণ, তোমরা সকলে সেই স্বর্গীয় উৎসবের ব্যস্ততার ভিতরে পড়িবার জন্য প্রস্তুত হও।

পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

কমলকুটীর।

যুবধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ। *

প্রাতঃকাল, বুধবার, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক;
১৪ই জানুয়ারি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর তোমাদিগকে হাত ধরিয়া আনিলেন। তাঁহার সমক্ষে দুই সপ্তাহের জন্য এই উচ্চ পবিত্র ব্রত গ্রহণ কর। অটল বিশ্বাস এবং দৃঢ়তার সহিত এই ব্রত গ্রহণ কর। নিরাশা আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত সাধন করিবে। ইহার নাম যুবধর্ম্ম-ব্রত। এই ব্রত সাধনে অশেষ কল্যাণ। গৃহস্থ যুবা ঈশ্বরের নিকট এই ব্রত গ্রহণ করিয়া দিন দিন কল্যাণ এবং শান্তি অর্জ্জন করুন।

এই যুবধর্ম্ম-ব্রতে নীতিকে শ্রেষ্ঠ জানিবে। এমন নীতি গ্রহণ কর যাহাতে চরিত্র শুদ্ধ হইবে। তোমাদিগের চরিত্রের সুগন্ধে এবং সৌন্দর্য্যে চারিদিক মুগ্ধ হইবে। সাধু যুবা, ঈশ্বরপরায়ণ যুবা হইয়া দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবার জন্য, উৎসবের প্রারম্ভে তোমরা এই যুবধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ কর। চিরযৌবন, চির-উৎসাহ তোমাদের জীবনকে আমোদিত করুক! তোমাদিগের অটল বিশ্বাস এবং জীবন্ত উৎসাহ দেখিয়া আমাদের আশা পূর্ণ হউক! তোমাদের উচ্চ দৃষ্টান্ত দর্শনে

দেশের অন্যান্য যুবাদিগের জীবন পবিত্র হউক! তোমরা সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরকে স্বাক্ষী করিয়া এই ব্রত ধারণ কর।

ব্রত-নিয়ম।

[কখনও করিব না]

১। নরহত্যা করিব না।

২। ব্যভিচার করিব না।

৩। মাদক সেবন করিব না।

৪। অসাধু-সঙ্গ করিব না।

[কখনও হইব না]

৫। মিথ্যাবাদী হইব না।

৬। অবিশ্বাসী হইব না।

৭। কপট হইব না।

৮। বিধর্ম্মী হইব না।

২রা মাঘ হইতে ১৫ই মাঘ পর্য্যন্ত।

১। প্রাতঃস্মরণীয় পাঠ।

২। স্নানাদি।

৩। উপাসনা।

৪। পিতা মাতাকে স্মরণ ও প্রণাম।

৫। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ।

৬। কোন ভ্রাতাকে সেবা।

৭। নির্জ্জন চিন্তা ও প্রার্থনা।

৮। একটী বৃক্ষ সেবা।

৯। পশু পক্ষী সেবা।

১০। দৈনিক দোষ গুণ লেখা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

প্রার্থনা : *

সায়ংকাল, বুধবার, ১লা মাঘ, ১৮০১ শক ;
১৪ই জানুয়ারি, ১৮০০ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বরের আনন্দপ্রদ, কুশলপ্রদ উৎসবের দ্বার: উদ্ঘাটন হইতেছে, আমরা তাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করি।

হে ঈশ্বর, তোমার হস্তরোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিতেছেন। হে বিঘ্নবিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কতকাল ইহা স্থায়ী হইবে আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে দৃঢ়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এই ঋণের কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোক-যন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলম্বন এই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাম্বৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া

তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব। আবার মলিন কামনা অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজল বর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে; বিবাদ বিরোধ রাখিবে না; তোমার শান্তিক্রোড়ে তুলিয়া সকলকে শুদ্ধ ও সুখী করিবে। তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বব্যাপী পূর্ণ বিশ্বাস হস্তে করিয়া, আমাদিগের নিকটে এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

কলিকাতা, গড়ের মাঠ।

যোগ ভক্তির বিবাহ। *

অপরাহ্ন, শনিবার, ৪ঠা মাঘ, ১৮০১ শক;
১৭ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

দেশস্থ বন্ধুগণ, যাঁহারা অদ্য অনুগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুরাগের সহিত নমস্কার এবং ধন্যবাদ করিতেছি।

আজ এই স্থানে এই সমারোহ কি জন্য? আপনারা আপন

আপন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কি দেখিতে, কি শুনিতে এই প্রশস্ত স্থানে আসিয়াছেন? পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব বিবাহ উপস্থিত। সেইজন্য নিশান উড়িতেছে, এবং ভেরী তুরী বাজিতেছে। শুভক্ষণে মহা বিবাহ হইবে। শুভক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এই বিবাহ-রহস্য প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। সকলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—কার কার সঙ্গে বিবাহ? পাত্র কে? পাত্রী কে? বেদ পুরাণের বিবাহ হইবে। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যখন বর্ত্তমান সভ্য জাতি সকল নিতান্ত অসভ্য ছিল, সেই সময় আমাদের আর্য্যজাতি জ্ঞান, ধর্ম্মে উন্নত হইয়া বেদ বেদান্ত রচনা করেন, বেদের পরে পুরাণাদি রচিত হয়; কিন্তু এখন এই দেশে ধর্ম্মভাব বিলুপ্তপ্রায়। এই দেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবার জন্য এই নূতন বিবাহ উপস্থিত। এত শত বৎসরের পরে বেদ পুরাণের বিবাহ হইবে। এই দুয়ের মধ্যে প্রকাণ্ড সমুদ্র। এক দিকে যোগী ঋষিগণ গভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন, আর এক দিকে পৌরাণিক হিন্দুরা নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডে ব্যস্ত, এক দিকে যোগ, আর এক দিকে ভক্তি। এই দুইয়ের উচ্চ যোগ বর্ত্তমান বিধান। যে বিবাহের কথা বলিলাম, তাহা এই যোগ ভক্তির মিলন। যোগের সহিত প্রেমের বিবাহ, বেদের সহিত পুরাণের বিবাহ। ধন্য আর্য্য যোগী ঋষিগণ, যাঁহারা পৃথিবীর সুখ সম্পদ ভুলিয়া হিমালয়-শিখরে এবং গঙ্গাতীরে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইতেন! তাঁহাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হউক! যাঁহারা প্রেমের পথ, ভক্তির পথ দেখাইয়াছেন তাঁহারাও ধন্য!

বেদ বেদান্তের ঈশ্বরের কথা শুনিলে মন স্তম্ভিত হয়, যোগ

ধ্যানে শরীর রোমাঞ্চিত হয়; কিন্তু আত্মা বেদের অনন্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে, নেতি নেতি, এই বলিয়া বেদ ব্রহ্ম নিরূপণ করে; কিন্তু পুরাণ ব্রহ্মের জীবন্ত বিধান প্রকাশ করে। যোগী জ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করে ব্রহ্ম কোথায়, আকাশ বলে ব্রহ্মের অন্ত নাই। অনন্ত অচিন্ত্য ঈশ্বরকে ধারণ করিতে না পারিয়া, লোক সকল ক্রমশঃ নাস্তিক এবং শুষ্ক হইয়া যাইতেছিল, এমন সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়া এক হরিনামে সকলকে মত্ত করিলেন। তাঁহার ভক্তিরসে নবদ্বীপ টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। তিনি আচণ্ডাল সকলকে হরিভক্তি বিলাইতে লাগিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন, নীচতম লোক চণ্ডালও বৈকুণ্ঠে যাইবে। আহা কি আনন্দের সমাচার! তাঁহার পূর্ব্বে লোকেরা যোগ ধ্যানের কথা শুনিয়া ভয় পাইত, সহজে ধর্ম্ম সাধন করিতে চাহিত না। কিন্তু নীচতম লোকও হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া স্বর্গে যাইবে। এই সুসমাচার শুনিয়া দলে দলে লোক হরিধ্বনি করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া হরির নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল—হে হরি, কৃপা করিয়া আমাদিগকে তোমার নাম দাও। ধন্য হে ঈশ্বর, ধন্য হে বঙ্গদেশের ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া গরিব কাঙ্গালদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য দীননাথ অধমতারণ নাম প্রেরণ করিলে! ভক্তিরস আসিয়া বঙ্গদেশকে বাঁচাইল। এখানকার বড় লাট সাহেবের দরবারে গরিব লোক যাইতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে সকলের যাইতে অধিকার রহিয়াছে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তাঁহার দরবারে জাতি বিচার নাই। বর্ত্তমান সমাজে যোগ ভক্তির মিলন হইবে। এই অপূর্ব্ব কথা বলিবার জন্য অদ্য আমি

আপনাদিগের নিকট আসিয়াছি। যোগের সঙ্গে প্রেম চাই প্রেমের সঙ্গে যোগ চাই। কে বলে ভক্তির পথ অবলম্বন করিলে ঈশ্বরকে অনন্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, এবং যোগ ধ্যান করিলে হৃদয়ে ভক্তি রসের সঞ্চার হয় না? যাহারা বেদ জানে না, তাহাদের কি গতি হইবে না? যাঁহাদের বিশ্বাস ভক্তি আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাণেশ্বরকে বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন। সেই বেদের অনন্ত ঈশ্বর হরিনামে প্রকাশিত। জলে স্থলে হরি, অন্তরে বাহিরে হরি, সর্ব্বত্র হরি। সেই বেদের নিরাকার অশব্দ, অস্পর্শ হরি প্রতি ঘটে, প্রতিজনের হৃদয়ে বাস করিতেছেন। সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করিবার জন্য আজ এ সকল নিশান উড়িতেছে। এই তুরী ভেরী বাজিতেছে। চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে বেদ বেদান্ত যাঁহার মহিমা গান করিয়াছে, আজ আমরা তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেছি। ইংরাজেরা আমাদের রাজা, বিদ্যা, বল, সভ্যতা সকল বিষয়ে তাঁহারা আমাদের শ্রেষ্ঠ; কিন্তু এই সত্য ধর্ম্ম পাইয়া আমরা তাঁহাদিগের সমান হইলাম, সমান কেন শ্রেষ্ঠ হইলাম। অতএব সকলে বল, জয় ব্রহ্মনাম, জয় হরিনাম, জয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান!

তোমাদের আদি পুরুষেরা ঐ গঙ্গাতটে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, এবং মহাপ্রভু চৈতন্য ভক্তবৃন্দে বেষ্টিত হইয়া, ঐ গঙ্গাতীরে কতবার হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু আজ বঙ্গদেশের কি ভয়ানক দুর্দ্দশা! এখন বঙ্গদেশে না যোগ ধ্যানের প্রাবল্য, না ভক্তির প্রমত্ততা, কিছুই দেখা যায় না। এখনকার লোক সকল ঘোর সংসারী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্য অথবা চিনাবাজার কাহাকেও পরিত্রাণ দিবে না। মৃত্যুর দিনে এই সংসারের বাজার, এই গৃহ পরিজন পরি-

ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। স্ত্রী সন্তানাদি ভূমির জিনিস ভূমিতে পড়িয়া থাকিবে। ঈশ্বর প্রত্যেক সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে বলিতে-ছেন—"হে জীব, আমি তোমাকে ধন দিলাম, পরিবার দিলাম, তোমার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দিলাম, আমাকেই তুমি ভুলিয়া গেলে, একবার ভালবাসার সহিত হরি বলিয়া ডাকিলে না।" আগে থাকিতে পথ দেখ। হরিকে প্রাণ ভরিয়া ডাক। তোমাদের সভ্যতা ছাই জিনিস, সভ্যতা দেশকে বাঁচাইতে পারে না। হরিভক্তি ভিন্ন দেশের কল্যাণ নাই। এক হরিভক্তিতে সকল বিবাদ মীমাংসা হইবে, সকলের মধ্যে মিলন হইবে। হরিভক্তি হইলে হিন্দু মুসল-মানকে বিধর্ম্মী বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। মুসলমান-দিগের মহম্মদও সেই বেদ বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' অর্থাৎ ঈশ্বর এক, এই মহাসত্য ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যিনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ভক্ত, তিনি মুসলমানকে বলিতে পারেন না, দূর হও, যবন, তুমি বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ। মহম্মদও ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ।

সত্যের আকর্ষণের নিকট জাতিভেদ নাই। মুসলমান ধর্ম্মের কেমন সুন্দর নিয়ম। মুসলমানকে প্রত্যহ পাঁচবার ঈশ্বরের পূজা করিতেই হইবে। মহা ধনী হইতে দুঃখী মাঝী কোচমান পর্য্যন্ত সমুদয় মুসলমানেরা এই নিয়ম পালন করে। সেই একই শ্রীহরি ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে মহাপুরুষ সকল প্রেরণ করেন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাসী মুসলমানকে প্রাণের ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করি। এক ঈশ্বর ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই। কেমন দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মুসলমানেরা এই সত্য প্রচার করেন। সত্যভূমিতে যবন এবং হিন্দু এক হইয়া গেল। ঈশ্বরের নিকটে সকলের মিলন রহিয়াছে। অতএব পৃথি-

বীতে যতগুলি মুসলমান আছেন, সকলকেই "হরিদাস" হইতে হইবে এবং যতগুলি হিন্দু আছেন সকলকে একেশ্বরবাদী ব্রহ্মজ্ঞানী হইতে হইবে। সেই আনন্দের সময়, সেই শুভ বিবাহের দিন আসিতেছে। সকল ধর্ম্মাবলম্বীকে আমরা সহোদর জ্ঞানে আলিঙ্গন করিব। সকল বিবাদের মীমাংসা-স্থল ব্রাহ্মধর্ম্ম। এই ব্রাহ্মধর্ম্মে বৌদ্ধ, হিন্দু, খৃষ্টান, নানক, কবীরপন্থী প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের মিলন হইয়াছে। প্রেমের সঙ্গে যোগের মিলন হইবে, ঈশ্বরের আজ্ঞা—বেদ পুরাণের করস্পর্শ হইবে। চারি হাজার বৎসরকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিব। এস আগা ভ্রাতা সকল, এস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ, এস যোগী ঋষিগণ, তোমরা আসিয়া গভীর যোগ সমাধির দৃষ্টান্ত দেখাও। এস প্রেমোন্মত্ত ভক্ত-বৃন্দ, তোমরা আমাদিগের শুষ্ক হৃদয়ে ভক্তির প্রমত্ততা সঞ্চারিত কর।

ঈশ্বরের কৃপাতে এই কোলাহলপূর্ণ সভ্যতার মধ্যে আমরা যোগী এবং ভক্ত হইব। নিস্তব্ধ ধ্যানের সঙ্গে খোলের শব্দ মিলিয়া যাইবে। বৈকুণ্ঠ এখানে নহে, ওখানে নহে, বাহিরে নহে, বৈকুণ্ঠ ভিতরে। যাহার যোগবল, ভক্তিবল আছে, সে সংসারেই স্বর্গ দেখিতে পায়। সে আপনার স্ত্রী পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া নিত্যানন্দ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে মগ্ন হয়। ঈশ্বরের কৃপাবলে সে তাহার স্ত্রীর মুখে হরির কথা শুনিতে পায় এবং তাহার প্রিয়দর্শন সুকোমল-মতি শিশু সন্তানেরাও ধ্রুব প্রহ্লাদের ন্যায় হরিনাম করিয়া, তাহার প্রমত্ততা বৃদ্ধি করে। যে হরিকে ভজে, হরিই তাহার রাজা হন। হরি আমাদের রাজা। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার দাসী হইয়া, এই ভারতরাজ্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার রাজ্যে আমরা কেমন কুশলে রহিয়াছি। এই মাঠে আগে কত লোকের গলা কাটা গিয়াছে। কত দস্যু কত

নরহত্যা করিয়াছে; কিন্তু আজ আমরা কেমন নিরাপদ। ইহাতে কি তোমরা ঈশ্বরের হস্ত দেখিতেছ না? হরির শাসন সর্ব্বত্র। সকলই হরির লীলা। সেই হরির পাদপদ্ম হইতে অপ্রতিহত ভাবে যোগ প্রেমের স্রোত বহিতেছে। কাহার সাধ্য সেই স্রোত অবরুদ্ধ করে? সমুদ্র কি কেনিউট্ নরপতির আজ্ঞা শুনিয়াছিল? যখন কেনিউট্ নীচ চাটুকার অমাত্যদিগের কথায় সমুদ্রকে বলিলেন, "হে সমুদ্র, তুমি স্ফীত হইয়া এ দিকে আসিও না।" সমুদ্র তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া উপহাস করিতে করিতে তাঁহার সিংহাসন ভিজাইয়া দিল। সমুদ্রের গতি অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রেমস্রোতের বেগ অধিক। কে সেই বেগ নিবারণ করিবে? নূতন বিধান আসিয়াছে। যোগ ভক্তির বিবাহ উপস্থিত। কাহাকেও সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে না; কিন্তু সংসারে থাকিয়াই প্রমত্ত বৈরাগী হইতে হইবে। কাহাকেও অকারণে কষ্ট দেওয়া হরির ইচ্ছা নহে। তিনি মার মত মধুর-প্রকৃতি, সকলকে কোলে করিয়া তিনি পবিত্র এবং করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

দোষ স্বীকার বিধি। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৫ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রাহ্মগণ, এই সময়ে গত বৎসরের পাপ স্বীকার করিবে, অনুতাপ করিবে ; এবং আগামী বৎসরের জন্য ব্রত গ্রহণ করিবে। অতএব গম্ভীর ভাবে আত্মচিন্তা কর। সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর যিনি মস্তকের কেশ গণনা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ যিনি অনন্ত ঘৃণার সহিত পাপকে ঘৃণা করেন, তিনি এখানে আপন সিংহাসনে বসিয়া আছেন। উৎসবের সহিত নববর্ষ আরম্ভ হইল। আমি কি করিলাম, কি না করিলাম, কি করা উচিত ভাবিব। সর্ব্বসাক্ষীর কোটী কোটী চক্ষু। তাঁহার চক্ষুর অগ্নি সকলের হৃদয়কে আলোকিত করুক। সেই আলোকে আপন আপন দোষ দেখিয়া হৃদয়কে পবিত্র করি। ঈশ্বর বিচারাসনে বসিলেন, প্রত্যেক অপরাধী ব্রাহ্ম বিচারে আনীত হইল। এই যথার্থ বিচার-ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপন কর। আমরা সেই বিচারের ভিতরে মস্তক স্থাপন করি, যে পূর্ণবিশ্বাসী হয় নাই, ভক্ত হয় নাই, চরিত্র বিশুদ্ধ করে নাই, মিথ্যা কথা কহিতেছে, ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করিতেছে, নর নারীর প্রতি পবিত্র এবং সুকোমল ব্যবহার করে নাই, যে প্রচারক ষোল আনা অনুরাগ উৎসাহের সহিত প্রচার করেন নাই, তাঁহারা এই বিচারাসনের নিম্নে দণ্ডায়মান। ঈশ্বর

পবিত্র নিঃশ্বাস দ্বারা ভয়ানক পাপ চূর্ণ করিতেছেন। প্রত্যেক পাপী নম্র হইয়া হাতযোড় করিয়া, ধর্ম্মবল প্রার্থনা করুক, যেন ভবিষ্যতে সেই বলে পাপবিকার দূর করিতে পারে, এজন্য দেবপ্রসাদ ভিক্ষা করুক।

হে ঈশ্বর, তোমার কাছে বন্দী হইয়া আনীত হইলাম। তোমার কাছে মনের দোষ স্বীকার করি। সরলতা বিনয় দাও। ভবিষ্যতে সাধুস্বভাব সুনির্ম্মল চরিত্র হইব, তোমার নিকট এই ব্রত গ্রহণ করি। সমস্ত রিপুকে দমন করিতে ক্ষমতা প্রদান কর। আমি পতিত, আমি ঘৃণিত ইহা যেন কথায় না বলি। ভবিষ্যতে যেন যথার্থ ই সাধু হই। এই হস্তদ্বয় যেন সত্যের, দয়ার অনুষ্ঠান করে। এই হৃদয়ের ভিতরে বিবেকের সিংহাসনতলে যেন সমস্ত প্রকৃতি বশীভূত থাকে; সর্ব্বদা যেন পবিত্রতার সূর্য্য উজ্জ্বল থাকে, প্রত্যেক ব্রাহ্মকে শুদ্ধ চরিত্র কর। মা, চিরকালের জননি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ পুণ্য দাও, সেই পদার্থ তোমার ভিতর আছে বলিয়া তোমার এত মহিমা। ব্রহ্মতেজ প্রেরণ কর, অস্থির ভিতর সেই তেজ প্রবিষ্ট হউক। প্রাণকে সচ্চরিত্র কর, বৈরাগী কর, ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র কর, ব্রাহ্ম-সমাজ মধ্যে বসিয়া হুঙ্কার কর। তোমার বিজয়-ভেরী শুনিয়া শত্রু-কুল পলায়ন করুক। পাপের দৌরাত্ম্য হইতে সকলে বিমুক্ত হউন। যেমন এক একটী করিয়া কাঁটা বাহির করে, তেমনি পাপ-কাঁটাগুলি এক একটী করিয়া বাহির কর। হস্ত, পদ, শরীর, মন, রসনা সমস্ত শুদ্ধ কর, শুদ্ধতার অগ্নি মধ্যে টানিয়া লইয়া যাও। তোমার সমুদয় উপাসক যেন আজ পবিত্রতা লইয়া যান। আজ দোষ স্বীকার করার দিন। মা, পুণ্য দাও, পুণ্য দাও। কলঙ্কিত ব্রাহ্মসমাজ পুণ্য

চাহিতেছে। শিশুর মত, নির্ম্মল চিত্ত বালক বালিকার মত কর, প্রবঞ্চনা কি জানিব না, সরলভাবে ব্রহ্মপদাশ্রিত হইয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইব। ক্ষণকাল আমাদিগকে এই বিষয় ভাবিতে দাও, আত্ম-চিন্তা করিতে দাও, তব প্রসাদে যেন নির্ম্মল হই, তব পাদপদ্মে এই ভিক্ষা চাহিতেছি।

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি মিথ্যাবাদী হইয়াছ কি না? মিথ্যা কথা দ্বারা আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না?

হে আত্মন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি অপবিত্র নয়নে তোমার কোন ভাই ভগ্নীর প্রতি তাকাইয়াছ কি না? তুমি ঈশ্বরসমক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দাও।

হে আত্মন্ তুমি কোন ভাই ভগ্নীর শরীরের কোন প্রকার হানি হউক, শ্রীভ্রষ্ট হউক, এমন ইচ্ছা করিয়াছ কি না? তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি অহঙ্কারী হইয়া, তোমার কোন ভাই ভগ্নীকে নীচ মনে করিয়াছ কি না? সেই বিষয়ে যদি দোষ থাকে তাহা স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কখনও অবিশ্বাস করিয়াছ কি না? ঈশ্বর ও সত্যের প্রতি সন্দেহ হইয়াছে কি না, স্মরণ করিয়া দেখ। দোষ স্বীকার কর।

হে আত্মন্, তুমি ভক্তিবিহীন হইয়া শুষ্ক পূজা, শুষ্ক আরাধনা করিয়াছ কি না? ঈশ্বরের কাজে শুষ্কতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছ কি না? তাহা ভাবিয়া দেখ।

হে আত্মন্, তুমি স্বর্গীয় সাধুদিগকে কখনও অপমান করিয়াছ

কি না? যাঁহারা ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া জগতের কল্যাণ করিয়াছেন, তুমি জঘন্য অবিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের অপমান করিয়াছ কি না? তুমি জীবিত ও মৃতদিগের কোন প্রকার অনাদর করিয়াছ কি না? স্মরণ কর।

হে আত্মন্, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য বঙ্গদেশে, ভারতবর্ষে এবং সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তদুপযুক্ত বল, বুদ্ধি পরিশ্রম, অর্থ নিয়োগ করিতে কৃপণ ও কুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে কলুষিত করিয়াছ কি না? ধর্ম্মের জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিয়াছ কি না? যদি না করিয়া থাক, নিজকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর।

হে ধর্ম্ম প্রচারকগণ, তোমরা যত পরিমাণে ঈশ্বরের নিকট অন্ন বস্ত্র পাইয়াছ, যত পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজের নিকট অন্ন জল পাইয়াছ, যাহাতে ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচারিত হয় সাধ্যানুসারে সেই পরিমাণে যত্নবান্ হইয়াছ কি না? যদি অনেক খাইয়া থাক, অল্প দিয়া থাক, যদি কখন নিরাশ হইয়া জড়ের মত বসিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের নাম প্রচারে তাদৃশ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া থাক, যদি কেবল আপনার সুখ সম্ভোগ করিতে চেষ্টা করিয়া থাক, যদি ভারত ও সমস্ত পৃথিবীর জন্য না ভাবিয়া থাক, তাহা হইলে আপনাদিগকে ঘোর অপরাধী বলিয়া স্বীকার কর। ব্রহ্মের সমক্ষে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

হে দয়াসিন্ধু, তোমার গম্ভীর বিচারে আমাদিগকে পরীক্ষা কর, আমাদিগকেও দণ্ড দাও। হে স্নেহময়ী জননী, তোমার দণ্ড দ্বারা আমাদিগকে শুদ্ধ চরিত্র কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা, কৃপা করিয়া আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

নূতনত্ব। *

সায়ংকাল, রবিবার, ৫ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ভবিষ্যতে এমন কি বিশেষণ আছে, যাহা উপযুক্তরূপে উৎসবে সংলগ্ন হইতে পারে? উৎসবের মধ্যে এমন কি লক্ষণ আছে, যাহা সেই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়? "নূতন" সেই বিশেষণ। নূতনতা না থাকিলে উৎসব হয় না। উৎসবের আদি, মধ্য, অন্ত নূতন। নূতন বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া নূতন বাড়ীতে নূতন ভাবে উৎসব সম্পন্ন করিতে হয়। যাহার ভিতর নূতন, বাহির নূতন, তাহাকে উৎসব বলা যায়। পুরাতন কাপড়, পুরাতন বাড়ী, পুরাতন টাকা একত্র কর, উৎসব হয় না। উৎসব কল্য হইবে, আজ বাটীর নূতন মনোহর রূপ। অমুকের বাটীতে আজ নিশ্চয়ই পূজার উৎসব হইবে, পাড়ার লোক ইহা কিসে জানিতে পারে? গৃহ সংস্কার হইয়াছে, এবং ছিন্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া সকলে নূতন বস্ত্র পরিয়াছে, এ সকল দেখিলেও লোকে নিশ্চয়ই উৎসব হইবে, ইহা মনে না করিতে পারে; কিন্তু যখন লোকে দেখিবে, যাহারা নূতন বস্ত্র পরিয়াছে তাহারা সকলে হাসিতেছে, আবাল বৃদ্ধ দাস দাসী সকলের মনে উল্লাস হইয়াছে, তখন লোকে বুঝিবে নিশ্চয়ই এখানে উৎসব হইতেছে। সহাস্যভাব উৎসবের পূর্ব্বাভাস। যদি নবীনতা এবং আনন্দ না থাকে, তবে উৎসব করিবার অধিকার নাই। উৎসাহ এবং প্রফুল্লতা ভিন্ন উৎসব হয় না। নূতন উৎসাহ, নূতন ভাব, নূতন সজ্জা লইয়া উৎসব করিতে হয়। পুরাতন জিনিসে পৃথিবী মুগ্ধ হয়

না। যদি উৎসব করিয়া সকলকে শুদ্ধ এবং সুখী করিতে চাও, তবে স্বর্গ হইতে নূতন বস্তু লইয়া আসিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কোথায়? যেখানে নূতন সামগ্রী। নূতন ব্যাপার যদি কিছু না থাকে, তবে মাঘ মাসে উৎসব হইতে পারে না। জগৎকে এমন কিছু দেখাইতে হইবে, যাহা বেদ বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাঠে, ঘাটে, হাটে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করিলে উৎসব হয় না। ইহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক ভক্তির উন্মত্ততা পৃথিবী দেখিয়াছে। অনেকক্ষণ যোগ ধ্যান করিলেও উৎসব হয় না, পুরাতন যোগী ঋষিরা দীর্ঘকাল এ সকল করিয়াছেন। যদি অন্যান্য ধর্ম্ম যাহা দিয়াছে, তুমি আবার তাহাই দিতে আসিয়া থাক, তবে হে ব্রাহ্মসমাজ, তোমার পৃথিবীতে না আসাই ভাল ছিল। যদি তোমার নিজের কিছু দিবার না থাকে, যদি তুমি পুনরুক্তি করিতে আসিয়া থাক, তবে তুমি চলিয়া যাও, পৃথিবীতে তোমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নূতন ধর্ম্ম। তোমার ধর্ম্ম যদিও হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, তথাপি তুমি নূতন। যাহা পুরাতন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বরকে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টানধর্ম্ম অথবা মুসলমানধর্ম্ম তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম কি না? তিনি বলিবেন, হাঁ এবং না। সে সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের সত্য আছে, আবার এমন সকল কথা আছে, যাহা ঈশ্বরের নহে। বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বিধান ঈশ্বরকে যেরূপে প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ আর কোন ধর্ম্মে হয় নাই। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অসত্য আমরা এ কথা বলি

না; কিন্তু এখন এই নূতন বিধান যে সকল নূতন সত্য প্রকাশ করিতেছে, পূর্ব্বে কোন বিধানে এ সকল প্রকাশিত হয় নাই। এরূপ না হইলে ঈশ্বর কখনই এই নববিধান প্রেরণ করিতেন না।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিধানে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি এ সমুদয় ভাবের প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এখনকার যোগ ভক্তি নূতন প্রকারের। পূর্ব্বকার সাধকেরাও 'ঈশ্বরের প্রসন্ন বদন' 'সহাস্য মুখ' এ সকল ব্যবহার করিতেন, কিন্তু আমরা নূতন ভাবে এ সকল কথা ব্যবহার করিতেছি। আমাদের ঈশ্বর নিরাকার অথচ 'ব্রহ্মদর্শন' 'ব্রহ্মবাণী শ্রবণ' 'ব্রহ্মপাদপদ্ম' এ সকল কথা ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু এ সকল কথা অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। অতএব বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-বিধানের প্রথম অক্ষর নূতন, শেষ অক্ষর নূতন, ইহার সমস্ত বর্ণমালা নূতন। কথা পুরাতন ভাব নূতন। বর্ত্তমান বিধানানুসারে আমরা যাঁহাকে বৈরাগী বলি, তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের সন্ন্যাসী বৈরাগীর ন্যায় নহেন। আমরা যাঁহাকে সংসারী বলি, তিনি প্রচলিত ভাবের সংসারী নহেন। আমাদের প্রায়শ্চিত্ত, প্রত্যাদেশ, পরলোক, স্বর্গ-রাজ্য এ সমস্ত নূতন ভাবে পরিপূর্ণ। এই নূতন ধর্ম্ম-বিধান স্বর্গের নূতন ভাব প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। একে ঈশ্বর নিত্য নূতন, পরলোক নিত্য নূতন, তাহাতে উৎসবে এ সকল নূতনতর। একে ব্রহ্মরাজ্য নিত্য আনন্দের রাজ্য, তাহাতে আবার ব্রহ্মোৎসব। অন্যান্য সকল ধর্ম্মে এই বর্ত্তমান ধর্ম্ম বিধানের পত্তনভূমি রহিয়াছে; কিন্তু ইহার গৃহনির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে নূতন। অতএব যাঁহারা নূতন হইতে নূতনতর জীবন লাভ করিবেন, তাঁহারাই কেবল এই বিধান-ভুক্ত থাকিবেন।

কাল যে বস্ত্র পরিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছ, আজ সেই মলিন ঘৃণিত বস্ত্র পরিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারিবে না, নিত্য নূতন ভক্তি-পুষ্পে ব্রহ্মার্চ্চনা করিতে হইবে। গত কল্য যে ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিয়াছ, আজ সে ভাবে ঈশ্বর দর্শন করিলে চলিবে না, আজ উজ্জ্বলতররূপে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। অদ্য-কার বিশ্বাসের তুলনায় কল্যকার বিশ্বাস অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতা মনে হইবে। যাহাদের অদ্য কল্য অপেক্ষা এত নূতন, তাহাদের ধর্ম্মে পুরাতন কিছু থাকিতে পারে না। প্রতিদিন স্বর্গ হইতে নূতন বায়ু আসিতেছে, ঘন ঘন ব্রহ্মের নূতন নূতন নিঃশ্বাস বায়ু বহিতেছে; প্রতিদিন নবভাব আসিতেছে। ঈশ্বরের এত অনুগ্রহ। অতএব হে ব্রাহ্মধর্ম্ম, তুমি নূতন ধর্ম্ম, তোমার নূতন নূতন ভাব প্রতিদিন গত কল্যকে লজ্জিত করিতেছে। যাহা ভূতকাল হইল তাহাই পুরাতন হইল। প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবন এরূপ নূতন এবং সরস হওয়া আবশ্যক। আনন্দের সন্তানগণ, যেন তোমাদের মুখ কখন কাতর দেখিতে না হয়। দেখ তোমাদের মা আনন্দময়ী প্রেমের সিংহাসনে বসিয়াছেন। স্বর্গের সিংহাসন কেমন ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতেছে! যেমন জ্ঞানের শোভা, তেমনই পুণ্যের শোভা, তেমনই প্রেমের শোভা। এমন মাকে পূজা করিবে এই উৎসবের সময়। দুর্গন্ধ মন লইয়া এস না। যাহারা নির্জ্জীব মৃতভাবে কল্পিত দেবতার পূজা করে, তোমরা কখনই তাহাদের সমান হইবে না। বিশেষ এবং নূতন ভাবে তোমরা ব্রহ্মপূজা করিবে। সামান্য সাধারণ উৎসাহে চলিবে না। সাধারণ ভক্তি, সাধারণ অনুরাগ তোমাদের নহে। অসাধারণ বিশ্বাস এবং প্রগল্‌ভা ভক্তি সহকারে তোমরা জগজ্জননীর পূজা

করিবে। পুরাতন তোমরা নহ, সাধারণ তোমরা নহ। নূতন জননী তোমাদের, নূতন ধর্ম্মবিধান তোমাদের, নূতন ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হও।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা। *

মঙ্গলবার, ৭ই মাঘ, ১৮০১ শক ; ২০শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যদিও আমরা অনেক সময় আশার কথা বলিয়া থাকি, তথাপি সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনে ঘন অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। সত্য সত্যই আমাদিগের উন্নতি হইতেছে কি না, বৎসরান্তে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। এই সভাতে সর্ব্বপ্রথমে এই কর্ত্তব্য দেশস্থ বিদেশস্থ যে সকল ভ্রাতা ভগ্নী ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে আমাদিগের আনুকূল্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া। যে সকল কার্য্যবিবরণ পাঠ হইল তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, গত বৎসর কোন প্রকার আনুকূল্যের অভাব হয় নাই।

গত বৎসর প্রায় দশ সহস্র টাকা প্রচারের জন্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় কথা লোকের সাহায্য। ঈশ্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যত লোকের সাহায্য আবশ্যক, ঈশ্বর তাহা আমাদিগকে দিয়াছেন। বিশ্বাসীদিগের দল অটল রহিয়াছে। লোক সংখ্যা হ্রাস হয় নাই, এবং বিশ্বাসীদিগের আশা উৎসাহ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। এ সকল উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া বিবেকের আলোকানুসারে আমি এই প্রস্তাব করি যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের আক্রমণকারীদিগকে ধন্যবাদ করা হয়। পৃথিবীতে শত্রু বলিয়া

একটী শব্দ আছে, সে শব্দ শুনিলেই মানুষের হৃদয়ে প্রেম ক্ষমা শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু আমি জানি এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ পৃথিবীর ব্যাপার নহে, ইহা ঈশ্বরের হস্ত-রচিত, সুতরাং ইহার শত্রু নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের শত্রু নাই। ঈশ্বর শত্রু মিত্র সকলের দ্বারাই তাঁহার রাজ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। বিপদ দ্বারা তিনি তাঁহার সাধকদিগের বিশ্বাস প্রবল করেন। বিরোধীদিগের আক্রমণে সাধকদিগের সমূহ উপকার হয়। এইজন্য সাধকেরা বিরোধীদিগের চরণতলে পড়িয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন। যদি গত বৎসর আক্রমণ এবং আন্দোলন না হইত, তাহা হইলে এখন যেরূপ বিশ্বাসের প্রাবল্য হইয়াছে, আর দশ বৎসরেও তাহা হইত না। বিরোধ যদি না হইত, এ সকল উন্নতির চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। গত বৎসরের আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজের এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইল। ব্রাহ্মেরা নিরুৎসাহ হইতেছিলেন, প্রচারকদিগের উৎসাহ হ্রাস হইতেছিল, এই বিরোধ না হইলে তাঁহাদিগের উৎসাহ উত্তেজিত হইত না। প্রচার যাত্রা (Expedition) না হইলে ঈশ্বরের সন্তানগণ উত্তেজিত হইতেন না। আক্রমণে ও কুৎসিত কথা শ্রবণে বিশ্বাসীদিগের হৃদয় আরও সাধু ও উৎসাহী হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ক্ষমাগুণ দশগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। এক দিকে যেমন ক্ষমাগুণ বাড়িয়াছে, অন্য দিকে কার্য্য সম্বন্ধে আবার সিংহের আস্ফালন।

গত বৎসর স্থানে স্থানে প্রচার যাত্রা এবং নানা প্রকার পুস্তকাদি প্রচার হইয়াছে। অনুরাগ উৎসাহের হ্রাস দেখা যায় না। হাটে মাঠে গরিবদিগের জন্য কীর্ত্তন এবং বক্তৃতাদি, যুবাদিগের জন্য

ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রভৃতি রীতি পূর্ব্বে ছিল না। পূর্ব্বে ঘরের ভিতর আসিয়া সহস্রাবধি লোক সুশিক্ষা লাভ করিত, কিন্তু গত বৎসর হাজার হাজার অশিক্ষিত লোকের নিকটেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কোথাও ভক্তি, আশা, উৎসাহের প্রদীপ নির্ব্বাণ হয় নাই। এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের কীর্ত্তি। যাঁহারা এই সমাজকে গালাগালি দেন এবং আক্রমণ করেন, তাঁহারা ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতএব বিরোধীদিগকেও এই সমাজের কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রু নাই, এই সমাজের শত্রু হইতে পারে না। শত্রুতা করিয়া কেহই এই সমাজের বীজ নষ্ট করিতে পারে না। যে ভূমির উপরে এই সমাজ স্থাপিত, সেই ভূমির গুণে এবং এই সমাজের বীজের গুণে এই সমাজ-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রু নাই, প্রত্যেকেই ইহার মিত্র। শত্রুদের আক্রমণে এই সমাজের উন্নতি হয়, এই সমাজের সাধকদিগের উপাসনা মিষ্টতর হয়। বিরোধীদিগের কঠোর আক্রমণে সাধকদিগের ঈশ্বর-দর্শন উজ্জ্বলতর হইয়াছে। গত বৎসর যে প্রকার ধর্ম্মের আন্দোলন দেখা গিয়াছে এমন আর বহুকাল দেখা যায় নাই। ঈশ্বর দেখিলেন অবিশ্বাস নিরাশা সংসারাসক্তিতে সকল শ্রেণীর লোক মারা যাইতেছে, এইজন্য তিনি যথাকালে এক মহা আন্দোলন-অগ্নি জ্বালিয়া দিলেন। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও এখন বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। এখন একটী উপদেশের বিজ্ঞাপন দিলেই শত শত লোক আসিয়া তাহা শ্রবণ করে। কিন্তু বঙ্গদেশ এখন লোক সংখ্যা চায় না, এখন দেশ এই চায় যে, ধর্ম্ম গঠিত হউক।

খাঁটি অটল বিশ্বাসী দুই জন দেখাও, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

বার জনে পৃথিবী জয় করিয়াছে, ইহা তোমাদের মনে আছে। তোমরা পনর কুড়ি জনে কি একটী ক্ষুদ্র দেশ ভারতবর্ষ জয় করিতে পার না? ঘনীভূত সাধন দেখাও! তোমাদের শত্রু নাই। যাহারা মনে করে তোমাদের শত্রুতা করিতেছে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তাহারাও কল্যাণ করিতেছে। বিলাতের কুমারী কলেট অনেক দিন তোমাদের বন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন, এখন যদি তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহা দ্বারা তোমাদের কল্যাণ হইবে। তাঁহার প্রতি আমাদের কিছুমাত্র অনুরাগ কমে নাই। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। জননীর গর্ভে সিংহ ছিল, এখনও সিংহের সমস্ত পরাক্রম প্রকাশ হয় নাই। সিংহরবে এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। গোটা পঞ্চাশ সিংহ দেশ দেশান্তরে ছুটিবে, আশা করি সমুদ্রপারে যাইতে পারে। ঈশ্বরের এমনই কৌশল যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শত্রুদিগের অভিশাপ আশীর্ব্বাদে পরিণত হয়। শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে যুদ্ধের সময় প্রচার যাত্রার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব যেমন ভাই বন্ধুদিগকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া থাক, সেইরূপ যে সকল শত্রুদিগের দ্বারা তোমাদের এত উপকার হইল, যাহাতে তাঁহাদের কল্যাণ হয়, ঈশ্বরের নিকট এজন্য একটী প্রেমফুল ফেলিয়া দিও। দেখ স্নেহময়ীর স্নেহে প্রথম হইতে এই পর্য্যন্ত, শত্রুরা আমাদের গায়ে যত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, সে সমস্ত বাণ অলঙ্কার এবং তাঁহাদের অভিশাপ আশীর্ব্বাদ হইয়াছে। যাঁহারা ঈশ্বরের অধীন, তাঁহাদের কাছে কামানের গোলা

সন্দেশ হইয়া যায়। আর দেখ ঈশ্বরের কেমন বিশেষ করুণা, এত আন্দোলনের মধ্যেও একটী ব্রহ্মভক্তও ব্রাহ্মসমাজ ছাড়েন নাই। ঈশ্বর সকলের মা, ভক্ত তাঁহাকে ছাড়িতে পারেন না, ঈশ্বরকে ছাড়া ভক্তের পক্ষে সম্ভব নহে। কেহ কেহ সন্দেহ করিতে পারেন, দুই একজন বিশ্বাসী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাহার মনে কি আছে কে জানে? এইটী অভ্রান্ত সত্য যে, একটী বিশ্বাসীও যায় নাই। যদি কোন বিশ্বাসী লুকাইয়া থাকেন, ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাস অনুরাগ পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিবেন। এই যে প্রচারকেরা নিকটে আছেন, ইঁহারাও বিশ্বাসসম্পর্কে কেহ দশ হাত, কেহ বিশ হাত দূরে রহিয়াছেন।

যত রকম অবিশ্বাস আছে, বৎসর বৎসর তাহা বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ ঝাড়া হইতেছে। এক্ষণে অবিশ্বাসী, অল্পবিশ্বাসী থাকিতে পারিবে না। ঈশ্বর নিজে এসে জঞ্জাল পরিষ্কার করিতেছেন। ঈশ্বর এই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিচারপতি এবং নেতা। ইহা কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মসমাজ নহে। ঈশ্বর তাঁহার বিশ্বাসীদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেছেন। তিনি লোক সংখ্যা চাহেন না। তিনি এমন গুটিকতক লোক চাহেন, যাহারা রাস্তার লোকের জ্বালায় জ্বলে, তাঁহার অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়া জমাট সাধন করিবে। অতএব শত্রুদিগের আক্রমণে যদি সাধন ঘনীভূত হয় এবং বিশ্বজননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ঘনতর প্রেমসুধা পান করা যায়, তবে সেই শত্রুদিগকে কি ধন্যবাদ দেওয়া উচিত নহে?

মল্লিকের ঘাট।

বক্তৃতা। *

অপরাহ্ণ, বুধবার, ৮ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২১শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

দেশীয় বন্ধুগণ, আমার কোন কথা বলিতে অভিলাষ ছিল না; কিন্তু যখন সকলে এখনও দাঁড়াইয়া রহিলেন, বন্ধুগণের অনুরোধে এই দাসের রসনা দুই চারিটী কথা বলিবে। আমি সমস্ত হৃদয় মনের বলের সহিত বলিতেছি, ভারতবর্ষে যাঁহারা নিদ্রিত ছিলেন, তাঁহারা জাগ্রত হইলেন। সৌভাগ্য তাঁহাদের যাঁহারা এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন অপূর্ব্ব ঘটনা সকল অনেক শতাব্দী দেখে নাই। ঈশ্বর এখন জাগাইয়া দিতেছেন। এই বঙ্গদেশ আবার ধার্ম্মিক হইবে। এই দেশের কপাল ফিরিয়াছে। প্রাতঃকাল হইবা মাত্র যেমন সূর্য্য প্রকাশ হয়, তেমনই ভারতের সৌভাগ্য-প্রাতঃকালের সূর্য্য উদিত হইয়াছে। এত দিন মীমাংসা ছিল না। ধর্ম্মের নামে অনেক রক্তপাত হইয়াছে, ঈশ্বর বলিলেন, এবার কুশল, শান্তি বিস্তার হউক! ঈশ্বর বলিলেন, এস পুরাণ, বেদ বেদান্ত, এস দেশ দেশান্তরের ইহলোক পরলোকের যত সাধু পুরুষ, এস। পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভয়ানক বাণের শব্দ উঠিল। বেদ জাগে কেন? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি জাগিয়া উঠেন কেন? বঙ্গদেশে কি হইতেছে? ঈশ্বরের আহ্বান-ধ্বনি আসিতেছে। ভেড়া এক দিকে, বাঘ আর

এক দিকে। হিন্দুর ভিতরে বৈষ্ণব শাক্তের কত কলহ। গরিব ধনীকে মানে না, বৈষ্ণব শাক্তকে ক্ষমা করিতে পারে না। সংসারী লোকের সহবাস সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষবৎ, আবার গৃহস্থ সন্ন্যাসীকে মানে না। ডালে ডালে বিবাদ। এ কি ভয়ানক ব্যাপার! এ সকল বিবাদ মীমাংসা করিয়া, পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মকে এক করা চাই। জল তেল মিশিবে। গাড়ী ঘোড়া এক দিকে, যোগ আর এক দিকে। যোগবলে সমস্ত সোণাকে ঈশ্বরের সোণা করিতে হইবে।

মাটী হল সোণা, অট্টালিকা হল সোণা। যোগবলে, যোগস্পর্শে সমস্ত সংসার সোণা হইল। সে পৃথিবী আর দেখি না। ঈশ্বরের চরণ-স্পর্শমণি-স্পর্শে সমস্ত সোণা হইল। সংসার-জঙ্গলে বাঘ ভল্লুককে ভয় নাই। ধ্রুব জঙ্গলকে ভয় করে না। ছাদের উপর পাঁচ মিনিট বসিয়া "পদ্মপলাশলোচন হরি, দেখা দাও" বলিয়া প্রার্থনা কর। এখনও ধ্রুব ডাক্‌ছে, সংসারের ভিতরে থেকেও আমাকে মা বলে ডাক্‌ছে, এই বলিয়া ঈশ্বর বলিলেন অপূর্ব্ব লীলা এখানে দেখাতে হবে। হরি বলেন, যে সংসারের কিছুই চাহে না, যে আমার ভক্ত হবে, তাকে একবার রাজা করিব, আবার ছেঁড়া কাপড় পরাব। হরির লীলা কে জানে? রাজর্ষি জনককে তিনি সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখাইলেন। এ সকল আশ্চর্য্য লীলা দেখাতে, হরি এসেছেন। জ্বলন্ত লোহের উপরে কামারের ঘা পড়িলে যেমন শক্ত লোহাও গলে যায়, তেমনই পাপের উপরে ঘা পড়িলে পাষাণ-মনও গলিয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিতে প্রাণকে বৈরাগী কর, দেখিবে কাল পেড়ে ধুতিও গেরুয়া হইয়া যাইবে। এবার বঙ্গদেশ দেখ্‌বে, এই কয়জন খেপিয়াছে

রাস্তায় রাস্তায় বাড়ী বাড়ী হরির নিশান উড়িবে। হরি যখন সহায়, ভয় কি? চন্দ্র, ঈশ্বর হস্ত-রচিত চন্দ্র, তুমি বলিয়া দাও, দয়াল চন্দ্র কত বড় চন্দ্র। সেই প্রেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, ভজ।

মঙ্গলবাড়ী।

প্রার্থনা। *

বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৮০১ শক; ২২শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে স্নেহময়ী জননি, তোমার হস্ত-রচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে। আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আমার চরণে মাথা রাখে তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি। এই যুগেতে তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন সকলে জানি; কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে না। ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইল, সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের জিনিষ। এ বাড়ী যে ছোঁবে সে পবিত্র হবে। প্রচারক বন্ধুদিগকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাঁহাদের হরিভক্তি

পায়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কালকের জন্য ভাব্‌ছে না যাহারা, তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার সহিত বারবার তোমাকে প্রণাম করি।

কমলকুটীর।

সংসারে স্বর্গভোগ। *

শুক্রবার, ১০ই মাঘ, ১৮০১ শক; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যদি অবিশ্বাস কর, হে বঙ্গবাসিনী ব্রহ্মকন্যা, তাহা হইলে ভাল কিছু দেখিতে পাইবে না। আর যদি বিশ্বাস কর, তাহা হইলে এমন সকল ব্যাপার দেখিতে পাইবে, যাহা কখনও দেখ নাই, এবং কখনও যে দেখিতে পাইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাব নাই। দুঃখিনী সে, যে এখনও ঐ সকল ব্যাপার না দেখিয়া সংসারে বসিয়া কেবল টাকা গণিতেছে। সেও দুঃখিনী, যে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও কেবল সংসার সংসার বলিয়া আপনাকে বিষয় কার্য্যে মত্ত রাখিতেছে। ব্রাহ্মিকা হইয়া যাহার সংসারাসক্তি ঘুচিল না, সে দুঃখিনী। দুঃখিনী কে? যে স্বর্গের কাছে আছে, অথচ স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। যে জানে মা বাঁচিয়া আছেন, অথচ মাকে দেখিতে পায় না, সে অত্যন্ত দুঃখিনী। যে মা বাঁচিয়া আছেন কি না সংবাদ পায় নাই, সে তেমন দুঃখিনী নহে। বঙ্গদেশের ব্রহ্ম-

কন্যা, তুমি কি মনে কর যে, তুমি সকলই জানিয়াছ? এখনও স্বর্গের নর নারীদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করা হইল না। পৃথিবীর বেল ফুল, জুঁই ফুল, গোলাপ ফুল লইয়া বসিয়া আছ; স্বর্গের ফুল এখনও তোমরা দেখ নাই, স্বর্গের আনন্দে এখনও তোমরা আনন্দিত হও নাই। তোমাদের চক্ষে দুঃখের জল, বক্ষে দুঃখের অনল। যখন নারী বালিকা থাকে, তখন সে ধূলিখেলা করে; কিন্তু যখন তাহার বয়স অধিক হয়, তখন খেলার ঘরে সে সুখী হইতে পারে না, তখন তাহার উচ্চতর সুখস্পৃহা জন্মে। এখন তোমাদের অনেক বয়স হইয়াছে। আর কত দিন অসার পৃথিবীর ধূলাখেলা খেলিবে? তোমাদের রথ, তোমাদের গাড়ী, তোমাদের নৌকা অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে, এখন গম্যস্থানে যাইতে না পারিলে সুখী হইতে পারিবে না। বঙ্গদেশে তোমরা শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। বঙ্গদেশে এখন বিশ্বজননী তাঁহার বিশেষ বিধান-বায়ু প্রেরণ করিতেছেন।

বল হে ব্রাহ্মিকা, তুমি কি তোমার ব্রহ্মকে দেখিয়াছ? তোমার ব্রহ্ম কি নিরাকার শুষ্ক দেবতা, না তিনি জননীর ন্যায় কোমল? তিনি কি যথার্থই রূপে গুণে সুশোভিত হইয়া তোমাকে বর দেন? যদি তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতে না পারেন, তাহা হইলে সেই নির্জীব ব্রহ্মপূজা করিয়া, কষ্ট পাইবার তোমার দরকার নাই। তোমরা সকলেই ব্রাহ্মিকা কে তোমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়াইয়া দিতে পারে? যে নারী একবার [illegible]কে ডাকিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মিকা; কিন্তু যাঁহারা অল্পবিশ্বাসী তাঁহারা ব্রাহ্মিকা হইয়াও আসল ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এখনও উঠানে রহিয়াছেন। যাঁহারা জননীর গৃহের মধ্যে প্রবেশ

করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে ইঁহাদের কত প্রভেদ! যাঁহারা জননীর কাছে বসিয়া ব্রহ্মস্তব এবং মার বন্দনা করিতেছেন, তাঁহারা কেমন সুখী! পৃথিবী আর স্বর্গে কত প্রভেদ! যে নারীর অন্তরে প্রেম নাই, যে কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে, সে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে'না। যাঁহারা সমস্ত প্রাণ মন দিয়া মাকে ভালবাসেন, মার সেই প্রিয়তমা কন্যাগণ স্বর্গে বসিয়া কেমন সুখ ভোগ করিতেছেন! যেখানে প্রাচীনকালের আর্য্যকন্যাগণ, মৈত্রেয়ী, গার্গী, সাবিত্রী, সীতাদেবী প্রভৃতি বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন, সেই স্থান কেমন সুখের স্থান! সেই সুখধামে প্রবেশ করিতে না পারিলে তোমাদের দুঃখ যাইবে না। এখনও তোমরা দুঃখিনী, কেন না তোমরা সেই দেবকন্যা-দিগের সঙ্গে তোমাদের সুর মিলাইতে পার নাই। যখন সেই ব্রহ্ম-কন্যাদিগের কোমল হৃদয় হইতে সুমধুর ব্রহ্মস্তব উঠিতে থাকে, তখন স্বর্গের জননী নিজে সেই কন্যাদিগকে তাঁহার ক্রোড়ে লইয়া, তাঁহাদের মুখে অমৃত ঢালিয়া দেন। সেই উপরের ঘরে প্রবেশ করিতে ক্ষমতা না পাইলে তোমাদিগের দুঃখ ঘুচিবে না। যত দিন সেই স্থানে যাইতে না পারিবে, তত দিন তোমরা হাজার কেন উপাসনা কর না, তাঁহারা যে সুখ ভোগ করিতেছেন, তোমরা সেই সুখের অভিলাষিণী হইতে পারিবে না।

যেখানে লীলাবতী, দ্রৌপদী এবং অহল্যা বাই প্রভৃতি জগদীশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিতেছেন, কোন্ বঙ্গবাসিনী কন্যা না সেখানে যাইতে ইচ্ছা করে? তাঁহারা বিশ্বজননীকে মা বলিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যেমন রূপ তেমনই গুণ। সেই স্বর্গে সতী স্ত্রীগণ আপনাদের জননীকে মধ্যে বসাইয়া উৎসব

করিতেছেন। একদিন নহে চিরদিন তাঁহারা স্বর্গের জননীকে লইয়া উৎসব করিতেছেন। অবিশ্রান্ত ভক্তি-বীণা বাজাইয়া তাঁহারা মার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা প্রাণের ভিতরে নিরাকার সরস্বতীর বীণা বাজাইতেছেন। তাঁহারা স্বর্গের দেবতাদিগের নিকটে যথার্থ বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যার পরিচয় দিতেছেন। পুণ্য প্রেম তাঁহাদের ভূষণ; সেই যে স্বর্গের মধ্যে স্থাপিত উন্নত সরস্বতী-সমাজ সেখানে পাপ দুঃখ কিছুই নাই, কেবলই পবিত্রতা কেবলই সুখ। সেই স্বর্গের সঙ্গে এখন পৃথিবীর যোগ হইতেছে। তোমরা বুঝি এ কথা শুন নাই? মৃত্যুর পরে সতী সাধ্বী সকল বৈকুণ্ঠে যায়, এই কথা তোমরা সকলে শুনিয়াছ; কিন্তু এই পৃথিবীতেই সশরীরে স্বর্গ ভোগ করা যায়, ইহা বুঝি তোমরা জান না। মৃত্যুর পরে আমরা যে স্বর্গ ভোগ করিব, আমি আজ সেই স্বর্গের কথা বলিতেছি না; কিন্তু এই ঘরে এখনই আমরা যে স্বর্গের মধ্যে রহিয়াছি, তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের প্রতিজনের আত্মার ভিতরে যে যথার্থ উপাসনা-ঘর আছে, তাহার ছাদের উপর পরলোকবাসিনী সাধ্বী ভগিনীগণ মধুর বীণাযন্ত্রে ঈশ্বরের গুণ গান করিতেছেন।

স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যে, সংসারে যোগ ভক্তি বৈরাগ্য। তোমরা হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া সেই স্বর্গবাসিনী সাধ্বীদিগের সঙ্গে আলাপ কর। সেই প্রাচীন আর্য্যকন্যাগণ, সেই ভক্তিভাজন সাধ্বী স্ত্রীগণ তোমাদের সম্পর্কে মার মতন। ব্রহ্মপরায়ণা ব্রাহ্মিকা যখন স্বর্গীয় সুরে ভক্তির সহিত মধুর ব্রহ্মনাম গান করেন, সেই স্বর্গের দেবীরা আসিয়া তাঁহার রসনাতে বসেন। তবে ব্রাহ্মিকাগণ, তোমরা যদি কল্পনাপরতন্ত্র হও, তাহা হইলে তোমরা চারিদিকে কেবল সংসারই দেখিবে, পরলোক

এবং পরলোকবাসিনী দেবীদিগকে দেখিতে পাইবে না। যদি তোমাদের মনে বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে তোমরা দেখিবে, যখন তোমরা ভক্তিভাবে ঈশ্বরকে ডাক, সেই স্বর্গের দেবীরাও তোমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। তোমাদের মধ্যে যদি কোন ভক্ত থাকেন, তিনি বলিবেন, ছাদের উপর মাকে ডাকিতেছিলাম, মার চারি পাশে কতকগুলি মূর্ত্তিমতী ভগিনীকে দেখিলাম। মাকে দেখিয়া মন কৃতার্থ হইল, মার সঙ্গে যোগীকন্যা, ঋষিকন্যা এবং বৈরাগিণীদিগকে দেখিয়া মন আরও কৃতার্থ হইল। তাঁহারা অশরীরী, তাঁহাদিগের গায়ে কোন অলঙ্কার নাই; কিন্তু বিচিত্র ফুলে তাঁহারা অত্যন্ত সুন্দরী। অশরীরী আত্মা, সকলেই অরূপ অথচ প্রত্যেকেরই মনোহর রূপ আছে। ইঁহারা চৈতন্যময়ী, সকলেই সরস্বতীর কন্যা, ইঁহাদের হৃদয়ের ভিতরে স্ত্রীভাব দেখিতে পাইলাম। ইঁহাদের মধ্যে কেহই পুরুষ-প্রকৃতি নহেন। সকলেই কোমলতা এবং ভক্তির প্রতিমা। ইঁহাদের প্রেমানন্দে মার মুখের রূপ জ্যোতি পড়িয়াছে, ইহা কি কল্পনা?

ওরে ভ্রান্ত মন, আমাকে ব্রাহ্মিকা পাইয়াছ বলিয়া কি স্বর্গের স্বপ্ন দেখাইতেছ? এ সকল কথা বলিলে লোকে আমাকে পাগলিনী বলিবে, কুসংস্কারাবিষ্ট বলিবে। কিন্তু যাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব? মার স্বর্গ দেখিয়া ব্রাহ্মিকার হৃদয় মন আনন্দ-রসে ডুবিয়াছে, সে কি আর সংসারে ফিরিতে পারে? সংসার-সম্পর্কে ব্রহ্মকন্যা মৃত, ব্রহ্মকন্যার চক্ষু কর্ণ নাই, ব্রহ্মকন্যা সংসার দেখিতে পায় না, সংসারের কোলাহল শুনিতে পায় না। ব্রাহ্মিকার হৃদয় প্রকাণ্ড অমৃত-সমুদ্রে ডুবিয়াছে। ব্রাহ্মিকা জানে না কি সময় আসিয়াছে, ব্রাহ্মিকা আনন্দ-রসে বিহ্বল হইয়া, থেকে থেকে মা

বলিয়া ডাকিতেছে, ব্রাহ্মিকার কি অবস্থা হইয়াছে বাড়ীর কেহ জানে না। বাড়ীর কর্ত্রী কোথায় গেল কেহই বলিতে পারে না। স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মকন্যা ছাদের উপর বসিয়া স্বর্গের সৌন্দর্য্য-রস-পান করিতেছেন। প্রাণেশ্বরী করুণাময়ী স্বর্গের শোভা দেখাইয়া তাঁহার কন্যার মন ভুলাইয়া লইয়াছেন। স্বর্গের দেবীদিগকে দেখিয়া ব্রহ্মকন্যা মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তোমরা কোন্ দেশের নারী গা? কথা কি কবে আমার সঙ্গে? একবার কি তোমরা আমা-দিগকে বাছা বলে ডাকিবে? হাঁ গা, তোমরা কি যন্ত্র বাজাচ্ছ? আবার বাজাও ত, এমন স্বর ত শুনি নাই। তোমাদিগকে দেখিয়া আমার মন যখন মুগ্ধ হইল, চিরকালের জন্য মুগ্ধ হউক। এই ত পৃথিবীতে বসিয়া স্বর্গ দেখা হইল, যেন রোজ রোজ এই স্বর্গ দেখিতে পাই। দিবসযামিনী তোমরা আমার সহায় হইয়া থাক। দুঃখের আগুনে আমার হৃদয় পুড়িতেছিল। আমি জানিতাম না যে ভাঙ্গা ছাদের উপর বসিয়া স্বর্গ দেখিব। স্বর্গের সুখে ব্রহ্মকন্যা মত্ত, তিনি আর উঠিতে পারেন না। বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। পৃথিবী-সম্পর্কে তিনি মৃত, তাঁহার প্রাণ স্বর্গের কন্যাদিগের নিকট পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মিকাগণ, এই স্বর্গকে তোমরা কল্পনা মনে করিও না। তোমাদের স্বর্গীয় ভগ্নীগুলি রোজ রোজ স্বর্গ সাজাইয়া রাখেন, আজ বৎসরের একদিন তোমরা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছ।

মৃত্যুর পরে স্বর্গে যাইবে, এই আশা করিয়া ইহলোকে বর্ত্তমান স্বর্গ অবহেলা করিও না। ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিয়া বর্ত্তমান পরিত্যাগ করিও না। স্বর্গ ভোগ করিতে আর বিলম্ব করিও না। আজ সংসারকার্য্যে ব্যস্ত, কাল স্বর্গে যাইব, আর এরূপ বলিও না। যখনই

স্বর্গের শব্দ শুনিবে তখনই স্বর্গে যাইবে। ভবিষ্যতে শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া বিলম্ব করিও না। যেখানে পাপ দুঃখ অশান্তি নাই সেখানে যাইতে কেন বিলম্ব করিবে? তখন উর্দ্ধশ্বাসে সেই স্বর্গের ঘরে যাইবে। সেখানে নানা জাতীয় ফুল দেখিয়া তোমাদিগের প্রাণ সুখী হইবে। ঈশা, মুসা, নানক, জনক, সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি যাঁহারা এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সেই স্বর্গের ঘরে বাস করিতেছেন। দেখ্‌বে চমৎকার শোভা! এখানে যত সাধ্বী ছিলেন, সকলে সেখানে গিয়া বসিয়া আছেন। যখন পৃথিবীতে শোক সন্তাপ পাইবে তখন সেই স্বর্গে যাইবে। তোমাদের প্রতিজনের বুকের ভিতর প্রেম-দ্বার আছে, সেই দ্বার খুলিলে একটী কুটীর দেখিতে পাইবে, সেখানে ঈশ্বর নিত্যকালের জন্য আপনার স্বর্গধাম খুলিয়া রাখিয়াছেন। সেই কুটীর মধ্যে গিয়া জগদীশ্বরীকে বলিবে, মা, আমি কি স্বর্গে স্থান পাইব না? যে একবার বলে আমি ঈশ্বরকে চাই, সে ঈশ্বরকে পায়। তোমরা যদি বল আমরা পৃথিবীতে থাকিব না, আমরা আমাদের প্রাণের স্বর্গীয়া ভগ্নীদের সঙ্গে থাকিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমরা স্বর্গের অধিকারিণী হইবে। যেখানে নিত্যানন্দ প্রভু আপনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে নিত্য উৎসব করিতেছেন, সেখানে গেলে আর দুঃখ থাকে না।

তোমরা জান হিন্দুরা বলেন এই দেশে যখন দুর্গা আসেন, তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ কার্ত্তিক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসেন। হিন্দুভক্তেরা সেই দুর্গতিনাশিনীর সন্তান কার্ত্তিককে ক্রোড়ে লইবার জন্য কেমন ব্যস্ত হন। ভক্তি সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয়। ব্রাহ্মিকাগণ, তোমাদিগের যথার্থ দুর্গতিনাশিনী তাঁহার সমস্ত সুন্দর কার্ত্তিক-

গুলিকে লইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগকে কি তোমরা অনাদর করিতে পার? তোমরা কি ধ্রুব প্রহ্লাদকে দেখিয়া বলিবে না, "ওরে ধ্রুব, ওরে প্রহ্লাদ, ওরে বালকমতি, নিতান্ত শিশু তোরা, তোরা আমাদের কোলে আয়। তোরাও সেই করুণাসিন্ধুকে মা বলিয়া ডাকিয়াছিলি। যদি তোরা মার সঙ্গে এলি, তোরাও আমাদের প্রাণের ভিতরে আয়। ভক্তির অবতার তোরা।" কোন ভক্ত মরেন নাই। স্বর্গের ছেলে মেয়েরা মার কাছে বসে আছেন। তাঁদের যদি বাছা বলে আদর করিতে পার, তরিয়া যাইবে। নিরাকার মাকে ডাকিলে, নিরাকার ভাই ভগ্নীকেও পাওয়া যায়। এক হরির বাড়ীতে গিয়া সমস্ত স্বর্গ প্রাপ্ত হইলাম।

আদর্শ চরিত্র।

সায়ংকাল, শুক্রবার, ১০ই মাঘ, ১৮০১ শক ;

২৩শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আর্য্যনারীসমাজের সভাগণ, তোমাদের জীবন এরূপ হওয়া চাই যে, দেখিলেই যেন তোমাদিগের প্রতি লোকে শ্রদ্ধার উদয় হয়। তোমাদিগের চরিত্র নারী-চরিত্রের আদর্শ হইবে, তোমরা ধর্ম্মালঙ্কারে ভূষিত হইবে, প্রেম পুণ্য বিনয়ের জীবন ধারণ করিবে। সীতা সাবিত্রী গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতের পুণ্যবতী নারীগণের জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত তোমাদের অনুসরণীয়। তোমরা সংসারে থাকিয়া যোগ ভক্তির সাধনা কর, পরম জননীকে ভক্তির সহিত পূজা করিয়া ধন্য হও, সংসারে ও জীবনের সমুদয় ঘটনায় তাঁহার প্রেম দর্শন কর।

ইহলোক পরলোকবাসী সাধুদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে এবং দুঃখী-দিগের প্রতি দয়া করিতে শিক্ষা কর। এখন হইতে তোমরা জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া লও। আপনাদিগের ভার আপনারা লও। নির্জন সাধনার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট কর, নির্জনে সজনে ব্রহ্মপূজা কর, সৎগ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া সুখী ও শুদ্ধ চরিত্র হও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

জলাভিষেক। *

প্রাতঃকাল, শনিবার, ১১ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

জল সংস্কারে চিত্ত শুদ্ধি এবং গাত্র শুদ্ধি হয়, এই প্রকার বিশ্বাস এ দেশে চির-বদ্ধমূল। স্নান না করিয়া কোন হিন্দু পূজাঘরে প্রবেশ করিতে পারেন না। শরীর যদি ধৌত না হয়, শরীর যদি নানা প্রকার দোষে দূষিত থাকে, সেই শরীর ঈশ্বরের নিকট যাইতে অনুপযুক্ত। গত কল্যের যত পাপ মলা সঞ্চিত আছে, সে সকল বহন করিয়া দেবালয়ে যাইতে পার না। শরীরের জড়তা ও মলিনতা পূজার অনুকূল নহে। অপবিত্র শরীর লইয়া তুমি যদি দশ জন সাধুর নিকট উপবেশন কর, তোমার নিঃশ্বাসে সেই দশ জনের শরীর কলঙ্কিত হইবে। শরীর চায় আমি পরিষ্কৃত হই। স্বভাব আপনি গুরু ও নেতা হইয়া এই গাত্র শুদ্ধির সরল নীতি শিক্ষা দেয় ও

প্রতিষ্ঠিত করে। গাত্রশুদ্ধি নিতান্ত আবশ্যক। আবার কতকগুলি মলিন বস্ত্র লইয়াও যাইতে পার না, শুদ্ধ পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিয়া ঈশ্বরের ঘরে আসিবে। শরীরকে যেমন শুদ্ধ .করিবে, তেমনই মন প্রাণকেও শুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের ঘরে আসিতে হইবে। জল সংস্কারের গূঢ় ভাব কি? হে মন, তুমি কি অবগাহন কর নাই? জল শরীরের ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। কি জল? প্রেমের জল, ভক্তির জল। শুষ্ক ভাবে ঈশ্বরের নিকট এক মিনিট দাঁড়াইতে পারি না। যদি প্রেমহীন ভক্তিহীন হইয়া দাঁড়াও তবে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ হইবে না। কত ধর্ম্মসম্প্রদায় বাহ্যিক জলাভিষেক-নিয়ম পালন করে। ফলতঃ মনের ভিতরে একটু প্রেমবারি, ভক্তি-বারি প্রাবিষ্ট না হইলে, মন সংসারী থাকে। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মেরাও স্নান করেন, পৃথিবীর জলে নহে, স্বর্গের জলে। পৃথিবীর জল কি আত্মাকে প্রস্তুত করিতে পারে? পৃথিবীর উপকরণ পৃথিবীর কার্য্য সমাধার জন্য। স্বর্গীয় বারি ভিন্ন আত্মা শুদ্ধ হয় না। পৃথিবীর জল যতই মস্তকে ঢাল না কেন, তাহাতে স্বর্গের ঘরে প্রবেশ করিতে পার না। পৃথিবীর জলে গাত্রে ভাবান্তর হয়; কিন্তু মনের পরিবর্ত্তন হয় না। পৃথিবীর জলে যে স্নান করিল, সে এখানকার বৃন্দাবনে যাইতে পারে; কিন্তু স্বর্গের বৃন্দাবনে যাইতে পারে না। সেই প্রাচীন জল সংস্কারের ভিতর হইতে, নূতন আত্ম-সংস্কার বিধি বাহির করিয়া, প্রাচীনকালের বিধি পূর্ণ করিতে হইবে। শরীর মন কল্যকার পাপ তাপে কলুষিত ও সন্তপ্ত, এইজন্য শুদ্ধতার জলে অবগাহন করিয়া নির্ম্মল এবং শীতল হইতে হইবে। উপাসনা-ঘাটে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা একটী অমৃতময় সরোবর। শরীরের প্রত্যেক লোমকূপের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা-বারি-বিন্দু প্রবেশ করাইতে হইবে। যেমন জলে স্নান করিলে বাহির ভিতর সমস্ত ঠাণ্ডা ও সুস্নিগ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের বর্ত্তমানতার মধ্যে বাস করিলে ভিতর বাহির উভয় শীতল হয়। স্নানান্তে যে কেমন আরাম হয়, যতক্ষণ মানুষ না স্নান করে ততক্ষণ বুঝিতে পারে না। সেই মস্তক, সেই শরীর ; কিন্তু স্নানান্তে কেন এত আরাম? স্নান করিয়া কেন আমরা বলি 'আঃ!' বাহিরের জল ভিতরে গেল আর শরীর ঠাণ্ডা হইল। স্নানের আগে শরীরের এমন ভাব ছিল না, সর্ব্বাঙ্গে মলা ছিল, স্নানে মলা গেল, বাহিরের পবিত্র স্নিগ্ধভাব ভিতরে আসিল, স্নানে এই দুই পরিবর্ত্তন। যথার্থ অভিষেক হইলে শরীরের ভাবান্তর হইবেই হইবে। যতক্ষণ না ভাবান্তর হয়, ততক্ষণ মানুষ জল হইতে উঠে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত সুশীতল না হয়, ততক্ষণ মানুষ বারবার ডুব দেয়।

ব্রহ্মভক্ত, শরীরের যেমন ভাবান্তর হয়, তোমার প্রাণের সেইরূপ ভাবান্তর হওয়া উচিত। ব্রহ্ম-সমুদ্রে ডুবিয়া দেখিবে সর্ব্বাঙ্গে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা-সলিল। ব্রহ্মে ডুবিবার পূর্ব্বে শূন্য দেহ, শূন্য মন ছিল ; কিন্তু ব্রহ্মে ডুবিয়া গায়ে হাত দিয়া, চক্ষে হাত দিয়া দেখিতেছি, চারিদিকে ব্রহ্ম-ব্যাপ্তিরূপ জল, চারিদিকে শান্তি-সলিল। ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা সাগরে ডুবিলাম, ব্রহ্ম-জল আমার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, ব্রহ্ম আর আমার কাছে বাহিরের বস্তু রহিলেন না। অমৃত-সাগর ঐ, এই কথা আর আমি বলিতে পারি না। যেমন মানুষ বলবান্, জ্ঞানবান্, পুণ্যবান্

হয়, তেমনই আমরা ব্রহ্মজলে ডুবিয়া ব্রহ্ম-জলবান্ হই। এই অভিষেক আমাদের প্রাণের ভিতর গিয়া প্রবেশ করে! অপূর্ব্ব শীতল বারি ঈশ্বরের সত্তা। সেই শীতল জলে আমাদের মস্তকের চুল ভিজে আছে। আমাদের প্রাণের ভিতরে সেই শীতল বারি প্রবেশ করিয়াছে। যখন যেখানে বসি, সেই স্নিগ্ধ সত্তার মধ্যে থাকি, তখন আর পাপের আগুন জ্বলে না। যে জল-সংস্কার না করিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরে প্রবেশ করে, সে ব্রহ্মমন্দির শূন্য দেখিল। সে জানে ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন; কিন্তু সে জ্ঞান শুষ্ক। শুষ্ক মন বলে কই হরি? কাহারও সহবাসে আছি ত মনে হয় না। তাহার শুষ্ক শরীর! কিন্তু যে ভক্তি-বারিতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে, সে ভিতরে বাহিরে প্রভুকে বিদ্যমান দেখিতে পায়। জলে জল মিশিয়া যায়। স্নিগ্ধভাবে পূজা করিলে, ঈশ্বরের স্নিগ্ধতা ভোগ করা যায়।

ব্রহ্মমন্দিরের আকাশ একটী প্রকাণ্ড সমুদ্র। উৎসবের সময় এই মন্দিরের করুণাসিন্ধু দেবতা আরও প্রচুর পরিমাণে জলসেক করিবেন। হে ব্রাহ্ম, হৃদয়কে অভিষিক্ত না করিয়া ব্রহ্মমন্দিরে আসিও না। ঈশ্বরের ব্যাপ্তি-জলে আগে স্নান কর। সেই ব্যাপ্তি-বারি শরীরের প্রণালীর ভিতর দিয়া রক্তরূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই জীবন্ত বিশ্বাসের অভিষেক প্রাণপ্রদ। একবার এই ঈশ্বরের সত্তাতে, এই বিশ্বাসের গঙ্গাতে অবগাহন কর। তুমি যখন কাল প্রত্যূষে এখানে আসিবে, সর্ব্বাঙ্গে এই ব্রহ্মজলে আর্দ্র হইয়া আসিবে। ঈশ্বরেতে অবগাহন করিলে, ঈশ্বর প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করেন। যথার্থ অন্তরের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, ব্রহ্ম প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন কি না। কেমন প্রাণ! ব্রহ্মব্যাপ্তি জল তোমার

মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে কি? বুকে হাত দিয়া দেখিবে, যদি যথার্থ বিশ্বাসী হও দেখিবে, ব্রহ্ম জলাভিষেকে তোমার সেই সন্তপ্ত বক্ষ আর নাই। যেমন শরীর জলে প্রবিষ্ট হয়, জলও শরীরে প্রবিষ্ট হয়। সেইরূপ যেমন জীবাত্মা নূতন বস্ত্র পরিয়া পরমাত্মাতে প্রবেশ করে, পরমাত্মাও প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, ভক্তি শান্তিরূপে জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। আগে অভিষেক, পরে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মসহবাসের সুখ পাইয়া কৃতার্থ হইবে।

নবশিশুর জন্ম। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

গৃহস্থের ঘরে আজ আনন্দধ্বনি কিসের জন্য? আজ তুরী ভেরী বাদ্য বাজিতেছে কিসের জন্য? দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছেন কিসের জন্য? কুলকামিনীরা ব্যস্ত কিসের জন্য? যুবা বৃদ্ধ বালক সকলেই আজ আনন্দিত কেন? অন্যকার দিন এত আনন্দের দিন হইল কেন? পৃথিবী বঙ্গদেশকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ তুমি নূতন কাপড় পরিয়াছ কেন? বঙ্গদেশ পৃথিবীকে বলিতে লাগিলেন, "পৃথিবী শুন, পঞ্চাশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজগর্ভে ধর্ম্মের শিশু গঠিত হইতেছিল, বহুকালের প্রসবযন্ত্রণার পর আজ সেই শিশু জন্ম ধারণ করিয়াছে। আজ আমার হৃদয় পরিষ্কৃত হইল। এই নব-কুমারের মুখ দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। এত দিন সভয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া ছিলাম, কি হয়, কি হয়, পাছে বিষম প্রসব-

যন্ত্রণায় শিশু মারা যায় এবং মাকেও মারিয়া ফেলে। জননীর জরায়ু মধ্যে শিশুর মৃত্যু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে জননীরও মৃত্যু হয়, এই ভয়ে আমি বঙ্গদেশ ম্লান মুখে বসিয়াছিলাম। পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে এত অধিক যন্ত্রণা বাড়িয়াছিল যে, আমার আশঙ্কা হইয়াছিল বুঝি কোন দৈত্য দানব কিম্বা অসুর জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীকে ছারখার করিবে। জননীর মুখ দেখিয়া লোকে বলিত, এর পেটে কি ছেলে আছে জানি না। এই শিশুর যন্ত্রণায় রোগে শোকে জননী এবার গেল। শিশু যদি দানব না হইবে, ব্রাহ্মসমাজ এমন মলিনাকৃতি কেন হইবে? বিধাতার কৃপায় সৌভাগ্যবশতঃ সুসন্তান জন্মিয়াছে, এইজন্য আমার এত আনন্দ। আমার সকল দুঃখ কাটিয়া গেল।"

পঞ্চাশ বৎসর পর এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই শিশুর ভিতরে যোগ, ধ্যান, বৈরাগ্য, প্রেম, ভক্তি সমুদয় গুণ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। সমুদয় স্বর্গীয় গুণে সুসম্পন্ন হইয়া শিশু ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। সেই শিশুর গর্ভে বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল কোরাণ সমুদয় রহিয়াছে। শিশুর মুখের ভিতরে সরস্বতীর মুখ লুক্কায়িত রহিয়াছে। যোগী ঋষিরা যেমন পর্ব্বত কাননে যোগ সাধন করেন, শিশু জননীর গর্ভে থাকিয়াই সকল বিদ্যা শিখিয়াছেন। স্বয়ং ঈশ্বর, স্বয়ং জ্ঞানপ্রদায়িনী নিরাকারা সরস্বতী শিশুর জিহ্বা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। শিশুর কিছুমাত্র ভয় ভাবনা নাই। কি খাইব, কি পরিব, তিনি এ সকল নীচ ভাবনা ভাবেন না, নিরাকারা লক্ষ্মী সমস্ত ধন ধান্য লইয়া, তাঁহার ঘরে বসিয়া আছেন, লক্ষ্মীর সংসারে তাঁহার বাস। পূর্ণ লক্ষ্মী পূর্ণাকারে তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট। তাঁহার বৈরাগ্য তাঁহার সুখের সংসার। পৃথিবীর সমুদয়

অন্ন বস্ত্র, পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য তাঁহার। শিশুর রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সিংহের বল। সেই শিশুর রসনা বলিতেছে, যখন আমি ব্রহ্মকথা বলিব, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই কথা শুনিবে। আমার বলের নিকট সিংহ তিষ্ঠিতে পারে না। সেই বলের নিকট পৃথিবীর নৃপতিগণ কম্পিত। স্বর্গের শিশুর নিকট পৃথিবী পরাস্ত। শিশু জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং সেবক হইল। পৃথিবী কি জানে পঞ্চাশ বৎসর কি হইয়াছে? এখানে ব্রাহ্মসমাজ, ওখানে ব্রাহ্মসমাজ, এখানে কলহ, ওখানে কলহ, ব্রাহ্মদিগের সংবাদপত্রে এ সকল সংবাদ দেখা যাইত; কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার হইতেছিল, এমন এক সুন্দর শিশু আসিতেছিলেন তাহা কে জানিত? আজ পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিবার জন্য, শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। আজ এই সুখের সমাচার, পবন, তুমি দশ দিকে লইয়া যাও।

নবকুমার ভূতলে আসিয়াছেন, তাঁহার কোন বিষয়ে অভাব নাই। সর্ব্বশাস্ত্রে ইনি সুপণ্ডিত। তুমি ইংরাজী হিব্রু জান, বাণবিদ্যা জান, যুদ্ধ করিতে জান, শিশু, তুমি সুখী না দুঃখী,—এ সকল প্রশ্ন শিশুকে জিজ্ঞাসা করিও না, শিশুর অপমান হইবে। সাবধান ঈশ্বরের পুত্রের যেন অবমাননা না হয়। সময়ের পূর্ণতা হইবা মাত্র পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। শিশুর জন্ম হওয়াতে প্রসব-যন্ত্রণার পর জননীর শতগুণ অধিক পরিমাণে আনন্দ হইয়াছে। এই সুকুমার শিশুর জন্মোৎসবে সকলে আসিয়াছেন। এমন সুখের অবস্থা ব্রাহ্মসমাজে আর কখনও হয় নাই। নবপ্রসূত শিশুর মুখ দেখিয়া জননীর কত আহ্লাদ! শিশু প্রসব হইল, আর স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দেবলোক হইতে দেবতারা

শিশুকে অভিষেক করিতে আসিলেন। প্রথমে দেবতারা আসিয়া শিশুকে কোলে করিয়া চুম্বন করিলেন এবং মোহর, মতি, মাণিক্য প্রভৃতি দিয়া শিশুর সম্মান করিলেন। ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য, নানক, কবীর, শাক্যমুনি, মহম্মদ প্রভৃতি আপন আপন শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া শিশুর অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। তাঁহাদের একটী ভাই জন্মিয়াছে শুনিয়া তাঁহাদের কত আহ্লাদ। সকলেই আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছেন। স্বর্গে মহা আনন্দধ্বনি হইতেছে। স্বর্গে কে সঙ্গীত করে, কে বাজায় আমরা জানি না। স্বর্গে চারি-দিকে ভক্তিবৃক্ষের শোভা, তাহাতে সুগন্ধ ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। সে সকল ফুলে চারিদিক হইতে মধুকর সকল আসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে এবং বিচিত্র পাখী সকল সুললিত কণ্ঠে গান করিতেছে। শিশুর জন্মোৎসবে নদ নদী সকল বিমর্ষ ভাব পরিত্যাগ করিয়া হাসিতেছে। পৃথিবী আজ মনোহররূপে সুসজ্জিত হইয়াছে। দেবলোকের মহাত্মা-দিগকে সম্ভাষণ করিবার জন্য, দুই দিকে পবিত্রতার কদলী বৃক্ষ সকল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রেম শান্তি প্রভৃতি মধুকর ও পাখী হইয়া মঙ্গল-সঙ্গীত করিতেছে। আজ পৃথিবীতে দেবলোকের অবতরণ হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় ভক্তিভাজন বড় বড় সকলেই আসিয়া শিশুর আদর করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজ, তোমার নূতন সন্তান জন্মিয়াছে, নারদের নিকট আমরা সংবাদ পাইয়াছি। আজ তোমার আনন্দ হইয়াছে। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সুকুমার সন্তান! এই সন্তানের প্রতাপে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিবে, দেবতারা এই সন্তানের মস্তকে মুকুট পরাইবেন। এই সন্তানের জন্মোৎসব দেখিবার জন্য কোথায় সিন্ধুদেশ, কোথায় পঞ্জাব,

কোথায় ব্রহ্মরাজ্য, কোথায় বম্বে ইত্যাদি নানা স্থান হইতে লোক সকল দৌড়িতেছেন। শিশু দর্শন করিবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িতেছে। এমনই আনন্দে মত্ততা যে, সকলে প্রাণপণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। শিশুর প্রসব হইয়াছে শুনিয়া যাহারা দুঃখী দরিদ্র অধর্ম্মে অত্যন্ত মলিন তাহারাও দৌড়িতেছে। ঈশ্বরের অন্তঃপুরে থাকিয়া দেব দেবিগণ উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন, পৃথিবীতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। দেবতারা যেখানে বসিয়া আছেন, পৃথিবী সেখানে যাইতে পারে না। দেবলোকের অধিকার উচ্চ। দেবতারা শিশুকে আগে দেখিবেন, তাহার পর পৃথিবীর নর নারীগণ, তোমরা দূর হইতে শিশুকে দেখিবে! বিধাতা ইহা হইতে উচ্চ অধিকার তোমাদিগকে দিলেন না। স্বর্গ পৃথিবীর মধ্যে এই প্রভেদ রহিয়াছে। স্বর্গের কুলকামিনীরা যাঁহারা প্রেম পুণ্যে পরমাসুন্দরী যাঁহারা আমাদের স্বর্গের মা, যাঁহাদিগকে স্মরণ করিলে আমাদিগের প্রাণ পবিত্র হয়, এই প্রিয়দর্শন শিশুকে বাছা বলিয়া আদর করিয়া কোলে করিতেছেন। সেই সুন্দরী ব্রহ্মকন্যাদিগের কোলে শিশুকে দেখিয়া কত লোক মোহিত হইয়া গেল। সেই আশ্চর্য্য রূপলাবণ্যবতী ব্রহ্মকন্যাদিগকে দেখিয়া কেহ কেহ শিশুকে ভুলিয়া গেল। সেই সুন্দরী কামিনীদিগের মুখে কেমন উজ্জ্বল পুণ্যজ্যোতি, কেমন ভক্তির মাধুর্য্য, কেমন শান্তির গাম্ভীর্য্য! যেখানে সেই দেবকন্যারা বাস করিতেছেন, সেখানে সাধু ভক্তেরাও ভক্তি-রসাস্বাদন করিতেছেন।

১৮০০ শত বৎসরের ঈশা সেখানে বসিয়া আছেন। আহা! তাঁহার মুখের কি লাবণ্য! আবার ঈশার যত ভক্ত তাঁহারাও তাঁহার

চারি পাশে বসিয়া আছেন। শ্রীচৈতন্য ও সেখানে বসিয়া আছেন। তাঁহার ভক্তির সুগন্ধ আজও পৃথিবীতে রহিয়াছে। আহা! তাঁহার কেমন সুন্দর মূর্ত্তি! কি প্রসন্ন ভাব! স্বর্গের এইরূপ কোটী কোটী চন্দ্র এক স্থানে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর কেন এক শত চক্ষু দিলেন না, তাহা হইলে প্রাণ ভরিয়া এই স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখিতাম। কেন আজ কোটী রসনা পাইলাম না, তাহা হইলে মন খুলিয়া এই স্বর্গীয় শোভার কথা বলিতাম। কেন কোটী বাহু হইল না, তাহা হইলে এই স্বর্গের চন্দ্র সকলকে আলিঙ্গন করিতাম। ওরে রসনা, তুই আজ একটী রইলি কেন? ওরে চক্ষু, আজ তুই কি করিবি? চারিদিকে হীরক-খণ্ড কোন্ দিকে তাকাবি? এমন শুভদিন পৃথিবীতে হয় না। আজ ব্রাহ্মসমাজ বাড়ীতে সকলের শুভাগমন। আকাশের সকল চন্দ্র খসিয়া পড়িয়াছে। কেমন করিয়া সকলকে বুকে জড়াইয়া ধরিব? সহস্র সহস্র যোগী, কোটী কোটী ভক্ত, দুই হাত আসনে এতগুলি সাধুকে কেমন করিয়া বসাইব? আমাদের বাড়ীতে আজ স্বর্গ হইতে টাকা, মোহর, মাণিক বর্ষণ হইতেছে। দেব দেব মহাদেব আজ এ সকল কারখানা দেখাইতেছেন।

আজ যদি মন, তুমি ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গ অবিশ্বাস কর, মরিবে। যদি সন্দেহের গরল উদ্গীরণ করিয়া বল, এই স্বর্গ অনুমান, ইহা বিকৃত মনের একটা বিকটাকার উদ্ভাবন, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে। আজ ষোল আনা বিশ্বাস ভিন্ন কেহ বাঁচিতে পারিবে না। যিনি কেন হউন না, বড় বড় ব্রাহ্ম, অনেক দিনের ব্রাহ্ম হউন না কেন, পূর্ণ বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িতে হইবে; আবার নাস্তিক এবং সংসারী হইয়া নরকের অগ্নিতে জ্বলিতে

হইবে। যে ব্যক্তি সন্দেহ অথবা অবিশ্বাস করিবে, সে মনে করিবে একটা পাষণ্ডের জন্ম হইল। সত্যধর্ম্ম বিলোপ করিবার জন্য একটী দানব জন্মিয়াছে। সেই রাক্ষস লোকের গলায় ছুরি দিবে, নানা প্রকার স্বেচ্ছাচার করিবে, এক সাধারণ ভাব দেখাইয়া সকলের বিশেষ ভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে, যোগীকে যোগ সাধন করিতে দিবে না, ভক্তকে ভক্তিতে প্রমত্ত হইতে দিবে না। এক প্রকার নূতন বিষ প্রস্তুত করিয়া সকলকে খাওয়াইবে। নিরাকারের ভাণ করিয়া, এক কল্পনার রাজ্য বিস্তার করিবে এবং লোকগুলিকে মজাইবে। যাহা কল্পনা তাহাই ধর্ম্ম, যাহা বিবেক তাহাই ঈশ্বরের আদেশ, দানবের পরাক্রম বাড়িবে। সন্দিগ্ধ অবিশ্বাসী এ সকল কথা বলিয়া কাঁদিবে।

কিন্তু বিশ্বাসী পঞ্চাশ বৎসর পরে ঈশ্বরের সন্তান জন্মিয়াছে দেখিয়া হাসিলেন। বিশ্বাসী তাঁহার বিশ্বাস এবং প্রেম-নয়নে শিশুর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন। যাহারা স্বর্গের দেব দেবীদিগের কোলে এই শিশুকে দেখিতে পাও নাই, অন্তঃপুরে যাও। স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ, চক্ষে গিয়া দেখ। আমরা যে কয়জন এই স্বর্গ দেখিলাম, ধন্য হইলাম। আজ মেয়ে পুরুষ যাঁহারা এসেছেন সকলকে ভিতরে যাইতে হইবে। বন্ধুগণ, সকলে আপন আপন প্রাণের নিগূঢ় স্থানে মনকে প্রেরণ কর। সেখানে স্বর্গীয় যোগী, ঋষি, সাধু, ভক্তগণ, সাধ্বী, ঋষিকন্যাগণকে দেখিতে পাইবে। যোগবলে দেখ রূপ-লাবণ্যময় স্বর্গ। মহাদেব মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, আর এই শিশু তাঁহার সমস্ত সাধু ভক্ত সন্তানগুলিকে আলিঙ্গন করিতেছেন। ছোট শিশু হিন্দুস্থানের তেত্রিশ কোটী দেবতাকে

আপনার হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। পৃথিবীতে যত ভাবের অবতার হইয়াছে, শিশু সকলকে আপনার ভিতরে এক করিয়া লইয়াছেন।

শিশু জন্মিবা মাত্র অল্পক্ষণের মধ্যে সকলের পদতলে পড়িয়া প্রণাম করিতে লাগিল। শিশু বলিল প্রণাম মহাদেব, প্রণাম দেবতাগণ। শিশুর ভক্তিমাখা কথা শুনিয়া দেবতাদিগের চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন এইমাত্র তোমার জন্ম হইল, কর কি শিশু, তুমি মহাদেবকে চিনিলে কিরূপে? নবকুমারের ভক্তি দেখিয়া দেবগণ চমৎকৃত হইলেন। নমস্কার, নমস্কার দেব দেবীগণ, এই বলিয়া শিশু ভক্তির সহিত সকলকে প্রণাম করিতে লাগিল। দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বর নাও শিশু। শিশু করযোড়ে প্রতিজনের কাছে আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। দেবর্ষি যোগর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি সকলেই হৃদয় খুলিয়া শিশুকে আপন আপন যোগবল, ভক্তিবল প্রভৃতি স্বর্গের ধন দিলেন। বন্ধুগণ, শুন স্বর্গের অপূর্ব্ব কাহিনী। মহাদেবের সভার কথা যে শুনে সে ধন্য, যে বলে সে ধন্য! অতএব ভক্তির সহিত হরিভক্তি-রসলীলা শুন। প্রত্যেক যোগী ঋষি, প্রত্যেক সাধু ভক্ত শিশুকে বলিলেন, এই লও আমার যোগ, এই লও আমার ভক্তি উৎসাহ, এই লও আমার ধনুর্ব্বাণ, এই লও আমার বৈরাগ্য, তুমি আমার মত যোগী হও, তুমি আমার মত ভক্ত হও, তুমি আমার মত বৈরাগী হও। সাধুদিগের নিকট বর লইয়া শিশু স্বর্গে যে যার মত লক্ষ্মীগুলি বসিয়া আছেন, তাঁহাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, দেবী, বর দাও। দেবীরা বলিলেন, স্বর্গের শিশু, তোমাকে দেখিয়া আমরা মোহিত হইলাম। আমরা নিশ্চয় ভবিষ্যদ্বাণী বলিতেছি। তোমার রূপে গুণে ত্রিভুবন মোহিত হইবে।

মৈত্রেয়ী, গার্গী, সীতা, সাবিত্রী প্রতিজনে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তুমি আমার মত সুখী হও। তুমি পুরুষ তথাপি নারীর ভাব, স্ত্রীর ভাব, কোমল ভাব তোমার মধ্যে প্রবেশ করুক। এইরূপে শিশু স্বর্গের দেবতাদিগের নিকট নর-ভাব নারী-ভাবরূপ আশীর্ব্বাদ পাইয়া নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে চলিল। সে কি সামান্য শিশু! সেই শিশুর জন্ম হইল, আর দুই ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, দুই বিধান থাকিতে পারে না। সকল ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, সকল বিধান এক বিধানান্তর্গত হইল। আজ শিশুর জন্মদিন উপলক্ষে সকলে একত্র হইয়াছি। ছেলে দেখ্‌তে এসেছি বটে, কিন্তু দেব দেবীকেও দেখিব। আজ সভাতে স্বর্গের হীরা মুক্তা ছড়ান হইয়াছে, সকলে আহ্লাদে মগ্ন হয়ে কাঁদ। এদিক হইতে ওদিক পর্য্যন্ত গড়াগড়ি দাও। আজ এতগুলি সাধু ভক্ত আমাদের কাছে এসেছেন। আমাদের ভাল আসন নাই, কিরূপে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিব। আজ নূতন শোভা, আজ পৃথিবীতে নূতন ব্যাপার। আজ তোমরা এতগুলি এসেছ, তোমাদের ভাই বল্‌ব। আজ ব্রহ্মমন্দিরে এত লোক কেন এলেন? পৃথিবীর পুরুষদের কাছে স্বর্গের দেবগণ, পৃথিবীর মেয়েদের কাছে স্বর্গের দেবীরা বসিয়া আছেন।

যখন আমরা ব্রহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলাম, তাঁহারাও আমাদের সঙ্গে সেই স্তব পাঠ করিলেন। আজ ধরেছি স্বর্গ। স্বর্গ, আর তুমি উড়িয়া যাইও না, আর কাঁদাইয়া যেও না। তোমার সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা হইবে, ইহা মনে করিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। তোমাকে হারাইয়া আর যেন সংসারের নীচ কার্য্য করিতে যাইতে না হয়। তোমাদের মূর্ত্তি দেখিয়া আছি ভাল। ওহে মনোহর স্বর্গ, চিত্ত

মোহিত কর। আমরা স্বর্গবাসী, স্বর্গবাসিনীদিগকে প্রাণের ভক্তি দিব। পরলোকে অনন্তকাল যাঁহাদের সঙ্গে গৃহধর্ম্ম সাধন করিব, ইহলোকে কিরূপে তাঁহাদিগকে না মানিয়া থাকিব। তাঁহাদের একজনকে ছাড়িলেও যে, আমাদের পরিত্রাণ নাই। অনেক লোক ব্রাহ্ম নাম লইয়াও অবিশ্বাসে মরিল। তাহারা মহাদেব এবং স্বর্গের সঙ্গে লড়াই করিতে চাহে। অবিশ্বাসী, তুমি দূর হও। তোমার স্পর্শে ব্রহ্মমন্দির কলাঙ্কিত হইল। যাও দুর্গন্ধ অবিশ্বাস, নতুবা গলা টিপিয়া তোমাকে মারিব। এই নূতন বিধান, এই নব কুমারকে না মানিলে মরিবে। এই শিশুর জন্ম উপলক্ষে স্বর্গ হইতে দেব দেবীরা আসিয়াছেন। বিশ্বাসিগণ, তোমরা ইহার সাক্ষী, যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দাও জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে। কাল থেকে সত্য সাক্ষ দিবে, মার নাম করিবে, আর দুই চক্ষে জল পড়িবে। যদি মার কথা বলিতে বলিতে তোমাদের ভক্তিরস উথলিয়া না উঠে, পৃথিবীর লোক বলিবে ;—বাহরে ব্রাহ্ম, তুই মার কথা বলিস্, অথচ তোর চক্ষে জল নাই।

যারা অভক্ত, যারা অবিশ্বাসী তারা ব্রাহ্ম নহে। যারা মার ভক্ত তারা সংসারে বৈকুণ্ঠ দেখে। যে মাকে দেখিয়াছে, সে তার স্ত্রীকে আসিয়া বলে, ওরে স্ত্রী, জানিস্ আমি কে? আমি সেই পুরাতন স্বামী নহি, আমার মার দাস, যদি মাকে দেখ্‌বি তবে আমার সঙ্গে আয় দুই জনে যোগ সাধন করি। মহাদেবকে সঙ্গে লইয়া, যোগ-বলে তেজস্বী হইয়া, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী এবং ছেলেগুলিকে ধ্রুব প্রহ্লাদ করিয়া লইতে হইবে। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যেও ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। রন্ধন শালায়, শিল নোড়ার মধ্যে, অন্ন ব্যঞ্জনের

মধ্যে, আপনার শরীরের রক্ত ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিতে হইবে। নববিধান শিশু সংসারে স্বর্গ দেখাইবার জন্য জন্মিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজজননীর ছেলে হয়েছে আমাদের ভারি আহ্লাদ। এই সুন্দর শিশুকে দেখিলে চন্দ্র সূর্য্যের হিংসা হয়। হে স্বর্গের শিশু, আমাদের কাল বুকে তুমি বসিবে কি? তোমার শরীরের ভিতর দিয়া স্বর্গের জ্যোতি ফেটে বেরোচ্ছে। ভাই ভগ্নি, তোমরা সকলে এই শিশুকে কোলে নাও, যত শিশুকে হাতে লইয়া নাচাইবে, ততই তোমাদের প্রাণের ভিতরে পুণ্য শান্তি আরাম লাভ করিবে। স্বর্গের দেবতারা শিশুকে দেখিতে আসিয়াছেন, তোমরা মানুষ তোমরা শিশুকে গ্রহণ করিবে না? শিশু, তোমার জন্মে মেদিনী ধন্য হইল, তুমি দীর্ঘজীবী, চিরজীবী হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে স্বর্গ কর। নূতন ভাইটী হল, আমাদের আশা ফেটে পড়্‌ছে। নূতন বিধান, নূতন শিশু সকল ঘরে কল্যাণ বিস্তার করুন!

ধ্যানের উদ্বোধন। *

অপরাহ্ণ, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

মন, তুমি ধ্যান করিবার জন্য প্রস্তুত হও। তুমি যখন ব্রাহ্ম হইয়াছ, তখন যখনই আমি তোমাকে ধ্যান করিতে বলিব, তখনই তোমার প্রস্তুত হইতে হইবে। তুমি নানা কার্য্যে ব্যস্ত, তোমার মন অন্যদিকে আছে, এই কথা বলিলে চলিবে না। এখন ধ্যানের সময়। সেই অপার প্রেমের আধার, অপার জ্ঞানের আধার, অপার

সুখের সিন্ধু তোমাকে দেখা দিবার জন্য ডাকিতেছেন। তাঁহার কোন নিগূঢ় কথা আছে, এইজন্য তিনি তোমাকে চাহেন। থাকুক সংসারের সুখ সম্ভ্রম। ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া এখনই তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিলাম। সংসার হইতে বিদায় লইয়া মন চলিল। কত দেশ অতিক্রম করিয়া চলিল। শরীররাজ্য, মনোরাজ্য হৃদয়রাজ্য ছাড়িল। অবশেষে মন প্রাণরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে শরীর কোন প্রকার ইন্দ্রিয়সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে না, যেখানে মন চিন্তা করে না, যেখানে হৃদয় উত্তেজিত হয় না, সেই আসল ব্রহ্ম-রাজ্যের অন্তঃপুরে গিয়া মন উপনীত হইল। সেখানে কোন শত্রুর আক্রমণের ভয় নাই। এখানে যথার্থ যোগী যোগে মত্ত, যথার্থ ভক্ত ভক্তিরসে মত্ত। এই রাজ্যে অতি নিস্তব্ধ ভাবে বসিতে হইবে। এখানে একটু জোরের সহিত নিঃশ্বাস ফেলিলে, মনে হইবে যেন বজ্রধ্বনি হইল, অতএব এখানে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমাদের নিঃশ্বাসে যোগীদিগের ধ্যান ভঙ্গ না হয়। এখানে সকলেই প্রশান্ত, সকলেই স্থির। এখানে কেবল পরব্রহ্ম এবং জীবাত্মার যোগ। এই যোগেতে আমরা মগ্ন হই। কৃপাসিন্ধু আমাদিগকে দর্শন দিন, তাঁহার পবিত্র সহবাসে রাখিয়া আমাদের প্রতি জনের শরীর মনকে তিনি কৃপা করিয়া শুদ্ধ করুন।

নিরাকারের সৌন্দর্য্য। *

সায়ংকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যখন যেমন তখন সেই রকম। যখনকার মনুষ্য যেরূপ তখনকার ধর্ম্মও সেইরূপ হয়; যখন সাকার দেবতার পূজা পৃথিবীকে অধিকার করিল, তখন জ্ঞানীদিগের মনে ভাবনা উপস্থিত হইল, সাকারের পরিবর্ত্তে নিরাকারের পূজা আবার কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে? কিন্তু যখন মানুষের মন পরিষ্কার হইতে লাগিল, তখন মানুষ দেখিল জ্ঞান-সহকারে নিরাকারকে ধরা যায়, তখন শাস্ত্র হইতেও নিরাকার মত উদ্ভাবিত হইল। বঙ্গদেশে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই নিরাকার মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পৌত্তলিক বঙ্গদেশ মার্জ্জিত বুদ্ধি সহকারে নিরাকার ঈশ্বরকে গ্রহণ করিল। ঈশ্বরের আকার হইতে পারে না। যদি অনন্ত হইলেন নিশ্চয়ই তিনি নিরাকার হইবেন। বৎসরের পর বৎসর নিরাকারের উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। যখন বুদ্ধিতে নিরাকারকে ধারণ করা হইল, তখনও অনেকে জিজ্ঞাসা করিল, নিরাকারকে কি ভালবাসা যায়? নিরাকারকে কি হৃদয় দেওয়া যায়? নিরাকার ঈশ্বর কি একটী ভাব, না সত্য সত্যই একজন সুন্দর পুরুষ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানেতে নিরাকারকে বুঝিলেন, কিন্তু হৃদয়েতে নিরাকারের নিকট পৌঁছিলেন না। প্রেমিক ভক্তেরা দেখিলেন, যিনি নিরাকার সত্য, তিনি শিব, তিনি মঙ্গল, তিনিই সকলকে ধন ধান্য দিতেছেন, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদ দিতেছেন, তিনি আমাদের প্রয়োজন জানিয়া বিবিধ সুন্দর বস্তু সকল রচনা

করিতেছেন, এ সকল দেখিয়া নিরাকার ঈশ্বরকে তাঁহারা ভালবাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন এত যাঁহার খাইতেছি, যাঁহার এত ভালবাসা দেখিতেছি, তাঁহাকে কিরূপে নির্দ্দয় বলিব এবং কিরূপে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? বরং ঈশ্বরকে না ভালবাসা কঠিন হইল। ক্রমে যখন সাধকেরা নিরাকার ঈশ্বরের আরও দয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদিগের মনে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব আরও গাঢ়রূপে মুদ্রিত হইল, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রেম ও কৃতজ্ঞতাও গাঢ়তর হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন যায়; কিন্তু ভালবাসার মত্ততা হয় না। কেবল কর্ম্ম দেখিয়া হরিকে ভালবাসিলে, সেই ভালবাসায় মত্ততা জন্মে না। কীর্ত্তি দেখিয়া ভালবাসিলে ব্যক্তিগত প্রেম হইল কোথায়? যাহারা ভগবানের কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে শিখিল, কার্য্য দর্শন পরিমাণে তাহাদের প্রেম সীমাবিশিষ্ট হইল। তাহারা নির্জনে অথবা সকলে একত্র হইয়া, সময়ে সময়ে ঈশ্বরের দয়ার কীর্ত্তির প্রশংসা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু আপনাদিগকে ভালবাসার স্রোতে নিক্ষেপ করিতে পারিল না। যাহারা সুখ পাইয়াছে বলিয়া ঈশ্বরকে ভালবাসে, দুঃখ হইলে তাঁহাকে কেন ভালবাসিবে? কার্য্য দেখিলে প্রেমের মত্ততা হয় না। যেমন কোন সুন্দর শুদ্ধ চরিত্র সাধুকে দেখিলে তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হওয়া যায়, তাঁহার কীর্ত্তি শুনিলে তেমন প্রমত্ততা জন্মে না, সেইরূপ নিরাকার ঈশ্বরকে না দেখিলে প্রগল্ভা ভক্তির সঞ্চার হয় না। হরিকে যদি না দেখিলাম, তবে কিরূপে তাঁহার প্রেমে প্রমত্ত হইব? যখন ব্রাহ্ম সাধকেরা নূতন ভাবে ব্রহ্ম আরাধনা আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে ভক্তির প্রমত্ততার সূত্রপাত

হইল। আরাধনা ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বস্তু আনয়ন করিয়াছে। আরাধনা দ্বারা সাধক যতই ব্রহ্মের এক একটী স্বরূপ আয়ত্ত করিয়া তাহা সম্ভোগ করেন, ততই মনের মত্ততা বৃদ্ধি হয়। হরির বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে হৃদয়ে প্রগল্‌ভা ভক্তির সঞ্চার হয়। যখন আরাধনা দ্বারা হরিভক্তেরা হরির নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইলেন, তখন তাঁহারা বুঝিলেন হরিপ্রেমে মত্ত না হওয়া কঠিন। যাঁহারা হরির নূতন নূতন রূপ দেখিলেন, প্রেমেতে তাঁহাদের গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হইল। তাঁহারা হরিকে প্রগল্‌ভা ভক্তি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না। যিনি সমস্ত গুণের আকর এবং সমস্ত সৌন্দর্য্যের সমষ্টি, সেই এক ব্যক্তি, সেই জগতের পিতা মাতা ও বন্ধু, সেই এক সচ্চিদানন্দ মহৎলোককে তাহারা দেখিলেন।

এই হরিকে দেখিলে কি মত্ত না হইয়া থাকা যায়? আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির প্রমত্ততা বৃদ্ধি হইতে চলিল। আগে পাত্রে করিয়া জল খাইতাম, তার পর নদী, তার পর সমুদ্র। আবার একাকী হরি-সুধা পান করিয়া থাকা যায় না, ক্রমাগত সকলকে এই সুধা পান করাইতে ইচ্ছা হয়। এই সুধা খাইয়া পাঁচ শত লোক প্রমত্ত হইল। তার পর সহস্র লোক, তার পর দশ সহস্র লোক প্রমত্ত হইবে। প্রমত্ততা যদি নদী হয়, নদীরও জোয়ার আছে, জোয়ারের উপরে আবার বান্ ডাকা, তাহার উপর আবার প্লাবন আছে। ঈশ্বরকে তিন ঘণ্টা উপাসনা করিয়া এখন মন তৃপ্তি মানে না। এখন মনে হইতেছে নিরাকার ঈশ্বরকে ত ভালবাসা যায়ই, তিনি যদি দুঃখ বিপদ প্রেরণ করেন, তথাপি তাঁহাকে ভালবাসা যায়। যদি ব্রাহ্মের মন প্রমত্ত হয়, তবে দিবস যামিনী কেন না প্রমত্ত হইবে? যাহারা

প্রেমের সাগরে ডুবিয়াছে, তাহারা আর উঠিবে কেন? মত্ততা কাহারও দাস নহে, মত্ততার সীমা কোথায় কে জানে? এই মত্ততা যখন আমাদের মধ্যে চলিতেছে, তখন উন্নতির স্রোতে আমরা ভাসিব। এক সময় ছিল, যখন এক ঘণ্টা উপাসনা করিলে মন বিরক্ত হইত, তার পর দুই ঘণ্টা, তার পর তিন ঘণ্টা উপাসনা হইতেছে। ইহাতেও একেবারে সাধ মিটিল না। যতক্ষণ ভক্তির মত্ততা ততক্ষণ উপাসনার প্রতি রুচি ভঙ্গ হইবে না। আগে ঈশ্বরকে পিতা, রাজা, পরিত্রাতা বলিয়া ডাকিয়াছি। এখন ভক্তিতে প্রমত্ত হইয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। মার কোমলতা, মার মধুরতা সম্পর্কে যত কথা বলিবে, যত গান বাঁধিবে, ততই বঙ্গদেশ মোহিত হইবে। তোমরা ধন্য হইলে যে, এত কালের পর তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুমিষ্ট মা নাম শুনিলে। এবার যে মত্ততার নদীতে পড়িলে, এই নদীর বড় টান্। ইহার নিকটে রাজবল, জ্ঞানবল পরাস্ত হইবে, এমন কি তোমাদের জড়তা, স্বার্থপরতাও বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নৌকা খানিক চলিত আবার বন্ধ হইত, এখন গভীর জলে জাহাজ আসিল, এখন নাবিকের মনে মহা সাহস হইয়াছে। এখন যে উপাসনা আবার শুষ্ক হইবে ইহার সম্ভাবনা নাই। গঙ্গার ভিতরে যতক্ষণ জাহাজ ছিল ততক্ষণ ভয় ছিল, এখন ব্রাহ্মসমাজ-জাহাজ গঙ্গাসাগরের সঙ্গম অতিক্রম করিয়া গভীর সাগরে চলিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর আবার অনুকূল বায়ু উঠিয়াছে, নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে, অন্ধকার রাত্রে, সমুদ্রের বক্ষে জাহাজ চলিতেছে। এখনকার ভিতরের ব্রাহ্মসমাজের কাছে, বাহিরের ব্রাহ্মসমাজ

দাঁড়াইতে পারে না। এখন ভিতরে লক্ষ লক্ষ গোলাপ ফুটিয়াছে। এখন যখন প্রাণের ভিতরে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং' বলি, তখন লক্ষ লক্ষ যোগী ঋষি একত্র হইয়া তাহাতে যোগ দেন, বাহিরের হয় ত কেবল চার পাঁচ শত ব্রাহ্ম তাহাতে যোগ দেন। ভাই বন্ধুগণ, কাল নগর-কীর্ত্তন হইবে, যাহারা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহারা পথে পথে মার নাম কীর্ত্তন করিবে। নিরাকার ঈশ্বরকে যাহারা মা বলিয়া ডাকে, তাহারা যেমন তেমন লোক নহে। মার প্রতি যখন ভক্তি বাড়িতেছে, কেহ তাহা থামাইতে পারিবে না। কতকগুলি লোক এবার একেবারে মাতিয়া যাইবে। লোকে বলে নিরাকার ভজে যাহারা, তারা নগর-কীর্ত্তন করে কেন? তারা আবার মা নাম লইয়া শক্তিপূজা করে কেন? ব্রাহ্মেরা হরিকে মা বলিয়া ডাকিলেন। নিঃশেষিত অভিধান বুঝি মার নাম দিয়া চলিয়া গেল। আজ মা নাম উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ হাসিতেছে, আনন্দে নৃত্য করিতেছে। বন্ধুগণ, তোমরা মাকে ভালবাস কি না? মাতৃভক্তি-জলপ্লাবনে মগ্ন হও। সেই প্রেমত্তার সমুদ্রে ডুবিলে উত্তর পশ্চিম দেখা যাইবে না। মার নামে কাল নিশান ধরিবে। গোপনে বলিতেছি শুন, ভক্তির সহিত মার গুণের কথা বলিবে। মাকে গোপনে দেখাইবে। মাকে আগে আগে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মার নাম শুনাইলে তোমরা বাঁচিবে, যাহারা শুনিবে তাহারা বাঁচিবে। মা বলে ডাকে যে, তখনই স্বর্গে যায় সে। মা বলে যে ডাকে একবার, তার মন হয় প্রেমের আধার। ভাই ভগ্নিগণ, আজ তোমরা সকলে এই উৎসব মন্দির হইতে মাকে মাথায় করে সংসারে লইয়া যাও। প্রত্যেক ভাই ভগ্নীর সঙ্গে, মা, তুমি যাও।

তেজোময় ব্রহ্ম। *

প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যে কোন প্রাচীন ধর্ম্মের কথা শুনি, তাহাতে শুনিতে পাই ঈশ্বর তেজস্বী হইয়া যোগী ভক্তদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর কেমন? তেজের ন্যায়। ঈশা, মুসা প্রভৃতি যখন ঈশ্বরকে দর্শন করিতেন, তাঁহারা ঈশ্বরকে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় দেখিতেন। যোগিগণ যোগ ধ্যানে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া বলিলেন, এক অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিলাম। যুগ যুগান্তরে এক কথা কেন? সকল ভক্তের এখানে মিলন কেন হইল? ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দর্শন দিলেন, অথচ সকলে এক কথা বলে কেন? সময়ের পরিবর্ত্তন হইল; কিন্তু ঈশ্বরের মুখের রং ফিরিল না। তেজোময় ব্রহ্মকে কেহ স্থানচ্যুত করিতে পারে না। হিন্দু যোগী, এবং য়িহুদী বিশ্বাসী উভয়েই এক তেজের ভাব কেন দেখিতেছেন? দুইয়ের কত প্রভেদ; কিন্তু উভয়ের দৃষ্ট বস্তু এক হইল কিরূপে? উভয়কেই নিরাকার পুরুষ অতীন্দ্রিয় তেজের আকারে দেখা দিলেন। কিন্তু এই তেজ কি? এই জ্যোতি কি? ক্ষুদ্র যোগবলে আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীতে দেখিতেছি, ঈশ্বরকে যে তেজোময়রূপে না দেখিল, সে মূল সত্যকে বিনাশ করিল। যে অন্ধকার দেখিল, সে যথার্থ ঈশ্বরকে দেখিল না। ঈশ্বর এক প্রকাণ্ড পুণ্যজ্যোতি, এক মহাতেজ এক অনন্ত প্রাণ, জ্বলন্ত পাবন অপেক্ষাও অধিক

জ্বলন্ত; কিন্তু তিনি পৃথিবীর আগুন, অথবা পৃথিবীর বিদ্যুতের ন্যায় নহেন। অথচ তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ অগ্নিতে তেজস্বী হইয়া যায়। যে তাঁহাকে দেখে, সে এক মহাবল এবং মহাতেজ অনুভব করে। জীবনের ঈশ্বর, তেজের ঈশ্বর।

অগ্নির অর্থ কি? যাহার ভিতর হইতে উত্তাপ বাহির হইয়া, নিকটস্থ বস্তু সকলকে উত্তপ্ত করে। তাহা অগ্নি নহে, যাহা পরকে অগ্নিময় করিতে পারে না। জল যে এত শীতল, তাহার মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিলে ক্ষণকাল পর দেখি, সেই জল অগ্নিময় উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শীতলতা চলিয়া গিয়াছে। জল অগ্নির শত্রু। অগ্নি প্রবল হইলে জলকে অগ্নিময় করিয়া দিবে। যদি সেই অগ্নিময় জল গায়ে ঢাল, সেই জল শরীরকে দগ্ধ করিবে। অগ্নির সংস্পর্শে জলও অগ্নিময় হয়। সূর্য্যকে আমরা তেজোময় বলি, সূর্য্যের তেজে সূর্য্যের উত্তাপে জলযুক্ত বস্তুও আগুনের মত গরম হইয়া যায়। কোন বস্তুকে কিছুকাল সূর্য্যের তেজের মধ্যে রাখিলে, সেই বস্তু এত উত্তপ্ত হয় যে, তাহার উপর হস্ত রাখা যায় না। যাহার স্পর্শে অন্য বস্তুও তেজস্বী হয়, তাহার নাম তেজ। যিনি জ্বলন্ত জীবনের আধার তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডপতি। তিনি দগ্ধ-দারু-নিঃসৃত অগ্নির ন্যায়। প্রকাণ্ড অগ্নি বিশ্বমধ্যে জ্বলিতেছে। কত লোক কল্পনা দ্বারা বুঝাইয়া দিয়াছে, ঈশ্বরের পূজা, অগ্নির পূজা। এইজন্য কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় দিবা রাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত রাখে। একবার যদি জ্বলন্ত আগুন নির্ব্বাণ হয়, তাহাতে তাহারা অকল্যাণ আশঙ্কা করে। ইহার মধ্যে গূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। আমরা কোন্ সাহসে প্রাচীন মূলতত্ত্ব আন্দোলন করিব? সর্ব্ববাদীসম্মত কথা আমরা

পরিহার করিতে পারি না। আমরা অল্পবিশ্বাসে দেখিতেছি, হরি যদি কোন পদার্থ হন, তিনি তেজস্বরূপ।

হে ব্রাহ্ম, তুমি যান, জ্বলন্ত হরি যে দেশে প্রকাশিত হন, তাঁহার তেজপ্রভাবে সেই দেশের অন্ধকার, দুর্গন্ধ পাপ ব্যভিচার, নাস্তিকতা চলিয়া যায়, যদি আমরা বলি, আমাদের মধ্যে তেজোময় হরি আসিয়াছেন, অথচ আমরা নিস্তেজ শীতল থাকি, তাহা হইলে আমরা এক দল প্রবঞ্চক। তেজোময় ঈশ্বরের উপাসনা করিলে মন তেজস্বী হইবেই। উদ্বোধনের সময় দেখিব মন শীতল রহিয়াছে; কিন্তু তেজস্বী ঈশ্বরের আরাধনা করিতে করিতে দেখিব, মনের তেজ খুব বাড়িতেছে, মনকে খুব উন্নত করিয়া তুলিয়াছে। উদ্বোধনান্তে মন প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায়, আরাধনান্তে মন মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত। উপাসনা করিতে করিতে মনের ভিতর আগুন দেখা দিতেছে, উপাসকের এরূপ তেজ দেখিয়া পৃথিবীর লোকেরা বলে, থাম হরিভক্ত, আর পূজা করিও না। তেজেতে সাধকের সমস্ত শরীর মন উত্তপ্ত হইয়াছে। যত তেজের সহিত হরিনাম করিবে, ততই তোমার নিজের এবং যাহারা শুনিবে, তাহাদিগের মনের পচা দুর্গন্ধ পাপ প্রবৃত্তি সকল চলিয়া যাইবে। যত তেজের সহিত এবং যত অধিক লোকের সহিত মহাদেবের নাম উচ্চারণ করিবে এবং মত্ত হইবে, ততই দেশ জ্বলিয়া উঠিবে। হরিনাম তেজের নাম। নগরের যে সকল লোক ঠাণ্ডা হইয়া রহিয়াছে, যাহারা তোমাদিগকে উপহাস করে, তাহারাও যদি তোমাদের তেজ দেখিতে পায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ফিরিয়া যাইবে। ঘরে যখন বেড়া আগুন লাগে, তখন তাহার চারিদিকের শত শত ঘর জ্বলিয়া উঠে। যদি দেশস্থ একজনের হৃদয়েও

অগ্নিময় ব্রহ্ম অবতরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার অগ্নিতে সমস্ত দেশ জ্বলিয়া উঠিবে। অবিশ্বাস, পাপ ব্যভিচারের ঘর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে।

স্বেচ্ছাচারী মানুষ, তুমি আপনি আপনার প্রভু, নেতা ও রাজা হইতে চাও? অগ্নিময় ব্রহ্মের নিকট দাঁড়াও দেখি, দর্পহারী তোমার দর্প চূর্ণ করেন কি না? ওহে ব্রাহ্ম, তুমি কি জান না, ব্রহ্মের দৃষ্টি এক একটা গোলাকার অগ্নি। জীবন্ত ঈশ্বর বিশ্বাসী-দিগের বুক ফাটিয়া বাহির হইতেছেন। তেজ কি? শক্তি। শক্তি কি? জীবন। ভিতরের আগুন বাহিরে গিয়া, বাহিরের আগুনকে আলিঙ্গন করিল, আগুন দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চন্দ্র সূর্য্য হইতে ভূতলে ব্রহ্মতেজ নামিল, ধরাতল হইতে ব্রহ্মতেজ আকাশে উঠিল। হিমালয় পাহাড় হইতে সতেজে নদী সকল সাগরের দিকে ধাবিত হইল, সাগর হইতে সবেগে মেঘমালা হিমালয়-শিখরে গিয়া বর্ষিত হইল। চারিদিকে তেজের খেলা, আগুনের ভ্রাতৃভাব, আগুনের সৌহার্দ্দ। প্রাণের ভাই বন্ধু, এই বিশ্বাস কর, হরি আর কিছুই নহেন, তিনি গাছও নহেন, পাথরও নহেন, মুখও নহেন, চক্ষুও নহেন, তিনি এক প্রকাণ্ড তেজ। যেমন হরির অব্যাহিত সন্নিধানে আসিয়া বসিলাম, গেলাম আগুনের জ্বালায়। মাথার একটী একটী কেশ দাঁড়াইয়া রহিল। এমন প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণ সহা যায় না। যেখানে তেজ থাকে সেখানে কোন প্রকার ব্যভিচার থাকিতে পারে না। তেজোময় ঈশ্বরের সাধক হইতে হইলে, সচ্চরিত্র সাধু হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে যত জন্তু আছে, সমুদয়ের ভিতরে আগুন লাগিবে। এই নববিধানে যে সূর্য্য আসিয়াছে,

ইহার উত্তাপে দশ হাজার বৎসরের নাস্তিকতা পাপ পুড়িয়া যাইবে। ইহাতে পচা-গন্ধ-পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধার হইবে। এবার হরির অগ্নি বাহির হইয়া জ্বর বিকার পচা ডোবা সমস্ত দূর করিবে।

পাপীরা ব্রাহ্ম হইয়াছে, দেবতারা ত হন নাই। এখন যে চণ্ডালেরা সূর্য্য প্রকাশ দেখিবে। ঈশ্বরদর্শনের এই সময়। গরম জিনিসের স্থান ব্রাহ্মসমাজ। এখানে ঠাণ্ডা পাপ থাকিবে না। এখানে কেবল জ্বলন্ত আগুনের স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নি দ্বারা, হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা মনুষ্যের দেহ আত্মা হইতে পাপ ভূতকে তাড়াইবে। প্রচারক, আচার্য্য, উপাচার্য্য, কেবল এই হরিনামের তেজে পাপ-ভূত দেশ-ত্যাগী হইবে। যে পাপকে প্রশ্রয় দেয়, সেও ভূত। অতএব হে পাপপ্রশ্রয়কারী, তুমিও ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূর হও। ব্রাহ্মসমাজ কি ব্যভিচারের জায়গা? পাপী, মজা করিয়া পাপ কর, যত মিথ্যা বলিতে পার বল, খুব অপবিত্র আমোদ করিয়া পাপ কর, আগে লুকাইয়া পাপ কর, পরে দশজনের কাছে পাপ কর, অনুগ্রহ করিয়া খুব পাপ কর, কাল তোমাকে পাপী জানিয়াও ভালবাসিব। ওরে ব্রাহ্ম, তুই এই প্রকার কথা বলিস্? দীনবন্ধু পাপীর বন্ধু একদিন পাপকে প্রশ্রয় দিয়াছেন? পাপী মজা করিয়া পাপ করিবে, আর হরি আসিয়া বলিবেন, ওরে পাপী, আরও পাপ কর, কেন না তোর পাপ অভ্যাস ছাড়া কঠিন, আমি দীনবন্ধু পতিতপাবন, তুই কাল উপাসনা করিলেই তোকে দয়া করিব। হরি পাপকে প্রশ্রয় দিবেন? হরি পাপকে উৎসাহ দিবেন? দীনবন্ধু নাম নিশানে লিখিয়া যদি একজন মদ্য পান করে, সে দীনবন্ধুকে বিশ্বাস করে না। একজন ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, অথচ সে পাপ করে, ইহা ভয়ানক মিথ্যা।

হরি যে তেজোময় নহেন, কোথা হইতে এই মৃত্যুর কথা আসিল? অনল যেমন পচা দুর্গন্ধ বস্তু সকল ভস্ম করে, পুণ্যসূর্য্য ঈশ্বর তেমনই প্রকাণ্ড পাপ সকল ভস্ম করেন।

এইরূপে এক দিকে যেমন ঈশ্বর প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় পাপাত্মাকে দহন করেন, আর এক দিকে তিনি কোমল চন্দ্রের ন্যায় অনুতপ্ত আত্মা সকলকে সুশীতল করেন। এক দিকে দণ্ডদাতা পিতা হইয়া পাপী সকলকে শাসন করেন, আর এক দিকে স্নেহময়ী মা হইয়া দুঃখী পাপীদিগকে স্নেহ করেন। সূর্য্য সমস্ত দিন জীবদিগকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া জ্বালাতন করে। দিনের বেলায় প্রখর রৌদ্রের জ্বালায়, লোকে বলে গেলাম গেলাম, বুক ফাটে। রাত্রে চন্দ্র দগ্ধ জীবদিগকে শীতল করে। সূর্য্য তেজোময়, চন্দ্র ঠাণ্ডা। সূর্য্য বলেন, "আমার নাম সূর্য্য, আমি প্রদীপ নহি। ধরাধামে আজ পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলে এমন কোন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাট অথবা প্রকাণ্ড পণ্ডিত নাই, যে আমার দিকে তাকাইতে পারে। আমার জ্বলন্ত মুখ দেখিলে সকলেই মস্তক নত করে।" দিন গেল রাত্রি আসিল। রাত্রে চন্দ্র উদিত হইয়া বলিলেন, আমি সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যের নিকট আমি জ্যোতি ঋণ করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু আমি শীতল জ্যোৎস্না দিয়া দগ্ধ পৃথিবীকে শীতল করিব। চন্দ্র কথাটীও কোমল, লোকে আহ্লাদ করিয়া প্রেমচন্দ্র, মুখচন্দ্র এ সকল কথা বলে। চন্দ্রের নাম সৌন্দর্য্য, মধু। গগনে চন্দ্র উঠিয়া ভয়ানক সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত পৃথিবীকে বলিলেন, "আমি আসিয়াছি আর কেন ভাবিতেছ?" চন্দ্রের পানে ধনী দুঃখী, পণ্ডিত মূর্খ সাধু অসাধু সকলেই তাকাইতে পারে। চন্দ্রের কথা

এক সুন্দর কথা। চন্দ্রকে দেখিয়া সকলেই বলিল, "আমরা চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া চক্ষুকে প্রশান্ত করিব।" যাঁহার হস্তে চন্দ্র সূর্য্য উভয়ই স্থিতি করিতেছে, তিনি সত্যসূর্য্য তিনি দয়ার চন্দ্র। চন্দ্রকে সকলেই ভালবাসে, কোলের ছেলে চাঁদ কোলে করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু কোন্ ছেলে সূর্য্যকে ভালবাসিয়াছে? চাঁদকে ভালবাসিতে মা শিখাইয়া দেন, দাসীরাও শিখাইয়া দেয়।

ঈশ্বর সূর্য্য দ্বারা আগে পৃথিবীকে পোড়াইয়া উত্তপ্ত করেন, পরে চন্দ্রকে বলেন, "চন্দ্র, যাও আমার দগ্ধ পৃথিবীকে সংবাদ দাও যে, যিনি সূর্য্যকে দিয়া সকলকে দগ্ধ করেন, তিনিই আবার চন্দ্রকে প্রেরণ করিয়া সকলকে শীতল করেন। আমি পাপ সহিতে পারি না, আমি পাপকে আগুন দিয়া দগ্ধ করিব, পরে চাঁদকে প্রকাশ করিয়া সেই অনুতপ্ত পরিশ্রান্ত আত্মাকে শীতল করিব।" এই চন্দ্র সূর্য্য ঈশ্বরের দুই ভাব প্রকাশ করে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই দুয়ের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিবে। যেখানে অবিশ্বাস পাপ দেখিবে সেখানে সূর্য্যবাণ ছাড়িয়া দিবে। সূর্য্যবংশের লোক, সূর্য্যের সন্তান, তোমরা পাপকে আগুনে পোড়াইয়া দিবে। যাহারা মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, অবিশ্বাসী, যাহারা ঈশ্বর নাই বলে, পরলোক নাই বলে, বিশেষ বিধান নাই বলে, যাহারা অন্যায়রূপে অন্যের মনে কষ্ট দেয়, ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিবে। এই তেজস্বী ব্রাহ্মদল বাহির হইল, ছাড়িল জ্বলন্ত কামানের গোলা আর পাষণ্ডদল কাঁপিল। ব্রহ্মনাম প্রচার কি? মৃদঙ্গ কামান। ব্রহ্মনাম হইবে অথচ পাপী যাহা খুসী তাহা করিবে? একদিনের নগর-সঙ্কীর্ত্তনে চৌদ্দ শত পাপী উদ্ধার হবে না? যদি যথার্থ ব্রহ্মসন্তান হও, পাপকে প্রশ্রয় দিও না। হরিকে স্মরণ করিয়া

হুঙ্কার কর, পাষণ্ডের বুক কাঁপিবে। পাষণ্ডের বুক নয় সাগরের মত হউক, সাগরেও তুফান লাগে। পাষণ্ডের বড় বড় পাপ, ঐ পাপ ভস্ম করিবার জন্য বড় বড় গোলা নিক্ষেপ কর, সেই পাপী মরিবে না ; কিন্তু তাহার পাপ নষ্ট হইবে ; পুণ্যসূর্য্যের প্রতাপে পাপ নষ্ট হইবে, কিন্তু পাপী রক্ষা পাইবে।

ঈশ্বর সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপান্বিত হইয়া, রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, পাপের জন্য দণ্ড দেন ; আবার চন্দ্রের ন্যায় কোমল হইয়া অনুতপ্ত পাপীকে শীতল করেন। সূর্য্য দণ্ডদাতা পিতাস্বরূপ, চন্দ্র মাতা-স্বরূপ।দণ্ডদাতা পিতার দণ্ডে পাপী পাপ ছাড়িল, পরে দ্বার খুলিয়া স্নেহময়ী মাতা আসিয়া বলিলেন—"বাছা, বাপের কথা শুনিয়া পাপ ছেড়েছ, এখন আমার কোলে এস।" মা আছেন বলিয়া এই পাপী পৃথিবী বাঁচিয়া আছে। সত্য পিতা, প্রেম মাতা। কিন্তু ভাই, মার নাম করিতে গিয়া বাপের নাম ডুবাইও না। প্রেম প্রেম করিতে গিয়া অসত্য ও পাপকে প্রশ্রয় দিও না। আগে জ্বলন্ত আগুন জ্বেলে দিয়ে মিথ্যা পাপ পোড়াইয়া দিবে, পরে সাধুর সমাদর করিবে। যেখানে পাপ রোগ বিকার দেখিবে, সেখানে খুব তিক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে। বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ, পাপাচারে ভ্রষ্ট থাকিবে এইজন্য কি ঈশ্বর প্রচারকদিগকে প্রস্তুত করিয়াছেন ? রোগ দূর করিবে। প্রচারতত্ত্ব বুঝিলে ? ব্রহ্মভক্ত, সূর্য্য চন্দ্র দুই হস্তে লইয়া যাও। সূর্য্যবাণে এক দিকে পাপীর রক্ত ছুটকিয়া উঠ্‌ছে, দুটীতে টুক্‌রো হইয়া যাইতেছে, আর এক দিকে স্নেহময়ী জননী আসিয়া অস্ত্রাহতকে ঔষধ খাওয়াইতেছেন। হে কলিকাতা রাজধানি, তুমি আমাদের অনেকের জন্মস্থান, তুমি রোগী হইয়াছ, তোমাকে তিক্ত

ঔষধ খাইতে হইবে ; কিন্তু তোমার দুঃখভারাক্রান্ত বক্ষে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িবে। তুমি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বৈকুণ্ঠ-ধামে চলিয়া যাইবে।

বিডন্‌স্কোয়ার।

গৌরচন্দ্র। *

অপরাহ্ণ, সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রেমসিন্ধু যোগীর পরমারাধ্য দেবতা, ভক্তের প্রার্থনীয় স্তবনীয় পরমেশ্বর, তোমার ভৃত্য তোমার চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার দাসের রসনাতে অবতীর্ণ হও। তোমার পবিত্র স্বরূপ দেখাও। এই কোলাহলপূর্ণ নগরে আসিয়া উপস্থিত হও। অনুগ্রহ করিয়া দাসের প্রাণের মধ্যে ভক্তি সঞ্চার কর, যেন তোমার দাস তোমার কথা বলিয়া দেশের এবং নিজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। একবার সমক্ষে আসিয়া দেখা দাও। দীনজনের হরি, কাঙ্গালের হরি, তোমার সত্য কথা, অমৃত কথা বলিয়া জন্ম সার্থক করি। জননি, জগজ্জননি, কৃপা করিয়া দাসকে সহায়তা কর।

আমার হৃদয়ের হরি ঐখানে দাঁড়াইয়া। হে ভক্তগণ, হে দেশস্থ বন্ধুগণ, তোমরা কি দেখিতেছ না, আমার প্রাণের হরি, ভক্তের শ্রীহরি, তোমাদের হরি ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। এখানে আজ

কি দেখিতেছি? কি জন্য আজ এই মহা সমারোহ? কে আজ এই মনোহর সভা ডাকিলেন? ঐ আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখ, আজ স্বর্গ ভূতলে নামিয়া আসিয়াছে। আজ পৃথিবীকে স্পর্শ করিবার জন্য স্বর্গ হাত বাড়াইলেন। আজ এক অপরূপ রূপ। আজ যত যোগী, যত ঋষি, যত সাধু ব্রহ্মপুত্র, যত সাধ্বী ব্রহ্মকন্যা স্বর্গধাম হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পাপভারাক্রান্ত পৃথিবী, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে আকাশের পানে তাকাইয়া ছিল। আজ আকাশ হইতে সুধাবৃষ্টি, স্বর্গবৃষ্টি হইতেছে। সেই প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনি ঋষিগণ, যাঁহারা হিমালয় শিখরে এবং গঙ্গাতটে ঈশ্বরচিন্তা এবং ধ্যান ধারণা করিতেন, এই আকাশের মধ্যে বর্ত্তমান। তাঁহারা কেহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন নাই। হে ভারতের গৌরব, হে ভারতের শোভা প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, তোমরা সকলেই ভারতের সৌভাগ্য। ভারতবর্ষ অনেক শতাব্দী যোগ ভক্তি দেখে নাই, তাই বুঝি তোমরা আসিয়াছ? চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একবার ভারি কাঁদিয়াছিল, বঙ্গদেশ কাঁদিয়া বলিল, আমি যে ভক্তিরস বিনা মরি, কে আমাকে রক্ষা করিবে? শ্রীচৈতন্য বলিলেন, আমি আছি। পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হইলেন, কোথায় রহিল তাঁহার স্ত্রী পরিজন, কোথায় রহিল তাঁহার বিদ্যা। তিনি প্রমত্ত বৈরাগী হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আরও শত শত লোক বৈরাগী হইল। নগর যায় তাঁহার সঙ্গে, গ্রাম যায় তাঁহার সঙ্গে, তিনি পৃথিবী পরিত্রাণ করিতে চলিলেন। যিনি সকলের প্রভু, যিনি পুণ্যাত্মা, তিনি চলিলেন, সকলে তাঁহার সঙ্গে চলিল। কি আশ্চর্য্য শোভা! কি অপূর্ব্ব দেশের পরিবর্ত্তন!

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, আমার বুক ব্রাহ্মণের জন্য, আমার বুক চণ্ডালের জন্য। পাপী কুষ্ঠরোগাক্রান্ত প্রভৃতি সকলকেই শ্রীচৈতন্য আলিঙ্গন করিলেন। এই বঙ্গদেশে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভক্তিসিন্ধু উথলিত হইয়াছিল। এই ভারতবর্ষে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে যোগ ধ্যানের প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ত্তমান বিধানে যোগ ভক্তির বিবাহ হইল। চন্দ্র সূর্য্যের মিলন হইল। চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুস্থান সত্যসূর্য্য, যোগসূর্য্যের উদয় দেখিয়াছেন, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে ভক্তিচন্দ্র প্রেমচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল। এখন এই দুই একত্র হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। এখন সভ্যতার আদর্শ কৃতবিদ্য বঙ্গবাসী যুবা সংসারের ভিতরে থাকিয়া যোগী সন্ন্যাসী হইলেন। কোথায় হে জনক ঋষি, আজ দেখ তোমার যোগবল বঙ্গবাসীর বক্ষে, বঙ্গবাসীর চক্ষে। যোগবলে বিশ্বাসী সিংহের তুল্য হইল। এক দিকে যোগবল ধর্ম্মতেজ, আর এক দিকে প্রেমভক্তির কোমলতা এবং প্রমত্ততা। কেবল যোগবলে পাপকে ভস্ম করিলে হইবে না, যেমন পাপকে ভস্ম করিবে, সেইরূপ আবার প্রেমভক্তিতে হৃদয়কে সরস করিতে হইবে। হে প্রেমচন্দ্র, কে তোমাকে আকাশে স্থাপন করিল ? তোমার পানে যে একবার তাকায়, তাহার আর শোক দুঃখ থাকে না। তুমি বঙ্গদেশের গগনে উদিত হইলে, আর বঙ্গদেশের দুঃখ থাকিবে না। হে প্রেমচন্দ্র, হে ভক্তিচন্দ্র, তোমার সুশীতল জ্যোৎস্না বিস্তার কর। ইংরাজী শিক্ষা করিয়া অনেকে শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ডে জর্জ্জরিত হইয়াছে, তুমি তাহাদের প্রাণ শীতল কর। সকলের তপ্ত হৃদয়ে তোমার অমৃত বর্ষণ কর। তুমি আসিয়া এই দেশকে শীতল কর।

তোমার অধিষ্ঠিত নববিধান পাইয়া আমার মত পাপী বৈকুণ্ঠে যাইবে।

প্রেমচন্দ্র, তোমা বিনা প্রাণ বাঁচে না। সভ্যতা বিদ্যামদে ও সহরের কোলাহলে পড়িয়া আমি মারা যাই, আমার ভাই ভগ্নী মারা যায়, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমার বিরহে আমরা কাঁদিতেছি। আমাদের এই পোড়াদেশে এখন আর সেই প্রাচীন গম্ভীর প্রকৃতি মুনি ঋষি দেখা যায় না, এখন আর তেমন প্রেমমত্ত ভক্ত দেখা যায় না। সভ্যতার গরল পান করিয়া কাহার মনে শান্তি নাই। প্রেমচন্দ্র, তুমি কোমল ভক্তিসুধা বর্ষণ করিয়া সকলের হৃদয়কে আর্দ্র কর। আর এই শুষ্ক সংসারে থাকিব না, তোমার ভক্তি-বৃন্দাবনে লইয়া চল। যখন ইউরোপখণ্ডে বিদ্যার প্রকাশ হয় নাই, হে সত্যসূর্য্য, তখন তুমি ভারতের আর্য্যজাতির নিকট উদিত হইয়াছিলে। আবার কি তুমি ভারতবর্ষ আলোকিত করিবে না? ওহে জগদীশ্বর, এই বঙ্গদেশের দুঃখ কি যাবে না? এই দেশে কি আবার যোগ ভক্তির প্রাদুর্ভাব হইবে না? হরি বলিতেছেন; হবে, হবে, হবে। হরির কথা অভ্রান্ত। যাহা গোপনে শুনিয়াছি প্রকাশ্যে বলিলাম। চন্দ্র সূর্য্য দুইই চাই। এক হস্তে যত যোগিগণ, অন্য হস্তে ভক্তির অবতার সমুদয় প্রেমিকগণ, এই সকলকেই চাই। এক হস্তে সূর্য্যস্বরূপ তেজস্বী ঋষিগণ, আর এক হস্তে চন্দ্রস্বরূপ প্রেমিক ভক্তগণ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যোগবলে সিংহের মত হইয়া পাপকে ভস্ম করিতেন, আজ পাপ অপরাধে আমাদের অস্থি পর্য্যন্ত কাল। তেজস্বী পুরুষদিগের বংশে কেন এমন কাল লোক জন্মিল? এক সময় ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আকাশের জড় সূর্য্যকে বলি-

তেন, দেখ সত্যসূর্য্যের তেজ। ইন্দ্রিয় প্রবল হইলে তাঁহারা সিংহের ন্যায় গর্জ্জন তর্জ্জন এবং আস্ফালন করিয়া তাহাকে দমন করিতেন। ক্ষুদ্র শিশু ধ্রুব হরিকে স্মরণ করিয়া ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে বশীভূত করিল। যোগবলে কি না হয়? সেই ব্যক্তি বড়, যে যোগবলে বড়। আকাশের সূর্য্য বড় নহে, বড় সত্যসূর্য্য, বড় যোগসূর্য্য, আকাশের চন্দ্র বড় নহে, বড় নবদ্বীপের চৈতন্যচন্দ্র। চৈতন্যচন্দ্রকে দেখিয়া আকাশের জড় চন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, আমি ত জীবের প্রাণ শীতল করিতে পারি না। বিডন্স্কোয়ারে আজ এত শোভা হইল কেন? তোমরা কে হে? তোমরা স্বর্গের অমরাত্মা, আজ এখানে তোমাদের শুভাগমন হইল কেন? ইচ্ছা করে তোমাদের সকলকে বাহুর উপর রাখিয়া দিই। পাপীর বক্ষে ভক্তদের চরণধূলি। তোমরা সচ্চিদানন্দকে দেখিতে আসিয়াছ? তুমি কে হে? তুমি সেই সচ্চিদানন্দ ঘন? তুমি কেন ধরাতলে এলে? তোমার চারিদিকে উহারা কে? তোমরা আজ পৃথিবীতে আসিলে?

ওহে চন্দ্র, বলে দাও, তুমি কেমন করে এমন সুন্দর হলে? তোমাকে দেখিলে প্রাণ মোহিত হয়, তোমার পিতাকে দেখিলে প্রাণ মোহিত হয় না, এই যে জঘন্য মিথ্যা তুমি ইহার প্রতিবাদ কর। চন্দ্র, তোমার মা, আমার মা। আমার মা কি আকাশ? তিনি কি শূন্য? না ভাই, ঈশ্বর আকাশ নহেন। ঈশ্বর দর্শন হয় না এ কথা মানিব না। কলিযুগ এয়েছে আমাদের কি? কলি কতগুলি মেঘ করে দিয়েছে, ঘন কলি বড় কাল জিনিস, কিন্তু তাই বলে কি প্রেমচন্দ্রের শোভা নাই? যদি কোন ভাল চিত্রকর থাকিত, ঐ চন্দ্রের শোভা চিত্র করিত, যদি কোন কবি থাকিত,

ঐ শোভা বর্ণনা করিত। ঘোর কলি যখন এয়েছে, তখন আমরা নিশ্চয়ই উদ্ধার হব। দুঃখী ভাই, দুঃখিনী ভগিনীগুলি, আর তোমরা কেঁদ না। কেন না হরি ধরাতলে এসেছেন, হরি ধরাতলে আছেন। হরি ছাড়া কিছুই হয় না, হরি ছাড়া কিছুই থাকিতে পারে না। জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল। হরি বলিতেছেন, আমি দুঃখী তাপী সকলের ঘরে যাইব, সকলকেই দেখা দিব। ভক্তগুলিকে বুকে করে হরি সর্ব্বত্র বসে আছেন। হরির বুকের ভিতরে লক্ষ্মীস্বরূপ কোমল প্রেম আছে, যত ভক্ত সেই লক্ষ্মীর কোলে গিয়া বসে আছেন। যখনই কোন পাপী কাঁদে, তখনই হরি বলেন, ঐ পাপী কাঁদিতেছে, আর আমি বসিয়া থাকিতে পারি না। ঐ দুঃখী কেঁদেছে, ঐ বিধবা কেঁদেছে, ঐ বঙ্গবাসীরা আমার নামে খেপেছে, তাহাদিগকে দেখা না দিয়া আর থাকিতে পারি না। জীবনের দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য হরি নূতন সমাচার, নূতন বিধান প্রেরণ করিয়াছেন। আমি যদি ভ্রান্তির কথা বলি, আমার কথা কাট, খণ্ডন কর; কিন্তু হরির কথা অবিশ্বাস করিও না; কথা অবহেলা করিও না। এমন সুধামাখা হরিতত্ত্ব কে আনিল জানি না। ধন্য ভক্তগণ! নারদ প্রভৃতি ভক্তদিগকে কোটী কোটী নমস্কার। আমাদের চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিতেছিল, এইজন্যই গরিব কাঙ্গালদের দুঃখ মোচন করিবার জন্য, হরি ভক্তদল লইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন। আজ পৃথিবী ধরিলেন স্বর্গের হাত, স্বর্গ বলিলেন এবার সব এক করিব, যোগ ভক্তির বিবাহ দিব। সূর্য্যের তেজের সঙ্গে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার বিবাহ দিব। হরিনামের জয় ধ্বনিতে ধনী দুঃখী

সমান হইবে। মার নিকটে ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খের প্রভেদ নাই।

আকাশের চন্দ্র, তুমি যখন প্রসন্ন, তোমার মাতা বিশ্বজননীও আমাদের প্রতি প্রসন্ন। তুমি মার প্রেম-চক্ষু, তোমার ভিতর দিয়া মা আমাদের পানে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তোমার বাপ, তোমার রাজা বেঁচে আছেন, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা বাঁচিয়া আছেন, অতএব বঙ্গ-বাসী সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া হরি হরি বল।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

ঈশ্বরের শত্রু।

রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০

সৌভাগ্যক্রমে এত দিনের পরে ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত হইল। এত দিনের পর সাম্প্রদায়িকতা বিনষ্ট হইল, সকল ধর্ম্ম এবং সকল সত্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইল। নববিধানের অভ্যুদয়ে অবিভক্ত সত্যের জয় হইল। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত শাখা প্রশাখা একীভূত হইল। এই নববিধানে সমস্ত সাধু ভাবের সম্মিলন হইল, সমস্ত পথিক ঘরে ফিরিয়া আসিল। সকল ভ্রম কুসংস্কার দূর হইল, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আবার এক হইল। যে দিন নববিধানরূপ সুকুমার প্রসূত হইল, সেই দিন হইতে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইল। তিন শাখাতে যে সমাজ বিভক্ত হইয়াছিল, সেই সমাজ আপনার ভিতরে সামঞ্জস্য

স্থাপন করিল। ব্রাহ্মসমাজের নাম আর ব্রাহ্মসমাজ রহিল না, ব্রাহ্মের নাম আর ব্রাহ্ম রহিল না। দেশাচারের জন্য এই দুই নামের বাহ্যিক অংশ পড়িয়া রহিল, বাস্তবিক তাহার মধ্যে প্রাণ নাই। ব্রাহ্মসমাজ নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, কেবল ঈশ্বরের ধর্ম্ম রহিল এবং ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধানভুক্ত লোকেরা রহিলেন।

স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ আর রহিল না, যত ধর্ম্ম ছিল সে সমুদয় ধর্ম্মের ঐক্য স্থাপিত হইল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে এক স্বতন্ত্র ধর্ম্ম রহিল না। সকল দেশ সকল জাতি একীভূত হইল। এক বিধাতা, এক বিধান, এক মনুষ্যপ্রকৃতি, এক সত্য, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন বিশেষ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া এক সার্ব্বভৌমিক সমাজে পরিণত হইল। হিন্দুসমাজ, খৃষ্টীয়সমাজ, মুসলমানসমাজ ব্রাহ্মসমাজ ইত্যাদি সমুদয় সমাজ এক ঈশ্বরের পরিবারে পরিণত হইল। প্রকৃত বিশ্বাসীর রাজ্যে ভিন্নতা, অনৈক্য অথবা কলহ বিবাদ নাই। বিশ্বাসী অণুবীক্ষণ এবং দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলেন সকল ধর্ম্ম এক হইল। এক ঈশ্বর, এক পরিবার, এক ধর্ম্ম, যাহারা এক ঈশ্বরের উপাসক, তাহারা সকলেই এক পরিবারভুক্ত। আর যাহারা এক ঈশ্বর বিরোধী তাহারা ভিন্ন ভিন্ন দলবদ্ধ। যদি বল যেমন অন্যান্য ধর্ম্মসমাজ, ব্রাহ্ম-সমাজও সেইরূপ স্বতন্ত্র সমাজ, তাহা হইলে তোমরা বিধান বিরোধী। কোন মনুষ্যসমাজকে ব্রাহ্মসমাজ বলিও না। যেখানে বিধাতা ঈশ্বর স্বহস্তে ধর্ম্ম স্থাপন করিতেছেন, সেই স্থানে যথার্থ বিধানভূমি।

এই বিধানভুক্ত লোকেরা ঈশ্বরের হস্ত দ্বারা পরিচালিত। ঈশ্বরের নিঃশ্বাস তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করে। স্বয়ং ভগবান যাহা করেন, তাহাই তাঁহাদের ক্রিয়া। এই বিধান-ভূমির বহির্ভাগে যে

সকল মনুষ্য আছে, তাহারা ঈশ্বর এবং বিধানের শত্রু। এই বিধানের ভিতরে আমাদিগের শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তিভাজন পরলোকবাসী মহাত্মাগণ রহিয়াছেন। হিন্দুধর্ম্ম, য়াহুদিধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্ম এই বিধানের অন্তর্গত। সুতরাং যাহারা বাহিরে দাঁড়াইল তাহারা ঈশ্বরের শত্রু এবং কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের উপাসক। সৃষ্টি অবধি এই পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তৎসমুদয় এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত। যাহারা এই বিধানের বহির্ভূত তাহারা ঈশ্বর এবং তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্মের বিরোধী, ঈশার বিরোধী, চৈতন্যের বিরোধী এবং অন্যান্য সাধু মহাত্মাদিগের বিরোধী।

যাহারা এইরূপে জ্ঞান ভক্তির বিরোধী, তাহারা নিশ্চয়ই অবিদ্যা কুবুদ্ধি এবং পাপ প্রবৃত্তির অধীন। ইহারা আপন আপন সুবিধা মত হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান অথবা ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল হইতে পারে। ইহারা আপনাদিগের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম পথের নেতা করিয়াছে। স্বেচ্ছাচার অথবা ব্যভিচার ইহাদিগের ধর্ম্ম। চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বর এবং তাঁহার আনুগত্য ইহাদিগের শত্রু, শরীরপূজা এবং ইন্দ্রিয়-সেবা ইহাদিগের দৈনিক সাধন। ধন এবং সাংসারিক সুখ ইহা-দিগের উপাস্য দেবতা। যাঁহারা সত্য ভাবে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ইহারা তাঁহাদিগের তেজ সহ্য করিতে পারে না। নিরাকার ঈশ্বর ইহাদিগের নিকটে মিথ্যা অথবা কল্পনা, পরলোক এবং আত্মার অমরত্ব ইহাদিগের পক্ষে বাতুলের স্বপ্ন। আত্মার উন্নতির দিকে ইহাদিগের দৃষ্টি নাই। মাংসের নরকে, মাংসের দুর্গন্ধে ইহারা বাস করে। ইহারা মাংস পূজা করে। কিরূপে শরীর পুষ্ট হইবে, কিরূপে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে, এই ইহাদের

চিন্তা, ইহাই ইহাদিগের সাধন। ইহাদিগের পাপাচার বিনাশ করিবার জন্যই, এই বঙ্গদেশে বর্ত্তমান নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে।

বঙ্গদেশ যুদ্ধস্থল, বঙ্গদেশে যত নাস্তিক, যত ব্যভিচারী, এবং যত ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোক বাস করিতেছে, তাহারা সকলেই বিধান বিরোধী; যাহাতে বিধানের জয় না হইতে পারে, তাহারা প্রাণপণে এই চেষ্টা করিতেছে। যাহাতে নর নারী উপাসনা না করে, ব্রহ্ম-স্তব না করে, ব্রহ্মদর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ না করে, অধিকক্ষণ ব্রহ্মধ্যান না করে এই তাহাদিগের চেষ্টা। ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিলেও বাস্তবিক ব্রাহ্ম নহে, ইহারা ঈশ্বরের শত্রু। ইহারা হিন্দু বা ব্রাহ্ম কিছুই নহে। ইহারা যদি শুনিতে পায় কেহ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন অথবা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া কোন কার্য্য করেন, তৎক্ষণাৎ খড়্গহস্ত হইয়া ইহারা তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া বধ করিতে উদ্যত হইবে। ঈশ্বরের নাম ইহারা সহ্য করিতে পারে না। ইহারা কোন মতেই মনে করিতে পারে না যে, স্বর্গের ঈশ্বর এই পৃথিবীতে আসিয়া সামান্য মনুষ্যদিগের অভাব সকল মোচন করিতেছেন। স্বয়ং প্রভু ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, বিধাতা হইয়া, নূতন বিধান লইয়া, পৃথিবীতে আসিয়াছেন; ইহা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা বলে, "কি আমাদের এই মলিন পৃথিবীতে ঈশ্বর আসিবেন?"

এই উনবিংশ শতাব্দীতে তাহারা ঈশ্বরকে পৃথিবীতে আসিতে দিবে না। তাহারা মনে করে ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে সেতু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার মধ্যে যোগ নাই।

এখন আর কেহ ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না এবং ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায় না। তাহাদিগের মতে ঈশ্বরের সাধ্য নাই যে, এ সকল নাস্তিকদিগকে পরাস্ত করিয়া এই পৃথিবীতে আসেন। এই সকল বীরপুরুষেরা ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিয়া আপনারা কর্ত্তৃত্ব করিতেছে। আপনারাই আপনাদিগের কর্ত্তা এবং পরিত্রাতা। সমুদয় সৎকার্য্যের সাধুবাদ ইহারা আপনারাই গ্রহণ করে। কিছুতে গৌরব স্বীকার করিতে চায় না। সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর বিহীন হইয়া আপন আপন প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি অনুসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে। তাহারা ঈশ্বরের ভয়ানক শত্রু, সুতরাং বিশেষ বিধানের বিরোধী।

কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের হস্তে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা জীবনের সমুদয় ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পান; সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের আদেশে সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন, যাহা কিছু ধর্ম্ম-সঙ্গত তৎসমুদয় ঈশ্বরের কার্য্য। এই বিশ্বাসীদিগের যে সমাজ তাহাই প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজ এবং এই ব্রাহ্মসমাজ অবিভক্ত অর্থাৎ ইহার মধ্যে কোন বিভাগ কিম্বা সম্প্রদায় হইতে পারে না। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট যে সকল লোক আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা অবিশ্বাসী অর্থাৎ ঈশ্বরের শত্রু, অবিশ্বাসের কাল কলঙ্কে কলঙ্কিত। ইহারা যে সকলেই গুরুতর পাপে পাপী তাহা নহে, কেন না ইহারা সময়ে সময়ে সত্যের জয় হউক, ধর্ম্মের জয় হউক ইচ্ছা করে; কিন্তু ঈশ্বর যে বিধাতা হইয়া নিতান্ত কলঙ্কিত মনুষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহা মানে না।

ইহাদিগের অনেক সদ্গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহারা ঈশ্বরের

কর্ত্তৃত্ব অথবা বিশেষ বিধান বিশ্বাস করে না। সুতরাং ইহারা যদি প্রবল হয়, তাহা হইলে নাস্তিকতা এবং স্বেচ্ছাচার প্রবল হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবে। ইহাদিগের নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া, অল্পবিশ্বাসী সাধক সকল উপাসনা কমাইয়া দিবে এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিতে অধিক যত্নবান্ হইবে। পৃথিবীতে এরূপ অবিশ্বাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। প্রকৃত বিশ্বাসী অতি অল্প। লক্ষ লক্ষ আমাদিগের শত্রু। যাহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করিয়াছে, অথচ বিশেষ বিধান মানে না, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরাও যদি নববিধান বিশ্বাস না করেন, তাঁহারাও প্রকৃত ব্রাহ্মসমাজের শত্রু। অতএব সমুদয় নাম উপাধির বিবাদ বিলুপ্ত হইল। যে কেহ ঈশ্বরের বিধান অস্বীকার করেন, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ যত অবিশ্বাসী আসিয়াছে, তাহারা অন্যান্য অবিশ্বাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইল এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে সকল বিশ্বাসী আছেন পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্বাসীদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐক্য হইল। এই যে বিশ্বাসীদিগের ঐক্য ইহারই নাম নববিধান।

পৃথিবীর সমুদয় সাধু এই নববিধানের অন্তর্গত। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যত বিশ্বাসী, যোগী, ভক্ত এবং কর্ম্মী তাঁহারা সকলেই নববিধানভুক্ত, সুতরাং নববিধানকে কিরূপে ব্রাহ্মসমাজ নাম দিতে পারি? কি হিন্দুসমাজে, কি মুসলমানসমাজে, যিনি শুদ্ধতার নেতা অথবা যথার্থ যোগী, তিনি এই নববিধানরাজ্যে একজন প্রধান লোক। অতএব নববিধানরূপ নবকুমারের জন্ম হইবা মাত্র ধর্ম্মরাজ্যের সকল বিরোধ চলিয়া গেল, শান্তির রাজ্য,

কুশলের রাজ্য সমাগত হইল। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্মের নিশান উড়িয়াছে, সে সমস্ত নববিধানের নিশান। এবং মনুষ্য সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্ম্মবিধানের বিরুদ্ধে, যাহারা দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহারা সকলেই ঈশ্বরের শত্রু। এক দিকে বিশ্বাস, অন্য দিকে অবিশ্বাস, এক দিকে ঈশ্বরের বন্ধুগণ, অন্য দিকে ঈশ্বরের শত্রুগণ।

হরি যন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাইতেছেন। আমরা তাঁহার হাতের যন্ত্র। তাঁহাকে লাভ করিয়া, আমরা তাঁহার সমস্ত সাধুকে লাভ করিলাম! পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুগণ আমাদিগের ঘরে আসিলেন। আর আমাদিগের ঘরের দুষ্ট অসাধুরা বাহিরে চলিয়া গেল। মনের বিশ্বাস পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, কে ব্রাহ্ম নহে, ইহা বুঝা যায় না। প্রকৃত বিশ্বাসীরা আমাদিগের বন্ধু। ব্রহ্মমন্দিরে কয়জন যথার্থ বিশ্বাসী আছ, পরিষ্কার হইয়া বাহিরে এস। আর খানিক বিশ্বাস খানিক অবিশ্বাস, খানিক গেরুয়া বস্ত্র, খানিক সংসারের বস্ত্র লইয়া থাকিও না। প্রাণ মন সমস্ত ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার শরণাগত হও। পরিষ্কার একটী দল হউক। মিথ্যাবাদী হইবার প্রয়োজন নাই। সংসার ছাড়িয়া, উপধর্ম্ম ছাড়িয়া নূতন বিধানের আশ্রয় গ্রহণ কর। ইহপরলোকে যত সাধু ভক্ত বাস করিতেছেন, তাঁহারা তোমাদিগের বন্ধু। বিনীত এবং বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদিগের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর।

পরলোকবাসী ভক্তদর্শন। *

রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক;
২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হরিদর্শনসম্বন্ধে নাস্তিকেরা যেমন পরিহাস করে, হরিভক্তদর্শন-সম্বন্ধে তাহারা আরও অধিক হরিহাস করে। পৃথিবীর জীব নিরাকার ঈশ্বরকে দর্শন করে, নাস্তিকের পক্ষে ইহা উপহাসের কথা, জঘন্য মিথ্যা কথা। অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্মও প্রায় এই কথা বলে। ব্রহ্মদর্শন যদি নাস্তিকের নিকট অসম্ভব হইল, তবে স্বর্গবাসীদের দর্শন আরও অসম্ভব। নাস্তিকেরা ব্রহ্মদর্শন-মত পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিল; কিন্তু এখনও ব্রহ্ম দৃষ্ট হইতেছেন। নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার ঈশ্বরকে দেখিতেছে; এবং নিরাকার ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার অমরাত্মা সকলকেও দেখিতেছে। ভক্তগণ ঈশ্বরকে দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম, তোমার সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উহারা কে? তোমার মহাবলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল কে? এই প্রশ্নের এমন এক উত্তর আসিল যে, তাহাতে পৃথিবীতে স্বর্গের অবতরণ হইল। ঈশ্বর বলিলেন, "যে আমাকে দেখে, সে আমার মধ্যে আমার সন্তানদিগকেও দেখিতে পায়।" ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিয়া স্বর্গের জন্য ব্যাকুলহৃদয় নর নারী সকল তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে লাগিল। যদি কখনও ব্রাহ্মসমাজকে পরিহাস করিবার সময় আসিয়া থাকে তাহা এই সময়। তোমরা যদি বিশ্বাসী হও, তোমাদের বিশ্বাস দৃঢ় করিবার জন্য, এই বিষয় বিবৃত করিতেছি শ্রবণ কর। নিরাকার ঈশ্বরদর্শনসম্বন্ধে তোমরা যে যুক্তি প্রয়োগ

কর, নিরাকার জীবাত্মা দর্শনসম্পর্কেও তোমরা সেই যুক্তি প্রয়োগ কর, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস ঘনীভূত ও বর্দ্ধিত হইবে।

ঈশ্বরকে আমরা বলি, হে ঈশ্বর, তুমি নিকটে আসিয়া দেখা দাও। ইহা আপাততঃ ভ্রান্ত-যুক্তি। কেন না ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং যিনি নিকটতম তাঁহাকে আবার নিকটে আসিতে অনুরোধ করা আপাততঃ পরিহাস বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে আমরা বলি, হে ঈশ্বর, তুমি প্রকাশিত হও। তবে স্বপ্রকাশ ঈশ্বর কি তাঁহার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছেন? আমরা এইরূপে প্রার্থনা না করিলে কি তিনি তাঁহার মুখ খুলিবেন না? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং স্বপ্রকাশ। তবে এত বৎসর আমরা যে "হে ঈশ্বর, এস হৃদিমন্দিরে, দেখা দাও, প্রকাশিত হও, কোথায় লুকাইয়া রহিলে প্রাণেশ্বর, একবার এসে হৃদয় শীতল কর।" এ সকল কথা বলিলাম, এ সকল কি প্রলাপ বাক্য? আমি বলিতেছি, না। এ সকল কথার অন্য অর্থ আছে। ভক্তিশাস্ত্রে এ সকল কথার ভিন্ন অর্থ। হে ঈশ্বর, আমার নিকটে এস, ইহার গূঢ় অর্থ এই যে, হে ঈশ্বর, আমাকে তোমার নিকটে যাইতে দাও, অথবা তুমি যে আমার নিকটে আছ, ইহা আমাকে বুঝিতে দাও। অর্থাৎ আমি পাপ অবিশ্বাসে দূর হইয়াছি, আমাকে বিশ্বাসী এবং পবিত্র চিত্ত করিয়া তোমার নিকটস্থ করিয়া লও। অথবা আমি যখন বলি, হে ঈশ্বর, আর তুমি লুকাইয়া থাকিও না, ইহার অর্থ এই যে, আমি আমার মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছি, সুতরাং আমার সম্পর্কে ঈশ্বর অপ্রকাশ। এ সকল প্রার্থনা-বাক্য ঈশ্বরকে লক্ষ্য করে না; কিন্তু গূঢ়ভাবে প্রার্থীকে লক্ষ্য করে। ঈশ্বর আসি-বেন, এ অর্থে যে "ঈশ্বর এস" এ কথা বলে, সে মিথ্যা বলে। ঈশ্বর

আসিবেন কিরূপে? ঈশ্বরের পা নাই, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। এরূপ প্রার্থনাতে কেবল প্রার্থীর পাপ, অবিশ্বাসের ব্যবধান দূর হয়। অবিশ্বাসী আপনার অবিশ্বাস জন্য নিকটস্থ ঈশ্বরকেও দূরস্থ কল্পনা করে।

এইরূপ পরলোকবাসী অশরীরী নিরাকার আত্মা সকলও এক স্থান হইতে আর এক স্থানে আসিতে পারেন না। স্বর্গবাসীরা কি পাখীর ন্যায় স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিবেন? অথচ আমরা কেন বলি, হে যুধিষ্ঠির, হে প্রিয়তম চৈতন্য, হে ঈশা, তোমরা পৃথিবীতে এস; হে শাক্য মুনি, আর একবার ভারতে আসিয়া বৈরাগ্য শিক্ষা দাও। এ সকল কথা হৃদয়ের স্বাভাবিক স্পৃহা হইতে উপস্থিত হয়। আমরা যখন বলি যে, আমরা স্বর্গবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, অথবা তাঁহাদের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি, এ সকল কথা কি ভাবে বলি? এ সকল ভাবহীন কথা নহে। তাঁহারাও আসেন না, আমরাও তাঁহাদের নিকট যাই না, অথচ বিশ্বাসে সকলই ঘটায়। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি, এই আমার চৈতন্য, এই আমার ঈশা। যদি আমার বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমি বলিব, ঐ স্বর্গে স্বর্গবাসী সকল। কিন্তু স্বর্গবাসীদিগকে কিরূপে নিকটে দেখিব? তাঁহারা সর্ব্বব্যাপী নহেন। তাঁহারা আমাদের নিকট আসিতে পারেন না, আমরা তাঁহাদের নিকট যাইব। তাঁহারা স্বর্গে আছেন। স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ ঈশ্বরেতে, ঈশ্বর নিজেই স্বর্গ। সুতরাং যত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিব, ততই সেই স্বর্গবাসী সাধু-দিগকে নিকটে দেখিব। ব্রহ্মের মনোহর স্বরূপের মধ্যে যোগী ঋষি ভক্তদিগকে দেখিলাম। যাহারা পার্শ্বে বসিয়াছিল তাহারা চমকিত

হইয়া বলিল, তবে কি স্বর্গ পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে? না স্বর্গ স্থানান্তরিত হয় নাই, স্বর্গ যেখানে ছিল সেখানেই আছে; কিন্তু ভক্ত পৃথিবীতে নাই, তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।

ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্ত ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ সেই প্রতাপশালী মহাপুরুষ সকলকে নিকটে দেখিতেছেন। সাধুরা এখানে আসিলেন না; কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট সাধু আত্মা, ছোট ছোট শক্তি দেখিতে পাইলেন। যেমন গায়ে গা ঠেকে, তেমনই যোগী স্বভাবের সঙ্গে যোগী স্বভাবের যোগ, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের যোগ। হে যোগী, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হও, ইহা যদি পরিষ্কার ভাষায় ভাষান্তর করা হয়, অনুবাদ করা হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থ এই যে, আমি যোগাভাবে সেই যোগীর সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। কিন্তু যোগবলে চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে যাঁহারা যোগ সাধন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৈকট্য অনুভব করিতে পারিব। যদি ভক্ত হই, কেবল ভক্তি প্রভাবে প্রাচীন ভক্তের নিকটস্থ হইব। অতএব ভাব গ্রহণ কর, ভাষা গ্রহণ করিও না। যখনই বিশ্বাসের সহিত বলিবে, এই আমার ঈশ্বর, এই আমার ভক্তিভাজন স্বর্গবাসিগণ, তখনই তাঁহাদিগকে হস্তগত করিতে পারিবে। যোগবলে, প্রেমবলে সকল ব্যবধান চলিয়া যায়। প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বল, এই যে ভক্তবৎসল হরি আমার হৃদয়ের ভিতরে, এই যে বৈকুণ্ঠপতি হরির বুকের ভিতরে বৈকুণ্ঠ, এই যে বৈকুণ্ঠের ভিতরে আমার প্রাণের ভক্তগণ। এক হরির ভিতরে সকল জাতির এবং সকল যুগের সাধুদিগের সম্মিলন।

বিশ্বাস ভক্তিবলে যত এ সকল অনুভব করিবে, তত প্রমত্ত হইবে। যতদিন অবিশ্বাস, ততদিন ঈশ্বর ও স্বর্গ বহুদূর; কিন্তু বিশ্বাসীর নিকট ঈশ্বর ও স্বর্গ খুব নিকট প্রাণের ভিতর।

বিধান-মাহাত্ম্য। *

সোমবার, ১২ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক;
২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

কিছুদিন অমৃতময় বিধানতত্ত্ব শ্রবণ কর। কি জন্য নববিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল, মনসংযোগ করিয়া তাহা শ্রবণ কর। সেই তত্ত্ব শ্রবণ করিলে, ভবে আসিবার উদ্দেশ্য সফল হইবে, জীবন পবিত্র হইবে এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বর্গ লাভ করিবে। পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে অনেক ব্যবধান। সহস্র ক্রোশ, লক্ষ ক্রোশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে গ্রীস্ দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত সক্রেটিস্ আকাশের মেঘ হইতে বিজ্ঞানকে পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। যথার্থ ধর্ম্মবিজ্ঞানও স্বর্গেতে ছিল। পৃথিবীর পক্ষে ধর্ম্মবিজ্ঞান অতি দুর্লভ ধন। নববিধানের অভ্যুদয় হইবা মাত্র সেই স্বর্গের ধর্ম্মবিজ্ঞান পৃথিবীতে আসিয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ অনেক উচ্চ; কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমপ্রসূত এই নববিধান সেই ব্যবধান বিনাশ করিয়া স্বর্গীয় যোগী ঋষি এবং ভক্তদিগকে এই পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ অনেক দূরে এরূপ মনে করিয়া মনুষ্য সকল নিরাশ হইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় সদ্যপ্রসূত সন্তান নববিধান আসিয়া প্রথমেই এই সমাচার ঘোষণা করিয়া দিল যে, এই

পৃথিবীতেই স্বর্গ আসিবে। নববিধান চারিদিকে এই সমাচার বিস্তার করিয়া দিল যে, এই পৃথিবীর মধ্যেই স্বর্গের মহাত্মাদিগকে পাওয়া যাইবে এবং যিনি স্বর্গের স্বর্গ, দেব দেব মহাদেব তিনি পৃথিবীর ঘরে ঘরে বেড়াইয়া পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতেছেন। এই সমাচার পাপী জগতের পক্ষে মহা আশার কথা।

এই বর্ত্তমান বিধানে আমাদিগের সকল আশা বাসনা পূর্ণ হইবে। সংসারের মধ্যে থাকিয়াই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব, ইহাই এই বর্ত্তমান বিধানের বিশেষ আশার কথা। এই বর্ত্তমান বিধানে যোগ ভক্তির সামঞ্জস্য হইবে। এই বর্ত্তমান বিধান বলিতেছেন, এই পৃথিবীতেই আমরা স্বর্গ মিশ্রিত দেখিব। যোগ তপস্যা করিবার জন্য কঠোর হৃদয় হইয়া আর বনে যাই-বার প্রয়োজন নাই। এই নূতন বিধানের অন্তর্গত হইলে সংসারই তপোবন হইবে। দিবা রাত্রি কেবল নির্জনে ধ্যান করিতে শিক্ষা দিবার জন্য, অথবা অপ্রতিহত উৎসাহের সহিত সর্ব্বদা নগর-সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইতে শিক্ষা দিবার জন্য, এই বিধান অবতীর্ণ হয় নাই! সংসারে স্বর্গ প্রদর্শন এবং স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত করা এই বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বিধান উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন ;—"বৈকুণ্ঠধামের রাজা একটী ক্ষুদ্র তৃণের মধ্যেও বাস করিতেছেন।" একটী ক্ষুদ্র জলবিন্দুকে যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, "হে জলবিন্দু, তুমি কি বলিতে পার স্বর্গ কোথায়?" জলবিন্দু গম্ভীরস্বরে বলিবে,—"আমার ভিতরে স্বর্গ এবং স্বর্গস্থ ঈশ্বর।" বাস্তবিক যখন আমরা পৃথিবীর সমস্ত অসার বস্তুর মধ্যে স্বর্গ এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিব, তখনই আমরা নূতন বিধির গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিব। মৃত্যুর পরে ধার্ম্মিকেরা

স্বর্গে গমন করেন ইহা পুরাতন কথা। এখানেই, এই পৃথিবীতেই ব্রহ্মভক্তেরা সশরীরে স্বর্গভোগ করেন, ইহা এই নূতন বিধানের কথা। দেবালয়ে স্বর্গ, ঠাকুরঘরে স্বর্গ, সাধুসঙ্গে স্বর্গ ইহাও পুরাতন কথা; নূতন কথা এই, যে স্থানকে সকলে ঘৃণা করে, যে স্থানকে কেহ গ্রাহ্য করে না, সেই স্থানে ঈশ্বর এবং স্বর্গ। ইহা বর্ত্তমান বিধানের মন্ত্র এবং শিক্ষা।

সেই হাজার হাজার ক্রোশ দূরের স্বর্গ এই নূতন বিধানে নিকট হইয়াছে। এই নূতন বিধান সকল ব্যবধান বিনাশ করিয়া, পৃথিবীকে স্বর্গের অব্যবহিত সন্নিধানে লইয়া যাইতেছে। এই নববিধান পৃথিবীর অত্যন্ত অসার পদার্থের মধ্যে স্বর্গের বিদ্যমানতা দেখাইয়া দিতেছে। আর আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া আকাশের পানে তাকাইব না; কিন্তু সর্ব্বস্থানে ঈশ্বরকে দেখিব। জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, রক্তে নিঃশ্বাসে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিব। এই বিধানের লোকেরা তাঁহাদের দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে নিম্নে, যে দিকে তাকান, সেই দিকেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান। এই পৃথিবীর ভিতরেই তাঁহারা ঈশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে কোন দূরবর্ত্তী তীর্থ অথবা কোন কল্পিত বৈকুণ্ঠধামে যাইতে হয় না; কিন্তু তাঁহারা পৃথিবীর সমুদয় পদার্থ এবং সমুদয় ঘটনা মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতাকে দেখিতে পান। এই নববিধানের ভক্তেরা মৃত্যুঞ্জয়ের আদেশে, মৃত্যুঞ্জয়ের হস্ত হইতে খড়্গ লইয়া, মৃত্যুকে বধ করিয়া ইহলোকে থাকিয়াই পরলোকবাসী সাধুদিগের সঙ্গে ব্রহ্মপূজা করিতেছেন। ইহলোক পরলোকের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, নববিধান

তাহা বিনাশ করিয়াছে। ইহলোক পরলোক মধ্যে এখন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন কলিকাতার লোক এখন সেতু পার হইয়া হাওড়ায় বেড়াইতে পারে, সেইরূপ এখন ইহলোক হইতে অনায়াসে পরলোকে যাওয়া যায়।

পরলোকবাসী ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করিতে হইলে, এখন আর মরিতে হয় না; কিন্তু বিশ্বাস-চক্ষু উন্মীলিত হইলে এই পৃথিবীতেই তাঁহাদিগকে দেখা যায়; তাঁহাদিগের সাধু আত্মা জীবন্ত চরিত্রের আকারে এই পৃথিবীর পথে পথে বেড়াইতেছেন। তাঁহাদিগের জ্যোতি এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। সেই পৃথ্বীনাথের প্রাণের মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। তাঁহারা মরেন নাই। মৃত্যু তাঁহাদিগকে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। তাঁহাদিগের অন্তরস্থ ব্রহ্মতেজে মৃত্যুর মৃত্যু হইয়াছে। ঈশ্বরের নিকটে ইহলোক পরলোকের ভিন্নতা নাই। যখন সাধকের নিকটে ঈশ্বর প্রকাশিত হন, তখন পলকের মধ্যে তিনি সাধকের চক্ষে স্বর্গবাসী পরলোকগত সাধুদিগকেও দেখাইয়া দেন। পৃথিবী ও স্বর্গকে এক করিয়া দিবার জন্য নববিধানের অভ্যুদয়। ঈশ্বর-দর্শন এবং স্বর্গ-দর্শন সহজ হইল। হে ব্রহ্ম সাধক, প্রকৃত বিশ্বাসকে হৃদয়ে স্থান দাও, তাহা হইলে সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে দেখিবে। ব্রহ্ম গাছের পাতায় ঝুলিতেছেন, ব্রহ্ম গঙ্গাজলে ভাসিতেছেন, ব্রহ্ম তোমার রসনার মধ্যে বসিয়া আছেন। সমুদয় বস্তু হইতে সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডপতি বাহির হইয়া, তোমাকে দেখা দিবেন। বিশ্বাসী হইলে বলিতে পারিবে না যে, ঈশ্বর বহু দূরে। বিশ্বাসবাহু প্রসারণ করিয়া সর্ব্বত্র ব্রহ্মকে ধরিতে পারিবে। যোগবলে

দেখিবে এই পৃথিবী স্বর্গধাম। কে বলে হিমালয়ের কৈলাস-শিখরে মহাদেবের স্বধাম ? তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার মধ্যে হরির সিংহাসন। ধ্যানযোগে দেখ সর্ব্বত্র হরির অধিষ্ঠান। একবার কেবল বিশ্বাসী হইয়া "হে ব্রহ্ম, হে জননী," বলিয়া হরিকে ডাক, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে তোমরা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে, তোমার প্রাণের ভিতর হইতে, হরি তাঁহার সমস্ত স্বর্গ সঙ্গে লইয়া বাহির হইবেন। বিশ্বাসীর চক্ষে হরি সর্ব্বময়। হরি-দর্শন লাভ করিলে বুঝিতে পারিবে, এই পৃথিবীতেই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম। ব্রাহ্ম, তুমি সৌভাগ্যশালী, এই সুসমাচার শুনিয়া যদি তুমি সংসারে স্বর্গ সাধন করিতে পার, তাহা হইলে তুমি তোমার সৌভাগ্য আরও বুঝিয়া কৃতার্থ হইবে।

সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজন।

রবিবার, ১৮ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

কোন ব্রহ্মভক্ত সাধু পৃথিবী পরিত্যাগ করিবার সময়, তাঁহার আপন অনুগত প্রিয়তম শিষ্যদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন, যদি তোমরা আমাকে স্মরণ করিতে চাও, তবে আমার মাংস আহার করিও এবং রক্ত পান করিও। এই অলৌকিক কথা অলৌকিক ভাবে পূর্ণ। সামান্য বুদ্ধি দ্বারা এই কথা বুঝা যায় না। এই কথার ভাব লইয়া উক্ত সাধুর শিষ্য প্রশিষ্যেরা কত বিবাদ করিতেছেন। বাস্তবিক স্বর্গীয় মহাত্মাদিগকে গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় তাঁহাদিগের রক্ত মাংসকে আমাদিগের রক্ত মাংসে পরিণত করা। ভক্তকে যদি

বলি, "হে ভক্ত, আমি তোমার মত হইব, সর্ব্বদা তোমাকে স্মরণ করিব।" এই সকল কথায় ভক্তের তুষ্টি হয় না। যথার্থ হরিভক্ত মনুষ্যের নিকট পূজা অথবা গৌরব চাহেন না। অনেক প্রশংসা বাক্য বলিলে ভক্তের চিত্তরঞ্জন হয় না। তুমি প্রভু, তুমি কর্ত্তা, এ সকল কথা বলিলে ভক্ত তৃপ্ত হন না। ভক্ত পৃথিবীর প্রশংসা প্রার্থী নহেন, প্রশংসা পূজা দ্বারা ভক্ত বশীভূত হন না। ভক্তকে লাভ করিবার উপায় স্বতন্ত্র। যখন পৃথিবী ঈশ্বরের নিকট বহু স্তব করিয়া এই কথা বলিল,—"হে ঠাকুর, আমার মধ্যে যে সকল ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গেলেন, সেই সাধু সন্তানগুলিকে বিদায় দিয়া আমি বড় দুঃখিত আছি, শুনিয়াছি তাঁহাদের মৃত্যু নাই, তাঁহারা এখন স্বর্গকে আলোকিত করিয়া বসিয়া আছেন, অতএব যদিও তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদিগকে অন্তরে দেখিতে পাই, এরূপ বর দাও।" ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "পৃথিবী, আমি তাঁহাদিগকে তোমার ক্রোড়ে দিব; কিন্তু তাঁহাদিগকে রাখিবে কোথায়? তাঁহারা অশরীরী অতীন্দ্রিয়, কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহারা গৃহীত হইবেন না, বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, ভক্তি দ্বারা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারিবে না; কিন্তু আমি এই বর দিলাম, তুমি তাঁহাদিগকে পাইবে।"

পরলোকগত সাধুদিগকে পৃথিবী কিরূপে পাইবে? পৃথিবী সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষদিগকে নিকটে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু এখনও পৃথিবী সম্যক্‌রূপে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহলোক পরলোকের কিরূপে যোগ হইবে, পৃথিবী ইহা বুঝিতে পারে না। পরলোকবাসী মহাত্মারা দেশ কালের অতীত।

সুতরাং কোন বিশেষ স্থানে অথবা কোন বিশেষ সময়ে যে আমরা তাঁহাদিগের দর্শন লাভ করিব তাহার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা জলে কিম্বা স্থলে কোথাও দেখা দিবেন না, তাঁহারা দিবসে কিম্বা রাত্রিতে কাহারও নিকটে আসিবেন না, জ্ঞান কিম্বা ভাব দ্বারা কেহই তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, তবে কিরূপে আমরা তাঁহাদিগকে পাইব? মনুষ্যের বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে লাভ করিবার যত উপায় ছিল সমুদয় বিফল হইল, সকল দিক অন্ধকার হইল, আশার প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল, তবে এই যে বিধাতা বলিলেন, "পৃথিবী, তুমি পরোলোকগত সাধুদিগকে পাইবে," এই কথা কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা? ঈশ্বর কি প্রবঞ্চনা করিতে পারেন? অল্পবিশ্বাসী পৃথিবী ঈশ্বরের এই বরের অর্থ বুঝিতে পারে না। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধান ইহার গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দিতে আসিয়াছেন। ইহলোক পরলোকের যোগ, পৃথিবীর সঙ্গে স্বর্গের যোগ দেখাইয়া দিবার জন্য, স্বর্গ হইতে এই নববিধানের প্রকাশ।

এই কথা মনে করিবা মাত্র ঐ প্রাচীন ঋষির কথা স্মরণ হইল। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়া গেলেন, যদি আমাকে দেখিতে চাও, তবে আমার রক্ত মাংস পান ভোজন করিবে। বাস্তবিক ভক্তদিগকে দেখিতে হইলে কোথায় যাইব? কিরূপে তাঁহাদিগকে দেখা যায়? আমরা জানিয়াছি কোন দেশে কিম্বা কোন স্থানে তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা আমাদের বুদ্ধি কিম্বা ভক্তি দ্বারাও তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারি না, তবে কিরূপে তাঁহাদিগের দর্শন পাইব? এই প্রশ্ন মনে হওয়াতে উক্ত ঋষিবাক্য স্মরণ হইল। তাঁহার কথানুসারে বলিতেছি, বন্ধুগণ, যদি সাধু-দর্শন

করিতে চাও, তবে জলে স্থলে দেখিও না, এখানে ওখানে বাহিরে দেখিও না, সাধু অন্তরের ধন, তাঁহাকে আপনার রক্ত মাংসের মধ্যে দেখ। যাঁহারা ইন্দ্রিয়গোচর হন না, বুদ্ধিতে আসেন না, আমাদের ভাবেতেও ধৃত হন না, তাঁহারা রক্ত মাংসের ভিতরে দেখা দিবেন। সাধুদিগকে বাহিরে রাখিলে তাঁহাদিগের অবমাননা হয়।

যদি বল, শ্রীচৈতন্যকে স্মরণ করিলে নয়ন হইতে ভক্তি-জলধারা পড়ে, শাক্যমুনির গাম্ভীর্য্য এবং তীব্র বৈরাগ্য স্মরণ করিলে শরীর মন স্তম্ভিত হয়, তাহা হইলে তুমি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলে না। স্বর্গবাসীদিগের নাম স্মরণ করিয়া ভক্তির অশ্রুপাত করিলে স্বর্গের অপমান হয়। স্বর্গবাসিগণ তোমাদের ভাব চান না, ভাব-চক্ষের জলে নিঃশেষ হইয়া যায়; তাঁহারা তোমাদিগের জীবনে, তোমাদিগের চরিত্রের মধ্যে স্থান চান। অর্থাৎ যেখান হইতে মনুষ্যের তেজ, জীবন, স্বভাব, চরিত্র বাহির হইতেছে, পরলোকবাসী সাধুগণ সেখানে বাস করিতে ভালবাসেন। যদি তাঁহাদিগকে নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে অর্থাৎ নিজের চরিত্র ও জাবনের মধ্যে স্থান না দাও, তবে তাঁহাদিগের প্রতি সহস্র প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেও তাঁহারা তোমাদের হইবেন না। হে ব্রাহ্ম, স্বর্গীয় সাধু-দিগকে তুমি বাহিরে মনে করিয়া আত্মপ্রবঞ্চিত হইলে। তোমার অনুরাগে আর্দ্র হৃদয় হইতে, সাধুদিগের নামে কত কোমল স্তব স্তুতি বাহির হইল; কিন্তু তোমার নিকটে একজন সাধুও আসিলেন না। আর দেখ, যে ব্রাহ্ম, জীবনের শিরা দিয়া ভক্তকে ডাকিলেন, তিনি তাঁহার সেই শিরার জালে ভক্তকে বাঁধিলেন। হে ভক্ত ব্রাহ্ম, তুমি যাঁহাকে যথার্থ ভক্ত বলিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত ভালবাসিলে,

তাঁহাকে তুমি কোথায় রাখিলে? জ্ঞানেতে না ভাবেতে? না, তুমি ভক্তকে পুস্তকে কিম্বা সাময়িক ভাবেতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। যদি ভক্তকে যথার্থ ই ভালবাস, তবে তাঁহাকে রক্ত মাংসের মধ্যে রাখিতে হইবে।

ভক্তকে ভালবাসিলে তোমার জীবন ভক্তের জীবন, তোমার রক্ত মাংস, ভক্তের রক্ত মাংস হইবে, তোমার শোণিতধারে, ভক্তের রক্ত প্রবাহিত হইবে। তোমার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত ভক্তের দ্বারা অধিকৃত হইবে। তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে "ভক্তের জয়" "ভক্তের জয়" এই কথা বলিতে বলিতে প্রবাহিত হইতে থাকিবে। যদি কেহ তোমার মুণ্ড কাটে, তাহা হইলে তোমার সেই কাটা মুণ্ডও "ভক্তের জয়" 'ভক্তের জয়" বলিতে থাকিবে। যদি যথার্থই ভক্তের হইতে চাও, তবে ভক্ত আর তুমি এক হইয়া যাইবে। তুমি যতক্ষণ বলিবে এই সাধু আর এই আমি, ততক্ষণ তুমি সাধুকে গ্রহণ কর নাই, ততক্ষণ সাধুর সঙ্গে তোমার যোগ হয় নাই, ততক্ষণ তুমি সাধু হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছ। যদি সাধুর সঙ্গে একীভূত হইতে চাও, তবে সাধুর রক্ত মাংস পান ভোজন করিতে হইবে, সাধুর জ্ঞান ভক্তি তোমার জ্ঞান ভক্তি হইবে, সাধুর উৎসাহ তেজ তোমার উৎসাহ তেজ হইবে। তাঁহার প্রতিদিনের শুদ্ধতা, বৈরাগ্য, শান্ত ভাব, তোমার শুদ্ধতা, বৈরাগ্য, শান্ত ভাব হইবে। তুমি সাধুকে, বাহিরে জলে স্থলে অথবা আকাশে দেখিলে না, কোন বিশেষ সময়ে তাঁহাকে দেখিলে না, কিন্তু অনন্তকালসাগরে ভাসিতে ভাসিতে তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইলে। যে বাহিরে সাধুকে দেখিতে চায়, সে সাধুর অপমান করে। বাহিরের অসার শরীর পড়িয়া থাকিবে;

কিন্তু ভিতরের আত্মার চরিত্রে আত্মার জীবনের মধ্যে ভক্তগণ চির-কাল বাস করিবেন। বর্ত্তমান নববিধান এই সত্য পরিষ্কাররূপে দেখাইয়া দিতেছেন। নববিধান অন্য প্রকার সাধন চাহেন না। যখন আমাদিগের জীবনে এইরূপে সাধুদিগের জীবন বৃদ্ধি পাইবে, তখন পৃথিবীতে স্বর্গের জীবন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মঙ্গলবাড়ী।

আর্য্যনারীদিগের প্রতি আচার্য্যের উপদেশ। *.

শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে রাজাধিরাজ হরি, আকাশে তুমি প্রেম-কমলের উপর বসিয়া পৃথিবীর পানে তাকাইয়া রহিয়াছ। দেখ আজ তোমার কন্যাগণ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। তোমার বিনীত দাস তোমার শ্রীচরণতলে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তোমার দাসের মনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, এবং দাসের শরীরকে তুমি স্পর্শ কর, এই দাসের রসনা যেন তোমার সত্য রচনা করে, তাহার চক্ষু যেন তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হয়। তোমার দাস যেন তোমার অমৃতময় কথা শুনাইয়া, তোমার কন্যাগণের কল্যাণ সাধন করিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশের মঙ্গল সাধন করিতে পারে, এই আশীর্ব্বাদ কর। হে হরি, তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার প্রাণের বল, আমি একান্ত মনে তোমার উপর নির্ভর করিয়া তোমার সমাগত কন্যাদিগের সেবা

করি। হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দাসের মনোরঞ্জন কর, তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা।

হে ব্রহ্মকন্যাগণ, যে বায়ু এখন চারিদিকে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা পুরাতন বায়ু নহে, ইহা নূতন বায়ু, ইহার মধ্যে নবজীবন রহিয়াছে। যেমন প্রাতঃসূর্য্যোদয়ে অন্ধকার চলিয়া যায়, সেইরূপ নূতন সত্যসূর্য্যোদয়ে কলিযুগের অন্ধকার চলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন অন্ধকার ক্রমে ক্রমে কাটিয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই দেশে আর সেই দুঃখের রজনী নাই, এখন বঙ্গরাজ্যে সত্যযুগের শুভ ঊষা আগত হইয়াছে। বঙ্গদেশে কেমন আস্তে আস্তে নববিধানের নূতন সমীরণ বহিতেছে! এই যে আজ তোমরা ব্রহ্মকন্যাদিগের সভা দেখিতেছ, ইহা অতি ক্ষুদ্র সভা; কিন্তু এক সময় আসিবে, যখন তোমাদের ন্যায় শত শত ব্রহ্মকন্যা একত্র হইয়া, এইরূপে ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিবে এবং ব্রহ্মগুণ কীর্ত্তন করিবে। ঈশ্বরের নূতন রাজ্য স্থাপনের সংবাদ আসিয়াছে, এখন তোমরা যে সত্যের আলোক দেখিতেছ, এই আলোক উজ্জ্বলতর হইবে। তোমাদের পরে যে সকল ব্রহ্মকন্যারা আসিতেছেন, তাঁহারা সেই আলোকের মধ্যে বাস করিবেন। তখন দ্বিপ্রহরের আলোক হইবে, এখন তোমরা সেই মধ্যাহ্ন আলোকের প্রাতঃকাল দেখিতেছ। হে বঙ্গবাসিনী নারীগণ, যথার্থই এক নূতন রাজ্য আসিতেছে। এখন আর সেই পুরাতন কলিকাতা নাই। যে বলিবে কলিকাতায় বিশেষ কিছু নূতন ব্যাপার হয় নাই, সে অন্ধ, সে অবিশ্বাসী। এই যে চারিদিকে নূতন নিশান উড়িতেছে, এ সকল কাহার নিশান? এই যে মৃদঙ্গ করতাল সহকারে সঙ্কীর্ত্তন হইল, ইহাতে কাহার নাম কীর্ত্তিত

হইল? এ সকল নিশান, এই সঙ্কীর্ত্তন এবং এই যে মঙ্গলবাড়ী যেখানে তোমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, এ সমস্ত এক নূতন বিধানের পরিচয় দিতেছে। এই বাড়ীগুলিকে জিজ্ঞাসা কর, ইহারা কিরূপে নির্ম্মিত হইল। ইহারা ব্রহ্মতেজের সহিত বলিতেছে, "আমরা ব্রহ্ম-হস্ত নির্ম্মিত।" এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা জাগ্রত হও।

এই সময় বালক যুবা বৃদ্ধ সকলেই নূতন দেশের দিকে দৌড়িতেছে। সকলেই ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, "নূতন ধাম কোথায়? মার বাড়ী কোথায়?" ব্রহ্মকন্যাগণ, এ সকল দেখিয়া কি তোমাদের উৎসাহ হইতেছে না? তোমরা কি ঐ যাত্রীদিগের সহ-গামিনী অনুগামিনী হইবে না? তোমরা কি এই দেশের আর্য্যনারী-দিগের গৌরবের কথা শুন নাই? তাঁহাদিগের সন্তান হইয়া তোমরা আর কতকাল এইরূপ মলিন অবস্থায় থাকিবে? তাঁহারা স্ত্রী-চরিত্রের মুকুট পরিধান করিতেন, সে সকল স্মরণ করিয়া কি তোমা-দিগের উন্নত হইতে ইচ্ছা হয় না? তোমাদের ভ্রাতারা ঈশ্বরের নিকটে গিয়া কত নূতন নূতন সত্য লাভ করিতেছেন, তোমরা আর কতদিন সংসারের অন্ধকারে দুঃখিনী হইয়া থাকিবে? ঈশ্বরের পবিত্র সিংহাসনতলে নর নারীর মিলন না হইলে, সংসারের দুর্গতি দূর হইবে না। ঈশ্বরের সন্নিধানে সাধু এবং সতীগণ সদ্ভাবে একত্র হইয়া বাস করিতেছেন। স্বর্গে সাধু ভ্রাতার সঙ্গে সাধ্বী ভগ্নী, সাধু স্বামীর পার্শ্বে সাধ্বী যোগিনী সকল বসিয়া রহিয়াছেন। স্বামী গভীর যোগবলে তেজস্বী হইয়া ঈশ্বরের পিতৃভাবের পরিচয় দিতেছেন, স্ত্রী ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরের সুকোমল মাতৃভাবের পরিচয় দিতে-

ছেন। আহা! স্বর্গের এই যুগল মূর্ত্তির কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে! সেখানে ঈশ্বরপরায়ণ সাধু সকল এবং ঈশ্বরপরায়ণা সতী সকল একাত্মা হইয়া, প্রেমভক্তি-পুষ্পে ব্রহ্মপূজা করিতেছেন। ঋষি-পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ভগবন্! 'যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দ্বারা কি আমি অমর হইতে পারি?" তাঁহার স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না, ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাদ্দ্বারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া আমি কি করিব? যাহাতে আমি অমর হইতে পারি, আমাকে সেই পথ দেখাইয়া দিন।" কেমন সুন্দর পতিভক্তি এবং হরিভক্তির দৃষ্টান্ত! ইঁহাদিগের জীবনে দেশ পবিত্র হইল।

আবার মনে করিয়া দেখ, হিমালয়ের শিখরের উপর একটী ব্রহ্মপরায়ণ যোগী যোগ ধ্যান অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীও ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া ব্রহ্মপূজা ও ব্রহ্মসেবা করিতেছেন। কি সুন্দর দৃশ্য! পৃথিবীতে এরূপ দৃশ্য দেখিলে আকাশ হইতে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করেন। যে স্ত্রী ব্রহ্ম-পরায়ণা হইয়া আপনার স্বামীর সঙ্গে ধর্ম্ম সাধন করেন, ঈশ্বর সেই নারীর মস্তকের উপর আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ করেন। নর নারী একত্র হইয়া ব্রহ্মপূজা করিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা আর সুন্দর দৃশ্য কি আছে? পুরুষের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া নারী প্রকৃতি মধুরস্বরে ব্রহ্মগুণ গান করিতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি আছে? ধন্য যাজ্ঞবল্ক্য! ধন্য মৈত্রেয়ী! আবার কবে তাঁহাদের সেই সুসময় ভারতবর্ষে আসিবে? এখন

ভারতভূমি দুঃখেতে কাঁদিতেছে। যেমন বেদের সময়, ঋষি ঋষিপত্নীদিগের সময়, সুখের সময় ছিল, সেইরূপ আবার কত শত বৎসর পরে ভারতে পৌরাণিক সময়েও হরিভক্তিরসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। মহাভারতের দ্রৌপদীর কথা তোমরা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে। তিনি যেমন সংসারে সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিতেন, তেমনই তিনি হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। তিনি একান্ত মনে পতিসেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও স্বামীর স্বামী ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী যিনি তাঁহাকেও ভালবাসিতেন। যেমন বেদ বেদান্তের সময় আমরা ঈশ্বরপরায়ণা নারীর কথা শুনিতে পাই, পুরাণের সময়েও সেইরূপ হরিভক্তিপরায়ণা সতীদিগের কীর্ত্তি শুনিতে পাই। এখন কেন তবে ভারতবর্ষের নারীকুল ঈশ্বরকে না দেখিয়া দুঃখিনী থাকিবে? বঙ্গকুলকামিনীরা আর কত কাল ঘুমাইয়া থাকিবে? এখনও কি তাহাদিগের দুঃখের রাত্রি পোহায় নাই? শুভ প্রাতঃকাল কি আসে নাই?

ব্রহ্মকন্যাগণ, নবধর্ম্মবিধানের প্রাতঃসমীরণ বহিতেছে, আর তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, ঈশ্বর যেমন তাঁহার পুত্রদিগকে স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছেন, সেইরূপ তাঁহার কন্যাদিগকেও তিনি আহ্বান করিতেছেন। যখন ঈশ্বর তাঁহার সন্তানদিগকে ডাকেন, তখনই শুভক্ষণ। এমন শুভক্ষণ হয় ত আর আসিবে না। কল্য কি হইবে কে জানে? ঈশ্বরের চিরনূতন পঞ্জিকায় আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। তাঁহার পঞ্জিকায় স্ত্রী পুরুষ প্রতিজনের সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ শুভক্ষণ নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। অতএব কেহই শুভক্ষণ অবহেলা করিও না। যখনই ঈশ্বরের আহ্বান শুনিবে, তখনই তিনি যে দিকে লইয়া যান সেই দিকে যাইবে। যখনই বিবেককর্ণে ঈশ্বরের কোন

কথা শুনিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাণপণে পালন করিবে। একবার যদি সেই শুভক্ষণ অবহেলা কর, হয় ত আর তাহা আসিবে না। সর্ব্বদাই তোমরা তাঁহার দাসী হইতে প্রস্তুত থাকিবে। এখনই যদি স্বর্গের জননী তোমাদিগকে তাঁহার কোন কার্য্য করিতে বলেন, এখনই তাহা করিবে। জননীর আজ্ঞা শুনিবা মাত্র তাহা পালন করিবে। যখন কামারের লৌহ খুব লাল হইয়া উঠে, তখন সেই তপ্তলৌহে কামার যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তাহা কিছুতেই প্রক্ষালন করিতে পারা যায় না। সেইরূপ যখন ব্রহ্মবাণী শুনিয়া তোমাদিগের অনুরাগ, প্রেম, উৎসাহ প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন তোমরা তাঁহার দাসী হইবে, চিরকাল তোমরা তাঁচার দাসীত্ব ব্রত পালন করিতে পারিবে।

তোমরা এই দাসীত্ব-ব্রতে অগ্রগামিনী হইলে, তোমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা তোমাদিগের অনুগামিনী হইবেন। এখন তোমরা যদি সত্য সত্যই ব্রহ্মপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হও, তাহা হইলে তোমাদের পর দশ সহস্র নারী ব্রাহ্মিকা হইবেন। তোমরা যদি অচলা ব্রহ্মভক্তির দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাও, ইতিহাস পুস্তকে তোমাদিগের জীবন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সে সকল পুস্তক পড়িয়া [illegible] বঙ্গদেশে অমুক অমুক নারী জন্মগ্রহণ করিয়া, নারীজাতিকে ধন্য করিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মকন্যাগণ, তোমরা আর মোহে অচেতন থাকিও না, উত্থান কর। ঈশ্বর স্বর্গের দ্বার খুলিয়া তোমাদিগকে ডাকিতেছেন। ঈশ্বর বলিতেছেন, "কন্যাগণ, ভয় করিও না, ভয় করিও না, আমি তোমাদিগের পিতা মাতা, তোমাদিগকে উদ্ধার

করিতে আসিয়াছি, আমি তোমাদের সেই মৈত্রেয়ীর ঈশ্বর, আমি তোমাদের পিতা মাতা এবং প্রপিতামহ প্রপিতামহী প্রভৃতির ঈশ্বর, তোমরা আমাকে গ্রহণ কর, আমার কথা শ্রবণ কর, আমার কথা পালন কর; উঠ কন্যাগণ, আর অচেতন থাকিও না। তোমাদের ভাই যাত্রীদল অনেক দূর পথ চলিয়া গেল, তোমরা এখনও ঘুমাই-তেছ?" তোমরা কয়েকজন যদি যোগের পথে অগ্রগামিনী হও, তাহা হইলে তোমাদের পশ্চাতে সহস্র সহস্র বঙ্গবাসিনী তোমাদিগের পথ অবলম্বন করিবে। তোমাদের পশ্চাতে দশ সহস্র বঙ্গবাসিনী দাঁড়াইয়া আছে। যখনই তোমরা মাতার রাজ্যের দিকে চলিয়া যাইবে, তখনই তাহারা বলিবে, "মা, দিদি, দাঁড়াও, আমাদিগকে ফেলিয়া যাইও না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাও।" এই কথা শুনিয়াই তোমাদের মুখ হাস্যে প্রফুল্ল হইল।

বাস্তবিক দেখ দলে দলে ব্রহ্মকন্যারা আসিতেছেন। ভক্তির ঘাট হইতে বড় বড় নৌকা বড় বড় জাহাজ সকল চলিয়াছে। বড় বড় জাহাজ করিয়া ব্রহ্মকন্যাগণ ভবনদী পার হইতে লাগিলেন। কোন জাহাজের উপর "একমেবাদ্বিতীয়ম্", কোন জাহাজের উপর "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" ইত্যাদি নিশান উড়িতেছে। ভবনদীর ওপারে শান্তিধামের দেব দেবিগণ ব্রহ্মকন্যাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই প্রাচীনকালের ঋষি এবং ঋষিপত্নিগণ, সেই যাজ্ঞবল্ক্য, মৈত্রেয়ী, সেই চৈতন্য, নানক, কবির, তুকারাম প্রভৃতি, সেই সীতা, সাবিত্রী এবং অন্যান্য পুণ্যবতী নারীগণ, যাত্রীদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভব-নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া আছেন। বঙ্গদেশ হইতে জাহাজ

আসিতেছে, জাহাজ ক্রমশঃ শান্তি-উপকূলের নিকটবর্ত্তী হইতেছে, উহা দেখিয়া সেই দেবর্ষি এবং তাঁহাদিগের কন্যাগণের কত আহ্লাদ! সেই বড় বড় মুনিকন্যাদিগের সন্তান তোমরা। চণ্ডালকন্যা তোমরা নও। পুণ্যবতী তেজস্বিনী সতীদিগের সন্তান তোমরা। তোমরা কতদিন আর এরূপ নিস্তেজ হইয়া মিথ্যা মায়ার বদ্ধ থাকিবে? এমন মহাত্মাদিগের কন্যা হইয়া তোমরা কিরূপে ঘৃণিত নীচ জীবন ধারণ করিয়া থাকিবে? কবে তোমরা ব্রহ্মতেজে তেজস্বিনী হইয়া নীচ সংসার, নীচ রুচি ছাড়িয়া, উচ্চ জীবন এবং উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিবে? রে নিষ্ঠুর সংসার, তুই কতকাল আর ব্রহ্মকন্যাদিগের দ্বারা নীচ কার্য্য করাইয়া লইবি? ব্রহ্মকন্যাগণ, কবে তোমরা নীচ সংসারকে বলিবে, "রে পাপিষ্ঠ সংসার, আজ তোর দাসত্ব-শৃঙ্খল ছেদন করিলাম। আর নীচ সুখ, নীচ টাকা এবং মলিন কুসংস্কারের দাসী হইয়া সংসারের নীচতার ভিতর ডুবিব না; ঈশ্বরের আদেশ শুনিয়া, স্বামীসেবা, সন্তানসেবা করিব। সংসারকে জয় করিয়া ঋষিকন্যাদিগের ন্যায় হইব।" ব্রহ্মকন্যাগণ, ঈশ্বর তোমাদের সহায়। আর বলিও না সংসার তোমাদের ধর্ম্মসাধনের প্রতিকূল। ঈশ্বর তোমাদের জন্য নৌকা লইয়া আসিয়াছেন। তোমরা আনন্দ মনে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই নৌকায় আরোহণ করিয়া নূতন দেশে চলিয়া যাও।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি। *

রবিবার ২৫শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ৭ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

নিম্নভূমি হইতে অনেক দূর দেখা যায় না। কেবল উচ্চ ভূমি হইতে দূরদৃষ্টি সম্ভব। নিম্নদেশে বসিলে যদি অর্দ্ধ ক্রোশ দেখা যায়, উচ্চ ভূমিতে বসিলে দশ ক্রোশ দেখা যাইতে পারে। মনুষ্য যত উপরে বসিবে, তত তাহার দৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। জ্ঞানের ভূমি নিম্নদেশে, বিশ্বাসের ভূমি উচ্চ। বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি আরোহণ করিলে, ইহলোকে থাকিয়া পরলোক দেখা যায়। বিশ্বাসের ভূমি হইতে নরলোকের ব্যাপার এবং স্বর্গলোকের ব্যাপার উভয়ই দেখা যায়। বিশ্বাসী বর্ত্তমান ঘটনা সকল দেখিতে পায়। আর ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও জানিতে পারে। নিম্নতল গৃহে বসিয়া থাক কেবল চারিদিকে কি হইতেছে দেখিতে পাইবে, কিন্তু ছাদের উপরে উঠ, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, নগর গ্রাম ইত্যাদি দেখিতে পাইবে, এইরূপে যতই উপরে উঠিবে, ততই কত নূতন নূতন নগর এবং নদ নদী সকল দেখিতে পাইবে। খুব উপরে উঠিলে এমন এক নূতন রাজ্য দেখিবে, এমন এক মনোহর দৃশ্য দেখা যাইবে, যাহা কখনও দেখ নাই এবং কল্পনাতেও ভাব নাই। প্রত্যেক বিশ্বাসী এইরূপে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়া আপনার অন্তরের সত্য-ভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করিতে পারেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি হইয়াছিল,

অথবা দুই হাজার বৎসর পরে কি হইবে, বিশ্বাসী তাহা দেখিতে পান। বিশ্বাসীর চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ নিকট দূর এক হইয়াছে। বিশ্বাসীরা চিরকালই এই উন্নত জ্ঞান সম্ভোগ করেন। নিম্নদেশে, নিম্নতলের ঘরে বসিয়া থাক, দূরের বস্তু সকল দেখিতে পাইবে না, যদি দূরের বস্তু সকল দেখিতে চাও, তবে উচ্চ ভূমি আরোহণ করিতে হইবে।

এইজন্যই ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সময়ে সময়ে এক এক জাতি দলবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসের উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিতেন। পৃথিবীর নিম্নভূমি ছাড়িয়া প্রকাণ্ড হিমালয়ের উপরে উঠিলে, চক্ষু আশ্চর্য্য দৃশ্য সকল দেখিতে পায়; চারিদিকে কত নদ নদী, কত নগর, কত গ্রাম কে সংখ্যা করিবে? এখানে মুনির আশ্রম, ওখানে মুনির আশ্রম, ঐ পরলোক, ঐ যোগী ঋষিদিগের তপোবন, ঐ ভক্তদিগের ভক্তির ঘাট ইত্যাদি কত অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের শিখরে আরোহণ করিলে অদ্ভুত দৃশ্য সকল দেখিয়া, মন পুলকিত এবং চমৎকৃত হয়। যখন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া এ সকল দৃশ্য ভোগ করা যায়, তখন পৃথিবীতে এক শুভক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জাতি মধ্যে এই বিশেষ সময় প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের এই শুভক্ষণগুলি আলোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা এই সকল শুভক্ষণে বাস করেন, তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া পরলোক দেখিতে পান, একস্থানে দাঁড়াইয়া অনেক দূর দেখা যায়, এক কালে বাস করিয়া অনেক শতাব্দী দেখা যায়। বিশ্বাসী ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এ সকল ঘটে না। দশ সহস্র বৎসর পরে কি হইবে সামান্য বিষয়ীরা তাহা

জানিতে পারে না। কেবল বিশ্বাসের চক্ষেই ভূত ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসীরা উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া বলেন ;—"ঐ দেখ পরকাল, ঐ দেখ যোগাশ্রম, ঐ দেখ ভক্তি সরোবর!" নিম্নদেশ-বাসীরা বলে, কই আমরা ত কিছুই দেখিতে পাই না। বিশ্বাসীরা উচ্চস্থানে থাকিয়া বলিতেছেন ;—"ঐ দেখ মহর্ষি ঈশার বাগানে কেমন সাধুতা-পুষ্প ফুটিতেছে!" উপরের লোকেরা বলিতেছেন ;—"কেমন চমৎকার শীতল বায়ু! কেমন আশ্চর্য্য বরফ!" নিচের লোকেরা সংসারের রৌদ্রে, বিষয় বাসনার উত্তাপে উত্তপ্ত। তাহারা বলে ;—"স্বর্গের শীতল বায়ু কি? বরফ কি? আমরা জানিলাম না।" সেই উচ্চদেশে ভক্তগণ ভক্তিরসে মত্ত হইয়া কত আমোদ করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন পরলোকবাসী সাধুরা কেমন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। নীচের লোকেরা বলে, "কে নাচে, কে গান করে, আমরা ত কিছুই দেখিতে পাই না।"

সময়ে সময়ে উপরের লোকেরা তাঁহাদিগের মনের কথা পুস্তকা-কারে লিখিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। পৃথিবীর লোকেরা তাহা পড়ে, কণ্ঠস্থ করে, কিন্তু তাহার ভাব বুঝিতে পারে না। মানুষের সামান্য বুদ্ধি স্বর্গের কথা বুঝিতে পারে না। অবিশ্বাসীর নিকট সে সকল কথা দুর্ব্বোধ্য। যখন শত শত লোক বিশ্বাসের পর্ব্বতের উপরে দাঁড়ায়, তখন ঈশ্বরের প্রত্যেক কথা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় আসিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত করে। তাহারা সহজে ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায়। এই সকল শুভক্ষণে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর এবং সমস্ত দেশ পরিত্রাণ লাভ করে। এইরূপ দেশে দেশে হইয়াছে, বঙ্গদেশেও সেই সময় আসিয়াছে। পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে।

বঙ্গদেশ এখন নববিধানের আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর কি আগে ছিলেন না? ছিলেন। তিনি হিমালয়ের উপরে মুনি ঋষি তপস্বীদিগকে দেখা দিতেন। নিম্ন পচা অবিশ্বাসের ভূমিতে আসিয়া ঈশ্বর কাহাকেও দেখা দেন নাই। অতএব তাঁহাকে দেখিবার জন্য চিরকালই বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে উঠিতে হইবে। শুভক্ষণ আসিয়াছে। ঈশ্বর যে গিরিরাজ হইয়া কেবল হিমালয়ে বসিয়া আছেন তাহা নহে। তিনি চিরকালই সর্ব্বব্যাপী, দেশেতে এবং কালেতে অনন্ত; কিন্তু তিনি জ্ঞানের নিম্নভূমিতে দুষ্প্রাপ্য।

বিশ্বাসের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ না করিলে, তাঁহাকে দেখা যায় না। ঐ দেখ কোটী কোটী লোক মান, সম্ভ্রম এবং বিত্তার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িতেছে; আর দেখ একটী ক্ষুদ্র দল হিমালয়ের দিকে বেগের সহিত প্রধাবিত হইতেছে। ঐ উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্বর্গ হইতে এমনই উজ্জ্বল আলোক পড়িয়াছে যে, তাঁহারা সেই দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। আর সেখানে উঠিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিম্নস্থ লোকদিগকে বলিতেছেন;—"স্বর্গরাজ্য দেখা যাইতেছে, স্বর্গরাজ্য দেখা যাইতেছে, সকলে উপরে উঠিয়া এস।" যে সকল লোক বিশ্বাসের পর্ব্বতে উঠিতেছেন, এই পৃথিবীর নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে উপহাস করিতেছে, কত কটু কথা বলিতেছে, কত প্রকারে নির্য্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং নেতা হইয়া তাঁহাদিগকে ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর স্থানে লইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বর চিরকালই মনুষ্যের কাছে বসিয়া আছেন; কিন্তু এই নববিধানে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ হইতেছে। এই সময়ে ঈশ্বর সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে ভক্তদিগকে দেখা দিতেছেন। এখন ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, পরলোকবাসী-

দিগের সঙ্গে সম্মিলন সুলভ হইয়াছে। ইতিহাস মধ্যে এইরূপ শুভ মুহূর্ত্ত অতি বিরল। অতএব, বঙ্গবাসিগণ, সময়োচিত সাধন অবলম্বন কর। এমন সৌভাগ্যচন্দ্রকে অবহেলা করিও না। ব্রহ্মধন হাতের ভিতরে। বঙ্গবাসী, উঠ, আর সংসারের নিম্নভূমিতে থাকিও না। স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, নূতনতর বিধানের গান হইতেছে। এই সময়ে আনন্দধ্বনিতে বিধানের গান কর।

বাগবাজার, শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বসুর বাটী।

আত্মাপক্ষী। *

শনিবার, ১লা চৈত্র, ১৮০১ শক ; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, হে সচ্চিদানন্দ, তোমার এই বিনীত দাস, দেশস্থ ভাই বন্ধুদিগের সেবা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইল। একবার এই সময়ে হে হরি, কৃপা করিয়া তোমার দাসের রসনাতে আবির্ভূত হও। তোমার আবির্ভাব ভিন্ন গতি নাই। চিরকালের ঈশ্বর তুমি, তুমি এই আকাশে বর্ত্তমান আছ। একবার কৃপা করিয়া তোমার এই ভৃত্যের নিকট প্রকাশিত হও। প্রকাশিত হইয়া, হে হরি, তুমি তোমার সন্তানদিগের নিকট এমন সত্যের জ্যোতি বিস্তার কর, যাহাতে দেশের অন্ধকার দূর হয়, এবং এমন ভক্তিস্রোত প্রবাহিত কর যে, সেই ভক্তিতে পুনরায় এই বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়। হে সর্ব্ব-ব্যাপী ঈশ্বর, তুমি অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান, ভূলোক দ্যুলোক তোমার

পদতলে। তুমি ভূমা মহান্, তোমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তোমার দাস কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দাসের কথাগুলি সফল হয়। তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা।

হে বন্ধুগণ, দেশস্থ ভ্রাতৃগণ, আমি দুই চক্ষে দুই দৃশ্য দেখিতেছি। এই মহা সমারোহ মধ্যে দুই ব্যাপার নয়নগোচর হইতেছে। প্রথমতঃ বাহিরে কতকগুলি শরীর দেখিতেছি, দ্বিতীয়তঃ ঐ শরীরের ভিতরে কতকগুলি মন দেখিতেছি। চর্ম্মচক্ষে কতকগুলি জড়রাশি শরীর দেখিতেছি, মনের চক্ষে কতকগুলি অশরীরী আত্মা দেখিতেছি। আমার সমক্ষে এ সকল কি? কেবল হাত পা মুখ। চারিদিকে সারি গাঁথা শত শত মনুষ্য শরীর দেখিতেছি। এই বাহিরের দৃশ্য ছাড়িয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করি, তখন আর এক সমারোহ দেখি। এই সকল শরীরের ভিতরে এক এক নিরাকার চিন্ময় জ্যোতি দেখিতেছি। বাস্তবিক এখানে কেবল কতকগুলি নাক কাণ বিশিষ্ট শরীর আইসে নাই; কিন্তু এখানে আত্মার সভা হইয়াছে। বন্ধুগণ, কোথায় সেই সকল আত্মা? আত্মা কি বস্তু? আত্মা কেমন? তোমাদের শরীরের ভিতর যে দেখে শুনে, যে ভাবে, যে চিন্তা করে, সেই আত্মা। এই দেহ-পিঞ্জর মধ্যে আত্মাপক্ষী, মানসপক্ষী বাস করিতেছে। যোগচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু সেই পক্ষীকে দেখিতে পায়। এই যে এতগুলি মানুষ এখানে আসিয়াছেন ইঁহারা কে? ভ্রাতৃগণ, তোমরা কে? নাম ধাম বলিয়া পরিচয় দাও। তোমরা কি শরীর? শরীরকে কি মানুষ বলা যায়? যাহা ক্ষুধার সময় খায়, এবং পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইলে শয়ন করে, অথবা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য

পাপাচরণ করে, তাহা মানুষ নহে। যে বিপদে সম্পদে হরিনাম করে, দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যেও হরির আরাধনা করে, হরি ভজে, সেই যথার্থ মানুষ।

যদি দুই পা থাকিলেই মানুষ হয়, তবে যে সকল জন্তুর চারি পা আছে, তাহারা ত দ্বিগুণ মানুষ হইত। যথার্থ মানুষ শরীর নহে। শরীর-পিঞ্জরের মধ্যে যে আত্মাপক্ষী আছে, সেই আত্মাই যথার্থ মানুষ। শরীর-সিন্ধুক খুলিয়া সেই পাখীকে দয়াময় হরিনাম শিক্ষা দাও। সেই স্বর্গের নিরাকার পাখী কেমন গায়, কেমন নাচে! কেমন সুন্দর সেই পাখী! কেমন সুখী সেই পাখী! ঈশ্বর নিজ হস্তে রাখিয়া সেই পাখীকে তাঁহার সুন্দর নাম গান করিতে শিক্ষা দেন। বন্ধুগণ, সেই পাখীর সঙ্গে আলাপ কর, সেই পাখীকে চিনিতে যত্ন কর। এই দেহ-খাঁচার মধ্যে সেই পাখী রহিয়াছে এবং যিনি দেবতার দেবতা পরম দেবতা, তিনি সেই পাখীকে পোষণ করিতেছেন। সেই পাখী এক চিৎ পদার্থ। সেই পাখীর পিঞ্জর এই দেহ। মন-মানুষের কাপড় এই শরীর। কাপড় ফেলিয়া দিলে যেমন শরীর যায় না, সেইরূপ শরীর ফেলিয়া দিলে মন যায় না। ঈশ্বর স্বয়ং মন-পাখীর মালিক! তিনি হাতে বসাইয়া সেই পাখীকে আহার দেন এবং আদর করেন। তোমরা যেমন পাখীকে জল ছোলা খাওয়াও, তেমনই ঈশ্বর আত্মাপক্ষীকে দিব্যজ্ঞান ও ভক্তিরূপ রস আহার পান দেন। শরীরটী মন-পাখীর খাঁচা, দশ দিন পরে যেখানকার খাঁচা সেইখানে পড়িয়া থাকিবে; কিন্তু পক্ষী স্বধামে চলিয়া যাইবে। যে খায়, যে শোয়, সে মানুষ নহে। তোমার নাম যদি কেদার কিম্বা রাম হয়, তোমার আত্মাই

কেদার কিম্বা রাম। শরীর কেদার কিম্বা রাম নহে। আত্মাই আমি, শরীর আমার। নাম উপাধি সমুদয় সেই আত্মার। শরীর খড়ের ঘর মাত্র, বাঁশ দিয়া বাঁধা; তাহার আদর কেবল তাহার মালিকের জন্য।

যে আপনাকে আপনি চেনে সে বলে, চিদাকাশে আমার যথার্থ বাড়ী, শ্যামবাজার কিম্বা বাগবাজারে আমার বাড়ী নহে। যতদিন মন-পাখী শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, ততদিন শরীরের এত যত্ন। বাসা কিম্বা বাড়ী যদি খালি থাকে, তাহার ভিতরে যদি মানুষ না থাকে, কেবা সেই বাড়ীর চূন কাম করে, কেবা রং দেয়? মানুষ ছাড়া বাড়ী আর শ্মশান সমান। আমার এই শরীর-ঘরের ভিতরে আমি আছি, এই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি জানালা দিয়া এই ঘরের ভিতরে বাহির হইতে জ্যোতি, শব্দ, বায়ু যাইতেছে। এই ঘরের ভিতরে যে কেবল কতকগুলি ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট একটী জন্তু আছে তাহা নহে; কিন্তু ইহার মধ্যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছে। এই ঘরের দ্বারে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘরে আছ মানুষ?" গভীর স্থান হইতে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ আত্মা বলিতেছে, "আমি আছি।" পরমাত্মা বৃক্ষের ডালে জীবাত্মা-পক্ষী বসিয়া আছে। হে আত্মাপক্ষি, হে গতিনাথের সন্তান! একবার তোমার পিতার নাম গান কর। (এই সময়ে গৃহস্থের একটী পক্ষী ডাকিল) ঐ যেমন বাহিরের পাখীর গান শুনিতেছ, তেমনই অন্তরে কর্ণপাত করিলে আত্মাপক্ষীর গান শুনিতে পাইবে এবং যিনি গান করাইতেছেন, তাঁহারও মধুর স্বর শুনিতে পাইবে। সেখানে পরমাত্মা জীবাত্মাপক্ষীকে আহার দিতেছেন ও বলিতেছেন, "খাও

এবং গাও।” অনন্তকাল তিনি এই কথা বলিবেন। আত্মা সেই অনন্ত শক্তি আদ্যাশক্তির পুত্র। ইহার আহার বিহার সেই শক্তিতে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই। যার শক্তিতে শক্তিমান্, যার ধনে ধনবান্। আবার যখন সেই আদ্যাশক্তি আত্মাকে সৃজন করিলেন, তাহার ভিতরে কত অদ্ভুত তেজোময় পদার্থ নিহিত করিলেন। যেমন ময়ূর-পক্ষী নানাবর্ণে সুশোভিত, তেমনই প্রত্যেক জীবাত্মা-পক্ষী বিচিত্র সুন্দর বর্ণে সুসজ্জিত।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর প্রভৃতি যুগে যুগে যত যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, সাধু, ভক্ত মহাপুরুষেরা জন্মিয়াছিলেন, সকলের চরিত্র ও মতের সৌন্দর্য্য একত্র করিয়া, ঈশ্বর আমাদের আত্মাতে সংযোগ করিলেন। অতএব হে নব্যদল, তোমরা বলিও না যে, আমরা প্রাচীন যোগী ঋষিদিগের কি ধার ধারি? তাঁহারা বড় লোক ছিলেন, আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের কি সম্বন্ধ? আমি বলিতেছি, ভাই বন্ধু, তাঁহাদের সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের খুব গূঢ় যোগ আছে। তাঁহাদের রক্ত তোমাদের মধ্যে প্রবাহিত। যাঁহারা আধ্যাত্মিক ডাক্তারি জানেন, তাঁহারা আত্মার রক্ত পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন যে, এই রক্তে যোগরাজ্যের যোগীদিগের এবং প্রেমরাজ্যের ভক্তদিগের রক্ত মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে যোগের বল ভক্তির বল আছে। আর্য্যজাতির রক্ত আমাদের রক্ত। যদি পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইয়া বলিবে, “এ কি! বর্ত্তমান হিন্দু-দিগের জীবনে প্রাণের ভিতর হইতে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন আর্য্য-গণের রক্ত উথলিয়া পড়িতেছে।” বড় বড় ঋষিদিগের সন্তান আমরা।

নীচ জাতিতে আমাদের জন্ম হয় নাই। আমরা কীটের বংশ নহি। শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য প্রভৃতি আমাদের পূর্ব্বপুরুষ। যখন শরীরের ভিতরে আত্মাকে দেখিলাম, তাহার ভিতরে এক অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত মহাসভা দেখিলাম। যোগী ভক্তদিগের, সাধ্বী সতীদিগের চমৎকার সভা! সেই সভায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, রাম সীতা প্রভৃতি সকলে বসিয়া আছেন। কে বলে সীতার মৃত্যু হইয়াছে? অগ্নি-পরীক্ষার সময় সীতার সতীত্ব জয়লাভ করিল! কিন্তু হে অগ্নি, তুমি লজ্জা পাইলে।

এই দেশের প্রত্যেক সতী নারীর মধ্যে সীতাদেবী সতীত্ব-রূপে বাস করিতেছেন। বঙ্গদেশের সতী স্ত্রী বলেন, এই দেখ আমার হৃদয়ের মধ্যে সীতা, সমস্ত পৃথিবীর জন্যও আমি সতীত্ব ও পতিভক্তিরূপ সীতাকে বিক্রয় করিতে পারি না। আর্য্যজাতির সাধু এবং সাধ্বীগণ আমাদিগকে গরিব করিয়া যান নাই। তাঁহারা আমাদের জন্য অনেক রত্ন রাখিয়া গিয়াছেন। হে সুশিক্ষিত নব্যদল, তোমরা তোমাদের পৈতৃক সম্পত্তি দেখিলে না। এত ধন রত্নের মূল্য না বুঝিয়া তোমরা ভিখারীর ন্যায়, দীন বেশে পথে পথে ভিক্ষা করিতেছ। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তোমাদের জন্য একখানি প্রকাণ্ড জমিদারী, এক অশেষ রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কি জান না? সেখানে স্বয়ং ভগবান্ কুবের হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্মসন্তানগণ, তোমাদের আর ধন রত্নের ভাবনা কি? যদি তোমাদের বাড়ী না থাকে, এক যোগবলে তোমরা সহস্র সহস্র বাড়ী পাইবে। যাহারা আত্মার ঐশ্বর্য্য, আত্মার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, তাহাদিগের কি কোন ভাবনা থাকে? এত যে আমরা কলঙ্কিত,

এই আমাদিগের আত্মার ভিতরে অপূর্ব্ব কান্তিবিশিষ্ট সুপুরুষ যোগী, ভক্ত সকল বাস করিতেছেন। কেহই নিরাশ হইও না, স্বর্গ হইতে আনন্দের সুসংবাদ আসিয়াছে। এখনও ঈশ্বর বাঁচিয়া আছেন এবং এখনও তিনি পাপীদিগকে দেখা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

আমরা আগে মনে করিতাম, সত্য ত্রেতা দ্বাপরের পরে কলিযুগ আসিয়াছে, এখন ধর্ম্মের সমুদ্র শুকাইয়া যাইবে, জীবের মন পাথর হইয়া যাইবে। এখন আর ঈশ্বর কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না, আগে যোগী ঋষিরা ব্রহ্মবাণী শুনিতেন, এখন আর কেহ ব্রহ্মকে দেখিতে শুনিতে পায় না, এখন ঘোর কলি। কিন্তু ভাই, ঈশ্বরের নূতন বিধানের সংবাদ আসিয়াছে, এই শুভ সময়ে কেহই হৃদয়কে ভগ্ন হইতে দিও না। এখন প্রত্যেকে অন্তরের অন্তরে ব্রহ্মবাণী শুনিয়া বঙ্গদেশকে জাগ্রত কর। আর বিলাপ করিও না। আবার কলির পরে সত্যযুগ আগতপ্রায়। এখন সমস্ত ধর্ম্ম একীভূত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। সেই পুরাতন দয়াময় ঈশ্বর এই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, কিন্তু আমাদের প্রতিজনের কাছে বসিয়া আছেন। আশার কথা শুন। ঈশ্বর এখানেই দেখা দিতেছেন। আজ এই সন্ধ্যাকালের অন্ধকার মধ্যে নিরাকার পরব্রহ্ম তাঁহার জ্যোতিম্ময় আবির্ভাব দেখাইতেছেন। অন্ধকার পৃথিবীকে বেষ্টন করিতেছে; কিন্তু মনকে অন্ধকার ঘেরিল না, মনের সম্পর্কে অনন্তকাল দিবস থাকিবে। মন নিত্যকাল বিশ্বজননীর কোলে চির আলোক সম্ভোগ করিবে। জগজ্জননীর কথা শুন। তিনি বলিতেছেন, বঙ্গদেশের পরিত্রাণের ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি। মা এক হাতে পুণ্য এবং অন্য হস্তে শান্তি লইয়া আমা-

দিগকে ডাকিতেছেন। মার নিমন্ত্রণ কেহই অগ্রাহ্য করিও না। তোমাদিগকে মার স্নেহের কথা বলিতে আসিয়াছি, আমরা কোন মত প্রচার করিতে এখানে আসি নাই। মার নাম লইয়া মৃত্যু ও সংসারকে জয় কর। ওহে যম, ওহে সংসার, ওহে টাকা কড়ি, তোমরা আর আমার দেশস্থ ভাই ভগ্নীদিগকে কষ্ট দিও না। আমরা মৃত্যুঞ্জয়ের সন্তান তাহা কি তোমরা জান না? যথার্থ কুশলদায়িনী আদ্যাশক্তি জননী আমাদিগকে ডাকিতেছেন, এস দলে দলে যাত্রী হইয়া তাঁহার নিকটে যাই। এখন জঙ্গলে যাইবার সময় নহে, শ্রীহরির দ্বারে সকলেরই যাইবার অধিকার আছে। সকলকে "আয় আয়" বলিয়া মা ডাকিতেছেন। মা যেমন স্তনের দুগ্ধ দেন, সেইরূপ জগদ্ধাত্রী বিশ্বমাতা সকলকে পরিত্রাণ-সুধা পান করাইবেন বলিয়া স্নেহের সহিত ডাকিতেছেন, চল আমরা সকলে তাঁহার প্রেমধামে যাত্রা করি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

গমনাগমন। *

রবিবার, ২রা চৈত্র, ১৮০১ শক; ১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

হে ব্রাহ্মগণ, গমনাগমনের তত্ত্ব শ্রবণ কর। গমন ও আগমনের বিজ্ঞান অতি উচ্চ এবং গভীর। এই গমনাগমনের বিজ্ঞান মধ্যে আমাদিগের পরিত্রাণ-তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। যখন জীবের সৃষ্টি হয়,

তখন জীব পৃথিবীতে গমন করে। যখনই মনুষ্য সৃষ্ট হইল, তখনই সে ঈশ্বর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে অথবা জন্মিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের ভিতরে আমরা নিদ্রিত ছিলাম। কেহ কেহ বলেন, জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা ছিলাম না; সম্পূর্ণ অসত্য হইতে আমরা উৎপন্ন হইয়াছি, অর্থাৎ পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে আমরা একেবারে অসৎ ছিলাম, অথবা ছিলাম না; কিন্তু ইহা সত্য কথা নহে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এবং আমরা অসত্য অথবা ঘন অন্ধকার হইতে উৎপন্ন হই নাই। সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এই সমস্ত সৃষ্টি বীজরূপে নিহিত ছিল। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার শক্তি দ্বারা, ইচ্ছা দ্বারা সৃজন করিলেন। আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের জন্মদাতা। পৃথিবীর পিতা মাতা আমাদিগের আত্মার জন্মদাতা নহেন। আমাদিগের আত্মা, অর্থাৎ আমরা, পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে বর্ত্তমান ছিলাম। ঈশ্বর বলিলেন, "তোমরা পৃথিবীতে গমন কর," আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে পৃথিবীতে আসিলাম।

যদি বল আমরা জন্মিবার পূর্ব্বে ছিলাম না, তবে আমরা আসিলাম কিরূপে? পৃথিবীতে উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে বাস্তবিক আমরা এক ভাবে ছিলাম। পৃথিবীতে জন্ম হইল, ইহার অর্থ এই যে, পরমাত্মাজাত জীবাত্মা পৃথিবীতে গমন করিল। সেই আত্মাশক্তির শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবাত্মা তাঁহার সন্তানরূপে পৃথিবীতে তাঁহারই ইচ্ছা পালন করিবার জন্য গমন করিল; কিন্তু যদিও জীবাত্মা ঈশ্বরের শক্তি এবং ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র, তথাপি সে স্বাধীন ইচ্ছাশূন্য নহে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে এবং তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার

জন্য জীবাত্মা পৃথিবীতে আসিল; কিন্তু সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনার অপবিত্র অভিপ্রায় সাধনের জন্য ঈশ্বরকে ছাড়িয়া, অনেক দূর গমন করিয়া গভীর হইতে গভীরতর নরকে প্রবেশ করিতে পারে। স্বেচ্ছাচারী জীবাত্মা সত্যের আলোক, ঈশ্বরের আলোক পরিত্যাগ করিয়া, আপনার ইচ্ছামত নিজের অন্তরে নরকের অগ্নি প্রজ্বলিত করে। অহঙ্কার, অবিদ্যা, কুপ্রবৃত্তি, কুবাসনা, ক্রোধ, লোভ এবং হিংসা প্রভৃতি অগ্নি উত্তেজিত করিয়া স্বেচ্ছাচারী জীব, তন্মধ্যে আপনাকে আপনি দগ্ধ করে, এবং এইরূপে ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট সুখের পথে দুঃখ, পুণ্য শান্তির পথে পাপ, অশান্তি আনয়ন করে। যতই মনুষ্য পাপাচরণ করে, ততই সে ঈশ্বর হইতে, স্বর্গ হইতে বহুদূর গমন করে।

মনুষ্যের যথার্থ জন্মস্থান স্বর্গ। স্বর্গ তাহার পিতৃভূমি, স্বর্গ তাহার মাতৃভূমি; কিন্তু সে আপনার দোষে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমন করে। সে ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করিয়া আপনার রুচি অনুসারে এক নূতন সংসার সৃজন করে। ঈশ্বরের আদেশ অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারী মনুষ্য আপনার সংসৃষ্ট সংসারে নীচ জঘন্য পশুভাব চরিতার্থ করে। যতই সে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়, ততই তাহার অন্তরে দুষ্প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয় এবং পরিশেষে তাহাকে পাপাসুরেরা ঘোরতর নরকের অভিমুখে লইয়া যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে মনুষ্য দেবলোক হইতে নরলোকে গমন করে, মনুষ্য আপনার ইচ্ছাতে নরলোক হইতে নরকে গমন করে। এই শেষোক্ত গমন অথবা পতন বড় ভয়ানক। এইরূপে মনুষ্য যখন ঈশ্বরের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করিয়া আপনি আপনার কর্ত্তা হয়,

আপনার ভার আপনার হস্তে গ্রহণ করে, তখন যে সে কেবল অহঙ্কারের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে তাহা নহে; কিন্তু অহঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার দুর্ভাবনা এবং দুশ্চিন্তার অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তখন সে এই চিন্তা করে, "কি খাইব? কি পরিব? কোথায় থাকিব? কিরূপে পরিবার প্রতিপালন করিব? কিরূপে শরীর সুস্থ রাখিব?" এ সকল বিষয়চিন্তা, অন্নচিন্তা, বস্ত্রচিন্তা, গৃহচিন্তা, অতি নীচ চিন্তা। এ সকল চিন্তা মনুষ্যকে মৃত্যু দ্বারে লইয়া যায়। এ সকল চিন্তাতে আত্মা অসাড় এবং অচেতন হইয়া পড়ে। জড় চিন্তা করিতে করিতে আত্মার চৈতন্য ক্ষীণ হইয়া পড়ে। যতই জড়ের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হয়, ততই লোভ, ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল হইয়া উঠে এবং এ সকল রিপুর উত্তেজনায় রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, মনের মধ্যে কোন প্রকারে আরাম শান্তি লাভ করা যায় না। এই অবস্থাই মনুষ্যের পক্ষে নরক কুণ্ড।

নরক কি? পাপ। পাপ কি? অগ্নি। কি অগ্নি? দুষ্প্রবৃত্তির অগ্নি, সংসারবাসনার অগ্নি, কাম ক্রোধের অগ্নি। এ সকল অগ্নি মনের শান্তি দগ্ধ করে। কেন মনুষ্যের মনে এইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হয়? কিসে তাহার অন্তরে অপবিত্র অগ্নি জ্বলিয়া উঠে? তাহার নিজের ইচ্ছা হইতে। মনুষ্য বলিল, "আমি আর ঈশ্বরের কথা শুনিয়া চলিব না, আমি আমার নিজের ইচ্ছামত চলিব।" স্বাধীন মনুষ্য যখন এই কথা বলিল, তখন তাহার ইচ্ছার পথ অবরোধ করে কে? হায়! নির্বোধ মনুষ্য, তুমি নিজের ইচ্ছায় সুখের অবস্থা ছাড়িয়া, দুঃখ দুর্ভাবনার নরকে গমন করিলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি জন্মিলে, তুমি বাড়ী

পাইলে, ঈশ্বরের স্নেহে অন্ন বস্ত্র লাভ করিয়া তুমি পরিপুষ্ট এবং সবল হইলে, তোমার বিবাহ হইল, সন্তানাদি হইল, তথাপি তুমি অন্ধ অবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলে। অহঙ্কার-অগ্নি হইতে দুর্ভাবনা উৎপন্ন হয়, দুর্ভাবনা হইতে দুঃখ যন্ত্রণা এবং অশান্তি উপস্থিত হয়। দুর্ভাবনা উপস্থিত হইলে আর মানুষের সুখ থাকে না। যখন মানুষ এইরূপে ভাবে যে, আজ ধন আছে, অন্ন বস্ত্র পাইতেছি, কল্য দরিদ্র হইলে আমাদের কি উপায় হইবে, আজ এত মান হইয়াছে যদি একদিন অপমানিত হই, আজ এতগুলি বন্ধুর প্রণয়-রস আস্বাদন করিতেছি, যদি একদিন এ সকল বন্ধুবিয়োগ হয়, আজ সুস্থ আছি কল্য যদি রোগী হই, তখন তাহার মনের মধ্যে দাবানলের ন্যায়, নানা প্রকার যন্ত্রণা হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠে। একে ত স্বেচ্ছাচারী অবিশ্বাসী লোকের মনে নানা প্রকার পাপ ও দুঃখের অনল জ্বলিতেছে, তাহার উপর আবার যখন তাহার কল্পনা ও দুর্ভাবনা সংযোজিত হয়, তখন আর তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের অভিমুখে গমন করিলে মনুষ্যের এতদূর পতন ও দুর্গতি হয়। এইরূপে মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের জীবনের মধ্যে শ্মশানের আগুন জ্বালিয়া, আপনাকে জীবন্মৃত করে।

হে অজ্ঞান মনুষ্য, জীবিত থাকিতে থাকিতে কেন আপনাকে আপনি নিজের সংসৃষ্ট নরকের অগ্নিতে দগ্ধ কর? কেন আপনি আপনার শ্মশানের কাষ্ঠ সাজাইতেছ? নির্ব্বোধ মনুষ্য, নিজের ইচ্ছার আগুন জ্বালিয়া কেন নিজের মৃত্যুকে নিজে আহ্বান করিতেছ? হে মনুষ্য, যতই স্বেচ্ছাচারী হইবে, ততই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে এবং

ততই ভয়ঙ্কর মৃত্যুমুখে পড়িবে। অতএব আর ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দূরে গমন করিও না, এখন আগমনের শুভ সংবাদ শুনিয়া ঈশ্বরের নিকট পুনর্গমন কর। ঈশ্বরের নিকট আগমন ভিন্ন মনুষ্যের পরিত্রাণ নাই, সুখ শান্তি নাই। যখনই ঈশ্বরের প্রসাদে মনের মধ্যে অনুতাপ এবং ধর্ম্ম জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই মনুষ্য ঈশ্বরের নিকট আগমন করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। ঈশ্বরের সৃজনী শক্তির মধ্যে মনুষ্য গূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিল, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে সে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল, অর্থাৎ পৃথিবীতে গমন করিল। স্বেচ্ছাচার দোষে মনুষ্য স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া বহু দূর বিপথে গমন করিল, নরকে গমন করিল। কিন্তু পতিতপাবন ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করেন না, তিনি ঘোর নারকীকেও উদ্ধার করিবার জন্য ব্যস্ত। সেই বিপথগামী সন্তানকে তাঁহার স্বর্গধামে লইয়া যাইবার জন্য, স্বয়ং ভগবান্ নরকে যাইতেও কুণ্ঠিত হন না। মনুষ্য নিজের ইচ্ছাতে অধোগতি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু গতিনাথ ঈশ্বর তাঁহার নিজের কৃপাবলে তাহার ঊর্দ্ধগতি করিয়া দেন। মনুষ্য কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনায় পিত্রালয় ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যায়; কিন্তু পিতার স্নেহ তাহাকে পরিত্যাগ করে না। পিতা তাহাকে ক্রমশঃ নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকেন। সে পিতাকে ছাড়িয়া সেখানে কোন মতেই সুখী হইতে পারে না, ক্রমশঃ দুঃখ যন্ত্রণায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া, অবশেষে পুনর্ব্বার পিত্রালয়ে আগমন করে।

আমাদের গতি নরকের অভিমুখে, ঈশ্বর আমাদিগের গতি স্বর্গের দিকে ফিরাইয়া দেন। আমরা বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাই, সত্য পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হই; কিন্তু ঈশ্বর আমা-

দিগকে বিদেশ হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া আসেন, বিপথ হইতে সৎপথে লইয়া আসেন। জীবাত্মা স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঈশ্বরের পথ হইতে অনেক দূর চলিয়া যায়; কিন্তু পরমাত্মা তাহাকে ক্রমাগত তাঁহার দিকে টানিতে থাকেন। যেমন ঘুড়ী আকাশে অনেক দূর চলিয়া গেলেও হস্তের রজ্জু সঙ্কুচিত করিলে তাহাকে পুনর্ব্বার হস্তগত করা যায়, তেমনই যদিও জীবাত্মা অনেক দূর চলিয়া যায়, তথাপি ঈশ্বর স্বীয় কৃপাবলে তাহাকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিয়া লন। মার নিকট হইতে মানুষ পলায়ন করিয়া বহুদূর চলিয়া গেল; কিন্তু মা তাহাকে ভুলিলেন না, মা ক্রমাগত তাহাকে "এস, এস" বলিয়া তাঁহার দিকে ডাকিতে লাগিলেন। মার বাটী ছাড়িয়া, মার দেশ ছাড়িয়া পাপী বহুদূরে বিদেশে চলিয়া গেল, মন্দচরিত্র হইল, তাহার সমস্ত ধন ব্যয় করিল, অবশেষে ভিখারী হইল, এবং সেই অবস্থায় তাহার আর দুর্গতির শেষ রহিল না। তখন মার স্নেহের কথা পাপীর মনে পড়িল, বিদেশ ছাড়িয়া শীঘ্রই মার নিকট যাইতে তাহার ব্যাকুলতা হইল। ক্রমাগত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল,—"এই পাপরাজ্যে আর থাকিব না, স্বর্গধামে চলিয়া যাইব।" এইরূপে পাপী আবার গৃহাভিমুখে আগমন করিল। তাহার বায়ু পরিবর্ত্তন হইল, অস্বাস্থ্যকর বায়ুর পরিবর্ত্তে মাতৃভূমির স্বাস্থ্যকর বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে লাগিল। এই মাতৃভূমিতে আগমন বার্ত্তা আনন্দের সমাচার, সুসংবাদ। ইহাই পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার পুনর্ম্মিলন, ইহাই প্রকৃত যোগ, ইহাই সমাধি, ইহাই যথার্থ নির্ব্বাণ।

আমরা প্রতিজনেই যেখান হইতে আসিয়াছি আবার সেখানে যাইব। ঈশ্বরের বক্ষ হইতে আসিয়াছি আবার ঈশ্বরের বক্ষের ভিতরে

গিয়া বসিব। পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ছিলাম অসৃষ্ট জীব, এখন আবার সৃষ্ট জীব হইয়া ঈশ্বরের মধ্যে যাইব। যেখানে ছিলাম সেখানেই যাইব। ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে ঈশ্বরের শক্তিরূপে ছিলাম। আবার নিজের ইচ্ছা নির্ব্বাণের পর, ঈশ্বরের ইচ্ছার অন্তর্গত হইয়া থাকিব। ইহাই মুক্তি, ইহাই সমাধি। যতদিন এই নির্ব্বাণের অবস্থা না হয়, যতদিন কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা থাকে, ততদিন বারম্বার পশুজীবন ধারণ করিয়া বারম্বার পতনের যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে। অতএব হে মনুষ্য, প্রার্থনা দ্বারা সকল প্রকার পাপাগ্নি নির্ব্বাণ কর। অনুতাপ-জলে অনেক প্রকার ভয়ানক পাপের অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তাহার উপর আবার ভক্তি, উপাসনা, প্রার্থনার জলে সমস্ত অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। প্রবৃত্তির নাম আগুন, নিবৃত্তির নাম জল। প্রবৃত্তি-রোগের ঔষধ নিবৃত্তি। ঈশ্বর অনন্ত নিবৃত্তির আধার, ঈশ্বরেতে পাপের ইচ্ছা হইতে পারে না, ব্রহ্মের বক্ষে বৈষয়িক উত্তেজনা হয় না। ঈশ্বরেতে সমুদয়ই নির্ব্বাণের ভাব। সেই নির্ব্বাণ-জলে যতই জীবাত্মার প্রবৃত্তি-আগুন নির্ব্বাণ হয়, ততই জীব ঈশ্বরের বক্ষে শয়ন করিতে থাকে। ব্রাহ্ম, যদি প্রলোভন দেখিয়া তোমার লোভ উত্তেজিত হয়, তবে জানিবে তোমার নির্ব্বাণ মুক্তি হয় নাই, এখনও তোমার অন্তরে ভস্মে চাপা পাপাগ্নি রহিয়াছে। মনুষ্য অনেক সময় মনে করে যে, তাহার অন্তরে পাপ নাই। হয় ত অনেক দিন বাহিরে রাগ বা লোভের প্রকাশ হয় নাই; কার্য্যেতে কাহারও অনিষ্ট সাধন করা হয় নাই; মুখে কাহারও গ্লানি করা হয় নাই। কিন্তু ভিতরে হয় ত ঐ সমুদয় পাপ গূঢ় ও প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতি করিতেছে। কেবল বাহিক প্রলোভন ও উত্তে-

জনার অভাবে নিদ্রিত রহিয়াছে। সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় নাই, গুপ্ত-ভাবে রহিয়াছে। আবার বাতাস পাইলেই জ্বলিয়া উঠিবে। বাহ্যিক পাপের বিরাম নিবৃত্তি নহে, মোক্ষ নহে। অন্তরের পাপ প্রবৃত্তির নির্ব্বাণই যথার্থ মুক্তি। কুপ্রবৃত্তি একেবারে নিবিয়া না গেলে জীবের মুক্তি হয় না। যখন পরীক্ষাতে দেখিবে কিছুতেই মনের রাগ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার অথবা নিরাশা হয় না, তখন জানিবে তোমার মন জীবন্মুক্ত এবং শান্ত হইয়াছে। সেই যে অনন্ত নির্ব্বাণ, এবং অনন্ত শান্তির আলয় ঈশ্বরের গৃহ, সেই গৃহে তোমাদের শুভাগমন হউক। যাঁহার বক্ষ হইতে আসিয়াছ, আবার সেখানে গিয়া চিরকালের শান্তি সম্ভোগ কর।

উপকারী শত্রু।

রবিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০১ শক ; ২১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

বর্ত্তমান সময়ে হরির যে সকল আশ্চর্য্য প্রেম-লীলা আমরা সকলে দর্শন করিতেছি ও সম্ভোগ করিতেছি, সে সকল এক সময়ে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে। এখন আমরা এই সকল দেখিয়া ও ভোগ করিয়া সুখী হইতেছি, ভবিষ্যতে লোকে এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ এবং শ্রবণ করিয়া সুখী হইবে। আজ যাহা দর্শন হইতেছে ভবিষ্যতে ইহা স্মৃতি হইবে। বংশপরম্পরায় এই হরিলীলা কথা সকলের কাছে চলিয়া যাইবে ; কিন্তু ধন্য তাঁহারা যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে এই লীলারস আস্বাদন করিতেছেন! ভগবান এখন তাঁহার সাধক দলকে সঙ্গে লইয়া নিত্য নূতন লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক মাসে, প্রতি সপ্তাহে,

প্রতি দিন এখন নূতন ব্যাপার হইতেছে। হরিলীলারস-কথা সুমিষ্ট কথা। ভগবান পৃথিবীতে যতবার বিশেষরূপে আপনার প্রেমরস প্রকাশ করিয়াছেন, ততবার মনুষ্যকুল মুগ্ধ হইয়া লেখনী ধারণপূর্ব্বক সে সকল বৃত্তান্ত ইতিহাসে, পুরাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

ভগবানের এমনই আশ্চর্য্য কীর্ত্তি-কলাপ যে, কেহ না কেহ তাহা না লিখিয়া থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভগবানের বন্ধু, ভাগবতে তাঁহাদিগের নাম ত থাকিবেই। আবার যাহারা হরির শত্রু তাহা-দিগের নামও চিরস্মরণীয় হইবে। যাঁহারা অনুকূল হইয়া হরিলীলার সহায়তা করিতেছেন, পৃথিবীতে তাঁহাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিবে। আবার যাহারা হরির বিরোধী হইয়া হরিলীলার প্রতিকূলাচরণ করিতেছে, ইতিহাসে তাহাদিগের নামও লিখিত হইবে। যাহারা ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, প্রত্যাদেশ, বিশেষ বিধান, প্রকৃত বিশ্বাস, বৈরাগ্য, যোগ, ধ্যান, ভক্তির প্রমত্ততা এবং সংসারে যোগসাধন প্রভৃতির বিরোধী, তাহাদিগের নামও হরিলীলা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকিবে। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ভবিষ্যদ্বংশ জানিতে পারিবে, কে কে হরির বন্ধু ছিলেন, এবং কে কে হরির শত্রু ছিল।

যাঁহারা সত্যানুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগের জানা উচিত কে সত্যের বন্ধু এবং কে সত্যের শত্রু, কে সত্যের নিশান উড়াইলেন এবং কে সত্যের নিশান কলঙ্কিত করিল, কে অর্থাদি সাহায্য দ্বারা প্রচারকদিগের জীবনরক্ষা করিলেন, এবং কেবা ইচ্ছা করিল প্রচারকদিগের শরীর মন জীর্ণ শীর্ণ এবং শুষ্ক হইয়া সত্য প্রচার অবরুদ্ধ হউক। যাঁহারা ষোল আনা যোগ, ধ্যান, ভক্তি, বৈরাগ্যের

অনুকূল, ইতিহাসে যেমন তাঁহাদিগের নাম লিপিবদ্ধ হইবে, সেইরূপ যাহারা ইচ্ছা করে সুমিষ্ট উপাসনা ভক্তি তিরোহিত হউক, তাহাদিগের নামও ধর্ম্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইবে। তোমরা আমরা হয় ত তাহাদিগকে ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিতে পারি ; কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের শত্রু মিত্র উভয়েরই নাম ভবিষ্যৎ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকিবে। কেবল কি ভবিষ্যদ্বংশের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ধর্ম্মের ইতিহাসে ধর্ম্মবিরোধীদিগের নাম লিখিত থাকিবে ? না, তাহা নহে। তোমরা জান ছবি আঁকিতে হইলে কাল লাল উভয়ই আবশ্যক।

হে তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্ম, যদি তুমি ঈশ্বরের লীলা অধ্যয়ন করিয়া থাক, যদি ঈশ্বরের প্রেমের ইঙ্গিত বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই জান শত্রুদিগের প্রতিকূল আচরণ ভিন্ন সতেজে ব্রহ্মরাজ্য বিস্তৃত হয় না। সমস্ত প্রতিকূল ভাবগুলি একত্র হইয়া ঘনীভূত না হইলে, অল্পবিশ্বাসী জগৎ ঈশ্বরের দুর্জ্জয় প্রতাপ অনুভব করিতে পারে না। যদি ধর্ম্মজগতে শত্রু না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মবীরেরা ঘোরতর কালনিদ্রায় অভিভূত হইতেন। পথ নিষ্কণ্টক হইলে তেজে ধর্ম্মের রথ চলে না। যখনই রথের গতির প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তখনই ধর্ম্মবীরদিগের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। প্রত্যেক ধর্ম্মবিধানের উন্নতির জন্য সংগ্রাম আবশ্যক। যতই শত্রুরা তুমুল সংগ্রাম করে, ততই গভীরতর সিংহরবে মেদিনী কাঁপাইয়া ধর্ম্মবীরেরা তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিধান প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রতিরোধ ভিন্ন বীর্য্য প্রকাশ হয় না।

যদি সমুদ্রের ভয়ানক গর্জ্জন শুনিতে চাও, তবে অনেক দূর যাইও

না, সমুদ্রের তীরের নিকট উপবেশন কর। সেখানে শুনিবে ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ হইতেছে। পাথর এবং তীর সমুদ্রকে বাধা দেয়, এইজন্য সমুদ্র আস্ফালন করিয়া সে সকল বাধা অতিক্রম করে। সেইরূপ যখন সাধুজীবন-সিন্ধুর সমক্ষে বাধা বিপত্তি পড়ে, তখন সেই সমুদ্রের ভয়ানক পরাক্রম প্রকাশিত হয়। অতএব শত্রুর নিতান্ত প্রয়োজন। যেমন মেঘাচ্ছাদিত পূর্ণচন্দ্র মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আপনার সুন্দর জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করে, সেইরূপ শত্রুদিগের দ্বারা আক্রান্ত ধর্ম্মবীরেরা সেই শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া আপনাদিগের দুর্জ্জয় বিশ্বাসের পরাক্রম প্রদর্শন করেন। শত্রুদিগের উৎপীড়ন ভিন্ন সাধকদিগের মনে কত তেজ এবং কত শক্তি আছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যদি বল শত্রুরা একবার আক্রমণ করিলেই ত সাধকদিগের বল বীর্য্য পরীক্ষিত হয়, বারম্বার শত্রুগণ দ্বারা ধর্ম্মবীরগণ আক্রান্ত হইবেন, ইহা কি হওয়া উচিত? বারম্বার রাক্ষসকে সাধুদিগের রক্ত দান করিবার প্রয়োজন কি? হাঁ, বারম্বার রাক্ষসের উপদ্রবের প্রয়োজন আছে। রাক্ষসেরা উৎপাত না করিলে সাধু তপস্বীদিগের তেজ প্রকাশিত হয় না। যেমন বিধান তাহার শত্রুদলও সেইরূপ হয়। যদি একটী বিধানে একটী সত্য প্রচার করা অথবা একটী ফুল প্রস্ফুটিত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী শত্রুদল দ্বারাই সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যে বিধানে এক শত পুষ্প প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, সেই বিধান পূর্ণ করিবার জন্য এক শত দল শত্রু আবশ্যক। শত্রুতা ভিন্ন মনুষ্যের গূঢ় শক্তি সকল প্রকাশিত হয় না।

অল্পবিশ্বাসী দুশ্চরিত্র পৃথিবী শাক্যমুনি, ঈশা, মহম্মদ, চৈতন্য,

নানক প্রভৃতির বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ না করিলে, আজ পৃথিবীতে তাঁহাদিগের এতদূর প্রাদুর্ভাব হইত না। প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তককে পৃথিবী বিধিমতে নির্যাতন করিয়াছে। সুতরাং যে বিধানে সমুদয় সাধুদিগের সম্মিলন হইবে, যাহাতে সমস্ত ধর্ম্ম এবং সমস্ত সাধুতা একত্র হইবে, সেই বিধানের প্রতি কেমন ভয়ানক শত্রুতা হওয়া উচিত! অসার সংসারাসক্ত পৃথিবী সত্য প্রচার হইতে দেয় না, ফুল ফুটিতে দেয় না। আবার যদিও নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এক একটী সত্যফুল প্রস্ফুটিত হয়, নীচাসক্ত পৃথিবী সে সকল একত্র করিয়া মালা গাঁথিতে দেয় না। বর্ত্তমান বিধান পৃথিবীর সমুদয় বিধান-পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং পৃথিবীতে ঈশা শাক্য, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের যত শত্রু আছে সমুদয়ই এই বিধানের শত্রু।

এই বিধান বিশ্বাস বৈরাগ্য, যোগ ধ্যান, প্রেম ভক্তি ও সংসারে যোগ সাধন প্রভৃতি সমস্ত একীভূত করিবার জন্য প্রেরিত। অতএব যাহারা এ সমুদয়ের বিরোধী, তাহারা সকলেই এই বিধানের শত্রু। ব্রাহ্ম, তুমি যদি শাক্যমুনির প্রশংসা কর, কিম্বা তুমি যদি ঈশা মুসার নামে উৎসব কর, যাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী তাহারা তোমার শত্রু হইবে। ব্রাহ্ম, তোমার মস্তকের উপর প্রকাণ্ড বিধানের গুরুতর ভার, তুমি যদি মনে করিতে অতি সামান্য এবং অল্প কার্য্য করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিবে, তাহা হইলে তোমার শত্রু সংখ্যা অতি অল্প হইত; কিন্তু যখন তুমি একটী প্রকাণ্ড বিধানভুক্ত হইয়াছ, যখন তুমি মনে করিয়াছ ঈশা মুসার ন্যায় বিশ্বাসী হইবে, সক্রেটিসের ন্যায় আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইবে, শাক্যের

ন্যায় বৈরাগী হইবে, প্রধান আর্য্য যোগী ঋষিদিগের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ সচ্চরিত্র সাধু হইবে, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোক তোমার শত্রু হইবে। যতদিন তোমাদের অল্প উন্নতি ছিল, ততদিন তোমাদের কম শত্রু ছিল। অতএব কেহই শত্রুকে ভয় করিও না। মহানন্দ সদানন্দ ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শত্রুদল পরাস্ত কর।

জয়লাভ করিবার সঙ্কেত শিখাইয়া দিতেছি। যে বিষয়ের জন্য লোকে তোমাদিগের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবে, গাঢ়তর অনুরাগ এবং উৎসাহের সহিত সেই বিষয় সাধন করিবে। যদি তোমরা দুই ঘণ্টা উপাসনা কর বলিয়া, উপাসনার বিরোধী লোকেরা তোমাদিগকে উপহাস করে, তাহা হইলে তোমরা তিন ঘণ্টা উপাসনা করিবে। যদি তোমরা এক ঘণ্টা ধ্যান কর বলিয়া ধ্যানের শত্রু অল্পবিশ্বাসী লোকেরা তোমাদের প্রতি বিরক্ত হয়, তাহা হইলে তোমরা দুই ঘণ্টা ধ্যান করিবে। দুই জন কিম্বা তিন জন সাধুর নামে উৎসব করিয়াছ বলিয়া, সাধুবিদ্বেষী লোকেরা তোমাদিগের উপরে "নর-পূজার" দোষারোপ করে, তোমরা জাতীয় বিজাতীয় পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগের নামে উৎসব করিবে। দুইজন সাধুকে গ্রহণ করিলে যদি পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক তোমাদের শত্রু হয়, তাহা হইলে তোমরা সেই সমস্ত সাধুদিগকে গ্রহণ করিবে, যাহাতে সমস্ত পৃথিবী তোমাদের শত্রু হয়।

ঈশ্বরের ধর্ম্ম পূর্ণ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে শত্রু আসিবে। দলে দলে শত্রুরা তোমাদিগকে মাতাল বলিবে, পাগল বলিবে, ধূর্ত্ত বলিবে, অল্পবিশ্বাসী নাস্তিক বলিবে ; কিন্তু এ সকল শত্রুরা তোমাদিগের উপকার করিবে। যেমন আখ্যায়িকায় উল্লেখ আছে, রাম

জন্মিবার পূর্ব্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, সেইরূপ প্রত্যেক বিধান গঠিত হইবার পূর্ব্বে সেই বিধানের শত্রু মিত্রদিগের নাম লিখিত থাকে। হে নববিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি বিশ্বাস কর ঈশ্বরের সাধু সন্তানদিগকে অশ্রদ্ধা করিলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়, ইহাতে সাধুবিরোধীরা তোমার শত্রু হইবে।

তুমি বিশ্বাস কর, সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গমন করিলে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করা হয় না ; কিন্তু সংসারেই যোগ সাধন করা আবশ্যক, ইহাতে কর্ত্তব্যবিরোধী অলস ব্যক্তিরা তোমার শত্রু হইবে। তুমি বিশ্বাস কর আত্মচিন্তা, আত্মজ্ঞান, ধ্যান যোগ ভিন্ন কেবল বাহিরের কার্য্যস্রোতে ভাসিলে জীবন স্থির হয় না, ইহাতে যাহারা ধ্যান-বিরোধী তাহারা তোমার শত্রু হইবে। তুমি বিশ্বাস কর ধর্ম্মের সঙ্গে জ্ঞানেরও প্রয়োজন, ইহাতে যাহারা জ্ঞানের বিরোধী, তাহারা তোমাকে জ্ঞানচর্চ্চা করিতে দেখিলে ঈর্ষা করিবে। অতএব সর্ব্বদাই শত্রুদিগের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরের বাগানের মালী, তাঁহারা যত্নের সহিত শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে, সেই বাগানের পুষ্প সকল রক্ষা করিবেন এবং প্রস্ফুটিত করিবেন। নববিধানের অর্থ এই, অভিপ্রায় এই।

নববিধান বিবিধ ধর্ম্মবিধান হইতে সত্যপুষ্প সকল সঙ্কলন করিয়া, একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মালা গাঁথিবে। বিধানভুক্ত বন্ধুগণ, এই মালা গাঁথিবার জন্য তোমরা আহূত হইয়াছ। অতএব শত্রুতা মিত্রতার উপরে দৃষ্টি না রাখিয়া তোমরা তোমাদিগের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাও। এই শুভ সময়ে যাহারা তোমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাদিগের নামও চিরস্মরণীয় হইবে। তাহারা না বুঝিতে

পারিয়া অনুগ্রহ করিয়া, তোমাদিগের প্রাণের ভক্তিপদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া দিবে। এ সকল উপকারী শত্রুদিগের নাম যদি মানুষ ভবিষ্যৎ ইতিহাস মধ্যে না লেখে, স্বয়ং ভগবান লিখিবেন, কেন না শত্রুদলের শত্রুতা ভিন্ন তাঁহার বন্ধুদিগের গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ভক্তদিগের প্রতি ঈশ্বরের এমনই নিগূঢ় করুণা যে, তাঁহার আশ্চর্য্য কৌশলে শত্রুরাও তাঁহার ভক্তদিগের উপকার করে। অতএব যাহারা তোমাদিগকে পাগল, মাতাল বলিয়া গালাগালি দিবে, তোমরা তাহাদিগের সেই গালাগালির উপযুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

বসন্তোৎসব।

পূর্ণিমা, শুক্রবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০১ শক;
২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ইহকালে ধর্ম্মেতে স্বর্গের ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মচিন্তা করি, কিম্বা সংসারের মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করি, তখনও স্বর্গের আভাস দেখিতে পাই। এখানকার ধর্ম্মগৃহের গবাক্ষের মধ্য দিয়া স্বর্গের বস্তু সকল, স্বর্গের পুণ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি নয়নগোচর হয়। ইহলোকে থাকিয়াই আমরা সময়ে সময়ে স্বর্গের উৎকৃষ্ট রংয়ের দ্রব্য সকল দর্শন করিতে পাই। ইহা যদি সত্য না হইত, আমরা এখানে থাকিয়া স্বর্গীয় প্রেরিত মহাপুরুষ-দিগের উৎসব ভোগ করিতে পারিতাম না। ইহলোকে থাকিয়াই আমরা পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহা-

দিগের আত্মা এখানেই আমাদিগকে বিশুদ্ধ এবং প্রফুল্ল করিতেছে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের পদার্থ সকল শ্রান্ত পথিক-দিগের নয়নগোচর হয়। কেবল যে পরলোকবাসী সাধুরাই স্বর্গ-ভোগ করিতেছেন তাহা নহে, ঈশ্বর এই পৃথিবীর লোকদিগকেও স্বর্গের আভাস পাইতে অধিকার দিয়াছেন। এই পৃথিবীতেই কিছু কিছু স্বর্গের ধন আমাদের হস্তগত হইতেছে। কিরূপে এই মলিন পৃথিবীতে সে সকল স্বর্গের বস্তু আসিল আমরা জানি না; কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা সে সকল ভোগ করিতেছি। কিরূপে স্বর্গের বস্তু সকল পৃথিবীতে আসিল? পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যে প্রাচীর রহিয়াছে তাহা কি ভাঙ্গিয়াছে? আকাশে কি ছিদ্র হইয়াছে? স্বর্গীয় লোকেরা কিরূপে পৃথিবীতে আসেন? সময়ে সময়ে কি স্বর্গের দ্বার খোলা হয়? ঈশ্বরের রাজ্যশাসনের নিগূঢ় কৌশল জানি না, কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। তাঁহার অপার করুণাগুণে এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে স্বর্গের বায়ু আসিয়া আমাদিগের চিত্ত রঞ্জিত করিতেছে। আমাদিগের চারি-দিকে পৃথিবীর বস্তু সকল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বর্গের সামগ্রী দেখিতেছি, সহস্র সহস্র পৃথিবীর টাকার মধ্যে দুই একটী স্বর্গের রত্ন দেখা যাইতেছে। সমস্ত পৃথিবীতে অপ্রণয় ও স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কিল জল; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সময়ে সময়ে স্বর্গের সুমধুর প্রেমরস আস্বাদন করিতেছি।

হে বন্ধুগণ, স্থির-হৃদয় হইয়া ভাবিয়া দেখ, এই জড় জগতের মধ্যেও স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে অনেকগুলি বস্তু আছে, যে সকল দেখিলেই মনে হয় যে, এ সকল পৃথিবীর

বস্তু, পার্থিব, অসার, অস্থায়ী, কষ্টপ্রদ, কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই এমন অল্প কতকগুলি জিনিস আছে, যে সকল জিনিস স্বর্গের শোভা প্রকাশ করে, এবং যে সকল বস্তু দেখিলে মনে হয়, এই নরকের মধ্যে এ সকল কেন? এ সকল বস্তু দেখিলে মনে হয়, যেন স্বর্গের বস্তু সকল পৃথিবীতে মুখ বাড়াইতেছে। যেন পৃথিবীর জানালার ভিতর দিয়া স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এ সকল বস্তু পৃথিবীতে থাকে না, ইহারা পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীতে আসিয়া ইহারা স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করিয়া দেয়। ইহারা যাত্রীরূপে, পথিকরূপে, আমাদিগের নিকটে সময়ে সময়ে আগমন করে! এ সকল বস্তু পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে উচ্চ। পৃথিবীর অন্যান্য দ্রব্য পৃথিবীর রংয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বস্তুগুলি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। অন্য বস্তু সকল পৃথিবীর লক্ষণবিশিষ্ট, এই বস্তুগুলি স্বর্গ হইতে আসিয়াছে, এবং স্বর্গের লক্ষণাক্রান্ত।

হে ভাবুক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার মনে নানা ভাবের উদয় হয়, তখন তুমি তুলনার জন্য কোথায় যাও? মধুকর ফুলের মধ্যে কেন যায়? লৌহেতে যায় না কেন? তুমি ভাবের ভাবুক যদি হও, তবে তুমি তোমার ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য সকল বস্তুর কাছে যাও না, কয়েকটী বিশেষ বস্তু আছে, যাহার কাছে তুমি যাও। এমন কতকগুলি বিষয়, সময়, অবস্থা এবং বস্তু আছে, যাহা তুমি সর্ব্বদা মনে মনে স্মরণ কর। সর্ব্বাগ্রে তুমি চিন্তা করিয়া থাক "কি আমার হওয়া উচিত?" যখন তোমার বসন্তকাল মনে হইবে, তখন তোমার এইরূপ ইচ্ছা হইবে, "চিরবসন্ত যেন আমার

জীবনের অবস্থা হয়।” বসন্ত দেখিয়া আর তোমার শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ভাল লাগে না। বসন্তের সঙ্গে জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থার তুলনা হয়। বসন্তকালে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বসন্তকালে বিচিত্র পক্ষী সকল সুস্বরে গান করে। এই সময় মানুষের মন অত্যন্ত সুখী হয়। এই সময়ে ঈশ্বরপ্রেমিকেরা বন উপবনে ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া কত সুখ সম্ভোগ করেন। বসন্তকাল যেন পথ ভুলিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। বাস্তবিক বসন্তকাল আর এক দেশ হইতে পথ ভুলিয়া এই দেশে আসিয়াছে, তাহা নহে; কিন্তু দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে বসন্তকালকে প্রেরণ করেন। বিশেষরূপে জীবের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য বসন্তকালের আগমন হয়। ভাবুক ব্যক্তি অভিলাষ করেন বসন্তকালে যেমন শরীরের অবস্থা হয়, আত্মার অবস্থা যেন সেইরূপ হয়। আত্মার চিরবসন্ত যথার্থ মোক্ষধামের অবস্থা। বসন্ত স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে।

যেমন বসন্তকাল স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত, সেইরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রও স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। আকাশে নিত্য কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কত বিচিত্র আলোক ঝক্‌মক্‌ করিতেছে, কিন্তু যেই দিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতে লাগিল, সেই দিন ভাবুকের মন জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেন চারিদিক সুধাময়, আজ কেন ভূলোক দ্যুলোক হাসিতেছে? যদি কেবল আলোক দেওয়াই চন্দ্রের উদ্দেশ্য হইত, তবে চন্দ্র-জ্যোৎস্নার এত সুন্দর হইবার কি প্রয়োজন ছিল? পূর্ণচন্দ্র দেখিলে মনে হয় যেন আকাশের জানালার ভিতর দিয়া স্বর্গের পরী মুখ দেখাইতেছে। চন্দ্র যেন ভাবুককে বলিতে থাকে, “আমি স্বর্গে

আছি, স্বর্গের ভিতরে থাকিয়া পৃথিবীকে আমার কিয়দংশ রূপ লাবণ্য দেখাইতেছি।” আকাশে আর আর যত তারা দেখা যায়, চন্দ্র তাহাদিগের শ্রেণীবদ্ধ নহে। বরং নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীর উপযুক্ত; কিন্তু এমন পূর্ণচন্দ্রের শোভা পৃথিবীর উপযুক্ত মনে হয় না। এমন মনোহর চন্দ্র যিনি সৃজন করিয়াছেন, চন্দ্র তাঁহারই স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া ভাবুক কবি এবং ভক্তেরা ঈশ্বরের একটী নাম রাখিয়াছেন “প্রেমচন্দ্র”। যেমন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়া জ্যোৎস্না বর্ষণ করে, সেইরূপ হৃদয়-আকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইয়া প্রেমসুধা বর্ষণ করেন। চন্দ্রের নিকটে আমরা এ সকল সুন্দর উপমা পাইয়াছি। চন্দ্র সহজে স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে।

এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন মনুষ্যের শরীর মন স্নিগ্ধ করে, সুশীতল সমীরণও উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে। যখন জীব সকল সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হয়, তখন সুস্নিগ্ধ বায়ু আসিয়া তাহাদিগের উত্তপ্ত শরীর শীতল করে। যখন দক্ষিণ সাগরের বক্ষের উপর দিয়া শীতল সমীরণ আসিয়া ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে, তখন ভাবুকের মনে কত ভাবের উদয় হয়। যেমন জড়রাজ্যে সুশীতল সমীরণ উত্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে শান্তিসমীরণ আসিয়া পাপতাপে উত্তপ্ত আত্মা সকলকে সুস্নিগ্ধ করে। যখন মন্দ মন্দ সমীরণ নদীর উপর দিয়া আসিয়া উত্তপ্ত শরীরের উত্তাপ হরণ করিয়া আরাম দেয়, তখন ভাবুকের মনে হয়, যেন স্বর্গ হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে এই বায়ু আসিল। বাস্তবিক করুণা-

ঈশ্বর শ্রান্ত উত্তপ্ত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বর্গ হইতে

সুশীতল সমীরণ প্রেরণ করেন। সমীরণ স্বভাবতঃ ভক্তের মনে স্বর্গের ভাবের উদ্বোধন করে।

পৃথিবীতে আর একটী বস্তু আছে, যাহা দেখিলে স্বর্গ মনে হয়। সেই স্বর্গীয় বস্তুটী শিশু সন্তান। অন্যান্য মানুষকে দেখিলে মনে হয়, ইহারা পৃথিবীর উপযুক্ত; কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয় "শিশু, তুমি বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া ভূতলে আসিয়াছ? নির্দ্দোষ শিশু, সুন্দর নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত তোমার মুখ, তুমি এখানে কেন?" ধর্ম্মের আকর, শুদ্ধতার আকর, মনোহর প্রিয়দর্শন শিশু স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করে। শিশু স্বর্গের লোকদের মত ব্যবহার করে। শিশুর চরিত্রে কপটতা নাই, অপবিত্রতা নাই। এইজন্য একজন মহর্ষি বলিয়াছেন, শিশু না হইলে স্বর্গে প্রবেশ করা যায় না। নির্দ্দোষ শিশুকে দেখিলে স্বভাবতঃ স্বর্গের ভাব উদ্বোধিত হয়।

পাখীর গান স্বর্গের ভাবের উদ্বোধন করে। পাখীদিগের আনন্দপূর্ণ গান ভক্ত ভাবুকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর চাহেন যে, আমরা পাখীর ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রাজ্যে বিচরণ করি। নতুবা আমাদিগকে পাখীর গান শুনাইবার কি প্রয়োজন ছিল? পাখী যখন ডালে বসিয়া মনের আনন্দে গান করে, তখন সে পলকের মধ্যে হাজার লোকের মন বিমোহিত করিতে পারে। যখন পাখী মধুর হইতে মধুরতর স্বরে গান করে, তখন তাহার মনের আনন্দ ঘনীভূত হয়, সেই আনন্দধ্বনি শুনিয়া শোকদুঃখসন্তপ্ত মনুষ্যের প্রাণ উল্লসিত হয়। এইজন্যই কোন কোন রাজা সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াও

এক একটী পাখী ক্রয় করিয়া তাহার গান শ্রবণ করেন। তিনি জানেন এই দুঃখ দুর্ভাবনাপূর্ণ পৃথিবীর কণ্ঠে স্বর্গের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জীব চিত্তবিনোদন করিবার জন্য স্বর্গের পাখী পৃথিবীতে আসিয়াছে। এমন সুমিষ্ট গান আর কে শুনাইবে? এক একটী পাখী যেন এক একখানি সুমিষ্ট বীণার আকার ধরিয়া আকাশে উড়িতেছে? স্বর্গেতে ভক্তপাখীদিগের মুখে হরিনাম শ্রবণে জীব কিরূপ মোহিত হইবে, তাহার আভাস প্রকাশ করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগের নিকট পাখী সকল প্রেরণ করেন। পাখীর গান শুনিয়া ভক্ত ভাবুকের মনে কত ভাবের উদয় হয়।

এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্রে, সুশীতল সমীরণে, ক্ষুদ্র শিশুর মুখে, এবং পাখীর সুমিষ্ট কণ্ঠে ভক্ত ভাবুক স্বর্গ অনুভব করেন।

এই ফুলগুলিও নিশ্চিত স্বর্গের জিনিস। ফুলগাছ পৃথিবীতে জন্মে, কিন্তু ফুল মাটিতে জন্মে না। ফুল ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিতেছে। ফুল স্বর্গের উৎকৃষ্ট বস্তু। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য হইতে সময়ে সময়ে পুষ্প সকল পৃথিবীতে আসে। বিচিত্র রংয়ের ফুল সকল দেখিয়া মনে হয়, প্রেমময় ঈশ্বর কেমন ছবি আঁকিতে পারেন, কত রং ফলাইতে পারেন। এ সকল পুষ্প ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে—"আমরা তোমাদিগকে আমাদের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মোহিত করিব, এবং তোমাদের নাসিকায় সুগন্ধ দিব।" ধর্ম্মরাজ্যের সাহিত্যে ফুলের উপমার অন্ত নাই। পুণ্যফুল ফুটিল, প্রেমফুল ফুটিল ইত্যাদি কত কথা আমরা ব্যবহার করি। যখন আমাদের প্রাণকে কোমল করিতে ইচ্ছা হয়, তখন বলি ইহাকে ফুলের মত কোমল করিতে হইবে। প্রেমফুল ফুটিয়া হৃদয়বাগান

আমোদিত করুক, ব্রহ্মপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি, ভক্তিরাজ্যে প্রায়ই এ সকল কথা ব্যবহৃত হয়। হরিপাদপদ্ম বলিলেই ভক্তের মনে স্বর্গের সৌন্দর্য্য, সৌরভ এবং কোমলতা মনে হয়। এইজন্য চরণ বলিলেই ভক্তের মনে চরণকমল মনে হয়। কমল হইতে চরণকে বিচ্ছিন্ন করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব। দুই বস্তু ভাবযোগে একত্র হইয়া গিয়াছে। ভক্ত শুষ্ক পাথরের মত ভাবিতে পারেন না। যেমন পদ্ম অতি সুকোমল, দেখিতে সুন্দর এবং সৌরভবিশিষ্ট এবং পদ্মকে স্পর্শ করিতে, মাথায় রাখিতে এবং বক্ষে রাখিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ হরিপাদপদ্ম ভক্তের আদরের ধন। তিনি ঐ পাদপদ্মে তাঁহার মাথা রাখেন, গাল রাখেন, বক্ষ রাখেন। হরিপদ স্মরণ হইলেই তাঁহার ফুলের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেন, "প্রেমফুল দিয়া হরির পূজা করিব, মধুকর যেমন লুক্কায়িত হইয়া ফুলের মধু পান করে, তেমনই প্রমত্ত হইয়া হরিপদকমলমধু পান করিয়া ফুলের আনন্দে মগ্ন হইব।" যোগী আধ্যাত্মিক ভাবে লুকাইয়া হরিপাদপদ্মরূপ কোমল যোগাসনে বসিয়া স্বর্গের মধুপান করেন। এই ফুল বাস্তবিক স্বর্গের জিনিস।

মলিন মানব, অধিক ফুল তুমি গ্রহণ করিও না। ফুলকে পবিত্র জানিও। ফুল ধর্ম্মপথের অত্যন্ত উপকারী সহায়। অতএব ফুলের অপব্যবহার করিও না, অল্পক্ষণ ফুলকে কাছে রাখিয়া প্রাণের উৎকর্ষ সাধন করিও। যেখানে সেখানে ফুল ফেলিও না। পায়ের তলায় ফুল ফেলিও না। ফুলকে বহুমূল্য জানিয়া মস্তকে রাখিবে। ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আধার পরম সুন্দর প্রাণনাথকে দেখিবে। প্রত্যেক ফুলের মধ্যে ঈশ্বর স্বর্গের

সুসংবাদ রাখিয়াছেন জানিবে। ফুলকে অগ্রাহ্য করিও না, প্রকৃতির মধ্যে ফুল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। বিলাসের জন্য ফুল নহে। ফুল আসিয়াছে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য এবং স্বর্গের সৌরভ বিতরণ করিবার জন্য। যেমন বাহিরের বাগানে ফুল ফুটিয়া তোমাদিগকে আমোদিত করে, সেইরূপ তোমাদের হৃদয়ের বাগানে পুণ্যফুল, প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইয়া তোমাদিগের ঈশ্বরকে, প্রেমের সৌরভ, ভক্তির সৌরভ প্রদান করুক! হে ব্রাহ্মগণ, বসন্তকালের উৎসবে এই কয়েকটী স্বর্গের বস্তুকে ভালরূপে চিনিয়া লও। পূর্ণিমার চন্দ্র, সুশীতল সমীরণ, ক্ষুদ্র শিশু, পাখী এবং ফুল এ সমস্তই স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। এ সমস্ত বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদাই তোমরা স্বর্গ দর্শন করিতে যত্ন করিও।

কলিকাতায় নববিধান। *

রবিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০১ শক; ২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

আপনাকে যে বড় জ্ঞান করে, সে অহঙ্কারী। অহঙ্কার করিলে পাপ হয়। আপনাকে বড় জানিয়া অপর সকলকে ঘৃণা করিলে নিশ্চয়ই অহঙ্কার, পাপ হয়। যে আপনাকে বড় করিতে চায়, সে নীচ হয়; কিন্তু যে আপনার ধর্ম্মকে বড় মনে করে না, সে পামর। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করিবে; কিন্তু আপনার ঈশ্বরের মহিমা অত্যন্ত মহীয়ান্ করিবে; আপনাকে ছোট মনে করা পুণ্য; কিন্তু আপনার ধর্ম্মকে ছোট মনে করা পাপ। যতই আপনাকে ছোট মনে করিবে, ততই আপনার ধর্ম্মকে বড় মনে করিবে। আপনা-দিগের হীনতা দেখিয়া যদি তোমরা তোমাদিগের ধর্ম্ম এবং তোমা-

দিগের ঈশ্বরের অবমাননা কর, তাহা হইলে তোমরা গুরুতর অপ-রাধে অপরাধী হইবে।

হে ব্রাহ্মসমাজ, তুমি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বদা মহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত জানিবে। তোমার হাতে স্বয়ং ঈশ্বর এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন দিয়াছেন, ইহা যদি তুমি বিশ্বাস না কর তাহা হইলে তুমি এই রত্নের মূল্য বুঝিতে পার নাই, এবং তুমি যথার্থ সাধু বিশ্বাসী নহ। তুমি অল্পবিশ্বাসী, তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তুমি আপনার ধর্ম্ম আপনি চিনিতে পার নাই। বাস্তবিক অতি অল্প লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বর্গীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। যদি ব্রাহ্মেরা পূর্ণ-বিশ্বাসী হইতেন, তাহা হইলে এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মমহিমা মহীয়ান্ হইত এবং যে স্থানে প্রথমে এই ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল, সেই স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইত। এই কলিকাতা নগরে পঞ্চাশ বৎসর গত হইল, ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ হইয়া-ছিল। কিন্তু যে বঙ্গভূমিতে এই সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইল, সেই দেশে ইহার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় না। যে নগরে প্রথমে এই ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইল, সেই নগরই এই ধর্ম্মের প্রতিকূল; কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর নানা প্রকার প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রবলতর হইয়াছে, ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? যে নগর মধ্যে ঈশ্বর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, সেই নগর এখনও নিদ্রিত রহিল। কবে এই নগর মধ্যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহীয়ান্ এবং জয়যুক্ত করিব?

ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, তোমরা যে ধর্ম্ম পাইয়াছ

এমন ধর্ম্ম আর পৃথিবীতে নাই? যে কলিকাতায় এবং যে সময়ে স্বর্গের এই উৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম প্রকাশিত হইল, তোমরা কি সেই কলিকাতা এবং সেই সময়কে ধন্যবাদ করিতেছ? যে প্রকারে এই ধর্ম্ম সমস্ত দেশে জয়যুক্ত হইতে পারে, তোমরা কি তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ? কলিকাতা ভূমির কি কোন মাহাত্ম্য নাই? যে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, সেই স্থানকে কি তোমরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় মনে কর? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এতদূর উদার হইয়াছ যে, তোমরা অন্যান্য স্থান এবং কলিকাতাকে সমান জ্ঞান কর? তোমাদের নিকটে জঙ্গল যেমন সহরও তেমনই? কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে সত্যধর্ম্ম বিকাশ হইয়াছে, এইজন্য কি কলিকাতা তোমাদের বিশেষ অনুরাগের ভূমি নহে? যদি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তোমরা কলিকাতাকে অধিক ভালবাসিতে না পার, তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ গৌরব বুঝিতে পার নাই। যদি কলিকাতাকে অধিক অনুরাগ দিতে পার, তাহা হইলে জানিব যথার্থই তুমি আপনার ধর্ম্মকে চিনিয়াছ। যদি বল অন্যান্য নগরেও গ্যাসের আলোক, জলের কল, উদ্যান এবং প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি দেখা যায়, তবে কলিকাতা কেন অধিক অনুরাগের স্থান হইবে; তাহা হইলে তুমি কলিকাতার বিশেষ মাহাত্ম্য জান না। আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি অন্যান্য দেশ যেমন, মহানগরী কলিকাতা তেমন নহে। আমি কলিকাতার পক্ষপাতী। তোমরা তোমাদের উদারতার পরিচয় দিবার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে সকল দেশকে সমান বলিতে পার; কিন্তু আমার নিকটে কলিকাতা বিশেষ অনুরাগের স্থান।

যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা সাধারণ স্থান নহে। অন্যান্য দেশকে যে ভাবে দেখি, কলিকাতাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি না। সকল দেশই যদি সমান হইত, তবে মানুষ আপনার মাতৃভূমিকে কেন অধিক ভালবাসে? যে কলিকাতায় আমরা ব্রহ্মপূজা করিতে শিখিলাম, যেখানকার ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে, সবান্ধবে আমরা ব্রহ্মপূজা করি, যেখানে নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, সেই স্থানকে আমরা কিরূপে অন্যান্য স্থানের সমান জ্ঞান করিব? হিন্দুরা বৃন্দাবনকে, ঈশাভক্ত খৃষ্টানেরা জেরুজিলামকে, মুসলমানেরা মক্কা মদিনাকে তীর্থ বলিয়া যেরূপ মান্য করে, আমরা সেই ভাবে কলিকাতাকে তীর্থস্থান মনে করি না। কলিকাতায় কোন অবতার জন্মিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কোন ভয়ানক দানব কিম্বা দৈত্যকুল সংহার করিবার জন্য, কিম্বা কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লোকসমাজকে বিস্ময়াপন্ন করিবার জন্য, কলিকাতায় কোন অবতার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না; কিন্তু তথাপি আমরা বিশ্বাস করি—কলিকাতা মহৎ এবং পবিত্র স্থান।

কলিকাতা কিসে মহৎ, ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। কলিকাতার ইতিহাসে অলৌকিক কোন কথা শুনা যায় না। এখানে এমন কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহার আজ্ঞাতে সূর্য্য দণ্ডায়মান হইয়াছে অথবা গঙ্গা-নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কোন সাধুপুরুষের জন্মস্থান বলিয়া কলিকাতাকে মহৎ বলিতেছি না, কেন না অন্য অন্য দেশে সাধুপুরুষ অথবা ভাল ভাল লোকের জন্ম হইয়াছে। তবে কলিকাতা সকল দেশ অপেক্ষা কিসে

অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট এবং মহৎ হইল? কোন মনুষ্যের অলৌকিক কীর্ত্তির জন্য কলিকাতা মহৎ নহে; কিন্তু কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে, এইজন্য পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা কলিকাতা মহৎ। যে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, সেই দেশের সঙ্গে অন্য স্থানের তুলনা হইতে পারে না। যে ভূমির ভিতর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহা সামান্য ভূমি নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া এখানে যখন নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম-সূর্য্য উদিত হইয়াছিল, এই দেশে তখন এক অসামান্য ব্যাপারের সূত্রপাত হয়। সমস্ত লৌকিক আচার ব্যবহার এবং পুরুষ-পরম্পরাগত সমস্ত লৌকিক মত, সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া, যখন এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপিত হইল, তখন কলিকাতায় এক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এবং এইজন্যই কলিকাতা মহৎ।

ব্রিটিশ রাজ্যের প্রধান নগর অথবা সমস্ত পৃথিবী-ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের মধ্যবিন্দু বলিয়া কলিকাতা মহৎ নহে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির প্রতিনিধি সকল কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বিদ্যা, সভ্যতা, ধনে কলিকাতা উন্নত, এইজন্য কলিকাতার সুখ্যাতি করিতেছি না। কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, কলিকাতা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান স্থান, প্রত্যেক দশ বৎসরে কলিকাতা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর উন্নতি লাভ করিতেছে, এ সকল কথা বলিয়া অনেকে আহ্লাদ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদিগের আহ্লাদের কারণ স্বতন্ত্র। সভ্যতা, বিদ্যা, ধন, জনতা ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য অনেক দেশ কলিকাতা অপেক্ষাও উচ্চতর উন্নতি লাভ করিয়াছে,

অতএব এ সকল কারণে আমি কলিকাতাকে মহৎ বলি না। এই হতভাগা কলিকাতা কত বিষয়ে নিকৃষ্ট ; কিন্তু ইহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা-কটাক্ষপাত হইয়াছে। এই কলিকাতা নগরেই সর্ব্ব-প্রথমে স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নববিধান সর্ব্বাগ্রে এই কলিকাতা নগরে অবতরণ করিয়াছে।

পৃথিবীতে কত কত সভ্য এবং উন্নত দেশ রহিয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশ সর্ব্বাগ্রে নববিধানকে গ্রহণ করিবার জন্য মস্তক পাতিয়া দিল ? কলিকাতা নানা বিষয়ে হীনাবস্থ হইয়াও আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে নববিধানকে গ্রহণ করিল। এত ভাল ভাল দেশ থাকিতে ঈশ্বর বঙ্গভূমির হাতে কেন নববিধান প্রেরণ করিলেন ? এই দুঃখী দরিদ্র দেশে কেন সর্ব্বাগ্রে নববিধান আসিল ? তুমি ইহার কারণ জান না, মানবসন্তান, আমিও ইহার কারণ জানি না। জানেন কেবল প্রভু ঈশ্বর, যাঁহার জ্ঞান দুরবগাহ্য এবং যাঁহার প্রেম গভীর অতলস্পর্শ। পৃথিবীতে অন্যান্য বিষয়ে সৌভাগ্যশালী অনেক দেশ আছে ; কিন্তু এই সত্যধর্ম্মসম্পর্কে এই দেশের যেমন সৌভাগ্য ও উন্নতি দেখিতেছি, এরূপ আর কোনও দেশের দেখা যায় না। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর যে, তিনি কৃপা করিয়া এই কয়জন হতভাগ্য কাঙ্গালীদিগকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম দান করিলেন! যাঁহার দয়া অনন্ত তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই উচ্চতম ধর্ম্ম দিলেন। তাঁহারই অসীম কৃপাবলে তিনি এই কলিকাতায় আমাদের চক্ষের সমক্ষে নানা প্রকার ধর্ম্মের ব্যাপার ঘটাইলেন। এখানে আমরা কত নূতন নূতন স্বর্গের তত্ত্ব লাভ করিলাম। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইল, এখান হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইল, এখানে

নববিধানের অভ্যুদয় হইল, এখানে সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য এবং সমুদয় সাধুদিগের সম্মিলন হইল। এখানে আরও কত ব্যাপার হইবে কে জানে? অতএব এই স্থান সামান্য ভূমি নহে। যে ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকে আপনার মধ্যে একীভূত এবং ঘনীভূত করিবে, যে ধর্ম্ম সকল সাধুকে সমাদর করিবে, সেই ধর্ম্ম এই কলিকাতায় প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা স্মরণ করিলে কলিকাতাকে পবিত্র ভূমি বলিয়া মনে হয় এবং কলিকাতাকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতা মহানগরি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের জন্মভূমি। তোমার মধ্যে এই নববিধান শিশু সাধুতা এবং বিবিধ সত্যরত্নে বিভূষিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিবে। হে মহানগরি, এখনও তোমার কার্য্য শেষ হয় নাই। এই নববিধান শিশুকে তুমি আরও খাওয়াও পরাও। এখনও এই শিশু দেখিতে ছোট সিংহের ন্যায়, এই ছোট শিশু তেজস্বী পুরুষ হইবে, যখন ইনি বড় হইবেন, তখন ইনি সহস্র মুখে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিবেন। তখন আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে ইহার তুলনা হইবে। নববিধানের প্রভাবে বৃন্দাবন অপেক্ষাও কলিকাতা পবিত্রতর। আমরা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া কলিকাতাকে তীর্থ মনে করিতেছি না; কিন্তু কলিকাতা আমাদিগের নিকটে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের আদি স্থান। যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতিকে শীতল করিবে, কলিকাতায় সেই ধর্ম্মের নূতন নূতন উচ্ছ্বাস হইতেছে। যে নববিধান একদিন সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিবে, তাহা এই কলিকাতায় প্রকাশিত। অতএব কলিকাতা, তোমাকে যে অনাদর করে, সে যে কেবল

দেশানুরাগ বিহীন তাহা নহে; কিন্তু সে অবিশ্বাসী। দিগ্বিজয়ী কলিকাতা, তোমার গলায় নববিধানরূপ জগচ্চন্দ্র-হার পড়িয়াছে, একদিন সমস্ত পৃথিবী তোমাকে আদর করিবে।

ব্রাহ্মগণ, আজও তোমরা কলিকাতার মহিমা বুঝিলে না, শতাব্দী শতাব্দী পরে লোকে কলিকাতার মাহাত্ম্য বুঝিবে। তখন ইউরোপ, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে লোক সকল পুণ্যভূমি কলিকাতা দর্শন করিতে আসিবে। সহস্র বৎসর পরে কলিকাতার মুখ কত উজ্জ্বল হইবে কে জানে? ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালী আসিবেন তাঁহারা কলিকাতার মহিমা বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর কলিকাতায় এই পঞ্চাশ বৎসর কত স্বর্গের ব্যাপার দেখাইলেন, এই বিষয় যত ভাবিবে ততই তোমাদের মন শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। যেখানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে, সেখানে আমরা বসিয়া আছি, ইহা কি আমাদের সামান্য সৌভাগ্য? যাহারা কাশী বৃন্দাবনে বাস করে, তাহারা কাশী বৃন্দাবনের মহিমা জানে না। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই বিপদগ্রস্ত হইও না, তোমরা পবিত্র বৃন্দাবনে বেড়াইতেছ। এমন সুন্দর স্থানে ঈশ্বরকে দেখ। এখানে সর্ব্বত্র ভগবান তাঁহার লীলা দেখাইতেছেন। পবিত্র কলিকাতার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে, দেব-লীলা দেখিতে দেখিতে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হও।

কলিকাতা, বিডন্ পার্ক।

অখণ্ড ঈশ্বর। *

বুধবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

দেশস্থ ভ্রাতৃগণ, আমরা এখন কোন্ স্থানে রহিয়াছি? এই স্থানের নাম কি? এই স্থান কি কলিকাতা? বোধ হয় না। সেই দুর্গন্ধ জঘন্য পার্থিব নগর ইহা নহে। যোগ-নয়নে তাকাইয়া দেখ, কলিকাতাকে কলিকাতা আর বোধ হইবে না। এই যে গাছগুলি দেখিতেছ ইহাদের পুষ্প-পত্রে কেমন এক আশ্চর্য্য উজ্জ্বল জ্যোতি রহিয়াছে! এই স্থানের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে হীরকখণ্ডের ন্যায় এক উজ্জ্বল পদার্থ দেখা যাইতেছে। প্রত্যেক লতা পল্লবে এক অদ্ভুত দীপ্তিপূর্ণ পদার্থ ঝক্‌মক্ করিতেছে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জ্যোতি বিকীর্ণ। আমি এই ব্রহ্মজ্যোতিকে প্রণাম করি। বাহিরে যেমন ঈশ্বরের জ্যোতি, মনের ভিতরেও সেইরূপ কত উজ্জ্বল হীরকখণ্ড দেখিতেছি। অন্তরে ঈশ্বরের জ্যোতির মধ্যে সেই প্রাচীন ভগবদ্ভক্ত ঋষি এবং ভক্ত সকলকে দেখিতেছি। আমি বারম্বার তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। তাঁহাদিগের উজ্জ্বল সুন্দর মানস-চরিত দেখিলে মন মোহিত হইয়া যায়। আজ যেন তাঁহাদের জ্যোতি কাল বাঙ্গালীর মুখে প্রতিভাত হইয়া উহাকে উজ্জ্বল করিতেছে। দেশস্থ ভ্রাতৃগণ, আমি অদ্য তোমাদিগের মুখে সেই প্রাচীন আর্য্যজাতির প্রতাপ দেখিতেছি। যদি বল তোমাদের মুখে আর্য্যজাতির লক্ষণ নাই,

তাহা হইলে সে মিথ্যা কথা বলিয়া অগ্রাহ্য করিব। তোমরা তোমাদিগের পিতা পিতামহের নাম করিয়া নিশ্চিন্ত হইও না। তোমাদের গোত্র-প্রবর এবং প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম স্মরণ কর, তাহা হইলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তোমরা কাহার সন্তান। তোমরা নীচ বংশজাত নহ, তোমরা শূদ্র নহ। শরীর যদিও শূদ্র হয়, তোমাদের আত্মা আর্য্য ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব। আপনাদিগকে নীচ হতভাগ্য বাঙ্গালী জাতি বলিয়া ধিক্কার করিও না।

জগদ্বিখ্যাত আর্য্যজাতি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। ইংলণ্ড জার্ম্মনি প্রভৃতি দেশের সভ্যজাতিরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানবল এবং যোগবলের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা বড় বড় যোগী ঋষি ছিলেন। আমাদিগের দক্ষিণ হস্তে ঋষিবল। অন্তরে ঋষিরক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। সেই ঋষিদিগের ঈশ্বর, হিন্দুদিগের প্রাচীন পুরাণ পরব্রহ্ম এখনও আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সেই প্রাচীন ঋষিকুল এখনও আমাদের ভিতরে অধিবাস করিতেছেন। তাঁহারা পরলোকে স্বর্গধামে গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের যোগবল তোমাদের শক্তির সঙ্গে, তাঁহাদিগের জ্ঞান তোমাদিগের জ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ, এইজন্য আজ তোমাদিগকে ঋষি-সন্তান বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি। ইহা আধুনিক নীচ বাঙ্গালী জাতির সভা নহে, সম্মানিত গৌরবান্বিত অতি প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তানগণের মহা সমারোহ দেখিতেছি। যে সকল ঋষি হিমালয়ের উপরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের আরাধনা করিতেন, ভ্রাতৃগণ, আমরা তাঁহাদিগের সন্তান। আমা-

দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি স্মরণ করিলে মন উন্নত হয়, এবং হৃদয় পবিত্র হয়। ভাবিলে অত্যন্ত দুঃখ হয়, এমন উচ্চ বংশোদ্ভব হইয়া আমরা এরূপ নীচ হইয়া রহিয়াছি।

প্রাচীন ঋষিরা এক অখণ্ড পূর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন; কিন্তু বংশ-পরম্পরায় সেই অখণ্ড নিরাকার ব্রহ্ম পদার্থ খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। আজ ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড ব্রহ্ম দেখিতেছি। হায়! প্রাণের হরিকে কাটা দেখিতেছি কেন? অল্পবিশ্বাসী ভারতবর্ষ, হরিকে তুমি কাটিলে! এইজন্যই তোমার এত দুর্গতি। যিনি সকল প্রকাব প্রেম, ভক্তি এবং পুণ্য ও উৎসাহের মূল তাঁহাকে কাটিয়া কি কোন জাতি শ্রী সৌন্দর্য্য কল্যাণ লাভ করিতে পারে? দুঃখী ভারত, যদি আবার তুমি গৌরবান্বিত এবং সুখী হইতে চাও, তবে এই বিভক্ত ঈশ্বরকে আবার একত্র করিতে হইবে, এবং আবার তাঁহার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রূপকে পূর্ণ মহিমার সহিত সকলের প্রাণ সিংহাসনে স্থাপন করিতে হইবে। যোগবলে পুনর্ব্বার সেই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতিকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। পূর্ব্বে যোগীরা ধ্যান যোগে সেই অখণ্ড অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে করতল-ন্যস্ত-আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন। তাঁহারা কোন পরিমিত সাকার বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কথিত আছে নিতান্ত অল্পবয়স্ক যে ধ্রুব, তিনিও বাহিরে হরির মূর্ত্তি দেখিতে চাহিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি নিমীলিত চক্ষে অন্তরের অন্তরে ভক্তবৎসল হরিকে দেখিব, আমি চক্ষু উন্মীলন করিব না, কেন না চক্ষু খুলিলে যদি আমার অন্তরের ভগবানকে আমি হারাই।" হায়রে ধ্রুব, ধন্য তুমি! কাহার নিকটে তুমি

এই দিব্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে? কোন্ নারদ তোমাকে এমন সুন্দর উপদেশ দিলেন? তুমি কেমন ব্যাকুলতা এবং ভক্তির সহিত অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় নিরাকার হরিকে ডাকিতে, তুমি কেমন মুদ্রিত নয়নে অন্তরে হরিকে দেখিতে!

ভ্রাতৃগণ, যদিও আমাদিগের বয়স হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ভাবে আমরাও ছেলে মানুষ, তবে আমরা কেন ধ্রুবের ন্যায় অন্তরের অন্তরে হরির সঙ্গে যোগ সাধন করিব না। আমরা বাহিরের কাটা হরিকে লইয়া কি করিব? সেই প্রাচীন যোগী ঋষি-দিগের হরিকে কাটিয়া ভারতবর্ষ হতভাগ্য হইয়াছে। দুর্ব্বল মনুষ্য সকল পূর্ণ হরিকে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, হরিকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে এবং এক একটী অংশ অথবা এক একটী গুণ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ বলিল, নিরাকার পর-ব্রহ্মের ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন, ঈশ্বরের প্রেমই সর্ব্বস্ব, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিলেই মনুষ্যজীবন সার্থক হয়। যোগ বৈরাগ্য এবং কঠোর তপস্যাদি দ্বারা পুণ্য উপা-র্জ্জন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং ভক্তেরা শ্রীবৃন্দাবনে প্রেমানন্দে মাতিলেন। এক দল বলিল, কেবল "প্রেম, প্রেম" করিলে কিছুই হইবে না, ঈশ্বর সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান চাই। রীতি-পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞানচর্চ্চা, অথবা তত্ত্বশিক্ষার নিমিত্ত কাশীধামে জ্ঞানীরা, বড় বড় সুপণ্ডিতেরা আপনা-দিগের জীবন উৎসর্গ করিলেন। আর এক দল বলিল, কেবল শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চা করিলে জীবের পরিত্রাণ হয় না। ঈশ্বর শক্তিস্বরূপ, তিনি আদ্যাশক্তি, তাঁহাকে সৃজনীশক্তি অথবা জননীরূপে পূজা

করিতে হইবে। এইরূপে শাক্তদল প্রস্তুত হইল। শাক্তেরা ঈশ্বরকে শক্তিস্বরূপ এবং ভক্তেরা ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ জানিয়া, আপন আপন মতানুসারে স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। আবার আর এক দল বলিল, কেবল যোগ ভক্তি জ্ঞান লইয়া থাকিলে কি হইবে? ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, সমস্ত দিন খুব নিপুণ বিষয়ীর মত সংসারের বাহ্যিক কর্ত্তব্য সকল সাধন করিতে হইবে। অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া, অতিথি সৎকার করিতে হইবে, বিধিমত অনাথ পিতৃ মাতৃহীনদিগকে সাহায্য দিতে হইবে, গরিব দুঃখীদিগের কষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া রুগ্নদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে, প্রশস্ত পথাদি নির্ম্মাণ করিয়া পথিকদিগের কষ্ট দূর করিবে, এ সকল কর্ম্ম করিয়া জনসমাজের সেবা না করিলে জীবন সার্থক হয় না। এইরূপে কর্ম্মীদল সঙ্গঠিত হইল। ক্রমে ক্রমে এক এক দল ঈশ্বরের এক এক অংশ লইয়া পূজা করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়াছে।

আহা! হরি, তুমি দুর্ব্বল মনুষ্যের হাতে পড়িয়া এরূপ খণ্ড খণ্ড হইলে? তোমাকে শাক্ত, ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মীরা চারি ভাগে বিভক্ত করিল। শাক্ত বলে তুমি শক্তি, ভক্ত বলে তুমি প্রীতি, জ্ঞানী বলে তুমি জ্ঞান, কর্ম্মী বলে তুমি কেবল কর্ম্মেতেই তুষ্ট। কিন্তু তুমি যে হরি এ সমুদয় গুণের আধার, অতএব আমি তোমার এই সমুদয় সাধকদিগকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করি।

হে শাক্ত, হে ভক্ত, হে জ্ঞানী, হে কর্ম্মী, তোমরা চারি জনই আমার ভাই, এস, তোমরা আমার নিকটে এস, আমি তোমাদিগের সকলকে আলিঙ্গন করি। আমার সঙ্গে তোমাদের কাহারও বিবাদ

নাই। আমি হরির কাছে শুনিলাম, তোমরা সকলেই হরির এক এক অংশ গ্রহণ করিয়াছ। তোমরা আর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিও না, সকলে একত্র হইয়া হরির আরাধনা কর। যোগে পরিত্রাণ, বিয়োগে পরিত্রাণ নাই। বিয়োগে মরণ। হরিকে আর তোমরা খণ্ড খণ্ড করিও না। যথার্থ অখণ্ড অবিভক্ত সচ্চিদানন্দকে তোমরা গ্রহণ কর। ঈশ্বরের প্রকৃতিকে আর তোমরা কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিও না। ঈশ্বর কেবল শক্তি, কেবল জ্ঞান, কেবল প্রেম অথবা কেবল পুণ্য নহেন; কিন্তু তিনি এ সমুদয় গুণের পূর্ণাধার, তাঁহার প্রকৃতি এই সমুদয় গুণের সমষ্টি। এই প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়াই ভারতবর্ষের এরূপ দুর্গতি এবং ভয়ানক হীনাবস্থা হইয়াছে।

পুরাণে তোমরা অবশ্যই সতী-মৃত্যুর অপূর্ব্ব কথা শুনিয়াছ। তোমরা শুনিয়াছ দক্ষযজ্ঞে তাঁহার পতির নিমন্ত্রণ হয় নাই এবং পতিনিন্দা হইতেছে শুনিয়া সতী অপমানে তনুত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, সেই তনুর এক এক খণ্ডে ভারতবর্ষে এক একটী তীর্থ স্থাপিত হইয়াছে। এই আখ্যায়িকার গূঢ় অর্থ কি? সতী মহাদেবের অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না, যখনই পতিনিন্দা হইল শুনিলেন, তখনই তিনি যোগপ্রভাবে আত্ম-বিনাশ করিলেন। কেহ সতীকে আঘাত করিল না, কেহ তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে চেষ্টা করিল না; কিন্তু পতিনিন্দা শুনিবা মাত্র তাঁহার দেহ অচেতন ও প্রাণশূন্য হইল। ইহা সতীর ধর্ম্ম। পতির অমর্য্যাদা সতীর অসহ্য। যেখানে পতির অপমান সেখানে কি আর সতী থাকিতে পারেন? পবিত্র ভারতভূমি সতীর সতীত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। সতী পতিপ্রাণা, সতীর প্রাণ পতিগত। পতিতে সতীতে অভেদ। পতির অপমান হইলে

সতীর প্রাণ থাকে না। যখন এই দেশে দেব দেব মহাদেবের অপমান হইল, তখনই তাঁহার প্রকৃতির মৃত্যু হইল এবং উহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। ইহার স্পষ্ট অর্থ এই বোধ হইতেছে যে, যখন এই দেশের লোকেরা সেই মহেশ্বর মহাদেব অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অবমাননা করিল এবং তাঁহার পূজা পরিত্যাগ করিল, তখন তাঁহার প্রকৃতিরূপ সতীর মৃত্যু হইল এবং ঐ প্রকৃতি খণ্ড খণ্ড হইল। জীবিতাবস্থায় প্রকৃতি অখণ্ড, কিন্তু মৃতাবস্থায় উহা বিভক্ত হইবেই হইবে। যতদিন এ দেশে ব্রহ্মের মহিমা রক্ষা হইত এবং তাঁহার পূজা হইত, ততদিন কেহ তাঁহার প্রকৃতিকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে পারে নাই। যখন ভক্তিভাজন আর্য্য যোগীকুল চলিয়া গেলেন, তখন আর কেহ সেই যোগেশ্বর মহাদেবকে নিমন্ত্রণ করিল না এবং তাঁহার অপমান দেখিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার প্রকৃতিরও তিরোভাব হইল। পরাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ অবিদ্যা, কুসংস্কার এবং অসার জ্ঞানকাণ্ড ও অসার কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব হইল। হিন্দুস্থান খণ্ড খণ্ড হইল, এক ব্রহ্মের স্থানে তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতিষ্ঠা হইল, এক আর্য্য জাতি সহস্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইল। পরে এই দেশে যবনদিগের অনাচার এবং অত্যাচার আরম্ভ হইল। ক্রমে লোক সকল নিতান্ত ক্ষীণ বিশ্বাসী এবং পাপাসক্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বকার যোগী ঋষিদিগের ন্যায় আর কেহই আপন আপন অন্তরে এবং জড় জগতে সেই অখণ্ড পূর্ণব্রহ্মকে দেখিতে পাইত না। যোগধর্ম্মের লোপ হইল। সকলে সংসারের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইত; কিন্তু প্রায় কেহই সেই আদি দেব মহাদেব যিনি সৌন্দর্য্যের আকর তাঁহাকে দেখিত না।

অতএব দেশস্থ ভ্রাতৃগণ, যদি ভারতকে পুনরুদ্ধার করিতে চাও, তবে আবার সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মহেশ্বরের পূজা আরম্ভ কর। আবার সেই উত্তর দিকে, হিমালয়-শিখরে চল। দেব দেব মহাদেবের আরাধনা ব্যতীত দেশের কল্যাণ নাই। তোমরা শুনিয়াছ হরিপাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া, হিমালয় বিদীর্ণ করিয়া, গঙ্গা-নদী আসিতেছে। সেই হরিপাদপদ্মে চল। সেই পাদপদ্ম ধ্যান কর। হরির আরাধনা ভিন্ন জীবের গতি নাই। আর্য্যসন্তানেরা যোগবিহীন হইয়া কিরূপে সুখী হইবে? যোগ আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। যোগধর্ম্ম হিন্দুস্থানের গৌরব-মুকুট। যোগ আমাদের ঐশ্বর্য্য এবং মূল ধন। যোগ ভিন্ন আমরা হীনবল এবং অপদার্থ। অতএব পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন কর। যোগ ধ্যানে সচ্চিদানন্দকে লাভ কর। তোমরা যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করিবে, তেমনই সকলের সঙ্গে যোগ সাধন কর। শাক্ত, ভক্ত, যোগী, কর্ম্মী সকলেরই মধ্যে কোন না কোন ধর্ম্মভাব রহিয়াছে, তবে কেন আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবে? বৃক্ষের মূলে উপস্থিত হইলে সকলেরই মধ্যে একতা দেখিতে পাইবে। ডালে বসিও না, তাহা হইলে কাটাকাটি করিবে। এখন কেহ কর্ম্মের শাখায়, কেহ জ্ঞানের শাখায়, কেহ প্রেমের শাখায় এবং কেহ যোগের শাখায় বসিয়া পরস্পরকে কাটিতে চেষ্টা করিতেছ, এইরূপ দুর্ব্যবহার শীঘ্র পরিত্যাগ কর। ধর্ম্মকে আর বিভাগ করিও না। যোগের সময় আসিয়াছে। অখণ্ড অবিভক্ত ব্রহ্ম, যোগের ধর্ম্ম এই আর্য্যভূমিতে পুনরুদ্ধার কর। তোমাদিগকে এই অনুরোধ করিতে আজ আমি এখানে আসিয়াছি। যোগের ধর্ম্ম গ্রহণ কর। যোগেতে হিন্দুস্থান বড়

ছিল, আজ বিয়োগে হিন্দুস্থান মৃত এবং খণ্ড খণ্ড হইয়াছে। আর্য্যগণ যোগবলে পূর্ব্বে উজ্জ্বল-কান্তি-বিশিষ্ট ছিলেন, এখন যোগভ্রষ্ট হইয়া, হরিবিহীন হইয়া, বাঙ্গালী নিস্তেজ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। যদি সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মহাদেবের মান্য রক্ষা হইত, যদি বিভ্রান্ত হইয়া লোকেরা তাঁহার অবমাননা না করিত, তাহা হইলে আজ ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা হইত না। ভাই, এস সকলে আবার পরব্রহ্মপূজা আরম্ভ করি। আমরা যে সকলে ভাই, কেন পরস্পরের সঙ্গে কলহ করিব? মহাদেবের পূজা করিলে, আবার হতভাগা ভারত সুশ্রী হইবে। আবার প্রকৃতি সতী নব-জীবন ধারণ করিবেন। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, সেই আনন্দরূপমমৃতং, সেই পরিপূর্ণমানন্দমের অর্চ্চনা করিলে ভারতের আর দুঃখ থাকিবে না। ব্রহ্মানন্দ-রসপান, যোগানন্দ-রসপান করিলে, আমাদিগের সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। আবার ভারতের হরি আসিয়াছেন, পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ সমাজ সুস্থকায় হইতেছে, শুষ্ক তরু সকল মুঞ্জরিত হইতেছে, ঘন ঘন হরির নিঃশ্বাসপবন বহিতেছে, হিমালয় গঙ্গা এবং সমস্ত প্রকৃতি আবার হরিভক্তদিগের চক্ষে নূতনরূপ ধারণ করিয়াছে। হরির রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে। কলির পরে আবার সত্যযুগ দেখা দিতেছে। যম বলিল, "আমার রাজ্য যে যায়।" যাও যম, আর ভারতের উপর তোমার অধিকার নাই, আবার মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব ভারতের ঈশ্বর হইলেন। ভাই বন্ধু, আর ভাঙ্গা দেবতার পূজা করিও না। ভারতের ঈশ্বর পূর্ণ পরব্রহ্মকে গ্রহণ কর। এত বড় ব্রহ্মকে তোমরা পূজা করিতেছ। যখন ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি এই সংবাদ পাইবে তাহারা

বলিবে, ধন্য ভারতবর্ষ! আমরাও তোমাদের এই পরব্রহ্মকে গ্রহণ করিব।

এস ব্রহ্ম, ভারতের পুরাতন পরব্রহ্ম, আমাদিগের হৃদয়ে এস। তুমি ভক্তবৎসল পতিতপাবন। আমরা পতিত, আমাদিগকে তুমি উদ্ধার কর। তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা, তুমি গুরু, তুমি রাজা, তুমি প্রভু, তুমি ত্রাতা, তুমি বন্ধু, তুমি শান্তিদাতা, তুমি আমাদিগের সর্ব্বস্ব। তুমি পিতা মাতা হইতে প্রিয়, তুমি পুত্র হইতে প্রিয়, তুমি বিত্ত হইতে প্রিয়। তুমি সৎ, তুমি চিৎ, তুমি আনন্দ। তুমি সেই ঋষিদিগের করতল-ন্যস্ত-আমলকবৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তোমাকে বিশ্বাসচক্ষে দেখি, এবং ভক্তির সহিত নমস্কার করি।

হে দেশস্থ ভ্রাতৃগণ, ওহে ঋষিসন্তানগণ, এই দেখ আবার সত্যসূর্য্য উদয় হইল, আবার সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ হরির আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইল। আর তোমরা ঘুমাইও না। কবে তোমাদের কালনিদ্রা ভঙ্গ হইবে? ঈশ্বরের দূত ভীমরবে তোমাদিগকে ডাকিতেছে। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে চল। আবার নারদ মুনি বাহির হইয়াছেন, তিনি যারে দেখেন তারে বলেন, বল হরি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অখণ্ড হরিকে আর কেহ খণ্ড খণ্ড করিও না। বেদ বেদান্তের হরি এক, ব্রহ্ম এক, তোমরা দুই ভাবিও না। অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের স্বর্গের দ্বার খুলিয়াছে। নববিধানের বায়ু বহিতেছে। সেই ঋষিগণ এবং ঋষিপত্নিগণ, সেই যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী প্রভৃতি সেই অশরীরী চিদাত্মা সকল আবার ভারতবর্ষ অধিকার করিতে আসিতেছেন, যোগকর্ণে তাঁহাদিগের আগমন বার্ত্তা শুনিলাম। স্বর্গ ও পৃথিবী, ইহলোক ও

পরলোকের যোগ হইতেছে। ভাই, বন্ধু, আনন্দধ্বনি কর। ব্রহ্ম-সঙ্কীর্ত্তন করিয়া ভারতকে পবিত্র এবং মহিমান্বিত কর।

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ বড়ালের বাটী।

ছায়াপূজা এবং জীবন্ত ঈশ্বর। *

শনিবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০১ শক ; ৩রা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সকল বস্তুর ছায়া কাল। যদি বস্তু অতি সুন্দরও হয়, তাহার ছায়া কাল। যদি জড় সম্বন্ধে এরূপ হইল, তবে ঈশ্বরসম্বন্ধেও এইরূপ। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সুন্দর, কিন্তু তাঁহার ছায়া সুন্দর হয় না। যিনি সমস্ত সাধুতার সমুদ্র এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির আকর, তাঁহার ছায়াপূজাও অসার। ছায়াপূজাতে চিত্ত শুদ্ধ এবং সুখী হয় না। তোমাদের বুদ্ধির আলোকে তোমাদের আত্মার প্রাচীরের উপরে ঈশ্বরের যে ছায়া পড়ে, সেই ছায়াতে জীবন এবং সৌন্দর্য্য নাই। সেই কুৎসিত নির্জ্জীব ছায়া দেখিয়া যদি, হে ব্রহ্মসাধক, তুমি ভয় পাইয়া থাক, তাহা তোমার দোষ, ব্রহ্মের কোন দোষ নাই। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি, তুমি অতি মলিন, তোমার মুখ ঘনীভূত দুঃখের অন্ধকার বিস্তৃত করিতেছে। যাহার অন্তরে বিষাদ রহিয়াছে, সে ব্রহ্মের ছায়া পূজা করিতেছে। যিনি যথার্থ ব্রহ্মের সাধক, তিনি আনন্দের সন্তান; তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দধারা বহিতেছে। হে মনুষ্য, তুমি যদি ছায়াপূজা কর, তুমি কাহার নিকটে

আনন্দ লাভ করিবে? দুঃখের সময় কে তোমাকে সান্ত্বনা দিবে? পরম সুন্দর হরির নিকটে বসিয়া, কাল ছায়া দেখিয়া ভয় পাইতেছ, কাঁদিতেছ, আলোকে থাকিয়া অন্ধকার দেখিতেছ কেন?

ভ্রান্ত জীব, সর্ব্বাগ্রে বস্তু নিরূপণ কর। হরি ছায়া নহেন, অন্ধকার নহেন, দুঃখে হরি থাকেন না, সুখেতে হরির বাস। হরিকে দেখিলে ভক্তের প্রাণের মধ্যে আনন্দলহরী উঠে। হরিদর্শনে, হরিসহবাসে যেমন সুখ, এমন সুখ আর কোথাও নাই। যদি হরিকেই না দেখিলে, তবে ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী হইয়া নানা প্রকার কষ্ট সাধন করিলে কি হইবে? ব্রহ্মসাধক, তুমি কিরূপে আনন্দস্বরূপ হরিকে পূজা করিয়া এত সহজে সুখী হইলে? পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা যে বহুকাল তপস্যা করিয়াও এমন সুখী হইতে পারিতেন না। হরিদর্শন কি এখন এত সুলভ হইয়াছে? কে ইহাকে এত সুলভ করিল? একজন উপকারী পরম বন্ধু, তাঁহার নাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সে নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরস্থায়ী। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতে একবার ভক্তির সহিত শ্রীহরি বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় পবিত্র এবং উল্লসিত হয়। তাঁহার সময় হইতে বঙ্গবাসীদিগের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, কেন না, তাঁহারা হরিনামসুধার অধিকারী হইয়াছেন। সেই একই হরি, বেদ বেদান্তের পুরাতন হরি, এখনও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া যদি তোমরা তাঁহার মূর্ত্তি বা ছায়া কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা কর, তাহাতে কদাচ তোমরা পরিত্রাণ বা সুখ শান্তি পাইবে না। তাঁহার চরণতলে বেদ পুরাণ একত্র রহিয়াছে, ঋষি ভক্ত এক পরিবার হইয়া বাস করিতেছেন। এই বর্ত্তমান নববিধানে সেই হরি এই প্রেমের সমাচার

বিস্তার করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ভক্তির সহিত এই সমাচার গ্রহণ করিবেন। দুঃখী তাহারা যাহারা এ সংবাদ পাইল না। তাহারা এখনও ছায়াপূজা করিতেছে, তাহারা এখনও সত্য শিব-সুন্দর ঈশ্বরের মুখ দেখিতে পায় নাই।

যাঁহারা ধীর শান্ত এবং প্রকৃত বিশ্বাসী, তাঁহারা বিশ্বাস-নয়নে জীবন্ত হরিকে দেখিয়া বলেন, "হে হরি, তুমিই আমাদিগের বেদ, তুমিই আমাদিগের পুরাণ, তুমিই আমাদিগের যোগবল, তুমিই আমাদিগের ভক্তিবল, তুমিই যোগেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব, তুমিই আমাদিগের ভক্তবৎসল ভগবান। তোমারই পাদপদ্ম সেই উচ্চ হিমালয়-শিখরে যোগী ঋষিদিগের চিত্তকে সুখী করিয়াছে, তোমারই পাদপদ্ম নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্য ভক্তদিগের বক্ষ শীতল করিয়াছে।" বাস্তবিক হরি ছায়া নহেন, তিনি পরম বস্তু, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি দ্বারা স্পর্শ করা যায়। সত্য-যুগ অপেক্ষা কলিযুগের বিশেষ মাহাত্ম্য, কেন না কলিযুগের লোকেরা সংসারের মধ্যে থাকিয়া হরিদর্শন লাভ করিবে। আমরা সংসারের কীট হইয়াও হরি সহবাসের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। এমন হরিকে হৃদয়ে দেখিয়াছি, যে হরির ক্ষমতা আছে দুঃখ দূর করিবার। যদি পরিবার মধ্যে বৈকুণ্ঠ স্থাপিত না হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান মিথ্যা। হরিকে লাভ করিলে তাঁহার সঙ্গে স্বর্গও তোমাদের হস্তগত হইবে; হিমালয়, যোগাশ্রম, ঋষিদিগের কুটীর সমস্ত তোমাদিগের বাটীতে আসিবে। ইহাই সনাতন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নূতন সমাচার। এই নূতন বিধিতে যোগ ভক্তি এক হইবে, শক্তিপূজা হরিপূজা ভিন্ন থাকিবে না। ইহাতে সকল সাধু

এবং সকল ধর্ম্মের মিলন হইবে এবং সকলের চিত্ত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ। *

রবিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

যোগ বিয়োগের উপনিষদ্ শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ্যে কখনও যোগ, বিয়োগ হয়; কখনও সহস্র, একত্র প্রাপ্ত হয়; কখনও এক, সহস্র হয়; কখনও চারিটী বস্তু সংযুক্ত হইয়া এক হয়; কখনও আবার বিযুক্ত হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়। কখনও এক হইতে লক্ষ, কখনও লক্ষ হইতে এক হয়; ইহার একটীর নাম যোগ, আর একটীর নাম বিয়োগ। সকল বস্তুর যেমন যোগ বিয়োগ হয়, ব্রহ্ম বস্তুরও সেইরূপ যোগ বিয়োগ হয়। যিনি অবিভক্ত, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতি, সময়ে সময়ে তিনি সাধকের নিকট বিভক্ত হয়েন। ঈশ্বর স্বয়ং অখণ্ড; কিন্তু সাধকেরা আপন আপন ক্ষুদ্রতানুসারে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ধারণ করে। তিনি নিজে অখণ্ড থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করে। তোমরা বলিতে পার, অনিত্য বস্তুর বিয়োগ হইতে পারে; কিন্তু নিত্য বস্তুর কিরূপে বিয়োগ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং নিত্য পূর্ণ পুরুষ; কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য তাঁহার স্বরূপ ও গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া না ভাবিলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে

না। বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার জন্য মনুষ্য ব্রহ্মবস্তুকে বিচারের ভিতরে আনিল। ব্রহ্ম কি পদার্থ ইহা জানিবার জন্য বুদ্ধি-খড়্গ লইয়া ব্রহ্মকে কাটিল। ক্ষুদ্র বুদ্ধি তন্ন তন্ন করিয়া ব্রহ্ম নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিল।

যখন বেদ বেদান্তের সময় ছিল, যখন যোগীরা ধ্যানযোগে সেই অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন না ব্রহ্ম কি পদার্থ। তাঁহারা ব্রহ্মকে অস্তুত অজ্ঞেয় রাখিলেন; তাঁহারা বলিলেন ব্রহ্মকে জানা যায় না, ব্রহ্ম বুদ্ধির অগম্য। "ব্রহ্মকে যে আমি জানি ইহা নহে এবং ব্রহ্মকে যে আমি না জানি ইহাও নহে।" বেদান্ত উপনিষদের সার তত্ত্ব এই। যে অবস্থায় ব্রহ্মকে অখণ্ড অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা যোগের অবস্থা। যোগেশ্বর বুদ্ধি মনের অতীত। যোগের অবস্থায় বুদ্ধি-খড়্গ লইয়া সেই পূর্ণ পুরুষকে কাটিতে সাহস করে না। যোগী ঋষির অবস্থায় বুদ্ধি নাই কেবল যোগ। যোগী একাগ্রচিত্তে একেরই মধ্যে মগ্ন, দুই তিনের কাছে যোগী বসেন না। যোগী একেরই কাছে থাকেন। যোগের সময় কেহই ঈশ্বরকে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না। যোগেতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। যেমন যে চিনি জলকে জানিতে আসিয়াছিল, সেই চিনি জলময় হইল, সেইরূপ যে যোগী ব্রহ্মকে ধারণ করিতে আসিয়াছিল, সে আপনাকে ব্রহ্মজলে বিসর্জ্জন দিল। এইরূপ যোগের অবস্থায় প্রাচীন আর্য্যগণ অনেক শতাব্দী অতীত করিয়াছেন।

আবার এই বেদ বেদান্ত অথবা যোগের অবস্থার পর যখন পুরাণের সময় আসিল, তখন তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বলিল, কে এই

ব্রহ্মবস্তু? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন, পালন করেন, তিনি কে? তিনি কেমন? তিনি কি পদার্থ? তিনি কি পিতা? তিনি কি রাজা? তিনি কি প্রভু? যখন মনুষ্য এ সকল প্রশ্নের উত্তর পাইল না, তখন সে আপনার বুদ্ধি-খড়্গ লইয়া ব্রহ্মকে কাটিল। সে আপন আপন রুচি অনুসারে খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিতে লাগিল। সে বলিল, "আমি প্রেম ভালবাসি" অতএব যে ঠাকুর প্রেমে গঠিত এবং প্রেমাদ্র তিনিই আমার উপাস্য। এইরূপে তাহার কোমল হৃদয়ের উত্তেজনায় সে মনে করিল, ঈশ্বর কেবল একটী প্রেম পদার্থ। সে সেই পদার্থের এমন নাম রাখিল, যাহাতে তাহার প্রেমোদয় হয়। সেই পদার্থকে দয়ার ঠাকুর, প্রেমচন্দ্র, প্রেমসিন্ধু, দয়াময়, প্রেমময়, স্নেহময় প্রভৃতি অনেক নাম দিল এবং নানা মতে দয়াগুণের সুখ্যাতি করিতে লাগিল, এবং যতই সে দয়ার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ততই আবার দয়ার ভিন্ন রূপ কল্পনা করিতে লাগিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্যে দয়ার ব্যাপার দেখিয়া মনুষ্য দয়ার বিবিধ নাম রাখিতে লাগিল। মনুষ্য একেবারে অনন্ত দয়ার পূজা করিতে অসমর্থ হইয়া দয়াকেও খণ্ড খণ্ড করিল। মনুষ্য দেখিল যিনি ক্ষুধার সময় আহার দেন, তিনি অবশ্যই দয়ার আধার। যে দয়া ক্ষুধিত জীবদিগকে অন্ন দান করে, মনুষ্য সেই দয়ার নাম রাখিল অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সমস্ত লোককে কেবলই অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এত দয়া যে, তিনি ক্ষুধিতকে অন্ন না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এইরূপে ঈশ্বরের অনন্ত-দয়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মনুষ্য এক অন্নপূর্ণা মুর্ত্তি রচনা করিল। এবং এইরূপে দয়ার এক এক প্রকার প্রকাশ দেখিয়া মনুষ্য এক এক

অবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মনে করিল যুদ্ধের সময় যিনি পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়া আপনার শরণাগতদিগকে শত্রুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করেন, তিনিও দয়ার অবতার। কেহ বলিল, যিনি সংসারের নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করেন, সেই বিঘ্নবিনাশন নিশ্চয়ই দয়ার অবতার। এইরূপে পৃথিবী কেবল দয়ার পক্ষপাতী হইয়া অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কেবল দয়াটী বাহির করিয়া এক একটা দয়ার অবতার পূজা করে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি-বিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে এক এক সময় ঈশ্বরের এক এক ভাব দেখিয়া, কেবল তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার পৌত্তলিক পূজা প্রচার হইল।

কেহ বলিল, "আমি দয়া বুঝিতে পারি না; কিন্তু চারিদিকে একটী মহাশক্তির কার্য্য দেখিতেছি।" যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন, তিনি শক্তি, আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি। তাঁহার শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই থাকে না, সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার শক্তির লীলা। এইরূপে কেহ কেহ স্থির করিল দয়া অপেক্ষা শক্তি বড়। শক্তি ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির উপরে মনুষ্যের দৃষ্টি পড়িল। প্রকৃতির সঙ্গে নারী প্রকৃতি, দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। যাহারা এই শক্তি-পূজা করিতে লাগিল। তাহারা পৃথিবীতে শাক্তরূপে পরিচিত হইল। শাক্তেরা কেবল ব্রহ্মের শক্তি পূজা করে। ব্রহ্মেতে যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শান্তি প্রভৃতি অন্যান্য ভাব আছে, তৎসমুদয় তাহারা ভাবে না। তাহারা দেখিতে পায় এক প্রকাণ্ড শক্তি পাপা-সুর সকল নিপাত করিয়া পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন।

কেহ কেহ বলিলেন, কেবল শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিলে কি

হইবে? ঈশ্বর শুদ্ধ, নিজে শুদ্ধ হইয়া তাঁহার শুদ্ধতার আরাধনা করিতে হইবে। তাঁহার শুদ্ধতার অংশ, পুণ্যের অংশ লইয়া পাপ ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। যাহা কিছু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা অশুদ্ধ। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে কেবল পুণ্যের আধার বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার পবিত্রতার ভাব উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তাহারা এই প্রচার করিল যে, ঈশ্বর খাঁটী শুদ্ধতার আধার, ধর্ম্মের অবতার, পবিত্র ইচ্ছার অবতার। তিনি অধর্ম্ম পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে দণ্ড দেন, মনুষ্যের পাপ দেখিলে বিরক্ত হন। তিনি মনুষ্যজাতিকে পুণ্যপথ দেখাইয়া দেন, আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া লোকের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপন করেন। এইরূপে পৃথিবীতে পুণ্যাবতার অথবা সাধু মনুষ্যের পূজা প্রবর্ত্তিত হইল।

কেহ কেহ এ সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান পথ অবলম্বন করিল। তাহারা বলিল, কেবল দয়া, পুণ্য অথবা শক্তিপূজা করিলে প্রকৃত ঈশ্বরপূজা হয় না, জ্ঞানের সাধন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। নানা প্রকার শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করা আবশ্যক। যে যথার্থ জ্ঞানী সে দিব্যজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করে। ঈশ্বরের জ্ঞানকে সাধকের বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে এক নূতন জ্ঞানী সম্প্রদায় গঠিত হইল। বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করা অথবা বৌদ্ধভাব প্রবর্ত্তিত হইল। এইরূপে সাধকেরা আপন আপন ভাবানুসারে ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। সেই যোগীদের সময় এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছিলেন, এখন পৌরাণিক সময়ে তেত্রিশ কোটী দেবতা কল্পিত হইল।

পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের অবজ্ঞা নহে। জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের ভগ্নাংশের পূজা। পৌত্তলিকতা বিভক্ত ব্রহ্মভাব, অথবা ব্রহ্মখণ্ডের অর্চ্চনা। দয়ালু ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করিয়া কেবল দয়াবতারের পূজা আরম্ভ করিল; জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান, শুদ্ধ-চিত্ত সাধু কেবল ঈশ্বরের শুদ্ধতার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রকাণ্ড ভূমা ব্রহ্মকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষীণ মনুষ্য ব্রহ্মের এক একটী অংশ পূজা করিতে লাগিল। এইজন্যই পৃথিবী পৌত্তলিক হইল।

ব্রহ্মের এক এক অংশ লইয়া কেহ ইংলণ্ডে, কেহ চীনরাজ্যে এবং কেহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কি চমৎকার শোভা দেখ। সকলেই এক ব্রহ্মের সাধক; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ। লাল, নীল, সবুজ হরিৎ প্রভৃতি নানা বর্ণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে, এবং আপনার অবতারকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর অবতারকে উপহাস করিতেছে। এক ব্রহ্মখণ্ডের সঙ্গে অপর ব্রহ্মখণ্ডের সংগ্রাম, দেখ ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের যুদ্ধ। এই যে পৃথিবীতে কালীর সঙ্গে কৃষ্ণের, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের এবং খৃষ্টানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ দেখিতেছ, ইহার মূলে ব্রহ্ম বস্তুর বিয়োগ দেখিতে পাইবে। এ সকল অংশের আবার যখন যোগ হইবে, তখন আবার সেই এক পূর্ণ ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত হইবে। সকলের হাতেই ব্রহ্মখণ্ড আছে; কেহ ব্রহ্মের জ্ঞানখণ্ড, কেহ তাঁহার প্রেমখণ্ড, কেহ তাঁহার দয়াখণ্ড, কেহ তাঁহার পুণ্যখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। বাস্তবিক ব্রহ্মেতে যুদ্ধ নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান এই সমস্ত খণ্ড একত্র করিয়া পুনরায় পূর্ণাবয়ব ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত করিবে। নববিধান সমস্ত শত্রুদলের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিবে। এই নববিধানে আমরা ব্রহ্মের শক্তির পার্শ্বে প্রেমকে, জ্ঞানের পার্শ্বে শুদ্ধতাকে বসাইয়া একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান উড়াইব। নববিধানে বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগ, খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অখণ্ড ব্রহ্মকে লাভ করিব। এত দিন ব্রহ্ম যেন মৃত্যাবস্থায় ছিলেন, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের হস্ত হইতে ছোট ছোট ব্রহ্মখণ্ড গ্রহণ করিয়া, সে সমস্ত একত্র করিয়া আশ্চর্য্য এক মহা বিরাট পুরুষ রচনা করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও হস্ত হইতে মস্তক অর্থাৎ জ্ঞান, কাহারও হস্ত হইতে হৃদয় অর্থাৎ ভক্তি, কাহারও হস্ত হইতে হস্ত অর্থাৎ সেবা বা দাস্য ভাব গ্রহণ করিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের আদর্শ গঠন করিল। অতএব ভাই, বিয়োগ ছাড়, যোগধর্ম্ম গ্রহণ কর। ব্রহ্ম এক অখণ্ড পূর্ণ পুরুষ। এক রাজাধিরাজের রাজ্যভুক্ত হও, তোমাদের এক জমিদার, তাঁহার কুশলের রাজ্য বিস্তার কর। এই নববিধানের কার্য্য, এইজন্য নববিধান পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

অনিত্য মধ্যে নিত্য। *

রবিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০১ শক; ১১ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ঈশ্বর যেমন অক্ষয় তাঁহার সৃষ্টিতেও এমন নিয়ম আছে যে, কোন বস্তুর ক্ষয় হয় না। বস্তুর পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু কোন বস্তুর ক্ষয় হয় না। যাহা কিছু সৎ তাহা ছিল, তাহা আছে। পৃথিবীতে

কত জাতি ও কত রাজ্য হইল, এবং তাহারা কত প্রকারে উন্নতি লাভ করিয়া আবার বিনষ্ট হইল। এইরূপে সৃষ্টিতে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন আসিতেছে বটে, কিন্তু এ সকল ঘটনা ও পরিবর্ত্তনের মধ্যে সত্য, শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ইত্যাদি যে সকল নিত্য বস্তু তাহার কিছুরই ক্ষয় হয় না। যদি বল সৃষ্টি ত অনন্ত নহে, তবে সৃষ্ট বস্তুর ক্ষয় হইবে না ইহার অর্থ কি? কোন সৃষ্ট বস্তু অনন্ত নহে ইহা সত্য, কিন্তু জড় জগতে যে সকল সত্য আছে, এ সকল সত্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল। সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরেতে সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, পুণ্য সকলই ছিল। এই বিশ্ব ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি এবং প্রেমের প্রকাশ। সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি করিবার অপ্রকাশ শক্তি ঈশ্বরেতে বর্ত্তমান ছিল। অতএব সৃষ্টি লোপ হইলেও ঈশ্বরের শক্তির অণুমাত্র হ্রাস হয় না। বাহিরের পরিবর্ত্তনে কণামাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের হ্রাস হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মের প্রেম পুণ্যের মৃত্যু নাই। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা অমর। বাহ্যিক প্রকাশের মরণ আছে; কিন্তু ঈশ্বরের সত্য, প্রেম, পুণ্য চিরকালই সৎ রহিয়াছে। মৃত্যু কিম্বা পরিবর্ত্তনে সত্যের হানি হয় না। যখনই ঈশ্বরের আজ্ঞা হয়, তখনই মনুষ্য পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু কিছুই ক্ষয় করিয়া যাইতে পারিবে না।

যখনই এক শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তখনই যে শতাব্দী তাহার পরে আসিতেছে, সেই শতাব্দীকে আপনার ভিতরে যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য আছে, সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ চলিয়া যাইতেছে, কালে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কিন্তু ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, কাল কিছুই ক্ষয় করিতে পারে না। কাল চলিয়া যাইবার সময় একজন সাধুর প্রাণ বিনাশ করিয়া,

তাঁহার সমস্ত সাধুতা এবং প্রেম, পুণ্য উড়াইয়া দিয়া যাইতে পারে না। পৃথিবীতে যত সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিজন এক একটী বিশেষ ধর্ম্মভাবের অবতার। দুষ্ট পৃথিবী সাধুকে বধ করিতে পারে; কিন্তু তাঁহার সাধুতা ক্ষয় করিতে পারে না। যদি সূক্ষ্মদর্শী হও, যদি ধর্ম্মধনের বণিক হও, তাহা হইলে দেখিবে কোন সত্যের ক্ষয় হয় না। এক এক যুগ ধর্ম্মধনের সুদের সুদ পর্য্যন্ত অন্য যুগকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যায়। দিন, রাত্রি, মাস, ঋতু. বর্ষ, যুগ এ সকল কিছুই থাকিবে না; কিন্তু অন্য ইহার আপনার বক্ষের মধ্যে যত সত্য এবং ভাব রত্ন আছে, সে সমস্ত কলাকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। এইরূপে সত্যযুগ আপনার সমস্ত জ্ঞান ভাব, পুণ্য ত্রেতাযুগকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, এবং এইরূপে ত্রেতা দ্বাপরকে আপনার সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া যাইবে। ধর্ম্মধনের কদাচ ক্ষয় হয় না। বাহিরে পরিবর্ত্তন, কিন্তু ভিতরে সমস্ত ঠিক রহিয়াছে।

সেই যে পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি এবং ভক্তগণ যোগ তপস্যা এবং হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা এখন কোথায়? কত শতাব্দী চলিয়া গেল, কত পরিবর্ত্তন হইল, কিন্তু তাঁহারা এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের কোন ভাবের বিনাশ হয় নাই। ঈশ্বরের সমুদয় সামগ্রী অক্ষয় রহিয়াছে। অনেকে মনে করে এক এক দেশে বিশেষ বিশেষ সময়ে পৃথিবীর পাপ দূর করিবার জন্য, এক এক অবতার জন্মগ্রহণ করিয়া আপন আপন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া আবার চলিয়া যান; কিন্তু তাহারা জানে না যে, ঈশ্বরের এক একটী ঘনীভূত গুণ প্রকাশের নাম অবতার। অবতারের

বাহ্যিক আকারের পরিবর্ত্তন এবং তিরোভাব হয়; কিন্তু কদাচ ঈশ্বরের গুণের তিরোভাব হয় না। যদিও সাধুদিগের শরীর ধ্বংশ হয়; কিন্তু সাধুরা পৃথিবী হইতে চলিয়া যান না। তাঁহাদিগের জ্ঞান, ভাব, ধর্ম্ম মানবজাতির হৃদয়ের মধ্যে রক্তরূপে, ধর্ম্মজীবনরূপে প্রবাহিত হয়। এক সাধু বারম্বার পৃথিবীতে আসেন। পৃথিবীর ভক্তেরা দ্বিতীয় সাধুর সম্পর্কে বলেন, "সেই প্রথম সাধু ভিন্ন আকার লইয়া আসিয়াছেন।" আবার পৃথিবী তৃতীয় সাধু সম্পর্কে এই কথা বলে যে, "ইনি প্রথম এবং দ্বিতীয় সাধুর গুণ লইয়া আসিয়াছেন।" এইরূপে চতুর্থ সাধু পূর্ব্বের তিন সাধুর গুণ, এবং যিনি সহস্র সাধুর পরে আসিবেন, তিনি পূর্ব্বের সহস্র সাধুর গুণ সঙ্গে লইয়া আসিবেন।

কোন সাধু পূর্ব্বের সাধুদিগকে বিনাশ করিতে পারেন না, বরং প্রত্যেক সাধু পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুদিগের সাধুভাব উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ করেন। যিনি সকল সাধুতার আধার তাঁহারই সাধুতা যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন সাধু-জীবনে প্রকাশিত হয়। সেই এক সূর্য্য, সেই এক চন্দ্র ঘুরিয়া ফিরিয়া উঠিতেছে। যেমন জড়রাজ্যে যে সূর্য্য আলোক দান করিয়া আজ অস্তমিত হইল, কল্য সেই সূর্য্যই আবার উদিত হইবে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যেও যে সাধু পৃথিবীতে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেহ-লীলা সম্বরণ করিলেন, তিনি মরিয়া গেলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার পরে যিনি আসিলেন তাঁহার ভিতরে তিনি লুক্কায়িত রহিলেন। নব সাধু পুরাতন সাধুর নূতন প্রকাশ। একের তিরোভাবে অন্যের আবির্ভাব। ভক্তদিগের মরণ নাই। ভক্ত অবতারদিগকে জাগাইয়া রাখা মনুষ্যপ্রকৃতির স্বাভাবিক কার্য্য। হিন্দুরা বলেন না যে, রামচন্দ্র চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন,

তাঁহারা বলেন, সেই একই রাম আবার কৃষ্ণাবতার হইয়া পৃথিবীতে আসিলেন। রাম কৃষ্ণ এক। আবার হিন্দুরা চৈতন্যের ভাব লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন; "ইঁহার মধ্যে কৃষ্ণ, রাধা উভয়ের মিলন হইয়াছে।" মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে না যে, ভক্তেরা একেবারে পৃথিবী হইতে চলিয়া যান, এইজন্য তাহারা বলিল, "ভগবান ঈশ্বর কৃষ্ণ রাধা দুইকে এক চৈতন্যে এক করিলেন।" বাস্তবিক গৌরাঙ্গের জীবনে নর নারী উভয় ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরুষ-প্রকৃতির তেজ এবং নারীপ্রকৃতির কোমলতা, চৈতন্যের চরিত্রে মাখা ছিল! চৈতন্যকে যদি জানা যায়, তাঁহার মধ্যে কৃষ্ণ রাধা উভয়েরই মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তিশাস্ত্রে দুয়েরই মিলন হয়। বিয়োগে মুক্তি নাই, বিয়োগে মরণ, যোগেই মুক্তি। দুই এক যে বলে, সে জ্ঞানী; চারি এক যে বলে, সে আরও জ্ঞানী; শত এক যে বলে, সে মহাজ্ঞানী। এক চৈতন্যচরিত্রে পুরুষের সমস্ত ধর্ম্ম এবং নারীর সমস্ত ধর্ম্ম সম্মিলিত হইয়াছিল। চৈতন্য এক দিকে তেজস্বী, জ্ঞানী, বৈরাগী, সন্ন্যাসী ছিলেন, আর এক দিকে অত্যন্ত কোমলহৃদয়, দয়ালু এবং প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতা, তীব্র সন্ন্যাসপ্রভাবে নবদ্বীপ কাঁপিয়াছিল। তাঁহার মস্তক মুণ্ডন দেখিয়া শত শত লোক কাঁদিয়াছিল। আবার এই তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা এবং জীবের প্রতি দয়া দেখিয়া সকলে মোহিত হইল। তাঁহার জীবনে বৈরাগ্য এবং ভক্তির সামঞ্জস্য হইয়াছিল। যেমন মেঘের মধ্যে সৌদামিনী অতি মনোহর দৃশ্য, সেইরূপ বৈরাগ্যের মধ্যে প্রেম অতি সুন্দর। বিশ্বনাথের অভিপ্রায়ে পুরুষে নারীপ্রকৃতি প্রকাশিত

হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে যোগের অবস্থায়, বৈরাগ্যের অবস্থায়, যোগী-প্রধান মহাদেব, তাঁহার ক্রোড়ে নারীপ্রকৃতির আদর্শ দুর্গাকে বসাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা দুইজন ভিন্ন ছিলেন। কলিতে সেই দুই জন এক হইলেন।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে যখন যোগ অত্যন্ত প্রবল ছিল, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ী প্রভৃতি অতি নিগূঢ় যোগ সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারাও স্বতন্ত্র ছিলেন। কেবল চারি শত বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে এমন এক সাধু মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহার জীবনে স্ত্রী, পুরুষ উভয় এক হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে পুরুষের লক্ষণ এবং নারীর লক্ষণ উভয়ই প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরুষের তেজস্বিতা এবং স্ত্রীভাবের প্রেম ভক্তি তাঁহারই জীবনে সুন্দররূপে সম্মিলিত হইয়াছিল। তিনি দেখাইয়াছিলেন পুরুষ এবং নারী নির্ব্বিবাদে একাধারে থাকিতে পারে। তাঁহার তেজস্বিতা নিমেষের জন্যও তাঁহার মাধুর্য্যকে শুষ্ক করিতে পারে নাই। তিনি মাধুর্য্য-সরোবর, তাই তাঁহাকে এত ভালবাসি। চৈতন্য পুরুষ-প্রকৃতির এবং স্ত্রীপ্রকৃতির যেরূপ গূঢ় যোগ দেখাইয়াছেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তাহা দেখাইতে পারে নাই। কলিযুগে তিনি দেখাইলেন, স্ত্রী পুরুষ এক অথবা দুইই এক। আবার পৃথিবীতে এমন বিধান আসিবে, যাহা দেখাইবে চারি এক, সহস্র এক, লক্ষ এক। চমকিয়া উঠিও না শ্রোতা, শুন সর্ব্বশেষে এমন সময় আসিবে, যখন অসংখ্য এক হইবে এবং এক অসংখ্য হইবে। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। ঈশ্বরের বক্ষে সাধু-প্রকৃতির এবং সাধ্বী-প্রকৃতির গূঢ় যোগ রহিয়াছে। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে

যত সাধু এবং যত সাধ্বী প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে এক প্রাণযোগে সম্মিলিত। কেবল যে হিন্দুস্থানের সমুদয় সাধুরা পরস্পরের সঙ্গে প্রাণযোগে সম্মিলিত তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত মনুষ্য-নিবাস-স্থানের সমুদয় সাধু এবং সাধ্বীগণ একাত্মা এবং এক প্রাণ।

যেমন প্রথম সাধু দ্বিতীয় সাধুতে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সাধু তৃতীয় সাধুতে আবির্ভূত হন, সেইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদয় সাধু একত্র হইয়া সর্ব্বশেষের সাধুর প্রাণের মধ্যে আসিয়া বাস করেন। সাধুদিগের এই আমোদ, এই তাঁহাদিগের রসলীলা। তাঁহারা বলেন, "এস আমরা সকলে একত্রে হইয়া অমুকের হৃদয়ের ভিতরে বাস করি।" ভক্তের সূক্ষ্ম চক্ষু এই রসলীলা দেখিতে পান। ব্রাহ্ম, তুমি আপনাকে যতই কেন ক্ষুদ্র মনে কর না, যদি এই সত্য বিশ্বাস কর, তাহা হইলে তুমি মহত্ত্ব লাভ করিবে। যদি বিশ্বাসী হও, তোমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে সমস্ত সাধুদিগকে নাচাইতে পারিবে। কোন সাধুর মৃত্যু হয় নাই। সাধুতার বিলোপ হয় না, সত্যের ক্ষয় হয় না। পৃথিবীতে যত সত্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং যত প্রকার সাধুতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্ত মনুষ্যপ্রকৃতির মধ্যে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হে মনুষ্য, তোমার চরিত্রের মূলে তোমার বংশের অর্থাৎ তোমার পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের গুণ অবস্থিতি করিতেছে। সেই আর্য্যগণ তাঁহাদিগের অর্জ্জিত সমস্ত ধর্ম্মবল আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের আধার ক্ষুদ্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্র আধারের মধ্যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা প্রভৃতি সমস্ত ভাব রহিয়াছে।

যেমন এই বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিদ্যার জ্যোতি সকলেরই মনে প্রবেশ করিতেছে, সেইরূপে ধর্ম্মের জ্যোতিও সকলের উপরে বিকীর্ণ হইতেছে। এখনকার বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেমন খুব শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত না হইয়াও অনায়াসে বহু শতাব্দীর অর্জ্জিত জ্ঞান লাভ করিতেছে, সেইরূপ এখনকার ধর্ম্মসাধকেরা পূর্ব্বের ন্যায় কঠোর ধর্ম্ম সাধন না করিয়াও অতি সুলভে বহুকালের ধর্ম্মসাহিত্য শিক্ষা করিতেছেন। তোমরা ধর্ম্মবিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীর ছাত্র হইয়াও জগৎকে দেখাইতে পার যে, তোমাদের প্রতিজনের হৃদয়ের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত সাধু একত্র হইয়া বাস করিতেছেন। যদি বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চাও, যদি নববিধানবিশ্বাসী হইতে চাও, তবে যেখানে যাইবে সেখানে সমস্ত সাধুদিগকে হৃদয়ের মধ্যে সঙ্গে লইয়া যাইবে, কাহাকেও ছাড়িবে না। পৃথিবীতে যত যোগী, যত ভক্ত, যত সেবক জন্মিয়াছেন সকলকে গ্রহণ করিবে, সকলকে হৃদয়ের মধ্যে আদর করিয়া বসাইবে, কোন বিশেষ একজনের মত হইবে না। কদাচ বলিবে না, "আমি কেবল অমুক যোগীর মত, আমি কেবল অমুক ভক্তের মত, আমি কেবল অমুক সেবকের মত, অথবা আমি কেবল অমুক সন্ন্যাসীর মত।"

কোন বিশেষ সাধু এই বর্ত্তমান শতাব্দীর ধর্ম্মসাধকের জীবনের আদর্শ নহেন, কিন্তু সমুদয় সাধু এবং সমুদয় সাধ্বীদিগের ধর্ম্মজীবন তাঁহার দৃষ্টান্ত। যত সদ্‌গ্রন্থ, যত শাস্ত্র, যত সাধু দৃষ্টান্ত এই পৃথিবীতে আছে, নববিধানভুক্ত ব্যক্তিকে সেই সমস্তই গ্রহণ করিতে হইবে, একটী ক্ষুদ্র সত্য ছাড়িলে তাঁহার ধর্ম্ম অপূর্ণ থাকিবে। এই নববিধানে সমুদয় সাধু এবং সমুদয় সাধ্বীদিগের শুভ মিলন হইবে। এই নববিধান

প্রত্যেক শতাব্দী হইতে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মভাব সকল আদায় করিবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন শতাব্দী আপনার গর্ভস্থ সদ্ভাব এবং সদ্গুণ বিনাশ করিতে পারে নাই। যে কাল বিবিধ পরিবর্ত্তন এবং আশু বিনাশের লক্ষণ সকল দেখায়, সেই কাল কোন সত্যকে বিনাশ করিতে পারে না। এক এক শতাব্দীর এক এক মহিমান্বিত সাধু সেই শতাব্দীর সদ্গুণ এবং সাধু ভাবের আধার। কোন সাধু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুর বিরোধী বা শত্রু নহেন, পরবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তী সাধুদিগের ঘটস্বরূপ। পূর্ব্বকার বিধান সকল ভবিষ্যৎ বিধানের আয়োজন এবং পূর্ব্বাভাস। ব্রাহ্ম তুমিও ঘটস্বরূপ। তুমি এই সমুদয় বিধানের নিম্নভাগে ঘটের ন্যায় উপবেশন কর, তোমার ভিতরে সমুদয় অমৃত আসিয়া পড়িবে। যেমন চারি তালা হইতে তেতালায়, তেতালা হইতে দ্বিতলে, দ্বিতল হইতে এক তলে জল গড়াইয়া পড়ে, নিম্নতল স্থানে যে ঘট স্থাপিত হয়, তাহার মধ্যে তেমনই উপরিস্থ সমস্ত অমৃত আসিয়া পতিত হয়। সত্যযুগ হইতে, স্বর্গ হইতে যত অমৃত বর্ষণ হইয়াছে, আজ কলিযুগে, হে ব্রাহ্ম, তুমি মনের আনন্দে সেই সমস্ত সুধারাশি ভোগ করিতেছ। তোমার ঘটের মধ্যে সকল প্রকার অমৃত একত্র হইয়াছে। কি চমৎকার অমৃত! এক এক ফোঁটার মধ্যে যোগী, ঋষি, ভক্ত, সেবক, সন্ন্যাসী, বৈরাগী সকলের জীবনের সম্মিলিত সুধারসের আস্বাদ রহিয়াছে। তোমার ঘটের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকলে এক হৃদয় হইয়া বাস করিতেছেন। ধন্য তুমি, ধন্য তোমার মা যিনি দয়া করিয়া তোমাকে এই অমৃত, এই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করিলেন!

কাল-সমুদ্র। *

নিশীথকাল, রবিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১১ই এপ্রেল, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

সমুদ্রের জল চলিতেছে, তেমনই কাল চলিতেছে। সমুদ্রের জল চলিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের মধ্য হইতে যে পর্ব্বত আকাশের দিকে উঠিয়াছে তাহা অচল। সেইরূপ কাল-সমুদ্র দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে ; কিন্তু দেবদেব মহাদেব অনন্তকাল-সাগরে স্থিরভাবে অটল হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যদি জলে পড়ি, মরিলাম, যদি পাহাড় ধরিলাম, স্থির শান্ত হইলাম। কাল সমুদ্রের ভয়ানক ঢেউ পৃথিবীর সমুদয় বস্তু চূর্ণ বিচূর্ণ করিতেছে। কালের আঘাতে কত পিতা মাতা পুত্রশোকে কাঁদিতেছে, কত বিধবা পতি বিয়োগে এবং কত পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃ বিয়োগে কাঁদিতেছে। কাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বীরদিগকেও লইয়া যাইতেছে। কালের করালগ্রাসে সমুদয় সৃষ্ট বস্তু চূর্ণ হইয়া যাইতেছে ; কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধক সকল পাহাড় ধরিয়া বাঁচিয়া গেল। ক্ষুদ্র দুর্ব্বল সাধক শক্ত পাথর ধরিয়া ভবসাগরের ঢেউকে ফাঁকি দিল, তাহারা অনন্ত ঈশ্বরের পদাশ্রয় পাইয়া নির্ভয় হইল। যেখানে সময়ের অধিকার নাই, মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাহাদিগকে সেখানে ডাকিয়া বসাইলেন। যেখানে সময়ের অধিকার সেখানে মৃত্যুর আধিপত্য।

এক একটী বৎসর প্রকাণ্ড কাল-সমুদ্রের উপরে এক একটী ঢেউয়ের ন্যায়। পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল, আবার নূতন বৎসর আসিল। সমুদয় ঢেউগুলি একে একে চলিয়া গেল। একে একে

সমুদয় বৎসর এবং সমস্ত শতাব্দী চলিয়া যাইবে, থাকিবেন কেবল তিনি যিনি কালের অতীত মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়ের মন্দিরের বাহিরে বৎসর চলিয়া যায়, কালের পরিবর্ত্তন হয়, এবং সমস্ত আন্দোলিত হয়; কিন্তু মহাদেবের মন্দিরের ভিতরে কাল প্রবেশ করিতে পারে না। মন্দিরের ভিতরে মহাদেব মহেশ্বরের হিমালয়। এখানে অনন্তকালের জন্য মহাদেব স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। এই প্রকাণ্ড পর্ব্বতে যাঁহারা আশ্রয় পাইয়াছেন তাঁহারাও ধন্য!

বৎসর আসিল এবং গেল, পৃথিবীর লোকেরা ইহা দেখিয়া কাঁদে; কিন্তু অনন্ত রাজ্যে যাঁহারা থাকেন, কালের পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগের কোন দুঃখ হয় না। মুখে করিয়া যেমন ব্যাঘ্র আপনার শিকার লইয়া যায়, সেইরূপ কাল আপনার মস্তকে করিয়া সমস্ত অসার বস্তু লইয়া যায়। বন্ধুগণ, সাবধান যেন কালের ঢেউ তোমাদিগকে স্পর্শ করিতে না পারে। চল আমরা সকলে ব্রহ্মের বুকের ভিতরে যাই। সেখানে কাল অথবা মৃত্যুর অধিকার নাই। যাও কাল, তুমি চলিয়া যাও। মহাদেবের লোকগুলিকে তুমি স্পর্শ করিতে পার না। হে পুরাতন বর্ষ, যেমন তোমার ভাইগুলি একে একে গিয়াছে, সেইরূপ তোমারও জীবন ফুরাইল; কিন্তু আমাদের জীবন ফুরায় নাই। আমরা যাইব না। মৃত্যুঞ্জয়ের শরণাগত আমরা, তিনি আমাদিগকে কালের হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন।

যেমন পদ্মানদী প্রকাণ্ড নগর নগরী সকল গ্রাস করিয়া লইয়া যায়, তেমনই এই কাল কত মানুষকে বগলে লইয়া যাইতেছে। কাল-সমুদ্র মানুষগুলিকে বগলে লইয়া ডাকিতে ডাকিতে, হুঙ্কার করিতে করিতে চলিল। ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত লোকের সম্পদ, কীর্ত্তি,

আমোদ প্রমোদ চলিল। তরঙ্গের সঙ্গে সকলে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। কত শত শত বৎসরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল টানিয়া লইয়া চলিল। কালের গ্রাসে যে পড়িবে সে মরিবে। কাল-সমুদ্র ঘন মেঘের ন্যায় ভয়ানক গাঢ় নীল কাল। ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে কালচক্র ঘুরিতেছে, কাল-সমুদ্র চলিতেছে। কাল কাহারও কথা শুনে না। যেমন যম নিদারুণ, কাল তেমনই নিষ্ঠুর। কাল কিছুতেই আপনার শিকারের বস্তু ছাড়ে না। যেমন জলে জল মিশিয়া যায়, তেমনই বৎসরের সঙ্গে বৎসর মিশিয়া যায়। এই পুরাতন বৎসর অনেক আস্ফালন করিয়া অসংখ্য লোককে মারিয়া এখন আপনি মরিবার জন্য চলিল। কাল গেল, বর্ষ শেষ হইল; কিন্তু মহাদেবের মন্দির টলিল না।

[ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিল]

ঢেউ চলিয়া গেল, অসার বস্তু অসার কালের সঙ্গে বিলীন হইল; ছায়াবাজী শেষ হইল। ইতিহাসের একটী পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল। কালের খেলা কে বুঝিবে? এক বৎসর গেল, আর এক বৎসর আরম্ভ হইল, একখানি পুস্তক লেখা হইল। ভাগ্যবান্ তাঁহারা যাঁহারা কালের হাতে পড়িলেন না। ধন্য ব্রহ্মমন্দির, তুমি যেমন স্থির তেমনই রহিলে। তুমি স্থির আছ ব্রহ্মমন্দির, তোমার সৌভাগ্যের অন্ত নাই। তুমিও ধন্য, আমরাও ধন্য! তোমার মধ্যে থাকিয়া আমরাও কালের সমুদয় আন্দোলন অতিক্রম করিলাম। আমরা যাঁহার ক্রোড়ে আশ্রিত তিনি কালাতীত ব্রহ্ম মৃত্যুঞ্জয়। তাঁহার পদতলে ঘর করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা থাকে না। অতএব যেমন

বৎসর কাল-সমুদ্রে মিশিয়া গেল, সেইরূপ প্রত্যেক ক্ষুদ্র জীবাত্মা-ঢেউ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমাত্মার মধ্যে সম্মিলিত হইয়া যাক্।

একাদশ ভাদ্রোৎসব। *

ধ্যানের উদ্বোধন। *

অপরাহ্ণ, রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক;
২২শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

"পক্ষীর বাসা বৃক্ষের উপরে, তেমনই জীবাত্মার বাসা দেহ-তরুতে। পক্ষী যেমন বাসা ছাড়িল, পক্ষ বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, আত্মা তেমনই এই দেহতরুকে সামান্য মনে করিয়া আপনার যোগপক্ষ বিস্তার করিয়া ক্রমে চিদাকাশে উড়িতে লাগিল। দুই পক্ষ দুই দিকে সংযুক্ত। চিদাকাশে উড়িল, ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উড়িল। পক্ষী ক্রমে ছোট হইল। যখন অনেক উপরে উঠিল, অতি সামান্য সর্ষপকণার ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই পাখী আরও দেখিল, পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে। যে পাখীর কাছে মানুষ রাজধানী কত বড় ছিল—পাখী যখন পৃথিবীতে ছিল ভয়ে মরিত, ঐ একজন প্রকাণ্ড ব্যাধ বধ করিতে আসিল মনে করিত—যখন উপরে উঠিল সেই মানুষকে, মহানগরীকে ক্ষুদ্র দেখিল। পাখী যখন মেঘের কাছে গেল, পৃথিবী

* এই দিনের প্রাতঃ সন্ধ্যার উপদেশ সেবকের নিবেদনে প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর হইল। মানস-পাখী যখন চিদাকাশে গেল তাহার পক্ষেও সংসার এইরূপ। শক্র আজ মারিবে, শক্র আজ কটূক্তি করিবে, আজ পাপরূপ মৃত্যু আসিয়া অধিকার করিবে, ক্ষুদ্র মানস-পক্ষী এ সকল ভয়ে কম্পিত। অন্ধকারে কোন ব্যাধ আসিয়া মারিবে নিরাশ্রয় পাখীর সর্ব্বদা এই ভয়। সংসারে বাসা করিয়া সে সদা ভীত, কিন্তু যখন একবার যোগপক্ষ অবলম্বন করিয়া উড়িল, এক একবার ডানা উল্টাইয়া খেলা করিতে লাগিল, কত প্রকার গতি, কত প্রকার ক্রীড়া! পিঞ্জরমুক্ত পাখী কত সুখী। আর কি সংসার-ব্যাধ তাহাকে তাহার জালে বদ্ধ করিতে পারে? ব্রাহ্ম, যখন আত্মা মহাদেবকে ধ্যান করে তখন তাহার অবস্থা ঠিক এইরূপ হয়। দেহ-পিঞ্জর হইতে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ উপরে উড়িতে লাগিল, চিদাকাশ ব্রহ্মাকাশ আনন্দাকাশে পাখা উড়িতে লাগিল, কিন্তু আবার খাইবার জন্য, রাত্রি কাটাইবার জন্য বাসায় আসিবে। পরে যখন বাসা ভাঙ্গিবে, মৃত্যুর পর অনন্তকাল আকাশে উড়িবে। আজ ব্রহ্মাকাশে উড়িব, আজ ব্রহ্মাকাশে খেলা করিব। আজ এই ব্রহ্মমন্দির হইতে সমুদয় কপোতদল ছাড়িয়া দিব। সংসার তুমি থাক, তুমি আমাদিগের সঙ্গে যাইতে পারিবে না। ধনবাসনা, পুত্র-কামনা, সন্তানবাৎসল্য, পড়িয়া থাক। আত্মা-পাখী উড়িতে লাগিল। তার পর যখন আরও উড়িবে, তখন পৃথিবী দেখা যাইবে না, তখন পাখী মহাকাশে পড়িয়া স্থির হইয়া সেই আকাশে থাকিবে। একেবারে নিবৃত্তি, প্রশান্ত নিবৃত্তি। পাখী সেই অবস্থায় উপস্থিত হইয়া গভীর নিবৃত্তি সাধন করে। ছোট পাখী উড়িতে ব্রহ্মহস্ত লাভ করে, ছোট ঘর ছাড়িয়া আপনার পিতার ঘরে গিয়া বসে।

সেই সপ্তম স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মের সঙ্গে ক্রীড়া করে। আর সংসার দেখে না, সংসার চায় না, ব্রহ্মকে চায়, ব্রহ্মমুখ দর্শন করে। চিদানন্দের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে পাখী আনন্দে গান করে, সেই গানে ব্রহ্ম আকৃষ্ট হইয়া পাখীকে ধরেন।

"মন আমার, তুমি পাখী হইয়া একবার উড় দেখি। এখন ধ্যানের সময়, পিঞ্জরমুক্ত পাখীর মত তেজে উড়িয়া যাও। ঘোর আকাশের ভিতরে গিয়া পড়। আছ মন এখানে? কোথায় চলিয়া গেলে মানস-পক্ষী? আর চক্ষু তোমাকে দেখিতে পায় না। গভীর ধ্যান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করুক। যেখানে পদার্থ নাই সেই আকাশে বসিয়া সমুদয় বাসনা নিবৃত্ত করি, ঈশ্বরকে ধ্যান করি, দর্শন করি। কৃপাসিন্ধু একটীবার দর্শন দিয়া আমাদিগের প্রতি-জনের শরীর মনকে শুদ্ধ করুন।

"ক্রমে ধ্যান ঘনতর হইয়া যোগে পরিণত হইল। জীব আর ব্রহ্ম এক হওয়া যোগ। লৌহ স্বর্ণ হইতে লাগিল, দেবত্ব লাভ করিতে লাগিল। মিশিল আত্মা পরমাত্মার ভিতরে গিয়া। কত-খানি আমি, কতখানি ব্রহ্ম, আর আমরা অনুভব করিতে পারি না। শক্তি যুক্ত, জ্ঞান বুদ্ধি কতখানি আমার, কতখানি ব্রহ্মের কিছুই নির্দ্ধারণ হয় না। সন্দেহের বিরাম হইল যখন এক হইল। জলে তেলে প্রথমে মেশে না, পরে এক হয়। ব্রহ্মভাব আমাদের ভাব হইল। শরীর মন ব্রহ্মময়, ক্রমে গা কাঁটা দিয়া উঠিল। মন প্রাণ হরিয়া লইলেন হরি! পিতা লইলেন আপনার সন্তানকে বুকের ভিতরে। ব্রহ্মশক্তিতে জীবশক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানে জীবজ্ঞান মিশিয়া গেল। চিদ্ঘন আর চিৎতরল এক হইল। "মন, তুমি আর ব্রহ্ম কোন্ খানে?

আগা গোড়া সোণা দেখিতেছি। সোণা দিয়া কে তোমাকে মুড়িল? সর্ষপকণার মত লবণ পড়িল মহাসমুদ্রে। কোথায় আমাদের লবণ, কোথায় সমুদ্রের লবণ? আর কি প্রভেদ বুঝা যায়? যাহা কিছু আমাদের তাঁহার হইয়া গেল। জীব ব্রহ্মে মিশিতে লাগিল। এ গেল ওর ভিতরে। আমার ভিতরে তিনি, তাঁহার ভিতরে আমি। এই ভাবিতে ভাবিতে যোগ ঘন হইতে লাগিল। মন এই ভাবে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ যোগানন্দ সম্ভোগ কর।"

কমলকুটীর।

আর্য্যনারী সমাজ।

নিরাকারের রূপ। *

শুক্রবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০২ শক; ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

ব্রহ্ম অজড় নিরাকার, তাঁহার কোন বাহ্য আকার নাই, তিনি মনুষ্যের ন্যায় হস্ত পদ চক্ষু কর্ণাদি বিশিষ্ট নহেন। অথচ তাঁহার রূপ আছে, তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার স্বরূপই আকার। ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ সরস্বতী। সকল দেশেই পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব। বহুসংখ্যক লোক সাকার দেব দেবীর পূজা করিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? এই পৌত্তলিকতার সৃষ্টি কিরূপে হইল? ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ হইতে, এক এক সাকার দেব দেবী কল্পিত হইয়াছে।

সাধারণ লোক ঈশ্বরের নিরাকার স্বরূপ ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া, সুবিধার জন্য বা ভ্রমবশতঃ তাহাকে একটী সাকার দেব বা দেবী কল্পনা করিয়াছে। ব্রহ্ম কখনও জড় নহেন, তিনি এক অভিন্ন বস্তু নহেন; কিন্তু তিনি এক হইলেও তাঁহার তেত্রিশ কোটী রূপ, অর্থাৎ অসংখ্য রূপ। তাঁহার একটী রূপ জ্ঞান, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানকে আলোক বলা হইয়া থাকে, অজ্ঞানকে অন্ধকার। আলোক শুভ্র, আলোককে ঘন কর, আরও ঘন কর, খুব ঘন কর, তাহাতে ঘন শুভ্রবর্ণ উৎপন্ন হইবে। কল্পনা-বলে সেই ঘন জ্ঞানালোকে হস্ত-পদাদি যোগ করিয়া মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেই সরস্বতী হইল। পৌত্তলিকেরা এইরূপে কল্পনা-বলে ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপ হইতে শুভ্র সরস্বতী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে, আমরা এই সাকার সরস্বতী স্বীকার করি না। আমাদের সরস্বতী পরিমিত ও ক্ষুদ্র নহে, অনন্ত নিরাকার ঈশ্বরের শুভ্র জ্ঞানস্বরূপ।

যে গৃহে সুশৃঙ্খলা সুনিয়ম আছে, ধন ধান্যাদির অপ্রতুলতা নাই, কুশল, কল্যাণ, শান্তি বিরাজমান, সেই গৃহে লক্ষ্মীশ্রী আছে সকলে বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী পরমা সুন্দরী, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপই লক্ষ্মী, মঙ্গলই সুন্দর। লক্ষ্মী শব্দের অর্থ সৌন্দর্য্য কল্যাণ। ঈশ্বরের যে স্বরূপ জগতে শান্তি কুশল, শ্রী সৌন্দর্য্য বিস্তার করে, নর নারীকে সুখ সৌভাগ্য দান করে, আমরা তাহাকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকি। আমাদের লক্ষ্মী নিরাকার অনন্ত। আমরা সাকার লক্ষ্মী স্বীকার করি না। ব্রহ্মের অনন্ত কল্যাণস্বরূপ আমা-দের লক্ষ্মী। গভীর সমুদ্রের জল ঘন কৃষ্ণবর্ণ। যত ঘনত্বের বিরলতা তত শ্বেতবর্ণ। যত জল গভীর, তত কৃষ্ণবর্ণ; অতলস্পর্শ গভীর

সমুদ্রের জলরাশি ঘোর কাল। এইরূপ নিরাকার ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি-সমুদ্রকে ঘন কর, আরও ঘন কর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ব্রহ্মের শক্তির ঘনত্বেই কালী মূর্ত্তির সৃষ্টি। ঘন শক্তিস্বরূপের কল্পনা বলে হস্ত পদাদির প্রয়োগ করিয়াই হিন্দুরা কালীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা এই কালী মানি না, নিরাকার অনন্ত শক্তিস্বরূপ কালীকে বিশ্বাস করি। এইরূপ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অসংখ্য স্বরূপে ও গুণে অসংখ্য রূপ ধারণ করিয়া সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন।

ধ্যান শব্দের অর্থ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করা, এক একটী স্বরূপকে ধরাই ধ্যান। তিনি নিরাকার, অতএব তাঁহাকে ধরা যায় না, এরূপ ফাঁকি দিলে চলিবে না। তাঁহার গুণই রূপ, তাঁহার দয়া রূপ, পুণ্য রূপ, আনন্দ রূপ ইত্যাদি অসংখ্য রূপ। ধ্যানে এই এক একটী রূপকে ধারণ করিতে হইবে। ধ্যানে কোনরূপ জড় নাক, কাণ, চোখ ভাবিতে হইবে না, কেবল গুণ ভাবিতে হইবে। কোনরূপ জড় ভাবিবে না। লক্ষ্মী ভাবিতে কোন মূর্ত্তি মনে করিবে না, লক্ষ্মীর ভাব শান্তি কুশল সুব্যবস্থা। ধ্যানে প্রথমতঃ গুণ পাতলা দেখাইবে, ক্রমে ক্রমে ধ্যানের গাঢ়তায় তাহা ঘোর ঘনতররূপে প্রকাশিত হইবে। সেই গুণ, ধ্যানের রজ্জু ও শিকল দ্বারা অন্তরে শক্ত করিয়া বন্ধ করিবে। এক একটী রূপের অনেক বিভাগ আছে। যেমন মূল গুণ ভালবাসা, তাহা হইতে বিপদ্ভঞ্জন দীনবৎসল মাতা পিতা প্রভৃতি হইয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে আকাশের ন্যায় অনন্ত ভালবাসার প্রকাণ্ড রূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। ব্রহ্মের ভাল-বাসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে, হৃদয়ে আনন্দ ধারণ করিতে পারিবে

না। এক যোগে অনেকগুলি গুণ ভাবিবে না, তাহাতে গোল হইবে। এক একবার এক একটী স্বরূপের ধ্যান করিবে। প্রেম-স্বরূপ আয়ত্ত হইলে, পুণ্যস্বরূপ ভাবিবে। যে স্বরূপের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠতা হইবে তদনুরূপ জীবন উন্নত হইবে। ধ্যানেতেই প্রকৃত-রূপে ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হয়, ধ্যানেতেই ধর্ম্মের সার ও গভীরতা উপলব্ধি হয়, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ হয়।

আর্য্যনারী সমাজ। *

ব্রহ্মবাণী। *

কেহ আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলে, তাহাকে দর্শন করিয়া বা তাহার কোনরূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা তাহাকে জ্ঞাত হই। যাহার চক্ষু কর্ণ উভয় আছে, সে সৌভাগ্যশালী। কিন্তু যে ব্যক্তি অন্ধ, সেও শব্দ শুনিয়া জ্ঞান লাভ করে। মনুষ্যের পরিচয় যেমন চক্ষু কর্ণযোগে করি; ঈশ্বরকেও সেইরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু এই বাহ্য চক্ষু কর্ণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ হয় না। তাঁহার দর্শন শ্রবণের জন্য অন্তরে চক্ষু কর্ণ আছে। যিনি যোগ তপস্যা করিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ লোক জ্ঞানালোকে তাঁহাকে দর্শন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই জ্ঞান-নেত্র অন্ধ হইলেও, লোক তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার নৈকট্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মনে কর তোমা-

* তারিখ নাই।

দের টাকার প্রয়োজন। এক ব্যক্তি বাক্সে এক শত টাকা পুরিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইলে। সেই টাকাগুলি প্রাপ্ত হইলে তোমাদের কষ্ট দূর হয়, সহজে তোমরা তাহা অপহরণ করিতে পার। তখন টাকাগুলি চুরি করিতে ইচ্ছা করিলে, কিন্তু অমনই অন্তরে 'না' শব্দ শুনিতে পাইলে। সেই 'না'টা তোমাদের নয়। উহা স্বতন্ত্র, উহা তোমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেন না টাকা চুরি করিতে গিয়া নিষেধ প্রাপ্ত হইলে। আবার দেখ একজন অন্ন বস্ত্র-হীন নিরাশ্রয় অন্ধকে অর্থ দানে তাহার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে, তখন অন্তরে ধ্বনি হইল 'হা উত্তম'। ইহা শুনিয়া উৎসাহ পাইলে। নিশ্চয় এ সকল ধ্বনি, এ সকল কথা তোমার নয়, তোমা ছাড়া একজন অন্তরে থাকিয়া তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে নিষেধ করেন, বিধি দেন, কল্যাণ অকল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই ঈশ্বর। যদি তুমি কেবল লোকের কোলাহল ও গাড়ী ঘোড়ার শব্দের প্রতি মনোযোগ দিয়া থাক, তাহা হইলেই ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতে পারিবে না ; ঈশ্বর যে তোমার নিকটে থাকিয়া কথা বলিতেছেন অনুভব করিতে পারিবে না। যত তাঁহার বাণী শ্রবণে অধিক মনোযোগ করিবে, তত অধিক শুনিতে পাইবে। যোগ-সাধনে ঈশ্বরবাণী শ্রবণ নিতান্ত আবশ্যক। নির্জ্জনে বসিয়া তুমি তাঁহার নিকটে প্রশ্ন কর, তিনি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। এইরূপ দুই দণ্ডকাল কথোপকথন করিলে, তাঁহার নিকটে অভাব সকল জানাইয়া সদুত্তর লাভ করিলে, কেমন সুখের ব্যাপার হয়। যত এ বিষয়ে সাধন করিবে, তত তাঁহার নিকটে গূঢ় কথা শুনিতে পাইবে।

মুদিয়ালী ব্রাহ্মসমাজ

ক্রয় বিক্রয়। *

শনিবার, ১১ই পৌষ, ১৮০২ শক ; ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ।

তোমরা অনেকগুলি লোক এখানে উপস্থিত আছ। ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্ব তোমাদের জানা আছে। তোমরা বাজারে গিয়া দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয় কর। ক্রয় বিক্রয়ের শাস্ত্র বড় সহজ শাস্ত্র নয়। অল্প মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে হয়। এই শাস্ত্র স্বর্গের শাস্ত্র। এই কথা অমূল্য কথা। ইহাই নববিধানের মন্ত্র। তোমরা বাজারে গিয়া অনেক দ্রব্য ক্রয় কর, কিন্তু এখানে আর এক প্রকার বাজার। এখানে ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ভবের ঘাটে লোকের ভিড়। কিন্তু বল, এখানে ক্রয় কি বিক্রয় হইবে? আমি বেচিব, কি কিনিব, কি করিব? বাজারে গিয়া দেখ, জীব ক্রয় করেন ব্রহ্মকে, ব্রহ্ম কেনেন জীবকে। এখানে ক্রয় বিক্রয়ের কর্ত্তা কে জান? ব্রহ্ম ও জীব। ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু দুইটী; ব্রহ্ম ও জীব। হয় ব্রহ্ম কিনিবেন জীবকে, নয় জীব কিনিবে ব্রহ্মকে। হয় তুমি কেন তাঁহাকে, নয় তিনি কিনিবেন তোমাকে। তিনি মূল্য দিয়া হয় তোমাকে কিনিবেন, না হয় তুমি মূল্য দিয়া তাঁহাকে কিনিবে। এই স্থানে সুচতুরা ভক্তি আপনার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। ভক্ত কেনেন ভক্তবৎসলকে, কিম্বা ভক্তবৎসল কেনেন ভক্তকে।

সহস্র বৎসরের মহাভারত শেষ হইল, শ্রীমদ্ভাগবত শেষ হইল। কিন্তু ভগবান কেনেন ভক্তকে, কি ভক্ত কেনেন ভগবানকে, ভাগবত ইহার উত্তর দিতে পারিল না। প্রত্যেকের দোকানে যিনি ক্রয় করেন, তিনি আবার সেই স্থানে বিক্রয় করেন। এইরূপ পাল্টা-পাল্‌টি হইতেছে। যিনি কাল ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি আজ বিক্রয় করিতেছেন। যিনি কাল বিক্রয় করিতেছিলেন, তিনি আজ ক্রয় করিতেছেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবে কে? ইহার মীমাংসা করিতে পুস্তক সকল পরাস্ত হইল, গান হার মানিল। বুদ্ধির মুখেও কথা নাই। কিন্তু ইহার বিষয় ভাবিতে ভাল।

হে ভাবুক! অনেক পুস্তক পড়িয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে, ইহার মীমাংসা করিতে পারিবে। দেখ একবার দোকানে কি ব্যাপার হইতেছে। ব্রহ্ম স্বয়ং ক্রয় করিতে আসিয়াছেন। কি দিয়া ক্রয় করিলেন? প্রেম দিলেন, সহাস্যবদনের হাসি দিলেন, তাহার বিনিময়ে স্ত্রী পুত্র দিতে হইল, ধন মান দিতে হইল, আপনার শরীর মন দিতে হইল। সমস্ত দিতে হইল। কিছুই বাকি রহিল না, "সর্ব্বনাশ করিলে হরি! আমাদের দোকান-দারী ফুরাইল। প্রাতঃকালে বসিয়াছিলাম দোকান সাজাইয়া; কত বিদ্যা লইয়া, কত পুস্তক লইয়া, কত গান লইয়া, কত কীর্ত্তি লইয়া বসিলাম। মনে করিয়াছিলাম এই সকল বিক্রয় করিব। ধর্ম্মপ্রচারক আমি, সাধক আমি, কত রত্ন সংগ্রহ করিয়াছি। এই সকল দিয়া পরিত্রাণ কিনিব, পরিবারকে খাওয়াইব। কিন্তু আমার সকল অভিলাষ বিদায় লইল। হরি কি করিলে, সমস্ত কিনিয়া লইলে? তবে সমুদয় ধর, স্ত্রী পুত্র ধর।" এইরূপে ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মকে

সমস্ত বিক্রয় করিলেন। ক্ষুদ্র জীব! দেখ কি! ব্রহ্ম মহাজন সমস্ত কিনিতে আসিয়াছিলেন, মহেশ্বর নাম ধরিয়া তিনি ক্রয় করিতে আগমন করিয়াছিলেন। সমুদয় তিনি কিনিলেন। দাম দিলেন কি করি? এক প্রেম-নয়নের কৃপাদৃষ্টি। পলকের মধ্যে সমস্ত কিনিয়া লইয়া গাড়ীর উপর চাড়লেন। বলিলেন আমি জীবকে কিনিলাম। তিনি এ বাড়ীতে কতক কিনিলেন, ও বাড়ীতে কতক কিনিলেন; কলিকাতায় কতক কিনিলেন, মাদয়ালীতে কতক কিনিলেন। পৃথিবীর হাট বাজারে কোথাও বাকি রহিল না। এক নয়নের দৃষ্টি দিয়া সব কিনিয়া লইলেন। এক বদনের হাসি দিয়া সমস্ত ক্রয় করিলেন। কেহ কেহ ব্রহ্মের কোশল জানিয়া মাথা হেঁট করিল; বলিল ও মুখ দেখিতে চাই না। ভাবের ভাবুক ব্রহ্ম তাহা বুঝিতে পারিলেন। হরি বুঝিতে পারিলেন, কেন উহারা মাথা তুলিতেছে না। অবশেষে সকলেই ব্রহ্মের নিকট পরাস্ত হইল। ব্রহ্ম প্রত্যেকের বাড়ী সব স্ত্রী পুত্র সব কিনিয়া লইলেন। ব্রহ্মের বাড়ীতে পুরুষ হইল দাস, স্ত্রী হইল দাসী।

অভিনয়ের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল। আর এক পরিচ্ছেদে দেখ ব্রহ্ম স্বয়ং দোকানে বসিয়াছেন। এবার জীব কিনিবে ব্রহ্মকে। জীব যদি ব্রহ্মকে না কিনিবে, তাহার ভাগবত মিথ্যা হইবে। ব্রহ্মই কি কেবল জীবকে কিনিবেন? জীব কি ব্রহ্মকে কিনিবে না? ক্রয়েরও সুখ আছে, বিক্রয়েরও সুখ আছে। কেবল বেচিলে সুখ হয় না। এই যে একতারা লইয়া গান করিতে করিতে, ভাগবত পড়িতে পড়িতে চক্ষু-জলে বুক ভাসিয়া গেল, ইহার কারণ কি? এবার ব্রহ্মবিক্রয়। এবার দোকানে এদিক হইল ওদিক,

ওদিক হইল এদিক। যেখানে জীব বসে, সেখানে বসিলেন ব্রহ্ম; আর যেখানে ব্রহ্ম বসেন, সেখানে বসিল জীব। এবার ব্রহ্ম বলিলেন, "আমি আমাকে বেচিব। এত দিন কিনিতাম এবার বেচিব। এবার ক্রয় নয় কিন্তু বিক্রয়।" ভক্তাধীন হইলে ভগবানের কি হয় এবার তিনি তাহা দেখাইবেন। যুগে যুগে যেমন দেখাইয়াছেন, এবার তেমনই দেখাইবেন। পাষণ্ডের ভবনে এবার ব্রহ্ম বিক্রীত হইয়া গেলেন। এই ব্রহ্ম বিক্রয়ের ব্যাপার বড় চমৎকার ব্যাপার। কোন্‌টী চমৎকার নয় তা জানি না, এটি ত বড় চমৎকার। ব্রহ্ম বিক্রীত হইবেন বলিয়া বলিলেন, "এস তুমি।" ছোট ছেলে কি জানে মনে করিল বুঝি পুতুল। সুন্দররূপে শিশুর মন ভুলিল, বলিল, "আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার মা বাপ ক্ষুদ্র; একটী ক্ষুদ্র জায়গা আনিয়াছি, তোমাকে লইয়া যাইব।" ভগবান এই কথা শুনিয়া হাসিলেন। বলিলেন, "কিনিবে? দাম কি দিবে? তোমার বাপ মা পরিবার সকলে দুঃখী তা আমি জানি। তোমার ঘরে অন্ন নাই, তা আমি জানি। আমায় কি দিয়া কিনিবে?" জীব বলিল, ঘরে একটী দশ পয়সা ছিল, এই দিয়ে আমি ব্রহ্মকে কিনিব। 'নয়নের পুতুল! নয়নের পুতুল!' বলেন আমার বাপ মা। যে সে পুতুল আমি কিনিব না; কাঠের পুতুল আমি কিনিব না। আমার বাপ মা অন্য পুতুলের নাম করেন না। তাঁরা কেবল বলেন, 'নয়নের পুতুল?'

জীব! তুমি অনেক পুতুল দেখিয়া বলিয়াছ, এ সব আমার পদ্মপলাশলোচন ত নয়। কাষ্ঠকে তোমার পছন্দ হইল না। আজ বুঝি শুনিয়াছ ব্রহ্ম বিক্রয়ের দিন? তাই বুঝি এখানে

আসিয়াছ? গোপালমূর্ত্তি কিনিবে? বাটী গিয়া দেখাইবে যে, বিশ্বম্ভর আপনাকে শিশুসুলভ করিলেন। শিশুসুলভ না করিলে ভক্ত-শিশু কিরূপে ব্রহ্মকে কিনিবে? পুলকপূর্ণ হৃদয়ে ভক্ত-শিশু বলিলেন আমি ব্রহ্মকে কিনিয়াছি। পাড়ার লোক, যত আসে, সকলকেই দেখাইল। অর্দ্ধপথে গিয়া শিশু বাতুল হইয়া পড়িল। চৌকাটে পা দিতে না দিতে শিশু অজ্ঞান হইয়া পড়িল। শিশুর আর জ্ঞান নাই। শিশুর অবস্থা দেখে কে? দরদর ধারে দুই চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। দুঃখীর ঘরে আজ কি হইল! ভগবানের বিক্রয় এইরূপ। হরি যিনি, তিনি একটি পয়সার জন্য আপনাকে আপনি বিক্রয় করিলেন। তোমার আমার বাড়ীতে, এ দেশে এক ব্যাপার হইল। যিনি এত দিন দেবদুর্লভ ছিলেন, তিনি আজও দেবদুর্লভ আছেন, এরূপ মনে করিও না। তিনি আজ কাল শিশুসুলভ হইয়াছেন। বেদ বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আজ বিক্রীত হইয়া গেলেন। হরিনাম ধরিয়া, জীবের বন্ধু নাম ধরিয়া, তিনি আপনাকে বিক্রয় করিলেন। কেবল কি হরি বিক্রীত হইলেন? তাঁহার বাড়ী ঘর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সমস্তই বিক্রীত হইল। কে কিনিল? ক্ষুদ্র ভক্ত।

ক্ষুদ্র ভক্তের বাড়ীতে গিয়া দেখি, কাল সে কাঁদিতেছিল, আজ হাসিতেছে। কাল সে অসহায় ছিল, আজ তাহার বাড়ীতে লোকারণ্য। শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই প্রভৃতি দল শুদ্ধ লইয়া তাহার বাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন। নরশ্রেষ্ঠ গৌরাঙ্গ! তুমিও বিক্রীত হইলে? পিতা যেখানে বিক্রীত হইয়াছেন, পুত্র সেখানে বিক্রীত না হইবে কেন? ছোট ছেলে ধ্রুবও বিক্রীত হই-

লেন। সমস্ত সাধু ভক্তের ঘরে বিক্রীত হইয়া গেলেন। জ্ঞানী মনে করিয়াছিলেন, আমিই ব্রহ্মকে জ্ঞান দিয়া কিনিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এখন অনেক অনুসন্ধানের পর দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্ম ক্ষুদ্র ভক্তের ঘরে মোট বাহিয়া দিতেছেন; চাষার মত খাটিতেছেন। এ কি! হরি ভক্তের বাড়ীতে কাপড় কাচিয়া দিতেছেন। গৌরাঙ্গ ভক্তের বাড়ীতে জল তুলিয়া দিতেছেন, ঈশা ধান্যক্ষেত্র হইতে ধান্য আনিয়া দিতেছেন। হায়! হায়! অভিমানীর দর্প চূর্ণ হইল! সামান্য ভক্তের ঘরে হরি আপনাকে ও আপনার স্বর্গকে বিক্রয় করিলেন। হরিদাস কি হরি দাস? জীব হরির দাস কি হরিই দাস? জীব ভক্ত হইয়া আপনাকে হরিদাস করিল। আবার সমাস ভাঙ্গিয়া দেখিলে দেখা যায় হরিই দাস। হরি দাস, কি ভক্ত হরিদাস? যেমন পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিলাম ভক্ত হরিদাস ও ভক্তের সহধর্ম্মিণী তাঁহার দাসী; তেমনই এ পরিচ্ছেদে তাহার বিপরীত দেখিতেছি। হরি এবার ভক্তকে বলিলেন, "তোমার কষ্ট হয়, তুমি বস; আমি তোমার কর্ম্ম করিয়া দিব। তোমার দোকান করিতে হইবে না, আমি তোমার দোকানে থাকিব। তুমি ইহাতে রাজী হবে না তা আমি জানি। তুমি এ কথা শুনলে কাণে হাত দিবে, জানি। কিন্তু শুনিব না, তুমি বস। দাও, ঐ ধামিটী আমার হাতে দাও, আমি বাজার করিয়া আনি।" ঐ দেখ ভবের রাজা স্বয়ং বাজার করিয়া আসিতেছেন। তোমার আমার বাড়ীতে ব্রহ্ম, চাকরী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তুমি যখন পয়সা আন, উহা হরি আনেন। হরি কি হইলেন! ভাগবতলীলা বলিতেও সুখ, শুনিতেও সুখ। হরি বলেন কি? আমি মুটে হইয়া মোট বহিব,

দাসের ন্যায় দ্রব্য আনিয়া দিব। হরির মুখে আর এ কথা শোনা যায় না। আর যে হরি-বিক্রয় দেখা যায় না। আর যে পারা যায় না। হরিপ্রেম অসহ্য হইল। বৎসরকার দিনে তবে সকলে হরি-চরণে সর্ব্বস্ব দিয়া হরিনাম করিয়া জীবন সার্থক কর।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

নববিধানে পরিত্রাণ। *

রবিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক; ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

যদি এই নববিধান কেহ গ্রহণ না করে, তাহার কি হইবে? শত শত লোক ইহাকে অস্বীকার করিতেছে, তাহাদের দশা কি হইবে? যদি আমরা ধার্ম্মিক হই, অন্য প্রকারে সাধন করি, যদি ব্রাহ্মগণের ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী হই, ব্রহ্মভক্ত হই, নববিধান গ্রহণ না করি, তাহাতে কি দোষ হইবে? ঈশ্বর বিচারপতি, বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়া কেহ যদি বিধান গ্রহণ না করে, তবে কি অপরাধী বলিয়া তিনি তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করিবেন? ইহা কি বিচার করিয়া দেখা উচিত নয় যে, বিধানবাদীর দশা কি হইবে, বিধানবিরোধীর দশা কি হইবে? স্বীকার বা অস্বীকার কার্য্যে ক্ষতি হইল কি লাভ হইল? বিধান গ্রহণ করিয়া ঐহিক পারত্রিকের লাভ হইল কি না, অস্বীকার করিয়া ইহলোক পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত হইল কি না, ইহা বিচার করিয়া দেখা কি উচিত নয়? যদি বিধানের সঙ্গে আত্মার কুশলের যোগ না থাকে, নববিধান কেবল একটী আমোদের

ব্যাপার হয়, চাই আমরা গ্রহণ করি, চাই আমরা গ্রহণ না করি, তাহাতে কিছু আসে যায় না, তবে কেন আমি নূতন সমাচার, নূতন বিধান প্রচার করিব, ইহাতে যোগ দিব? বল, কি কারণে আমি নববিধান গ্রহণ করিব, উহাতে যোগ দিব? যোগ না দিলে কি ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনিষ্ট সম্ভাবনা? আমার কি ঈশ্বরদর্শন হইবে না, সদ্গতি হইবে না? যখন বিধান ছিল না, তখন ঈশ্বরকে কি কেহ পায় নাই, তাঁহার সেবা করিতে সক্ষম হয় নাই? কেন মনে করিব, বিধান গ্রহণ না করিলে, আমি ব্রহ্ম-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলাম?

হে বিধানবাদী ব্রাহ্ম, এই ভাবে ইহাকে লওয়া না লওয়া বিষয়ে লোকে উপেক্ষা করিতে পারে যে, পরিত্রাণ নববিধানের উপরে নির্ভর করে না। এ কথা সুযুক্তিসন্নিবিষ্ট, ইহাতে উচ্চ বুদ্ধি সায় দেয়। নববিধান লইলেও স্বর্গে যাইবে, না লইলেও স্বর্গে যাইবে। বল হে বিধানবাদী ব্রাহ্ম, বিধান গ্রহণ করিয়া তোমার বিশেষ কি লাভ হইবে? আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, জীবের পরিত্রাণ নববিধানের উপরে নির্ভর করে, নববিধান বিনা তাহার পরিত্রাণ নাই। এ অতি ভয়ানক কথা, যদি সত্য হয়। লক্ষ লক্ষ লোক নববিধান গ্রহণ করিতেছে না। পরিত্রাণ সম্ভব নয় নববিধান বিনা, এ ত শক্ত কথা, অত্যন্ত শক্ত কথা। প্রতিজনেরই কি নব-বিধান গ্রহণ করিতে হইবে? যদি গ্রহণ না করে, কালে অনন্ত নরকে পড়িবে, ইহা বিশ্বাসের বিষয় না হইলেও, এটী সহজে বিশ্বাস করিতে পারা যায় যে, আজ গ্রহণ না করিলে শত বৎসর পরে গ্রহণ করিতে হইবে, সহস্র বৎসর পরেও গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা সত্য, অভ্রান্ত সত্য।

নববিধান স্বর্গরাজ্যের দ্বার। তথায় যাইবার পথান্তর নাই। তুমি যে মনে করিয়াছ অন্য ধর্ম্ম দিয়া স্বর্গে যাইবে, এরূপ মনে করিও না। অন্য ধর্ম্ম দ্বারা স্বর্গে যাইতে পারিবে না। অন্য ধর্ম্ম দ্বারা উন্নত সিদ্ধ সাধু হইলেও শেষে নববিধান গ্রহণ করিয়া এই দ্বার দিয়া স্বর্গে যাইতে হইবে। সপ্রমাণ করিতে হইতেছে নববিধান না লইলে মুক্তি হয় না। মুসলমান, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ বলেন, স্বর্গ কেবল তাঁহাদিগেরই ধর্ম্মে। এক অপরের ধর্ম্মকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করে, তোদের পথ নরকের দিকে, আমার পথ স্বর্গের দিকে। ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সে ভাবে জীবকে অভিসম্পাত করা পাপ মনে করে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে যে অভিসম্পাত করে, এ বেদীর উপদেষ্টা তাহাতে যোগ দিতে পারেন না। অথচ বলিতে হইতেছে নববিধান ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য পথ নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী বিরোধী পক্ষকে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছে, ইনি বলেন এখন গ্রহণ না কর, অবিলম্বে না হয় বিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীতে না হয় পরলোকে এই পথ ধরিতে হইবে। কেন পরে ধরিতে হইবে, ইহার অর্থ কি? অর্থ এই, অন্যান্য সকল ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হইলেও স্বর্গে যাইতে এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। হিন্দু বলিল পরিত্রাণ হিন্দুর, মুসলমানের পরিত্রাণ নাই। মুসলমান বলিল মহম্মদকে বিশ্বাস না করিলে কেহ "বেহস্ত" প্রবেশ করিতে পারিবে না। হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের ন্যায় যদি নববিধান সাম্প্রদায়িক হইতেন, তবে এই কথা বলিতেন, হিন্দু মুসলমান কেহ স্বর্গে যাইতে পারিবে না, কেবল নববিধানবিশ্বাসী স্বর্গে যাইবে। উচ্চ উদার স্বর্গীয় নববিধান তাহা না বলিয়া বলিতেছেন, হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে,

মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে, হিন্দুকে বৌদ্ধ হইতে হইবে, বৌদ্ধকে হিন্দু হইতে হইবে, খৃষ্টানকে হিন্দু হইতে হইবে, হিন্দুকে খৃষ্টান হইতে হইবে, জ্ঞানীকে প্রেমিক, প্রেমিককে জ্ঞানী, ভক্তকে অনুষ্ঠানশীল, অনুষ্ঠানশীলকে বৈরাগী, গৃহীকে সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীকে গৃহী হইতে হইবে। সামাজিক নীতি, প্রেম, অনুরাগ, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মভাব প্রত্যেক ব্যক্তিকে লাভ করিতে হইবে, তবে সে স্বর্গ পাইবে। দেখ অন্যান্য ধর্ম্মে এবং নববিধানে কত প্রভেদ!

আর আর যত ধর্ম্ম আছে, সকলকে একত্র সংযোগ না করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তি হয় না, নববিধান বলেন। এরূপ বলিবার হেতু কি? স্বর্গের অর্থ সমুদয় সত্যের সমষ্টি। স্বর্গ ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে। সমুদয় সদ্গুণের সমষ্টি হইলে, সমুদয় সদ্গুণ একত্র করিলে ঈশ্বর নিষ্পন্ন হন। চরিত্রে মোক্ষ, চরিত্রে পরিত্রাণ। সমুদয় ভাবকে যিনি না লাভ করিলেন, তাঁহার পরিত্রাণ হয় না। যোগী স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হুকুম নাই প্রবেশ করিতে, কেন না যোগী প্রেম আনেন নাই। জ্ঞান আছে বিবেক নাই, বিবেক আছে বিজ্ঞান নাই, যোগধর্ম্ম নাই, প্রেম নাই, স্বর্গে প্রবেশ করিবার গৌণ আছে, বিলম্ব আছে, নববিধান অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিয়া দিবেন। মুসলমান মহম্মদকে লইয়া গিয়া বলিলেন দ্বার ছাড়, দ্বারবান্। সে দ্বার ছাড়িল না, বলিল শ্রীগৌরাঙ্গ চাই, প্রেমভক্তি চাই। সক্রেটিস্‌কে লইয়া কেহ কেহ উপস্থিত হইল, তাহাদিগের সঙ্গে মহম্মদ ঈশা নাই। এইরূপ একজন আছেন ত আর একজন নাই। নববিধান সেখানে গিয়া সকলকে অভয় দিয়া অবশিষ্ট পূর্ণ করিয়া দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি বলে আমার অনেক ভক্তি আছে, যোগ আছে, আমি মহম্মদ ঈশা প্রভৃতি সমুদয় সাধুকে

জানি, আমি স্বর্গে যাইব, তাহা হইলে দ্বারবান্ বলিবে, তোমার ভক্তি আছে, কিন্তু তোমার মনের ভিতরে বিজ্ঞানের আলোক নাই। তোমার বুদ্ধিতে বিবিধ ভ্রম রহিয়াছে। তুমি এমনই নির্ব্বুদ্ধি যে, অন্ধের ন্যায় দিবসকে রজনীর ন্যায় মনে কর। যখন আলোক নাই তখন অন্ধকারে স্বর্গ দেখিবে কি প্রকারে? নববিধান তোমাকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন। বিজ্ঞান শিখিয়া কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইলে তবে স্বর্গে স্থান পাইবে। কোন যুবা যদি সেখানে যায়, তাহাকে বলা হইবে বৃদ্ধের গাম্ভীর্য্য চাই, কেবল যুবার উৎসাহ থাকিলে চলিবে না। বৃদ্ধ গাম্ভীর্য্য লইয়া গেলেন, কিন্তু নির্জ্জীব, আশাহীন, উৎসাহবিহীন, তাঁহাকে বলা হইল, বালকদের উৎসাহ, যুবার উজ্জ্বল আশা লইয়া না আসিলে এখানে প্রবেশের অধিকার নাই। পুরুষ সেখানে প্রবেশ করিতে গেলে দ্বারের রক্ষক তাহাকে এই বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে, তোমার ভিতরে প্রকৃতি নাই, তোমার ভিতরে স্ত্রীভাব, কোমল ভাব নাই। জননীর পূজা করিয়া তুমি তোমার হৃদয়কে স্ত্রীর ন্যায় কোমল ধর্ম্মে পূর্ণ করিতে না পারিলে তোমার এখানে স্থান নাই। স্ত্রীজাতি কেবল কোমলতা লইয়া সেখানে গেলে তিরস্কৃত হইবে, পুরুষের অটল বিশ্বাস না পাইলে স্ত্রী স্বর্গে স্থান পাইবে না।

স্বর্গের অর্থ পূর্ণাবয়ব ধর্ম্ম, ঈশ্বরের সমুদয় ভাবের সমষ্টি। ঈশ্বরের পূর্ণ স্বর্গ বিশেষ বিশেষ গুণের পক্ষপাতী নহে। এক একটী গুণ দিয়া পূর্ণ স্বর্গ লাভ করা যায় না। স্বর্গে স্থান পায় কে, যে ব্রহ্মের সমগ্র ভাব চায়। ব্রহ্মের স্বর্গ ব্রহ্মের ন্যায় অনন্ত। যতগুলি ধর্ম্ম ব্রহ্মেতে আছে, ব্রহ্মের স্বরূপের

সঙ্গে মিলিত হইয়া আছে, সমুদয় পৃথিবীর চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া আছে; রত্নরূপে উহা কত স্থানে ছড়ান আছে। কতক আছে শ্রীক্ষেত্রে, কতক আছে কাশীতে, কতক আছে বৃন্দাবনে, কতক আছে সাইনা পর্ব্বতে, কতক আছে হিমালয় পর্ব্বতে, কতক আছে সমুদ্রের ভিতরে। কতক আছে হিন্দু জাতিতে, কতক আছে মুসলমানেতে, কতক আছে খৃষ্টানে, কতক আছে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে। ধর্ম্ম এইরূপে নানা স্থানে নানা জাতিতে ছড়ান আছে। কোন দেশ এমন নাই, যেখানে বিশেষ সদ্গুণ লাভ না করা যায়। পর্ব্বত হইতে তৃণ পর্য্যন্ত, কীট হইতে প্রকাণ্ড জীব পর্য্যন্ত, সভ্য হইতে অসভ্য পর্য্যন্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনুষ্য হইতে বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল মনুষ্য পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র ধর্ম্মের খণ্ড খণ্ড রত্ন চারিদিকে বিস্তৃত আছে। নববিধান সমুদয়ের সমষ্টি। নববিধান কোন ধর্ম্মকে বলিতে পারে না অমুক ধর্ম্মকে না লইলে স্বর্গে যাইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে নববিধানের পথে যাইতে হইবে। অন্য পথে চলিবে চল, কিয়দ্দূর গিয়া বসিয়া পড়িতে হইবে। যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রাধান্য যাচ্ঞা করিতেছে, নববিধান স্বর্গের দ্বারে বসিয়া আছেন সাম্প্রদায়িকতা তাড়াইয়া দিবার জন্য, সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য। বল এক ধর্ম্মকে তাড়াইয়া দিয়া অন্য ধর্ম্মের দ্বারা কি ক্ষতিপূরণ হইতে পারে? বণিকেরা বাণিজ্যে ক্ষতিপূরণ করে, মহাজন সকল বাণিজ্যে কিছু কিছু টাকা উপার্জ্জন করে। মহাজনের কোন কোন বিষয়ে ক্ষতি কোন কোন বিষয়ে লাভ হয়। কাহার হয় ত চিনির কারবারে ক্ষতি হইল, চাউলের কারবারে লাভ হইল, মধুর ব্যবসায়ে ধন নষ্ট হইল, কাঠের ব্যবসায়ে তাহার লাভ হইল। যাহার যে বিষয়ে লাভ

হইয়াছে তাহার স্বর্গে সে যাইতে পারে, কিন্তু আসল স্বর্গে যাইতে না কি গৌণ আছে, দ্বারে প্রবেশ করিতে তাহাকে অনেক পরিচয় দিতে হইবে।

বণিক মহাজন, তোমার এ বিষয়ে ক্ষতি হইয়াছে, এ বিষয়ে তুমি ভাগ্যবান্, মহালক্ষ্মীর গৃহে প্রবেশ নিষেধ। যদি এক বিষয়ে লাভ হইয়া থাকে অপরাপর বিষয়ে লাভ হওয়া চাই। এইজন্য মহাজন প্রবেশ করিতে না পারিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। যিনি ধন আনিয়াছেন তিনি ধান্য আনেন নাই, যিনি ধান্য আনিয়াছেন তিনি ধন আনেন নাই, যিনি যোগ আনিয়াছেন তিনি জ্ঞান আনেন নাই, যিনি ভক্তি আনিয়াছেন তিনি পুণ্য আনেন নাই। সাধুকে মানেন অথচ চরিত্র ভাল নয়। যাঁহার যাহা নাই, তাঁহার নিকটে তাহা চাই। নববিধানের নিদর্শন-পত্র না লইয়া গেলে, সেখানে গিয়া পূর্ণ শান্তি পাইবার আশা নাই। ভক্ত ভক্তির স্বর্গে, কর্ম্মী কর্ম্মীর স্বর্গে, যোগী যোগীর স্বর্গে, জ্ঞানী জ্ঞানীর স্বর্গে, সকলে ইচ্ছামত একটী একটী স্বর্গে গেলেন, কিন্তু আসল বৈকুণ্ঠ লক্ষ্মীর পূর্ণধাম পূর্ণ সম্পত্তি লাভ করিতে হইলে, সম্পূর্ণ শ্রীমান্ শ্রীমতী হইতে হইলে, সমুদয় ধর্ম্মভাব সমুদয় সদ্গুণ ধারণ করিলে তবে প্রাপ্ত হইবে। কোন কোন বিষয়ে শ্রী, কোন কোন বিষয়ে হতশ্রী, অথবা অনেক বিষয়ে বিশ্রী, পূর্ণশ্রী-স্বর্গে সে কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান, বৌদ্ধ, প্রাচীন, নবীন, অতীত বর্ত্তমান, জ্ঞানী বিজ্ঞানী সমুদয়ের শ্রী লইয়া প্রবেশ করিতে হইবে। পথ দুটী নাই। ঠিক স্বর্গের দ্বারের পার্শ্বে নববিধানের বিদ্যালয় আছে, সেখানে বিধানতত্ত্ব পাঠ করিতে হইবে। ক্ষতি-

পূরণ হইলে অভাব মোচন হইলে, পূর্ণশ্রী লাভ হইলে, স্বর্গে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিবে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর ন্যায় নববিধান বলেন না, অন্যান্য ধর্ম্মে কেবলই ভ্রম ভ্রান্তি, ইনি বলেন সকল ধর্ম্মের ভাব না লইলে, সমুদয় বিধান একত্র না করিলে, খণ্ড খণ্ড স্বরূপের সমষ্টি না ধরিলে সেখানে যাইতে পারিবে না। এখন যদি কেবল ব্রাহ্ম থাক স্বর্গে যাইবে না, স্বর্গের জন্য আরও প্রতীক্ষা করিতে হইবে। দ্বারী দ্বারের কপাট বন্ধ করিবে, কিছুতেই কপাট খুলিতে পারিবে না। নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্ম না হইলে পথে এক এক দিন শুষ্ককণ্ঠ হইলে জল পাইবে না, অনেক তোমার অভাব হইবে।

তুমি হিন্দু হইয়া মুসাকে যাবনিক বল, বৌদ্ধ যিনি নির্ব্বাণ দান করিয়াছেন, তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা কর। তোমার সে উদারতা নাই, খৃষ্টের প্রতি অনুরাগ নাই, আজ যে সরলতার অভাব, পরে ইহাতে কষ্ট পাইতে হইবে। হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস কর, যদি ঈশা প্রভৃতিকে সন্দেহ কর, চোর জ্ঞান কর, ঈশ্বর ঈশার পিতা, যাজ্ঞবল্ক্যের পিতা, শুকদেবের পিতা, মহম্মদের পিতা, গৌতমের পিতা, গৌরাঙ্গের পিতা, তাঁহার নিকটে তুমি অপরাধী হইবে। তাঁহার অংশ সমুদয়েতে বাস করিতেছে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে, সত্যভ্রষ্ট হইবে, যে পরিমাণে তুমি অপরকে ঘৃণা করিবে। নববিধান দ্বারা সকলকে এক স্থানে বসাইলে চরিত্রের পূর্ণ গঠন হইবে। ইহা না হইলে দ্বারবান্ নিষেধ করিবে, যাইতে পারিবে না। তিনি চরিত্র অনু-শীলন করিতে বলিবেন। অমুকের পদতলে বসিয়া দৃষ্টান্ত গ্রহণ কর, অমুক গুরুর পথ অনুসরণ কর, বালকের পদতলে বসিয়া সরলতা শিক্ষা কর, বৃদ্ধের নিকটে গাম্ভীর্য্য, যুবার নিকটে উৎসাহ

অভ্যাস কর, যোগীর নিকটে যোগ, অরণ্যবাসীর নিকটে বৈরাগ্য, ভক্তের নিকটে ভক্তি গ্রহণ কর। বড় শক্ত কথা! শক্ত হইলে কি হইবে, এখানে থাকিতে থাকিতে পরলোক সাধন কর। সময় নষ্ট করিও না। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে যত্ন কর, পুরাতন পথে বৃথা সময় কেন নষ্ট করিবে? এখানে পাঠ শেষ করিয়া গেলে সেখানে কত সুখ। সেখানে গিয়া আবার ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষা দিবে? সেই সকল সামান্য পুস্তক রাখিয়া এখানেই ছাত্রের কার্য্য শেষ করিয়া লও। এখানে অধ্যাপক আছেন, বিদ্যালয় আছে, সকল টোলের দ্বার খোলা আছে, যোগ ভক্তি কার্য্য জ্ঞান ভাব সকলই উপার্জ্জন করিতে পার। এ সকল স্থানে এমন কিছু নাই যাহা ঘৃণা করিতে পার, বিদ্বেষ করিতে পার, ছাড়িয়া দিতে পার। উদার ভাবে সকল ধর্ম্ম সকল চরিত্র গ্রহণ কর, সাধুগণের রক্তে পবিত্র চরিত্র হও। আজ তোমার চরিত্রে সকলের মিলন হইল, এই বলিয়া স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইবে। তখন ছিল ব্রাহ্মসমাজ, এখন নববিধান। প্রত্যেক ব্রাহ্মের নববিধান বুঝিতে হইবে। নববিধান বুঝিলে জীবনে পরিত্রাণ আবির্ভূত হইবে। অতএব হে ব্রাহ্ম, নববিধান স্বীকার কর। ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নববিধানে এক হইবে, ইউরোপ, এসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা সকলে নববিধান মানিবে। তোমার ধর্ম্মের সঙ্গে অপর ধর্ম্মভাবকে ঘৃণা না করিয়া সংযোগ কর। নববিধান মানিলে অপূর্ণ ধার্ম্মিক পূর্ণ ধার্ম্মিক হইবে; ধর্ম্ম আর খণ্ড খণ্ড থাকিবে না, এক অখণ্ড ধর্ম্ম হইয়া ব্রহ্মপাদপদ্মে সংযুক্ত হইবে।

কমলকুটীর।

বসন্তোৎসব।

নববিধান প্রেরিত দলের প্রতি সেবকের নিবেদন। *

পূর্ণিমা, মঙ্গলবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০২ শক;

১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

নববিধানের প্রেরিত দল, আমি তোমাদের গুরু নহি, আমি তোমাদের সেবক, আমি তোমাদের বন্ধু। তোমরা আমার প্রভু, সুতরাং ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যে ব্যবহার, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর যে ব্যবহার, আমি তোমাদের কাছে সেই ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আমি তোমাদিগের ঈশ্বরপ্রেরিত সেবক। তোমাদের সেবা করিলে আমার পরিত্রাণ। ভৃত্য প্রভুর সেবা না করিলে পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারে না। আমার পিতা আমাকে অনেককাল বলিয়াছেন যে, তোমাদের সেবা কার্য্য ছাড়িলে আমার পরিত্রাণের ব্যাঘাত হইবে। অতএব তোমরা দয়া করিয়া আমাকে তোমাদের সেবক পদ হইতে কখনও বিচ্যুত করিও না। আমার স্বর্গের প্রভু আমাকে তোমাদের সেবায় নিযুক্ত রাখিয়াছেন, সুতরাং আমার অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কোন কারণ নাই। সেবা গ্রহণ না করিয়া এই গরিব সেবককে কখনও ডুবাইও না। মহর্ষি ঈশা যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে নানাদিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে

তাঁহার ন্যায় প্রেরণ করিতেছি না। তোমাদিগের সঙ্গে আমার সেই সম্পর্ক নাই। আমি তোমাদের দলের একজন। তোমরা প্রেরিত মহাপুরুষদিগের প্রেরিত। তোমরা এবং আমি শাক্য-প্রেরিত ঈশাপ্রেরিত, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেরিত, এবং পৃথিবীর অন্যান্য মহাজনদিগের প্রেরিত। তাঁহারা পৃথিবীতে তাঁহাদিগের ভাব প্রচার করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের পদধূলি লইয়া, তাঁহাদিগের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি।

তোমরা আমার প্রেরিত নহ। তোমরা এবং আমি তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহারা আমাদের পিতা, পিতামহ। তাঁহাদিগের বংশে আমাদের জন্ম। তাঁহাদিগের ভাবে আমরা দ্বিজাত্মা। শাক্য, মুসা, ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুদিগের বংশে তোমাদের জন্ম। আমি তোমাদিগকে প্রেরিত পদে নিয়োগ করিতেছি না, আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি না। আমি তোমাদিগকে প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিবার আগে সেই স্বর্গস্থ মহাপুরুষেরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার অনধিকার চর্চ্চা পাপ। তোমরা তাঁহাদিগের প্রেরিত। তাঁহাদিগের কথা তাঁহাদিগের শিষ্যদিগকে বলিতেছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিতেছেন, তোমরা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য প্রেরিত হও। এই ঘরে প্রেরিত মহাপুরুষেরা বর্ত্তমান থাকিয়া বলিতেছেন "নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা দুঃখী পাপীর দুঃখে কাতর হও। তোমাদের ভাই ভগ্নীরা নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের সমুদ্রে ডুবিল, এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিও না।" এখনও ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ গরম রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের উত্তেজক কথা শুনিয়া তোমাদের আর নির্জীব ও শান্ত থাকা

উচিত নহে। তাঁহাদিগের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া আর তোমরা নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম থাকিও না। সাধুদিগের জননী জগন্মাতাও তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন; "নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা আমার সন্তানগুলিকে বাঁচাও। দেখ মদ, ব্যভিচারে আমার সন্তানগুলি মারা যাইতেছে, তোমরা প্রাণপণে তাহাদিগকে রক্ষা কর। আমি নাকি মাতৃস্বভাব-বিশিষ্ট, আমার এই মৃতপ্রায় সন্তানদিগের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। আমি মা হয়ে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না। ওরে সন্তানগণ, যদি মার প্রতি তোদের কিছু ভক্তি থাকে, তবে মার দুঃখী সন্তানদের দুঃখ দূর কর্।"

হে নববিধানের প্রেরিত দল, তোমরা তোমাদিগের এই দীন হীন সেবকের কথা শুন। তোমরা জান, আমাদিগের ঈশ্বর এক, প্রত্যাদেশ এক এবং সাধুমণ্ডলী এক, পরিবার এক। এই এক ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, নিত্য ইঁহার পূজা করিবে। দৈনিক পূজা দ্বারা জীবনকে শুদ্ধ করিবে। স্বর্গীয় সাধুদিগের সঙ্গে মনে মনে যোগ স্থাপন করিবে। তাঁহাদিগের সকলের রক্ত মাংস পান ভোজন করিয়া ভাগবতী তনু লাভ করিবে। তোমাদিগের জীবনে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বৈরাগ্য, পূর্ণ প্রেমভক্তি, পূর্ণ বিবেক, পূর্ণ আনন্দ ও পূর্ণ পবিত্রতার মিলন ও সামঞ্জস্য করিবে। কোন একটী গুণের ভগ্নাংশে তৃপ্ত থাকিও না।

পৃথিবীর সুখ সম্পদ কামনা করিবে না। ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে। পরসুখে সুখী হইবে, পরদুঃখে দুঃখী হইবে। সমস্ত মনুষ্য জাতিকে এক পরিবার জানিবে। ভিন্ন জাতি কিম্বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কাহাকেও পর মনে করিয়া ঘৃণা করিবে

না। তোমরা সকলের মধ্যে থাকিবে এবং তোমাদের মধ্যে সকলে থাকিবেন। সকলে এবং তোমরা আবার এক ঈশ্বরের মধ্যে থাকিবে। এই যোগে মুক্তি, এই যোগে শান্তি। দুঃখের স্বরে, কাতর স্বরে পৃথিবী তোমাদিগকে ডাকিতেছেন, যাও এখন প্রেরিতের দল, পূর্ণ অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত, বিবেকী বৈরাগী, সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ভিখারীর বেশে যাও, নিতান্ত দীনাত্মা হইয়া যাও। তোমাদিগের কুবাসনা, আসক্তি, মায়া, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা রহিয়াছে। নববিধানের অস্ত্র ধারণ করিয়া এই সমুদয় শত্রুকে খণ্ড খণ্ড কর। ধন মানের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া তোমরা পরম ধনের জন্ম ব্যাকুল হও, ঈশ্বরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে নববিধানের নিশান উড়াইয়া যাও, কোন শত্রু তোমাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না। প্রেরিত বন্ধুগণ, সোণা রূপা যেন তোমাদের লোভ উদ্দীপন না করে। তোমরা ভিখারী হইবে, কল্যকার জন্য ভাবিবে না। যে অন্নচিন্তা, বস্ত্রচিন্তা করে, সে অল্পবিশ্বাসী। ঈশ্বর তোমাদিগের সর্ব্বস্ব। তাঁহার চরণ ভিন্ন তোমরা আর কিছুই কামনা করিবে না। তিনি যে দিকে চালাইবেন সেই দিকেই চলিবে। একান্ত মনে দয়াল প্রভুর উপর নির্ভর করিবে। তিনি যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইবে। পৃথিবীর মলিন অন্ন খাইবে না, তাহাতে শরীরে ব্যাধি ও মনে পাপ জন্মে। মনুষ্যের দেওয়া অন্নে মন মলিন হয়। ঈশ্বর-প্রদত্ত শয্যায় শয়ন করিবে।

তোমরা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চলিয়া যাও। সর্ব্বত্র নববিধানের পূর্ণতা রক্ষা করিবে। কাহারও খাতিরে কিম্বা ভয়ে নববিধানকে অপূর্ণ করিবে না, ইহাতে অন্য ভাব মিশ্রিত হইতে

দিবে না। সমস্ত পৃথিবী যদি তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেয়, তথাপি তোমরা নববিধানকে ছাড়িবে না। যদি কোন দেশ তোমাদের কথা শুনিতে না চায়, তোমরা সেই দেশে নববিধানের কথা বলিবে না। কেন না ঈশ্বরের আজ্ঞা নহে। সে দেশের অন্ন বায়ু শরীর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাইবে। রাগ প্রতিহিংসা করিবে না। যাহারা তোমাদের প্রতি শত্রুতা করিবে, তাহাদিগের মস্তকে তোমরা প্রার্থনারূপ শান্তি-বারি বর্ষণ করিবে। শত্রুর প্রতি রাগিও না; কিন্তু দয়া ও ক্ষমা করিও। যাহারা নববিধানের সত্য বুঝিতে পারিবে না, তাহারা কেন মার সত্য বুঝিতে পারিল না, এই বলিয়া কাঁদিও; দীনাত্মা ও সহিষ্ণু হইয়া সত্যরাজ্য বিস্তার করিবে। অনেক বিরোধী যদি দেখ, তথাপি তোমাদের মনে যেন ক্রোধ ও অক্ষমা স্থান না পায়। শান্তি দ্বারা অশান্তি জয় করিবে। ভ্রান্ত ব্যক্তির অভিমান অহঙ্কার দেখিয়া, দয়ার্দ্র হইয়া সংশোধন চেষ্টা করিবে। তোমরা যে দেশ দিয়া চলিয়া যাইবে, সে দেশে যেন পুণ্য-সমীরণ ও শান্তি-নদী প্রবাহিত হইতে থাকে। তোমরা যে গ্রাম দিয়া যাইবে, সেই গ্রামের লোকেরা জানিবে যেন একটী তেজ চলিয়া যাইতেছে। অহঙ্কারের তেজ নহে, বিবেকের তেজ।

ভাল খাইব, ভাল পরিব, এরূপ নীচ সুখের লালসা মনে পোষণ করিও না। কদাচ মনের মধ্যে বিষয়-সুখের ইচ্ছাকে স্থান দিবে না; কিন্তু কৃতজ্ঞহৃদয়ে ও বিনীত মস্তকে ঈশ্বরপ্রদত্ত সুখ গ্রহণ করিবে। ঈশ্বর যে সুখ দেন তাহা যদি গ্রহণ না কর, তবে তুমি স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার দান সম্পর্কে কোন কথা বলিও না। ঈশ্বরকে আদেশ

করিও না, তাঁহাকে কখনও বলিও না যে, "তুমি আমাকে দুঃখ দাও, কিম্বা বিষয়-সুখ দাও।" ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্মের আদেশে ঘটনাগুলি ঘটে। অতএব ঈশ্বরের রাজ্যের ঘটনাকে গুরু বলিয়া মানিবে। তাঁহার ইচ্ছাতে হয় ত আজ এখানে, কাল ওখানে, আজ মানের মধ্যে, কাল অপমানের মধ্যে; কিন্তু ভয় নাই, তোমরা চঞ্চল হইও না, কেন না ঈশ্বরের মঙ্গলাভিপ্রায়ে তাঁহার প্রেমিকের সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় মঙ্গল হয়। স্বর্গের প্রেম-বায়ু যাহা আনে তাহাই গ্রহণ করিবে। লোককে বিরক্ত করিয়া টাকা লইও না, সময়ে আপনি টাকা আসিবে। পূর্ণব্রহ্ম তোমাদের ভার লইয়াছেন, তোমরা কেবল নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তাঁহার কার্য্য করিবে। যে কার্য্য করে না, সে পুরস্কার পায় না। তোমরা কেবল ঈশ্বরের কার্য্য করিবে এবং তাঁহার স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিবে, পরে দেখিবে ভগবান্ তোমাদিগকে স্বর্গরাজ্য এবং যাহা কিছু এই পৃথিবীতে আবশ্যক সকলই দিবেন। তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হইবে। গণিত শাস্ত্রের সত্যের ন্যায় তোমাদের সত্য বিশ্বাসে পরীক্ষিত হইবার বস্তু। এমন কোন কার্য্য করিবে না, যাহাতে ভবিষ্যতে শত শত নর নারী উপধর্ম্মে পড়িতে পারে। তোমাদের পাপে কি আলস্যে যদি কোন নর নারী পাপ করে, তোমরা দায়ী হইবে। যেখানে অধর্ম্ম ধর্ম্মকে মারিতে আসিতেছে, যেখানে ব্যভিচার সতীত্বকে মারিতে আসিতেছে, সেখানে তোমরা বজ্রদেহী ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহসী ও বিক্রমশালী হইয়া ধর্ম্ম ও সতীত্ব রক্ষা করিবে। তোমরা বিশ্ববিজয়ী সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের প্রেরিত দল, তোমরা নির্ভয়ে তাঁহার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। যাহাদিগকে হরি রক্ষা করেন, তাহাদিগকে বধ করে

কাহার সাধ্য? তোমরা যেমন আপনারা মোহজাল কাটিবে, তেমনই তোমাদের স্ত্রী পুত্রদিগকেও মোহজাল কাটিতে শিখাইবে। হে প্রেরিত দল, যাহা তোমরা ঈশ্বরের নিকটে গোপনে শিখিয়াছ, নববিধানের ভেরী তুরী বাজাইয়া প্রকাশ্যে তাহা বল। নববিধানের ভিতরে সমুদয় পবিত্র চরিত্রকে টানিয়া লও। নবভাব, নব অনুরাগ, নবভক্তি প্রদর্শন করিয়া, জগতের নর নারীকে নববিধানের দিকে আকর্ষণ কর।

কমলকুটীর।

হোম। *

মঙ্গলবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ৭ই জুন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে প্রজ্বলিত অগ্নি, তোমার ভিতরে সেই ব্রহ্মাগ্নি সেই অগ্নি স্বরূপ তেজোময় ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন ঋষিদিগের আদৃত। আমরা তোমার আদর করি। তুমি ব্রহ্ম নহ; কিন্তু তোমার মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত। তুমি উদ্গীরণ করিতেছ জ্বলন্ত ব্রহ্মের মহিমা। মহাগ্নি, তুমি বড়, তোমাকে বড় বলিব। তুমি আকাশে তেজ হইয়া, মেঘে বিদ্যুৎ হইয়া এবং গৃহস্থ-গৃহে অগ্নি হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি গৃহস্থের উপকারী বন্ধু, তুমি দুর্গন্ধ বায়ুকে পরিষ্কার কর। তুমি জনসমাজে সন্তোষ ও স্বাস্থ্য বিস্তার কর। হে অগ্নি, ব্রহ্মঘরে সর্ব্বদা তুমি প্রজ্বলিত রহিয়াছ।

জীবের জীবন রক্ষা জন্য গৃহস্থের মিত্র হইয়া তুমি অন্নকে সিদ্ধ কর। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সহায়। তুমি সন্ধ্যার সময় আলোক বিস্তার কর। অগ্নি, পথে তোমাকে হস্তে লইয়া গেলে পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাই। হে ব্রহ্মতেজের আধার অগ্নি, যখন তুমি তোমার প্রকাণ্ড তেজ ধারণ কর, তখন শত সহস্র গৃহ জ্বালাইয়া দিতে পার। সেইরূপ যখন ঈশ্বরের তেজ ও প্রতাপ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট ক্ষুদ্র মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। তুমি সত্যের সাক্ষী, ব্রহ্মের সাক্ষী হও। জয় জ্যোতির্ম্ময়! হে অগ্নি, তুমি পার্থিব বিষয়ে বন্ধু হইলে, ব্রহ্মাগ্নির সাক্ষী হইলে, আজ তোমাকে সাক্ষী করিয়া রিপুসংহার-ব্রত গ্রহণ করিতেছি। প্রাচীন অগ্নিহোত্রীগণ এই দেশে, হে অগ্নি, তোমা দ্বারা আশ্রমভূমি পবিত্র করিতেন। তুমি নানা প্রকার রোগ ও পূতিগন্ধ দূর করিতে। তুমি ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হইতে তপস্বীদিগকে রক্ষা করিতে।

হে অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হও। আকাশ এবং বায়ুর অপবিত্রতা নষ্ট কর। নববিধানের ভক্তদিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক অমঙ্গল দূর কর। এই ঘরের বিবিধ ব্যাধি ও সঞ্চিত অপবিত্রতা দূর কর। তুমি ব্রহ্মতেজের বাহ্যিক আধার, তুমি ব্রহ্ম-তেজ-ব্যঞ্জক, আমরা তোমার ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। হে অগ্নির দেবতা, জীবন্ত জলন্ত দেবতা, অগ্নি মধ্যে জাজ্বল্য হইয়া আমাদের দেহ মন হইতে সয়তানকে দূর কর, মিথ্যা মায়া দূর কর। আমরা গরিব সাধক। এই ষড়রিপুর প্রতিনিধি স্বরূপ ছয় খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছি। এই পার্থিব অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সকল এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিবে, সেইরূপ ব্রহ্মের পুণ্যাগ্নি

আমাদের মনের রিপুস্বরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ সকল একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলুক।

প্রাচীন মহর্ষি অগ্নিহোত্রীগণ, শাক্য ঈশা ও যোগী ভক্তগণ আমাদিগের সাহায্য করুন। হে অগ্নি, আর একবার প্রজ্বলিত হও। সকলে আপন আপন পাপ স্মরণ করুন। এই ব্রত দ্বারা শরীর মন পবিত্র হউক।

পবিত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা রিপু দহন করিব।

হে অগ্নির দেবতা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, তোমার ধর্ম্ম পুণ্যরূপ অগ্নি সেইরূপ ষড়রিপু কাষ্ঠ খণ্ডকে দগ্ধ করে। অগ্নি রিপুদহনের আদর্শ হইল। সমস্ত পাপ এইরূপে বৈরাগ্যরূপ অনল গ্রাসে পতিত হইয়া ভস্ম হইল। রিপুগণ, তোমরা ভস্মাকারে পরিণত হইবে। ব্রহ্মাগ্নিতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ, তোমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তোমরা ভস্ম হইবে। যেমন এই অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠ দহন করিল, তেমনই ব্রহ্মাগ্নি ষড়রিপু কাষ্ঠ দহন করিবে। সেই শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ সকল ধন্য, যাঁহারা পাপ প্রলোভন, মায়া, সয়তানকে জয় করিয়াছিলেন। পুণ্য প্রভাবে তাঁহার সাধকদিগের মনে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করুক।

জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়!

হে অগ্নির দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইন্দ্রিয়াসক্তি সকলকে বিনাশ করিবার জন্য অগ্নিহোত্রী হইয়া, প্রকৃত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই। কেন পাপ যাবে না, হে হরি? কেন মনের রাগ যাবে না? কেন লোভ যাবে না? তুমি অগ্নিতে বসিয়া আছ; পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় তেজোময় ব্রহ্ম। আমি কেন পাপহীন হইব না? আমার মত

সহস্র সহস্র পাপীর পাপ যাবে না কেন? দেখিয়া বড় হিংসা হয়, কেমন শীঘ্র কাষ্ঠ খণ্ড সকল দগ্ধ হইয়া গেল! যদি এমনই জীবের পাপের কাঠ, রাগের কাঠ, লোভের কাঠ হু হু করিয়া পুড়িয়া যায়! হে প্রাণেশ্বর! পাপ সমস্ত পুড়িয়া যাইবে কি না বল? আগুন ব্রহ্ম নয়, কিন্তু আগুনের মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত রহিয়াছে। হে অগ্নি, তুমি সৃষ্টির দিনে অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াছিলে; সেই দিনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। অগ্নি দ্বারা যেমন আদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, তেমনই ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা মনের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। মা জগজ্জননি! অগ্নিমধ্যবাসিনি! ভুবনমোহিনি! হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। আহা ঈশ্বরি! কি তব ক্ষমতা! কাষ্ঠের বক্ষে বসিয়া কাষ্ঠখণ্ড সকলকে বিদারণ করিতেছ। ঝক্ ঝক্ করিয়া তোমার তেজ প্রকাশিত হইতেছে। গরিব কাষ্ঠ খণ্ড সকল পলকের মধ্যে পুড়িয়া গেল। কবে জীবের দশা এইরূপ হইবে? মনের মধ্যে কবে আমরা বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বালিব? কবে তাহাতে এইরূপ আহুতি অর্পণ করিব? প্রেমের চন্দন দিব? মনের ষড়রিপু একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। হে শক্তিধারিণি! অনন্তরূপিণি! তেজোময়ি! আমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। সয়তান আসুক, আর যেই আসুক, তোমার পায়ে ধরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করি, তুমি তাহাকে বিনাশ কর। আমাদিগের ষড়রিপুকে বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিয়া দাও। তব তেজে আমাদিগকে তেজোময় কর। আজ যেমন ষড়রিপুর ছয় খণ্ড কাষ্ঠের উপর আগুন দিয়া দগ্ধ করিলে, এমনই করে আমাদিগের সুখ সম্পদের উপরে আগুন ছড়াইয়া দাও; পৃথিবীময় আগুন

ছড়াইয়া দাও। ওরে সয়তান! ওরে মায়া! আর তোর উপর দয়া করিতে পারিব না; আর দয়া করা হইবে না। এবার তোদের দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এবার ষড়রিপু পুড়িয়া পুড়িয়া নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ওরে পাপ! তুই দেশ হইতে দূর হইয়া যা। ওরে ষড়রিপু, তোরা দেশ হইতে দূর হইয়া যা। গৃহস্থের ঘরে তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। দেশের বালক বৃদ্ধ যুবাদের তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। এবার তোরা পুড়িয়া মর। এই আগুনে পুড়িয়া যা। ব্রহ্ম যখন স্বর্গ হইতে এই অগ্নি পাঠাইলেন, তখন তোদের পুড়িতে হইবে। একেবারে পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যা; একেবারে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যা।

কমলকুটীর।

জলাভিষেক। *

রবিবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক, ১২ই জুন, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

হে অনন্তকালের ভগবান্, দেশ কাল তোমার কাছে কিছুই নহে। আঠার শত বৎসরের ব্যবধান দূর কর। জেরুজিলাম এবং ভারতবর্ষকে এক কর। ব্রহ্মতনয় ঈশার সঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে এক কর। আমরা যিহুদীদিগের দেশে যাইব। ঈশা যে নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, আমরা সেই নদীতে অবগাহন করিব। আজ কলিকাতাকে যিহুদী দেশ কর। আমাদিগকে এখানে দেখিতে

দাও যে, তোমার তনয় ঈশা খেলা করিতেছেন, দ্বিজ হইয়া তোমার তনয়ত্ব পাইয়া উপদেশ দিতেছেন। এ সকল দয়ার ব্যাপার দেখিয়া কৃতার্থ হই। কিরূপে মানুষ দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ত্ব শুনাও, তাহা সাধন করাও। পরম পিতা, আজ তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমরা জর্ডান নদীর নিকটে যাইব, সেখানে সন্তপ্ত অগ্নিকে শীতল করিব। যাত্রীদলের অধিপতি হও। তোমার আজ্ঞায় কত সাধুর কাছে যাত্রা করিয়াছি। হিন্দুস্থান ছাড়িয়া ঐ প্রান্তে গিয়া পড়িব, যেখানে মহাপুরুষ জন অভিষেকের পুরোহিত হইয়া, জর্ডান নদীতে মহর্ষি ঈশার জলাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। অগ্নিহোত্র অথবা রিপুদমন-ব্রত এবং এই স্নান শুভব্রতে পরিণত হউক। অগ্নিতে হইল রিপুদহন, আমরা জলে পাইব নবজীবন। হায় জর্ডান নদি, আজ তুমি আমাদের কাছে এস, তোমার প্রভুকে দেখিতে দাও। হরি, যাত্রা করি সচ্চিদানন্দ নাম কীর্ত্তন করিতে, কমলসরোবরকে প্রদক্ষিণ করি, সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই যেখানে ঈশার সঙ্গে জনের মিলন হয়, যেখানে পবিত্রাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মতনয় ঈশার মিলন হয়। এই মোহমায়ার বাজার ছাড়িয়া সেই শান্তিধামে যাই। প্রভু, তুমি আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও।

(কমল সরোবর)

এই সেই জর্ডান নদীর জল। য়িহুদী রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে ঈশার অগ্রবর্ত্তী জন ঈশাকে অভিষেক করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। এই জন চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেন অনুতাপ কর,

অনুতাপ কর। ইনি অনেক জীবকে অনুতপ্ত করাইয়া, এখন ব্রহ্মতনয় ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত; কিন্তু ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে কুন্ঠিত হইলেন। ঈশা বলিলেন—"কুন্ঠিত হইও না, এইরূপ হইতে দাও। ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিন্তা কর, ঈশা দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে জন, ঈশার অভিষেক হইবে। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিনের মিলন এইস্থানে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা জলে, ব্রহ্ম এই জলের মধ্যে, সেই এক পুরাতন হরি এই জর্ডান নদীর জলের মধ্যে। জলের মধ্যে আবির্ভূত ব্রহ্ম, ব্রহ্মতনয় ঈশা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। সকলে মনে মনে এই কথা বল, এই জলে হরি, এই জলে হরি, আমাদের এই সম্মুখের জলে হরি। যে জলে ব্রহ্মতনয় ঈশা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এই জল সামান্য নহে। পাপী সে, যে বলে সামান্য জলে ব্রহ্মতনয় স্নান করেন। যে জলে ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন, যে জলে ব্রহ্ম প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, সেই জলে ভক্ত ক্রীড়া করেন, সে জলে হরিসন্তান স্নান করেন। এই জলে আমার প্রাণের হরি, তুমি নিশ্চয় আছ। হে ব্রহ্ম, শীতল জল হইয়া তুমি তোমার তাপিত সন্তানকে শীতল করিয়াছিলে।

জল, তোমার ভিতরে ব্রহ্ম-কিরণ, ব্রহ্মময় এই জল। জল, তুমি শুদ্ধ, তুমি পবিত্র। তোমাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আদর করিতেন। তুমি হিতকর বন্ধু, তুমি জীবের উপকারী। মেঘের ভিতর হইতে তুমি পড়, উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল কর, তুমি জীবের তৃষ্ণা দূর কর। তুমি বৃষ্টি হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা কর। হে ধান্যক্ষেত্রের পরম বন্ধু, হে সর্ব্বপ্রকার শস্যের বন্ধু, তোমার দ্বারা পুষ্ট না হইলে শস্য ক্ষীণ হয়। হে জল, পৃথিবীতে যদি

তুমি না আসিতে, রোগে, শোকে, মানুষ প্রাণ হারাইত। নদী হইয়াছ তুমি, এক দেশের বাণিজ্য অন্য দেশে লইয়া যাইতেছ। হে দীনবন্ধুর সৃষ্ট জল, হে জল, আমার ঈশ্বরহস্তে সৃষ্ট হইয়া তুমি আমাকে প্রাতে স্নান করাও, তুমি আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল কর, আমার শরীরের মালিন্য দূর কর, স্বাস্থ্য সম্পাদন কর। তৃষ্ণার সময় আমার মুখের ভিতর গিয়া কত আরাম দাও। তোমার পিতাকে কত ধন্যবাদ দিব। তুমি না থাকিলে, হে জল, আমাদের শরীরে কত ময়লা জমিত। হে জল, আমাদের বাগানের সকল ফুলকে তুমি ফুটাইতেছ। তুমি সৌন্দর্য্যের আদি কারণ। তোমার গুণের কথা কত বলিব। ঋষি মুনিরা বীণা বাজাইয়া শত বর্ষেও তোমার গুণ গাইয়া শেষ করিতে পারেন না। আমি মূর্খ আমি কি বলিব। অগ্নিতে হরি, এইজন্য হোম সৃষ্টি, জলে হরি, এইজন্য জলাভিষেক। ইচ্ছা হয় জল, তোমাকে মাথায় দি, দ্বিপ্রহর হইল, এখন তোমাকে মাথায় রাখিলে মস্তক শীতল হইবে। হে জল, পূর্ব্বকালে কেহ কেহ তোমাকে বৃষ্টির দেবতা বরুণ বলিয়া পূজা করিত। তুমি দেহশুদ্ধির কারণ, আজ তোমাকে চিত্তশুদ্ধির কারণ করিব। গোদাবরী, কাবেরী, গঙ্গা, যমুনা, পঞ্চনদী প্রভৃতিতে যুগে যুগে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে ভর্গা জর্ডানের মিলন হইল। যাহা ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে, ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই হইয়াছে। আগুন জ্বালাইয়াছি, আজ নির্ব্বাণ হইবে। বুদ্ধদেব, তুমি কি জলের ভাব ভাবিয়াছিলে? তুমি নির্ব্বাণ-বিধি প্রচার করিয়া জলের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছ। ঋষিগণ অন্তরে শান্তি স্থাপন করিবার জন্য শান্তি জলের মাহাত্ম্য

বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া এই ব্রহ্মময় জলে স্নান করি। জন, তুমি কাছে দাঁড়াইয়া বল "অনুতাপ কর।" মহর্ষি ঈশার পদধূলি লইয়া জর্ডান নদীতে অবগাহন করি। আকাশ হইতে সেই পবিত্রাত্মা নামিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিবে। এত ব্রহ্মবাণী শুনি "আমি আমার পুত্রেতে সন্তুষ্ট হইলাম।"

হে সচ্চিদানন্দ, মা আনন্দময়ি, তোমার পা ধৌত হইয়াছে যে জলে, সেই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হই, অনুমতি দাও। ধন্য! ধন্য! ধন্য! তিনে এক, একে তিন।

পিতা, পুত্র, প্রত্যাদেশ।
সূর্য্য, জ্যোতি, অগ্নি।
মেঘ, জল, শস্য।
স্বয়ম্ভু, জাতসন্তান, সাধুবাণী।
সৎ, সৎপুত্র, সদালোক হৃদয়ে।
ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মাগ্নি।
ঈশ্বর, অবতীর্ণ ঈশ্বর, প্রত্যাদেশদাতা ঈশ্বর।
অনন্তব্রহ্ম, ইতিহাসে ব্রহ্ম, হৃদয়ে ব্রহ্ম।
প্রভু, ভৃত্য, আদেশ।
ভক্তবৎসল, ভক্ত, ভক্তি।
আনন্দময়ী, আনন্দগ্রাহী, আনন্দদায়িনী মা।
সৎ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ।

দ্বাদশ ভাদ্রোৎসব

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

বেদ পুরাণের পরিণয়। *

প্রাতঃকাল, রবিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক;
২১শে আগষ্ট, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

কোন্ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরিণয়? বর কে, কন্যা কে? বর বেদ বা জ্ঞান, কন্যা পুরাণ বা ভক্তি। বর বড় না, কন্যা বড়? এ কথা লইয়া মহা বিবাদ সমুপস্থিত। বেদ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পুরাণ সে দিন জন্মিয়াছেন। বর আসিলেন মহোচ্চ হিমালয়-শিখর হইতে, পুরাণ নিম্ন-ভূমিতে সামান্য লোকমণ্ডলীর মধ্যে বাস করেন। বেদের শির পলিত, কন্যা নবযৌবনা। আর এক পক্ষ বলিলেন, না বেদ নব-যৌবনসম্পন্ন, পুরাণ গলিতবয়স্ক। বেদ—বিজ্ঞান, প্রকৃতিকে লইয়া ব্যস্ত, কেবল প্রকৃতির পূজা, কেবলই প্রকৃতিতে ঈশ্বরের কৌশল দর্শন। এখনও এই বিজ্ঞানরূপী বেদ নবযৌবনবিশিষ্ট। দেখ চারি দিকে সকল লোক বেদানুরক্ত বিজ্ঞানানুরক্ত, ভক্তি অনাদৃত। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইনি নবযৌবনা ছিলেন, এখন ইনি জীর্ণ শীর্ণ, কেহ ইঁহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না। বরপক্ষীয় কন্যাপক্ষীয় গণের মধ্যে এই প্রকার বিবাদ চলিল বটে, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিলে ইঁহা-

দের উভয়ের বয়োবৈষম্য নাই। এই বিবাহ উপলক্ষে আবার আর এক ঘোর কলহের কারণ উপস্থিত হইল। বরপক্ষে মহর্ষি ঈশা সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া মহোচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। দেখিয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কি! বিবাহ সভাতে ম্লেচ্ছ যবন, এ সভাতে বিবাহ কার্য্য কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। আর্য্য মহর্ষি-গণের দেশে পরিণয়, সেখানে ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ হইবে, ইহা কখনই হইতে পারে না।

কন্যাপক্ষে উচ্চাসনে উপবিষ্ট গৌরাঙ্গদেব হাসিতে লাগিলেন। আহ্লাদে তাঁহার গৌরদেহ ডগমগ করিতে লাগিল। কেন, তাঁহার এত আহ্লাদ কেন? এইজন্য আহ্লাদ যে, তিনি যাহা সম্পন্ন করিতে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা আজ সম্পন্ন হইল। যেখানে হরিভক্তি, যেখানে যোগ, সেখানে ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নাই, আত্মা একজাতি, ইহা তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। আজ তাহা সিদ্ধ হইল। কেন না বর-পক্ষে ঈশা মহর্ষি নাম লাভ করিয়া সভাস্থ হইলেন। ঘটকচূড়ামণি বিবাদের মীমাংসক নববিধান আসিয়া দাড়াইলেন। তিনি বলি-লেন, কি তোমরা মহর্ষি ঈশাকে লইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছ? তাঁহার সম্বন্ধে জাতির বিচার? স্থূলদর্শিগণ, বাহিরে যজ্ঞোপবীত নাই; এই বুঝি তোমাদের বিবাদের কারণ? যাও একবার মহর্ষি ঈশার আত্মার ভিতরে প্রবেশ কর, দেখিবে সেখানে সমুদয় ব্রাহ্মণ-চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি যে মহাযোগী, তিনি যোগসাধনের জন্য পর্ব্বত ও অরণ্যানী আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার যোগমন্ত্র কি? "আমি পিতাতে, পিতা আমাতে" "আমি তোমাদিগেতে,

তোমরা আমাতে"। এ কি সামান্য যোগ, এ যে মহাযোগ! ঈশ্বরেতে, মানবমণ্ডলীতে অভেদরূপে প্রবিষ্ট! বিবাদের গোল থামিল, সকলের মুখ বন্ধ হইল। এখন সভাস্থলে পরস্পরের অতি অভাবনীয় সম্মিলন উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব পশ্চিম সভাস্থলে উভয়ের হস্ত স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিলেন। পূর্ব্ব বলিলেন, কেন ভাই পশ্চিম, তুমি আমাকে কেন এত দিন অসভ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে? এখন তুমি আমার সমাদর বুঝিতে পারিয়াছ। পশ্চিম বলিল, হাঁ ভাই, তুমিও ত আমাকে যবন বলিয়া সামান্য ঘৃণা কর নাই। আমার ধূমযান, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছ, আমাতেও যে উচ্চতর ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, তাহা ত, ভাই, স্বীকার কর নাই। যাহা হউক, অদ্য আমরা শুভদিনে একত্র মিলিত হইলাম, এখন আমাদের পরস্পরের সখ্যভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। এইরূপে সভাস্থলে বৈরাগ্য প্রীতি, বিবেক, অনুরক্তি প্রভৃতি সকলের মিলন ও পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। স্বয়ং বিশ্বেশ্বর উপস্থিত থাকিয়া পরস্পরের হস্ত সম্মিলিত করিয়া দিলেন, এবং নববিধানের ঘটকতায় এই মহাব্যাপার সংঘটিত হইল বলিয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত রাখিয়া শুভ আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অপরাধ স্বীকার। *

অপরাহ্ণ, রবিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক;

২১শে আগষ্ট, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

পাপের জন্য অনুতাপ, পুণ্যের জন্য সুখ। যদি পাপের জন্য মন দুঃখিত না হয় এবং সুখের জন্য সুখী না হয়, তবে উন্নতি অসম্ভব।

পাপ হৃদয়ের রোগ। যে সকল পাপ তোমায় কষ্ট দিতেছে সে সকলের জন্য অনুতপ্ত হইবে। সাধু হইলে মন প্রসন্ন হয়। অহেতু বিষণ্ণ হইও না। ভক্তির অবস্থায় দুঃখের ক্রন্দন অস্বাভাবিক। আবার যখন মনের মধ্যে কুবাসনা, লোভ, হিংসা, স্বার্থপরতা দেখিবে তখন ক্লিষ্ট হও। ক্লেশ ক্লেশকে বিনাশ করে। অনুতাপের জল পাপের মলা প্রক্ষালন করে। সেই পরিমাণে অনুতপ্ত হইবে, যে পরিমাণে অনুতপ্ত হইলে হৃদয় বিশুদ্ধ হইবে। যে পরিমাণে ঈশ্বরের কাছে যাইতে অসমর্থ, সেই পরিমাণে কাঁদিবে। মহর্ষি গৌরাঙ্গ কাঁদিতেন। যাঁহারা এত বড়, তাঁহারা ভক্তির অভাব পাপ বোধ করেন। মহর্ষি ঈশা পলকের জন্য ব্রহ্মমুখ দেখিতে পান নাই বলিয়া কি ভয়ানক বিলাপধ্বনি করিয়াছিলেন। ঈশ্বর সেই ঘন মেঘের মধ্যে একবার আপনাকে ঢাকিলেন বলিয়া, তাঁহার কি দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছিল। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, আপনাকে অনুতপ্ত বলিয়া নীচ মনে করিও না। অনুতাপের আগুনে জ্বলিয়া দুষ্প্রবৃত্তি দগ্ধ কর। বল অনুতাপ এস। মহর্ষি ঈশা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অনুতাপের শিক্ষক জন দি বাপ্তিস্ত পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন "অনুতাপ কর কারণ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে" এই তাঁহার চীৎকারধ্বনি ছিল। আমাদের অনুতাপ করিবার সহস্র কারণ আছে। অতএব মহামতি যোহন সদয় হও। আমার মন যোহন তুমি বল "অনুতাপ কর, কেন না ধর্ম্মরাজ্য আগতপ্রায়।"

এই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আত্মানুসন্ধান কর। কোন্ পাপে এখনও জ্বলিতেছি? কোন্ পাপে—যাহা লোকে জানিলে সমাজচ্যুত করিবে? এখন কি পরের প্রতি অন্যায় ভাব হয় না? এমন পাপ কি কিছুই

নাই, যাহা বিবেক এখনও তাড়াইতে পারে না? শরীর বড় না আত্মা বড়? ষড়রিপু প্রবল না বিবেক প্রবল? এত নববিধানে প্রমত্ত হইতেছি তথাপি এই রিপুগুলি সঙ্গ ছাড়িতেছে না। হরির নিকট প্রার্থনা কর। প্রার্থনা যখন করিবে স্পষ্টাক্ষরে সরল মনে স্মরণ কর, অমুক স্থানে অমুক সময়ে এই এই পাপ করিয়াছ। ইহা ভিন্ন গতি নাই। লোকের কাছে অপদস্থ হইবে বলিয়া ভয় করিও না। রোগ ব্যক্ত করা মহত্ত্ব, রোগ গোপন করা নহে। মহত্ত্ব এই যে, এত মহত্ত্ব সত্ত্বেও একটু দোষ দেখিলে তাহা কাটিতে প্রস্তুত। এ ধর্ম্মে মানুষের কাছে পাপ স্বীকার করিয়া লজ্জিত হইতে হইল না, ঈশ্বরের কাছে লজ্জিত হও। ঈশ্বরের কাছে বল, আমি চোর, আমি মিথ্যাবাদী, আমি কুচিন্তাপরতন্ত্র, আমি সময়ে সময়ে নাস্তিকতার হাতে পড়ি, আমি সর্ব্বদাই মনের ভিতর সংসার প্রবল রাখি। এইরূপে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর। ভগবান, যিনি অণুমাত্র পাপ সহ্য করিতে পারেন না, তাঁহার কাছে প্রশ্রয় পাই না। উৎসবক্ষেত্রে তিনি বলিতেছেন, "পাপ ছাড়, মলিন বস্ত্র ছাড়, পুণ্যবস্ত্র পরিধান কর।" তাঁহার কাছে পাপ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও।

ধ্যানের উদ্বোধন। *

রবিবার, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক; ২১শে আগষ্ট, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

যোগী-পক্ষী শরীর পিঞ্জরের ভিতর বাস করে। একবার উপরে একবার নীচে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে, কোন দিকে পথ আছে

কি না, উড়িয়া যাইবার, পলায়ন করিবার সুযোগ আছে কি না? তাহার পা সংসাররজ্জুতে বিষয়কামনাশৃঙ্খলে বাঁধা আছে। একটু উড়িতে চেষ্টা করিলেই তাহা পায়ে লাগে। কিন্তু যোগী-পাখী চিরকাল বদ্ধ থাকিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। যখন বয়স হইল তখন খাঁচা ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল কাটিয়া পলায়ন কর। ধ্যান আর কিছুই নহে, এই খাঁচা ছাড়িয়া হৃদাকাশে উড়িয়া যাওয়া। উৎসবের সময় আমরা বিশেষরূপে উচ্চতর আকাশে উড়িয়া ব্রহ্মদর্শন করি। ধ্যানের সময়কে আমরা অবহেলা করিতে পারি না। যেখানকার আত্মা সেখানে প্রেরণ কর। পাখী আপনার স্থান পাইয়া আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবে। আকাশ পাইলে পাখীর কেমন আনন্দ হয়। এস আমরা ব্রহ্মের পাখীকে ব্রহ্মের আকাশে উড়াইয়া দি। ভগ্ন পিঞ্জর, তুমি পড়িয়া থাক। আত্মার বাসনারজ্জু জ্ঞানাস্ত্রে ছেদন কর। পিঞ্জরকে একটু পথ দিতে বল। কেহ যোগবৃক্ষ, কেহ ভক্তিবৃক্ষ-ডালে বসিয়া আছেন। আত্মা-বিহঙ্গ সেখানে গিয়া উড়িবে। আমরা এই বর্ত্তমান শতাব্দীর ঘনীভূত যোগে প্রবেশ করিব। আমরা কেবল স্থলচর কিম্বা জলচর নই, আমরা খেচর। যাহাদের মন জলে স্থলে স্থির হয় না, তাহারা সময়ে আকাশে যাইবে। কেন না তাহারা আকাশবিহারী। বনবিহারী জলবিহারী হইয়া বনের শোভা দেখিয়াছ, ভক্তিজল পান করিয়াছ, এখন আকাশবিহারী হইবে। যখন পাখী সমর্থ হইবে, তখন পিঞ্জরের মধ্যে থাকিবে না। জড়, চৈতন্যকে তুমি বাধা দিও না। বাসগৃহ, আর নিষ্ঠুররূপে আমাকে বদ্ধ করিতে, নির্যাতন করিতে পার না। উড়িতে উড়িতে চলিলাম। এখানে উঠিয়া দেখি সমুদয় কল্পনা, পৃথিবীর চন্দ্র সূর্য্য

মিথ্যা। আমার জ্ঞান চিন্ময়, চিদাকাশে উড়িয়া আসিয়াছি। আমরা কি ইংরাজী শিখিলাম যোগবিহীন হইবার জন্য? আমরা এমন সংসার চাহি না যাহাতে সুখের যোগ ভঙ্গ হয়। সহজ সুমিষ্ট যোগ চাই। "কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমাকে না পাই" কি হবে সে যোগে যাতে ভক্তি নাই। ভক্তির সহিত ব্রহ্মধ্যান কর। আকাশে উঠিয়া যোগের আসন পাতি। যোগীর পক্ষে আসন প্রবল সহায়। আসন যদি ঠিক না হয়, ধ্যান ভঙ্গ হইবে। আগে আসন, তার পর উপবেশন, তার পর সাধন। আকাশে আসন পাতি, ঈশ্বর প্রহরী হইয়া বস, কেহ যেন যোগ ভঙ্গ না করে। আগেকার মহর্ষিদিগের ন্যায় যোগ ধ্যান কর। যদি ঠিক হয় মন, এখনই ব্রহ্মকে পাইবে। কৃপাসিন্ধু কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার সহবাসে রাখিয়া প্রতিজনের শরীর মন শুদ্ধ করুন।

দ্বাপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব।

বিডন্ পার্ক

যুগল ভাব। *

মঙ্গলবার, ১২ই মাঘ, ১৮০৩ শক; ২৪শে জানুয়ারি, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

আবার এক বৎসর পরে এই আনন্দের শোভা দেখিয়া হৃদয় মন উৎসাহিত হইতেছে। প্রাণ আনন্দরসে প্লাবিত হইতেছে। সকলে

ভৃত্যের প্রতি কৃপা করিয়া অন্তরের অনুরাগ কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। তোমরা আমাকে ভালবাস জানি। তোমরা যেমন আমাকে ভাল-বাস, আমিও তেমনই তোমাদিগকে ভালবাসি। ভালবাসি বলিয়াই বৎসরান্তে আসিয়াছি। ধনের প্রয়াসে এখানে আসি নাই। মান মর্য্যাদার প্রয়াসও রাখি না। দাসত্ব করিতে আসিয়াছি। হরির আদেশে হরিকথা বলিয়া জীবন সফল করিব। আমাকে তিনি বলিয়াছেন, বল; আমি বলিব। আমি তাঁহারই আদেশে এক হাতে কাশী, আর এক হাতে বৃন্দাবন; এক হস্তে বেদ, অপর হস্তে পুরাণ; এক হস্তে জ্ঞান, অপর হস্তে ভক্তি; এক হস্তে সূর্য্য, অপর হস্তে চন্দ্র, এই দুই লইয়া বৎসরের শুভ দিনে উপহার দিতে আসি-য়াছি। আমার বিনীত উপরোধ এই, দুই হাতে এই দুই গ্রহণ করুন। কৃতার্থ হইবে সে, যে ইহা লইবে, সেও কৃতার্থ হইবে, লোকে পাইবে যাহার হস্ত হইতে।

চারি হাজার বৎসর অতীত হইল, হিমালয়ের উপরে, মহোচ্চ গিরিশিখরে, সেই উচ্চগিরির উচ্চশিখরে বসিয়া আর্য্যগণ ব্রহ্ম-নিনাদে নিনাদিত করিতেন। বেদ ত তখনকার; এখন আমা-দিগের কাছে সেই বেদ আসিয়াছে। সেই বেদ ছাপা হইয়াছে, আমরা তাহার স্তবস্তুতি পাঠ করিতেছি। ইন্দ্র বরুণের ভাব বুঝিতেছি; আকাশ দেখিয়া আকাশের দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। বেদের সময় যখন চলিয়া গেল, পুরাণ তখন প্রসূত হইল, যখন চারিদিক শুষ্ক হইল, তখন জলবর্ষণ হইল। অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ধরিতে গিয়া ব্রহ্মাংশের পূজা আরম্ভ করিল। ব্রহ্মকে কুচি কুচি করিল। এক এক অংশ লইয়া বন্দনা করিতে

লাগিল। একটী সাধু, একটী সূর্য্য, একটী নদী লইয়া ব্রহ্মস্তুতি করিল। ব্রহ্মকে খণ্ড খণ্ড করিয়া হাতে করিয়া ধরিতে লাগিল। ছোট দেবতাকে ধরিতে পাইল। পুরাণ তন্ত্রের অনুগত হইয়া আমি কোন ভাবের ভাবুক হইব? ঋষিরক্ত দেহের ভিতর রহিয়াছে; ভক্তরক্তও শরীরে বহিতেছে, দুই শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে। যদি নরাধমের মুখ হইতে কাহারও নিন্দা বহির্গত হয়, পাপ হইবে। আর্য্য জ্ঞানীকে গৌরব দিতে হইবে, আর্য্য ভক্তকেও গৌরব দিতে হইবে। দুই ভাবকে মিলাইতে হইবে।

এমন সময় ছিল তখন লোকে ছয় মাসেও হয় ত কাশী যাইতে পারিত না; এখন তিন মাস ছয় মাসের পথ একদিনে যাইতেছে। কাশী এখন হাবড়া, বালী, উত্তর পাড়ার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই কাশী এই আমি। এই আজ হাবড়ার টিকিট কিনিলাম, এই একেবারে কাশীতে। পৃথিবীর কাশীকে নিকটস্থ দেখিয়া, যদি আশ্চর্য্যান্বিত হই, তবে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইব, যখন দেখিব মনের কাশী আরও নিকটবর্ত্তী। কাশী কি? যেখানে যথার্থ মহাদেবের পূজা হয়, সেই কাশী। যেখানে ওঁকারের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, সেই কাশী। যেখানে ঋষিরা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বেদের গুণ ব্যাখ্যা করেন, সেই কাশী। যেখানে তিনি পূজিত হন, আমি সেই কাশী চাই; ব্যাসকাশী চাই না। অন্য কাশীতে আমার প্রয়োজন নাই। বাষ্পীয় শকটের বল যেমন বাহিরের কাশীকে এক মিনিটের রাস্তা করিয়া দিল, যোগবল তেমনই আসল কাশীকে নিকটে আনিল। এই বলিতেছি, এই শুনিতেছি, চক্ষু নিমীলিত কর; নিমীলিত নয়নের সম্মুখে আসিল। জড় বিজ্ঞানে তাড়িতের

দ্বারা দূর দেশ নিকটের দেশ হইল, যোগ তাড়িতের দ্বারা প্রাণের কাশী, প্রাণের মধ্যে আসিল। এবার কাশীবাসী হইব। যোগীর ধন হইবেন, মহাদেব। মহাদেব বড় দেবতা; ক্ষুদ্র নন, সাকার নন। ভুলিলাম সংসার, টাকা কড়ি সব ভুলিলাম। টিকিট কিনিয়া পলকের মধ্যে কাশীতে উপস্থিত হইলাম। কাশী ছাড়িয়া এখন আরও যাও। যেথানে গঙ্গা যমুনা একত্র হইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাও। যাও, আরও যাও; প্রয়াগতীর্থ অতিক্রম করিয়া যাও। শ্রীবৃন্দাবন সম্মুখে দেখিতে পাইবে। তখন জ্ঞানের কাশী পশ্চাতে ভক্তির বৃন্দাবন সম্মুখে। সূর্য্য ওখানে, চন্দ্র এখানে। এবার ভক্তির বৃন্দাবনে যাইব; এবার ভক্তিযমুনায় জলে ঝাঁপ দিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব।

আগে কাশীতে বৈরাগী হইতে হইবে। বলিতে হইবে, টাকা কড়ি! দাও বিদায়। সন্তান, স্ত্রী, বিদায় দাও; দাও বিদায় সংসার, এবার কমণ্ডলু হস্তে কাশীর অভিমুখে চলিব। সন্ন্যাসী হইয়া পরিব্রাজক হইয়া পৃথিবী ভুলিব। ভুলিলাম, বিদায় লইলাম; ব্রহ্ম আরূঢ় হইলেন আত্মা অশ্বের উপর। ব্রহ্ম এবার এমনই জব্দ করিতেছেন, যেন আর কিছুই নাই, বেদ বেদান্তের অবস্থা কেবল ব্রহ্ম দর্শনের অবস্থা। ক্রমে মানুষ বলে, কঠোর ব্রহ্মজ্ঞানে মাথা ফাটিয়া গেল, কে শীতল করিবে? দুই প্রহরের রৌদ্র মানুষ সহিতে পারিল না; ছোট মানুষের পক্ষে এত কিরণ অনেক। ক্রমে সন্ধ্যা হইল; সুধাংশুর সুধাময় জ্যোৎস্নায় পৃথিবী মধুতে অভিষিক্ত হইল। পূর্ণিমার শশী, সকলের মুখে হাসি। এবার বৃন্দাবন সমাগত। সূর্য্য যখন অস্তমিত হইলেন, আর তিনি কখনও আসিবেন

না। জ্ঞান যথেষ্ট হইয়াছে; ব্রহ্মচাঁদকে চাই। প্রেমফুল দিয়া এবার তাঁহাকে পূজা করিবে; চন্দ্রের দিক দিয়া তাঁহার কাছে যাইব। বৃন্দাবনে কি আমায় প্রবেশ করিতে দিবে? দুঃখে পড়িয়াছি, বাহিরে আর থাকিব না, ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রেমের প্রাসাদে আমায় যাইতে দাও; শ্রীবৃন্দাবন! পায়ে পড়ি, কলিকাতার দুঃখী আমি, আমাকে গ্রহণ কর। যা করিতে বলিবে আমি তাই করিব, আমাকে প্রবেশ করিতে দাও। কোন্ জলে স্নান করিব বল; কোন্ ফুলে পূজা করিব বল; কি ভাবে পূজা করিব, বৃন্দাবন! যুগলভাবে।

মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কাশি! তোমারও কি যুগল নয়? কাশী বৃন্দাবন কি পরস্পর কাটাকাটি করে? পরস্পরের মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ? হিন্দুর বৃন্দাবন কি হিন্দুর কাশীর মুখকে দগ্ধ করে? না না। আমরা নববিধান-বাদী; আমরা বিবাদের কথা জানি না; গোলমাল শুনি নাই। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসক; আমরা জানি এক দিক হইতে সূর্য্য, অপর দিক হইতে চন্দ্র বাহির হয়। উভয়ের বিবাহ হয়। বেদের সঙ্গে পুরাণের ভয়ানক সংগ্রাম হয় না। সংগ্রাম হয় নাই, হয় নাই। দেখ সত্যের বৃন্দাবনের ধর্ম্ম। শ্রীমতী সতী বৃন্দাবনের রাণী। কাশীতেও সতী। যিনি পতিনিন্দা শুনিতে অসমর্থ হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই সতী কাশীতে। মহাদেব সতী ছাড়া নন। সতী কাশীতে, সতী বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের সতী কৃষ্ণ ছাড়া নন। কৃষ্ণও শ্রীমতী সতী ছাড়া নন। মহাদেব সতীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দেহত্যাগ করিয়া আবার মহা-

দেবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিলেন। ভারতবাসীও মানেন, সতীর কখনও মরণ নাই। সেই সতী যিনি মহাদেবের রাণী। মহাদেবের রাণী? যিনি উদাসীন হইয়া গিরিতে গিরিতে ভ্রমণ করিতেন, যাঁহার অন্নের সংস্থান নাই, তাঁহার স্ত্রী? সতীর চাই মহাদেবকে, সতীকে চাই মহাদেবের? বৈরাগী সন্ন্যাসীর স্ত্রীর প্রয়োজন? তিনি স্ত্রীর বশীভূত? ইহার অর্থ আছে, শ্রবণ কর। তাঁহার সতী তাঁহার ক্রোড়ে। মহাদেব যোগেতে মত্ত। দেখ্‌রে জীব! দেখ্‌, যদি যোগ করিতে হয়, দেখ্‌। ভয়ে ভীত হইয়া মহাদেব অরণ্যে গমন করেন নাই। সতী থাকিবেন পতির কাছে, পতি যোগে মগ্ন হইবেন। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত মহাদেবকে নমস্কার করুক। এই টাকা কড়ি দূরে রাখ, যাও অরণ্যে; কালপেড়ে কাপড় ছাড়; ইহারা বলিল কি মহাদেব সেই পাহাড়ের উপর সতীকে কাছে বসাইয়া যোগানন্দে মাতিলেন? কৈলাসের উপর হর গৌরী মিলিত। স্ত্রী সঙ্গে, অথচ বেহুঁস; যোগানন্দে আচ্ছন্ন। এই যুগলভাব পুরাণে, যুগলভাব বেদে। যুগলভাব কাশীতে, যুগলভাব বৃন্দাবনে। কে বলে কৃষ্ণ, কে বলে রাধা, বৃন্দাবনের যুগল ভাব।

শ্রীচৈতন্য সংসার ছাড়িয়াছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ কি বলিলেন? বলিলেন, স্ত্রী আমার হৃদয়ের ভিতর, আমি চলিলাম। ক বার সন্ন্যাসী হইতে হইবে; আগে শ্মশানে যাও, পরে এস। বিষ্ণুপ্রিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মা কাঁদেন, স্ত্রী কাঁদে, শাঁ শাঁ করিয়া চৈতন্য চলিলেন। গম্ভীরভাবে কীর্ত্তন করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাইলেন। সহর কাঁপিতে লাগিল।

গৌরাঙ্গ, করিলে কি? এ হেন যৌবনে করিলে কি? যাও কোথায়? নব স্ত্রীকে অসহায় করিয়া যাইও না। তার প্রাণ যে কাঁদিতেছে! তার সুখের জন্য একবার ভাবিলে না? নিমাই! শোন, শোন। ফিরে এস, সংসার কর। শ্রীচৈতন্যের সংসার করা শেষ হইল, তিনি ফিরিবেন কেন? লোকের পরিত্রাণের জন্য তিনি চলিলেন। ঘর ছাড়িয়া গাছতলায়, গাছতলা ছাড়িয়া ভাগীরথী তীরে উপস্থিত হইলেন। জীবের সমস্ত দুঃখভার মাথায় লইলাম বলিয়া তিনি চলিলেন। গৌরাঙ্গের শিষ্যেরা কাঁদিতে লাগিলেন, হায় গৌরাঙ্গ! হায় গৌরাঙ্গ! কোথায় ফেলে চ'ললে? নদের প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া কোথায় যাও? যত দিন তুমি না ফের, নদের সূর্য্য উঠিবে না।

চৈতন্য ঐ দেখ পলাইলেন, আর নিত্যানন্দ সংসারী হইলেন। একবার পরিবর্জ্জন অত্যন্ত প্রয়োজন, অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও ছাড়িতে হইবে। একবার বৈরাগ্য লইয়া কমণ্ডলু ধরিতে হইবে। একবার ছাড় নতুবা প্রেমভক্তি হইবে না। ছাড়িয়া যাইতে হইবে তোমার আমার ভিতরে চৈতন্য আসিলে। চৈতন্য কি? জ্ঞান, শ্রীজ্ঞান। চৈতন্যের সঞ্চারে শত সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞান প্রকাশিত। চৈতন্য যিনি, তিনি আবার নিত্যানন্দ। চৈতন্যের কাজ শেষ হইল, নিত্যানন্দের কাজ আরম্ভ হইল। চৈতন্য যখন কেবল চৈতন্যে, তখন বৈরাগ্য; চৈতন্য যখন নিত্যানন্দে, তখন সংসার। চৈতন্য পাইয়া জ্ঞান পাইয়াছ, এখন নিতাই লও। জীব কি কেবল শ্মশানে মড়ার দুর্গন্ধ শুঁকিবে? চৈতন্য ফিরিলেন না, কিন্তু বলিলেন নিত্যানন্দকে, "নিতাই, তুমি সংসার কর।" নিত্যানন্দে চৈতন্য আছেন।

নিত্যানন্দ চৈতন্তরূপে; চৈতন্ত নিত্যানন্দরূপে। জয় চৈতন্তের জয়! জয় গৌরাঙ্গের জয়! শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধিকা, হর এবং গৌরী, পুরুষভাব এবং স্ত্রীভাব। পুরুষ দেবতা এবং নারী দেবী। চৈতন্তে দুই ভাব পরে পরে। চৈতন্য পাগলিনীর মত। চৈতন্য উন্মাদিনী। পুরুষ অমন কাঁদে না, চৈতন্যকে কিরূপে পুরুষ বল? চৈতন্য উন্মাদিনী। প্রেমের উচ্ছ্বাসে চৈতন্য মাতোয়ারা। ওরে, সে ভাব নয়, মহাভাব। আমরা চৈতন্যকে ডাকিয়া আনিব। কলিকাতার রাস্তায় আর আনন্দ ধরে না। অনেক দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। ইংরাজী লেখা পড়া শিখিয়া দেখিলাম, অনেক মন্ত্র তন্ত্র সাধন করিয়া দেখিলাম, কিছুতেই চলে না। এবার প্রেমে মাতিতে হইবে।

এক খণ্ড আমাদিগের জ্ঞান-সূর্য্য, আর এক খণ্ড আমদিগের প্রেম-চন্দ্র। পতি সতী, সতী পতি। জ্ঞান আর প্রেম, সতী আর পতি, এ দুই দিবার জন্যই ভৃত্য আজ আপনাদিগের সমক্ষে আসিল। সতী ছাড়া পতি, পতি ছাড়া সতী কখনই নয়। শ্রীনাথ ছাড়া শ্রীমতী, শ্রীমতী ছাড়া শ্রীনাথ, হর ছাড়া গৌরী, গৌরী ছাড়া হর, কখনই হইতে পারে না। এই সত্য অতি উচ্চ সত্য। আখ্যায়িকা নয়, গল্প নয়, ইহা কল্পনার কথা নয়। নিরাকার শ্রীনাথ, নিরাকার শ্রীমতীর কথা বলিতেছি। সেই শ্রীনিবাস, সেই শ্রীমতী, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে; শ্রীমতী পার্শ্বে বসিয়া আছেন শ্রীনাথের। গৌরী পার্শ্বে বসিয়া আছেন হরের। কলিকাতায় ভক্তদল যে ডাকিতেছে, ভক্তেরা যে কাঁদিতেছে, তাহাদের যে প্রাণ গেল, "যাও না হে, যাও শীঘ্র", এই বলিয়া শ্রীমতী অনুরোধ করেন

শ্রীনাথকে। শ্রীমতীকে তাই অর্দ্ধাঙ্গ কোমলাঙ্গ বলে। য়িহুদী শাস্ত্রেও এইরূপ উপদেশ। মেরিনন্দন কি শিখাইলেন? আমি ভেদাভেদ জানি না, ভেদাভেদ মানি না। ঈশা প্রচার করিলেন, ভালবাসা। আমার কবীর, নানক সবাই বলিলেন, প্রেম কর, ভালবাস। প্রেমেতে মাত। প্রিয় বঙ্গদেশ! শ্রীনাথের সঙ্গে শ্রীমতীকে গ্রহণ কর। কাশী বৃন্দাবন আজ একাকার করিতে হইবে। বেদ পুরাণে, কাশী বৃন্দাবনে আজ বিবাহ। চতুর্দ্দিক হইতে দ্বিজ আসিয়াছেন, পণ্ডিত আসিয়াছেন। শ্রীনাথ শ্রীদেবীর গৌরব বৃদ্ধি হউক। ব্রহ্ম ভজিতে গিয়া পুরাণকে অপমান করিও না; ব্রহ্মকে ধ্যান করিতেছ, স্ত্রী পুত্রকে দূর করিয়া দিও না। অভেদ আসিয়াছে, অভেদের নিশান উড়িয়াছে। জয় একমেবাদ্বিতীয়ং। এই রব বজ্রধ্বনির ন্যায় আকাশের এক দিক হইতে অপর দিকে গড়াইতে গড়াইতে চলিয়া যাউক। ব্রহ্মনাম নিনাদিত হউক। ভয় করিও না, ধর্ম্মকে কাটিও না। হরির গলা টিপিও না। দেখ শ্রীমান্, দেখ শ্রীদেবী, দেখ ব্রহ্ম, দেখ হরি। এদিকে সৎ, ওদিকে আনন্দ। বল লাগ্ ভেল্কি, লাগ্ ভেল্কি। একেবারে কাশী বৃন্দাবন এক হইয়া যাউক। ব্রহ্ম মালা দিবেন হরির গলায়। বেদ মালা দিবেন পুরাণের গলায়; পুরাণ মালা দিবেন বেদের গলায়। ব্রহ্ম ও হরির নাম করিয়া সকলেই নৃত্য করিবে, সকলেই সুখী হইবে।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির

নববিধানের আদর্শ মনুষ্য। *

শনিবার, ১লা মাঘ, ১৮০৪ শক ; ১৩ই জানুয়ারি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

আমি নারীকে ব্রহ্মকন্যা জানিয়া প্রীতি এবং সম্মান করি এবং তৎসম্বন্ধে কোন৭ অপবিত্র চিন্তা বা ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করি না।

আমি আমার শত্রুদিগকে প্রীতি এবং ক্ষমা করি এবং উত্যক্ত হইলে রাগ করি না।

আমি অপরের সুখে সুখী হই এবং হিংসা বা ঈর্ষা করি না।

আমি নম্র স্বভাব, আমার অন্তরে কোন প্রকার অহঙ্কার নাই। কি পদের অহঙ্কার, কি ধনের অহঙ্কার, কি বিদ্যার অহঙ্কার, কি ক্ষমতার অহঙ্কার, কি ধর্ম্মের অহঙ্কার।

আমি বৈরাগী, আমি কল্যকার জন্য চিন্তা করি না। পৃথিবীর ধন অন্বেষণ করি না, স্পর্শ করি না, কেবল যাহা বিধাতার নিকট হইতে আইসে তাহা গ্রহণ করি।

আমি সাধ্যানুসারে স্ত্রী পুত্রদিগকে ধর্ম্ম এবং উপাসনা শিক্ষা দি।

আমি ন্যায়বান্ এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি। দ্রব্যাদির মূল্য এবং লোকদের বেতন যথাসময়ে দিয়া থাকি।

আমি সত্য বলি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না, সকল প্রকার মিথ্যা আমি ঘৃণা করি।

আমি দরিদ্রদিগের প্রতি দয়ালু এবং দুঃখ মোচনে ব্যাকুল, আমি সঙ্গতি অনুসারে দাতব্যে ধন দান করি।

আমি অপরকে ভালবাসি এবং মনুষ্যজাতির মঙ্গলসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করি, আমি স্বার্থপর নই।

আমার হৃদয় ঈশ্বর এবং স্বর্গীয় বিষয়েতে সংস্থাপিত, আমি সংসারাসক্ত নহি।

আমি প্রত্যেক প্রেরিত ভ্রাতাকে আপনার বলিয়া খুব ভালবাসি এবং সম্মান করি এবং এই দলমধ্যে ঐক্য স্থাপনের জন্য আমি সর্ব্বদা ব্যাকুল ও যত্নবান্।

বিডন্ পার্ক।

সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়। *

মঙ্গলবার, ১১ই মাঘ, ১৮০৪ শক ; ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

হে অগ্নি স্বরূপ! হে জ্যোতির্ম্ময়! হে আর্য্য জাতির প্রাচীন দেবতা! উপরের ঐ মেঘের মধ্য হইতে দর্শন দাও। দাও, দাও, দর্শন দাও। ঐ মেঘ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হও। যেমন সূর্য্য পূর্ব্বদিকের মেঘ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া চারিদিকের অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনই করিয়া ভারতবাসীদিগের নিকট আসিয়া

উপস্থিত হও। আমার নিকট প্রকাশিত হও। তেত্রিশ কোটী দেব দেবীর পরিবর্ত্তে, হে পরাৎপর ব্রহ্ম! তুমি আসিয়া উপস্থিত হও। আমি তোমাকে ডাকিতেছি, কৃতাঞ্জলিপুটে আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভ্রাতৃগণ আসিয়াছেন, কি বলিতে হইবে বলিয়া দাও। সকলের সঙ্গে মিলিয়া সাহস পাইয়া ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। কাঙ্গালশরণ, দয়া কর, দেখা দাও; সহাস্যভাব ধারণ করিয়া কয়েকটী কথা বলিয়া সদ্গতি লাভ করিব। এই আকাশ পূর্ণ করিয়া তুমি বর্ত্তমান রহিয়াছ। সুবুদ্ধি দাও; রসনায় স্বর্গীয় রস দান কর; জীবনপ্রদ কথা বলিয়া ভাইগণকে সন্তুষ্ট করি, কৃপা করিয়া আশীর্ব্বাদ কর।

আমি কে যে আজ এখানে বৎসরান্তে উপস্থিত হইলাম? আমি জ্বলন্ত আগুন। কত জ্বলন্ত প্রত্যাদেশ পাইলাম! যেমন অগ্নি ছোটে, তেমনই আমার মুখ হইতে জ্বলন্ত সত্যের কথা বাহির হইবে। আমি একজন লোক, তোমাদের দেশে বাস করি; এই লোক মৃত শাস্ত্র, মৃত দেবতা, মৃত মন্ত্র তন্ত্রকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। কল্পিত শাস্ত্র ও কল্পিত ঈশ্বরকে আমি মানি না। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, আমার ঈশ্বর অগ্নির ন্যায়। বিশ্বাসের তেজে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত অগ্নি উঠে; অগ্নি আমার জীবনকে সঞ্জীবিত রাখে। অগ্নি সমান আমার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্যই কোটী লোক একত্র হইলেও আমাকে বাধা দিতে পারিবে না। ব্রহ্মাগ্নির এক স্ফুলিঙ্গ কেহই নির্ব্বাণ করিতে পারে না। যদি ভাল চাও, অগ্নিপ্রচারকের কথা শ্রবণ কর! আর কোন মৃত দেব দেবীর কথা বলিও না। হয় দেখাও তোমাদের দেবতা, না হয়, দেখ

আমরা আমাদের জীবিত দেবতাকে দেখাইয়া দিব। প্রত্যেকের নিকটে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মকে দেখাইয়া দিব; নতুবা আমি প্রবঞ্চকের শরীর মন ধারণ করি। পরের কথা আমি শুনিব না, পরের শাস্ত্র মানিব না; পরীক্ষা করিয়া দেখিব, এই হরি, তবে আমি মানিতে পারি। অবিশ্বাস কোন মতেই হইতে পারিবে না। আমি স্পষ্ট দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি, হরি এই বর্ত্তমান।

যত ভক্ত ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সকলে কথা কহিতেছেন। কোথায়? এই এখানে। ভূত নয়; প্রেত-তত্ত্বের কথা বলিতেছি না। তাঁরা কি গত? বল, তাঁহারা কি পরলোকগত? বেদ কি বই? না, আগুন। বেদ আগুনের মত জ্বলিতেছে। পুরাণ কি ঘুমায়? আর ভারতকে ঠকাইও না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ কে? কাশী বৃন্দাবন কি? যদি আগুন থাকে, দেখাক্। এক আগুনে দশ গ্রাম পুড়িয়া যায়, কোটী অগ্নি একত্রিত হউক। এস ভক্তগণ এস, এস চার বেদ এস; গঙ্গা, যমুনা, কাবেরী প্রভৃতি একত্র হও। হইবে না? সমুদয় এক স্থলে আসিবে না? এখনই আসিতে হইবে। হিন্দু ভাই, শাক্ত বৈষ্ণবে মিলিতে হইবে। তুমি কি মনে করিতেছ, কেবল কাশীধামেই যাপন করিবে? কেবল শ্রীক্ষেত্রের পক্ষপাতী হইবে? তোমার দেবতা ইনি, উনি তোমার দেবতা নন? এই মন্ত্র তোমার ভাল লাগে, ঐ মন্ত্র তোমার ভাল লাগে না? এ কথা যদি বল, তবে তুমি হিন্দু নও। সাম্প্রদায়িক—হিন্দু? হিন্দু কে? আর্য্যসন্তান কে? 'অতলস্পর্শ' বিশেষণ প্যাসিফিক মহাসাগরে খাটে না, কিন্তু হিন্দুভাবে খাটে।

তুমি সাম্প্রদায়িকের সন্তান? বৈষ্ণব, শাক্তের সহিত কলহ করিতেছ? শাক্ত, মৃদঙ্গ দেখিলে তুমি চটিয়া যাও? এই যে নিশান উড়িতেছে, ইহা ঐ সমস্ত ভয়ানক কথার ভয়ানক প্রতিবাদ করিতেছে। হিন্দু রক্ত থাকিলে কাহারও সাম্প্রদায়িক হইবার সাধ্য নাই। নববিধানের রব শুনিয়া, নিশান দেখিয়া এবার বলিতে হইবে, শাক্ত ভক্ত সমুদয় আমার; বেদ পুরাণ সকলই আমার। আমার ভারত যেমন নির্ব্বাণ শিক্ষা দিবে, এমন কে পারিবে? এমন ভক্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এমন শাক্ত কোথায়? এমন সন্ন্যাসী কোথায়? যোগী কোথায় হিমালয়বাসী যোগীর ন্যায়? সে দিন ইউরোপকে কি বলিয়া আসিয়াছি, জান? ইউরোপকে বলিলাম, আয়; ঈশ্বরের হুকুম, আয়, এসিয়ার সঙ্গে মিলিত হইতে হইবে। এসিয়া মলিন? আর্য্যসন্তান কাল? এ কথা বলিবার আর সাধ্য নাই; ক্ষান্ত হও। ইউরোপ, তুমি কি দিতে চাও? ঈশা? যীশু খ্রীষ্ট মহর্ষি; হিন্দু তাঁহাকে কেন লইবেন না? যোগে ব্রহ্ম লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মের সঙ্গে অভেদ হইয়াছিলেন, সৎপুত্রের দৃষ্টান্ত যিনি দেখাইয়াছিলেন, তাঁহাকে হিন্দু পরিত্যাগ করিবেন? ভেদ কি? কাল সাদা ভেদ?

"অয়ং বন্ধুরয়ং নেতি গণনা ক্ষুদ্রচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

এই যে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ, ইহাতে হিন্দু বলিতেছেন, বসুধার সকলেই কুটুম্ব। যে সাধুকে আমার কাছে আনিবে, আমি তাঁহাকেই নমস্কার করিব। দেহের মধ্যে আর্য্যশোণিত এই কথা বলিতেছে। শোণিত গরম রহিয়াছে। আমি কাহাকেও ঘৃণা

করিতে পারিব না। পঁচিশ বৎসর খুঁজিয়া খুঁজিয়া অনেক সাধু মহর্ষিকে লাভ করিয়াছি। উদার ঋষিসন্তান আমরা; আমরা জন্মেও কাহাকেও শত্রু বলিব না। দেশীয় কি বিদেশীয় সকল সাধুকেই হৃদয়ে স্থান দিব। শ্রীগৌরাঙ্গ বক্ষের ধন, যদি আজ দেখিতে পাইতাম, চরণ জড়াইয়া ধরিতাম। হরিদাস মুসলমান সন্তানকে তিনি কোল দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া অস্পৃশ্য মুসলমান সন্তানকে তিনি আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদাস যে হরিনাম লইয়াছিল। যে হরিপ্রেমে প্রেমিক, সে কেবল জানে হরিনাম। যাহাকে সে হরিনাম বলিতে দেখে, তাহাকেই আলিঙ্গন করিয়া ধরে। প্রেমের মত্ততা এমনই। সে বলে, ভাই! আমার প্রভু, তোমার প্রভু। অভেদ মন্ত্র লও। এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা চলে এস। উত্তর মহাসাগর, দক্ষিণ মহাসাগর চলিয়া এস। নববিধানের বিধাতার আদেশ। কি মন্ত্র চাই জান? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। আর কি? ভালবাসা। মনের দ্বার খোল, মোহ পরিত্যাগ কর। যত ধর্ম্ম আছে, আমরা সকলকে বুকে রাখিব। ভেদ জ্ঞান নাই। যোগীসন্তান হইয়া যোগমন্ত্র পাঠ করিব। "যোগ, যোগ, যোগ, যোগ।" আর কিছুই বাকী থাকিবে না; যোগে সমস্ত এক হইয়া যাইবে। যোগে সকল সাধু, সকল মহাভাব বুকের ভিতর লাভ করিব। ভাগবতী তনু লাভ করিব। হৃদয়ে আগুন, প্রাণের ভিতরে আগুন। কে এরা? সকল ভক্ত হৃদয়ের মধ্যে। দেশভেদ নাই; কালভেদ নাই। চারি শত নয়, কিন্তু চল্লিশ হাজার বৎসরের সাধুরাও আমাদের। প্রেমই কেবল দিতে হইবে। তাহা হইলে তোমার আমার জন্যও নূতন ধ্রুবলোক নির্ম্মিত

হইবে। নববিধানের নবক্রবলোক প্রস্তুত হইবে। প্রেমের গণ্ডীর ভিতরে থাকিতে হইবে। নতুবা মহাবিপদ। জানকী, আজ শিক্ষা দাও। হনুমান, তুমি আসিয়া আজ আমাদের শিক্ষা দাও। হনুমান কি? ভক্ত তুমি; সীতা উদ্ধার তোমা হইতে। 'জয় রাম' বলিয়া তুমি জানকীকে উদ্ধার করিলে। কে সীতা আজ? জগৎপতি আমাদের পতি। যে গণ্ডী তিনি দিয়াছেন, তাহার এক চুল ওদিক হইলে নিশ্চয় মৃত্যু; ভিতরে থাকিলে কিছুতেই প্রাণ যাইবে না। সোণার হরিণ—ধন, মান, ঐশ্বর্য্য। সোণার হরিণ চাহিলেই গণ্ডীর ভিতরে একাকী থাকিতে হয়। গণ্ডী পার হইলে মায়াবী রাক্ষসের হাতে পড়িতে হইবে। তখন কোথায় যোগিবেশে বলপূর্ব্বক রথে তুলিয়া লইয়া যাইবে। (এই সময় বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার জন্য মৃদঙ্গধ্বনি সহকারে সঙ্কেত করা হইল।) বন্ধুগণ সাবধান করিয়া দিতেছেন; শরীর অসুস্থ; বলা শেষ করিতে হইল। ভারত! তুমি ধার্ম্মিক; চিরকাল ধর্ম্মপথে আছ। ভগবান পতি আমাদের; আমরা সোণার মৃগ দেখিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইব না। কোটী মৃগেও মন টলাইতে পারিবে না। কিছুতেই প্রেমের পথ, ধর্ম্মের পথ ছাড়িব না; তুমি আমি ভাই; চীৎকার করিয়া তুরী ভেরী বাজাইয়া তাই বলিতেছি, ভেদ ভাব দূর করিয়া দাও; সমস্ত জগতে প্রেম বিস্তার কর। ভগবান্ সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কমলকুটীর

জলাভিষেক। *

রবিবার, ১৬ই মাঘ, ১৮০৪ শক ; ২৮শে জানুয়ারি, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

প্রাচীনকালে, হে বন্ধুগণ, আর্য্যসন্তানগণ আর্য্যমুনিঋষিগণ এই জলের প্রশংসা করিতেন। মধ্যকালে য়িহুদী এবং ঈশার শিষ্যগণ জলের প্রশংসা করিয়াছেন। এখন নববিধান এই জলের প্রশংসা করিতেছে। যে কাল গত হইয়াছে তাহার আদি মধ্য অন্তে পবিত্র মহাজলের প্রশংসা হইয়াছে। কেন, হে জল, শুদ্ধ জল, সুমিষ্ট জল, স্বাস্থ্যপ্রদ শান্তিপ্রদ জল, তোমার এত গুণ? ঋষিকুল তোমার প্রশংসাগীত যে সুরে ধরেন, বিনীত দাস কিরূপে সে সুরে তোমার প্রশংসাগীত ধরিবে?

"সত্যম্"—জলময় সত্য। ঈশ্বরের সত্তা এই জলরাশিতে বেড়াইতেছে। জীবন, সত্য, প্রাণ, শক্তি, এই সমস্ত জলবিন্দুতে। এই জলরাশির মধ্যে শক্তি সাঁতার দিতেছে ডুবিতেছে বিশ্বাসী ইহা দেখিতে পায়। ঐ শক্তি নাবিতেছে উঠিতেছে। প্রত্যেক জলবিন্দু সৎ। "আমি আছি" প্রত্যেক জলবিন্দু হইতে এই কথা আসিতেছে। এই জল সত্যে পরিপূর্ণ, হাত দিলাম সত্যের ভিতরে, শক্তির ভিতরে।

"জ্ঞানম্"—দেখ চক্ষু সকল জলে ভাসিতেছে, জলের ভিতর হইতে বিশ্বতশ্চক্ষু দেখিতেছেন। এই বিশ্বের চক্ষু কোটী কোটী

সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে, নদ নদী মহাসাগরে। দেখ জলের ভিতর হইতে বৃহদ্‌ব্রহ্ম তাকাইতেছেন, সকলকে দেখিতেছেন।

"প্রেম"—ঐ প্রেম ঐ ভালবাসা ভাসে কমলসরোবরে। প্রেম খেলা করিতেছে, কেলি করিতেছে জলের ভিতরে। প্রেমময়ী মা, তুমি এই জলে নামিয়া আছ। শত পদ্মফুল ফুটিয়াছে। কমল দ্বারা অর্চ্চিত, কমল সকল লইয়া কমলালয়া খেলা করিয়া বেড়াই-তেছেন। প্রেমের সরোবর, এই সরোবরের চারিদিক তুমি প্রেমেতে পূর্ণ করিয়াছ। করুণাবারি, স্নেহধারা, তুমি সলিল ভাল-বাস। সলিল অতি শীতল তোমার মত। জগৎপ্রসবিনি, যেমন তুমি প্রেম, তেমনই তোমা হইতে নিয়ত প্রেমবারি বহির্গত হইতেছে।

"পুণ্য"—এই জলময় পুণ্য শুদ্ধতা জলকে শুদ্ধ করিতেছে। পুণ্যময়ী মা যিনি তিনি জলের ভিতর। হে জল, পুণ্যের অধি-ষ্ঠানে পুণ্য হও। পুণ্যচক্ষু চারিদিকে, পুণ্যের তেজ জলের ভিতরে। পুণ্যের জলরাশি গভীর পূর্ণ। পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণে কেবলই পুণ্য। মা পুণ্যময়ীর মুখ হইতে তেজের প্রতিভা পড়িতেছে, তাঁহার মুখজ্যোতিতে সমুদয় জল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। সকলই শুভ্রবর্ণ। এই জলে সেই পুণ্য, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, শুদ্ধি ইহার ভিতরে প্রবিষ্ট করাই। জল, তুমি পুণ্যের জল, শুদ্ধ জল। পাপ প্রক্ষালন করিতে তুমি সক্ষম হইবে। পাপ দূর করিবার পক্ষে পুণ্য তোমার প্রাণ হইল।

জল তুমি আনন্দময়। স্বর্গের আনন্দ, স্বর্গের সম্পদ তোমার ভিতরে। মধুময় সরোবর কমলসরোবর, শান্তি প্রফুল্লতা সুখ বিমল

আনন্দ জলে। জল স্পর্শ কর সুখী হইবে, জলে অবতরণ কর শোক যাইবে, শান্ত হইবে। প্রত্যেক জলবিন্দুতে শান্তি ভাসিতেছে, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

জল চুপি চুপি প্রত্যেক ভক্তের কাণে বলে, শান্তি দিব, সুখ দিব, অসুখীর অসুখ হরণ করিব, প্রাণ যদি জ্বলে, নির্ব্বাণে নিমগ্ন করিয়া দিব। জলে শান্তি, নির্ব্বাণ, সুখ, মধুরতা। এ মিছরি গোলা জল, এ মধুময় জল, এ সরোবরে সমুদয় তৃষ্ণা নিবারণ হয়, সমস্ত হৃদয় শীতল হইয়া যায়। ঐ সৎ, ঐ চিৎ, ঐ আনন্দ, ঐ জীবন ভাসিতেছে। ঐ জ্ঞান, ঐ ভালবাসা, ঐ পুণ্য ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সচ্চিদানন্দ! ঐ ঈশা স্নান করিতেছেন সৎসলিলে, উঠিলেন সলিল হইতে জ্ঞানপ্রভা লইয়া। জ্ঞানপুরুষ উঠিলেন আর ঐ আকাশ হইতে আনন্দকপোত পক্ষ বিস্তার করিয়া অবতীর্ণ হইলেন, শান্তি দিলেন। সৎ এই সরোবরে ডুবিল, উঠিল জ্ঞান উড়িল সমুজ্জ্বল কপোতপক্ষ "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিতে বলিতে।

ঈশা ডুব দাও, আজ সহস্র বৎসরের ব্যবধান বিনষ্ট হইয়া যাউক। এই জলে ঈশা স্নান করিতেছেন, আজ ভারতবর্ষ সেই স্নানে সঞ্জীবিত, প্রাচীন জলমন্ত্র সঞ্জীবিত। এই ত যোগী ঈশা আসিয়াছেন, এস চল স্নান করি। ঋষি মুনি সকলে উপবেশন করুন। বড় বড় প্রাচীন শ্বেতকায় শ্বেতকেশ শ্বেতশ্মশ্রু সকলে গম্ভীরভাবে মন্ত্র পাঠ করুন, জলকে পুণ্যময় করুন, সত্যময় করুন, আনন্দময় করুন, মুক্তিপ্রদ করুন। বল জল বড় হও, জল শুদ্ধ হইল। গঙ্গা যমুনা নর্ম্মদা কাবেরী সকলে এই জলের প্রশংসা করিতেছেন। যেখানে গঙ্গা যমুনার উৎপত্তি সেখান হইতে সমুদয় ভাগীরথীতীরে ঋষিগণ বসিয়া

গঙ্গাস্তব করিতেছেন। আমরা কি সে স্তব শুনিব না? সম্মুখে জল-রাশি রাখিয়া মুনিঋষিগণ কি ভাবিতেছেন আর গাইতেছেন। আহা কি জলের মধুর স্তব, গম্ভীর স্তব, জলের ভিতরে কি পুণ্য! আমরা কি জলের অবমাননা করিতে পারি? ভক্তগণ জলের প্রশংসা করিয়াছেন, প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা জলের মহিমা গান করিয়াছেন, প্রাচীন আর্য্যেরা জলে লক্ষ্মীকে অবতীর্ণা দেখিয়াছেন। জল তোমা-দিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট এত পবিত্র, এত গুণযুক্ত, এত উন্নত প্রশংসার বিষয় ছিল। বর্ত্তমানে ভক্তেরা জলের মহত্ত্ব ভুলিতে পারেন না।

ওরে নাস্তিকবংশ, জলকে তুই ব্রহ্মহীন বলিয়া পরিহাস করিস্। সন্দেহযুক্ত আত্মা মরে। জল কমলার পদবিহীন, তাঁহার চরণরেণু জলে নাই, তুই কখনও এ কথা বলিস্ না। আর্য্য পিতা মাতা জলকে বড় বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আদি অন্ত মধ্যে সকলে জলের গুণ গান করিয়াছেন। ঐ দেখিতেছিস্ ঈশা অন্ত স্নান করিতেছেন, কপোত মধ্যস্থানে স্থির হইয়া পক্ষপুট বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বদিক আজ পশ্চিম দিকের য়িহুদীগণের সঙ্গে সম্মিলিত হইল। আজ জলমন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করি। আমার সৌভাগ্য! ঈশা স্নান করিতেছেন, সাঁতার দিতেছেন, নির্দ্দোষ মেষশাবক সকলকে ধরিয়া স্বর্গধামে লইয়া যাইতেছেন। জলবিন্দু গাত্রে ছড়াই, পুণ্যসলিলে শরীর সুশীতল করি। এইটুকু জলের ভিতরে সত্য জ্ঞান পুণ্য আনন্দ অবস্থিতি করিতেছে। এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই সত্য, এই জ্ঞান, এই পুণ্য, এই আনন্দ; এই

জল শরীরে প্রবিষ্ট হউক, ব্রহ্মকৃপায় পুণ্য শান্তি অর্পণ করুক, এই শান্তিজল স্পর্শ করিয়া শরীর শুদ্ধ হউক।

হে জল, তুমি পাপ নষ্ট কর, অকল্যাণ হরণ কর, নিরানন্দ আনন্দে পূর্ণ কর। হে জল, মৃতদিগকে সঞ্জীবিত কর, জীবনে সংযুক্ত কর। জীবন ব্রহ্মময়, আনন্দ এই জলবিন্দুতে। এই জল রক্ত মাংসকে পুণ্যময় করুক। ব্রহ্ম ভাসেন জলে। সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে দোলাই, ভাসাই, খেলাই জলে। জল ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মশক্তিস্বরূপ। জল তুমি মহৎ হও, প্রবল হও, প্রশংসিত হও, আরাধিত হও। সূচিকাগ্রে ব্রহ্মতেজ বাহির হইল। হে জ্যোতি, চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ কর। জলের ভিতরে ব্রহ্মতেজ এস। চক্ষু শুদ্ধদর্শনে শুদ্ধ হও, কর্ণ শুদ্ধ কথা শ্রবণ কর, নাসিকা শুদ্ধ সৌরভ গ্রহণ কর, রসনা শুদ্ধ রস আস্বাদন কর, প্রাণ শুদ্ধ হও, শুদ্ধতায় সঞ্জীবিত হও। হস্ত, শুদ্ধ হও; পদ, শুদ্ধ হও। পা শুদ্ধ পথে চল; হস্ত, শুদ্ধ কর্ম্ম কর। সর্ব্বাঙ্গ পুণ্য দ্বারা পূর্ণ হও। জলেতে সাধন ঘনীভূত হইল। চক্ষু সকলই ব্রহ্মময় দর্শন করিতেছে। ঋষিগণ মহর্ষি ঈশা এই জলে নামিলেন, ঘাটে অবতরণ করিলেন। ঈশা যে জলে স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে দেখিয়াছেন, সেই জলে স্নান করি, স্নান করিয়া পবিত্রাত্মাকে হৃদয়ে ধারণ করি। ঋষি-গণের সঙ্গে ঋষি হইয়া, ঈশার ন্যায় হইয়া আমরা ঈশা হইব, আমা-দিগের জীবনে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে। উৎসবের হরি, তোমার স্তব করি, ব্রহ্মময় জলে তোমার সঙ্গে হাসিতে হাসিতে অবতরণ করি। জল তোমার মাকে দেখাও, তোমার ভিতরে মা আছেন। সচ্চিদানন্দ একবার জলে হাস। হাসিতে হাসিতে জলে ডুবি, প্রাণ

শীতল করি, সর্ব্বাঙ্গ শীতল করি। প্রাণ যে জুড়াইল। সচ্চিদানন্দের গভীর আনন্দে মগ্ন হইয়া ঋষিকুল দাঁড়াইলেন। আজ পূর্ব্ব পশ্চিম দুই এক হইল। স্বর্গ স্পর্শ করিলেন পৃথিবীকে, পৃথিবী স্পর্শ করিলেন স্বর্গকে। আজ ভক্তির ঘাটে স্নান করিয়া আমরা সকলে পাপমুক্ত হই।

মা দেবি, দেখা দাও, জলে দেখা দাও। মা প্রাণ জুড়াক, জল মধু বর্ষণ করুক, স্বর্গ হইতে বৈরাগ্য পুণ্যধন জলে অবতীর্ণ হউক। মা দেখা দাও, মা দেখা দাও, মা দেখা দাও, এই তোমার শ্রীপাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা।

কমলকুটীর।

নববর্ষ।

প্রেরিতদের প্রতি সেবকের নিবেদন। *

প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০৫ শক;
১৩ই এপ্রেল, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য নববর্ষের প্রথম দিনে দয়াসিন্ধু পরমেশ্বরকে নমস্কার করিয়া, সমস্ত পরলোকবাসী সাধু মহাত্মাকে নমস্কার করিয়া, উপস্থিত অনুপস্থিত সমুদয় ভ্রাতৃগণকে, প্রেরিতবর্গকে ঈশ্বরের আদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া এই জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, এই নববর্ষের প্রথম

হইতে বৈরাগ্য, প্রেম, উদারতা ও পবিত্রতার মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। বৈরাগ্যের নিয়ম পূর্ণভাবে পালন করিবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ হইয়াছে। সমস্ত সাংসারিক চিন্তার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে হইবে। আহার ও পরিধান সম্বন্ধে কোন ভাবনাই থাকিবে না। তোমরা নিজে স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিতে পার না। ঈশ্বরের হস্ত হইতে সাক্ষাৎভাবে যাহা আসিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে পাইবে। এত দিন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচার ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করিতে, আবার কিয়ৎ পরিমাণে পরকীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে; এখন হইতে আর তাহা হইবে না। এত দিন তোমরা কঠোর বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিতে, কিন্তু তোমাদের পত্নীরা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেন; অতঃপর তোমরা যেমন টাকা কড়ি গ্রহণ করিবে না, তোমাদের স্ত্রীরাও তেমনই অপরের দান গ্রহণ করিবেন না। তোমাদের পত্নীদিগকে বৈরাগ্য পথের সঙ্গিনী করিয়া লও। প্রচারক পরিবার বৈরাগী ও বৈরাগিণীর পরিবার হইবে; সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর পরিবার হইবে। তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীরা অন্ন অর্থ স্পর্শও করিবেন না। বৈরাগী স্বামী ও সংসারাসক্ত স্ত্রীর মিলন হইতে পারে না। একজন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবেন, অন্য জন সংসারের ধন খুঁজিয়া বেড়াইবেন, ইহা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।

এই স্থান হইতে সমস্ত সাহায্যকারী দাতাদিগকেও ঘোষণা করা যাইতেছে, আমাদের প্রেরিত প্রচারকদিগের হস্তে তাঁহারা একটী পয়সাও অর্পণ করিবেন না। যাহা কিছু দিতে হইবে এই স্থানে অথবা প্রচার ভাণ্ডারে অর্পণ করিতে পারিবেন। উঁহারা

দিবেন না, ইঁহারা লইবেন না। ভাণ্ডারীর হস্তে সমস্ত ধন আসিবে। কোন বিশেষ বন্ধু কোন বিশেষ বন্ধুর জন্যও দান করিতে পারিবেন, কিন্তু ভাণ্ডারীই তাহা গ্রহণ করিবেন। ভাণ্ডারীর হস্তেই তাহা দিতে হইবে। প্রচারকেরা ধন চাহিবেন না, ধন লইবেন না; কিন্তু ভাণ্ডারে ধন আসিলেই সন্তুষ্ট হইবেন। ভাণ্ডারে ধন আসুক আরও ধন আসুক, কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে। ভাণ্ডারপতি স্বয়ং ঈশ্বর। ভাণ্ডারের উপরে যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের মুখ কখনই শুষ্ক হয় না, বালক বালিকাগণ দৈন্যসাগরে ডোবে না। পবিত্রাত্মা সেখানে বিতরণ করেন। কল্যকার জন্য চিন্তা বন্ধ করিয়া দাও; বৈরাগী ও সন্ন্যাসী হও। বৈরাগ্যের পূর্ণ উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রকাশিত হউক। প্রত্যেকে বৈরাগী হইয়া সহধর্ম্মিণীসহ বৈরাগ্যব্রত সাধন কর। এত দিন বিরোধী ছিলেন স্ত্রী; এখন দুইজনে একত্র হইয়া অর্থপিপাসা পরিত্যাগ করিয়া, ধনলোভ অপবিত্র জানিয়া, পৃথিবীর শাস্ত্রেতে জলাঞ্জলি দিয়া, পতি পত্নী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া বাস কর। নববর্ষের এই নব নিয়ম।

দ্বিতীয় নিয়ম, ভালবাসা। পরস্পরে প্রেম কর। কলহ বিবাদ পরিত্যাগ কর। যদি ভয়ানক কলহ বিবাদের কারণ আসে, লিখিয়া দরবারে উপস্থিত করিতে হইবে, মুখে উপস্থিত করাও হইবে না। প্রশ্ন লিখিয়া দরবারে দাও; পবিত্রাত্মা তাহার উত্তর দিবেন। এতদ্ব্যতীত লঘু বিষয় সকল প্রেমের দ্বারাই মীমাংসিত হইবে। কোটী কোটী কারণ অন্য পক্ষে থাকিলেও পরস্পরে প্রেম করিবে। কোন বিষয়ে মতে না মিলিলেও প্রেম করিবে। তোমাদের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ যেন পৃথিবী দেখিতে

পায়। ভালবাসার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবে; প্রেমের অভূতপূর্ব্ব উদাহরণস্থল হইবে। প্রেমের ভিতরে ক্ষমা, সহিষ্ণুতা থাকিবে। প্রেম দোষ ভুলাইয়া দেয়। প্রেম উৎপীড়ন সহ্য করে; প্রেম শত্রুর সাহিত এক ঘরে বাস করে। এইরূপ প্রেমে প্রেমিক হইয়া নববিধানে কত প্রেম, তাহাই পৃথিবীকে দেখাও। যেখানে যাইবে, প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইবে।

তৃতীয় নিয়ম উদারতা। সকল ধর্ম্মশাস্ত্র ও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সমন্বয় হইয়া উদার ভাব প্রদর্শিত হইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায় আর থাকিবে না। ঈশা মুসা প্রভৃতি তোমাদের উপর নির্ভর করিয়া আছেন। সকলকে সম্মানিত করিবার জন্য তোমরা নববিধান কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছ। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব ত্যাগ কর। এই ঘরে ঈশা, মুসা, শাক্য, গৌরাঙ্গের সম্মান বাড়িল, এই যেন দেখা যায়। উদার হইয়া উদার ধর্ম্ম পরিপোষণ কর। উদার ধর্ম্মেতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ কর। প্রেরিতগণ, কোন সত্য ছাড়িও না। এই উদ্দেশে এক এক বিষয়ের বিশেষ ভাব গ্রহণ করিয়া প্রদর্শন করিবার জন্য বলা যাইতেছে। সকল দেব দেবীর ভাব সুরক্ষিত হইবে বিশেষ বিশেষ রক্ষকের দ্বারা। এক এক মুনির হাতে এক একটী রত্ন অর্পণ কর; এক এক ধর্ম্মরাজ্য এক এক দেবকুমারের হস্তে ন্যস্ত কর। এক এক ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি এক একজন বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হউন। এক একজন এক এক ধর্ম্মের সমস্ত ভাব গ্রহণ ও বিতরণের ভারগ্রস্ত হউন। দেখাইতে হইবে আমাদের বাড়ীতে সমস্ত দেব দেবীরই আদর, সমস্ত মিলিয়া একটী দেহ; এক এক প্রেরিতের দ্বারা একটী

একটী অঙ্গের পূর্ণতা হইল; সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে নববিধানের পূর্ণধর্ম্ম প্রকাশিত। এই প্রকার উদারতাকে আহ্বান করিতেছি। নববর্ষে সঙ্কীর্ণতা যেন আর না থাকে।

চতুর্থ এবং শেষ প্রত্যাদেশ, পবিত্র হও, শুদ্ধ হও। নীতিকে অমান্য করিও না। ধর্ম্মের উচ্চ সাধন করিতে গিয়া নীতির প্রতি উদাসীন হইও না। যোগ করিতে গিয়া দুর্নীতিপরায়ণ হইও না; ভক্তি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া নীতি উল্লঙ্ঘন করিও না। রসনাসম্বন্ধীয় নীতিতে, আনুষ্ঠানিক নীতিতে, চিন্তার নীতিতে, চক্ষের নীতিতে, শ্রবণের নীতিতে, সমুদয় নীতিতে আপনাদিগকে সমুজ্জ্বলিত কর। অঙ্গে নীতি, হৃদয়ে নীতি; ক্রমাগত নীতি সাধন করিয়া পৃথিবীকে বুঝাইয়া দাও, নববিধান সাক্ষী—ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গ সাধন করিতে গেলে নীতি চলিয়া যায় না। ঘর সাজান, দ্রব্যাদি যাহাতে নষ্ট না হয়, খরচ যাহাতে ঠিক হয়, বাক্য সুমিষ্ট হয়, ব্যবহার পবিত্র হয়, কথাগুলি ঠিক সত্যের সঙ্গে মিলে, বিধবা অনাথদের প্রতি যাহাতে ঠিক কর্ত্তব্য করা হয়, এই সকল বিষয়েই নীতিকে বিশেষভাবে রক্ষা করিতে হইবে। প্রেরিতগণ, দেখাও, বড় বড় প্রশংসনীয় কার্য্যে তোমরা যেমন সুনিপুণ, ছোট ছোট কার্য্যেতেও সেইরূপ। বড় বড় বিষয়ে বিচার কর, উত্তীর্ণ হইবে; ছোট ছোট বিষয়ে পরীক্ষা কর, উত্তীর্ণ হইবে; এই কথা প্রমাণ করিয়া ব্যক্ত কর। বৈশাখের প্রথম দিবসে তোমরা এই চারি লক্ষণের সাক্ষী হও, সমস্ত বৎসর, তোমাদের মধ্যে এই চার নিয়মের সাধন ও পালন দর্শন করিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা এই ব্রত গ্রহণ করিলেন, প্রেরিত দরবার সমক্ষে এক বৎসরের জন্য। পরম দেবতা সহায় হউন। তাঁহার

সমক্ষে তাঁহার অনুচরগণ—পিতার সন্তানগণের সমক্ষে গলায় বস্ত্র দিয়া প্রেরিতেরা যে ব্রত গ্রহণ করিলেন, তাহার ফল দেখিবার জন্য ভারত আশা করিয়া থাকিল; পৃথিবীও আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া রহিল।